মাসুদ রানা

স্নাইপার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

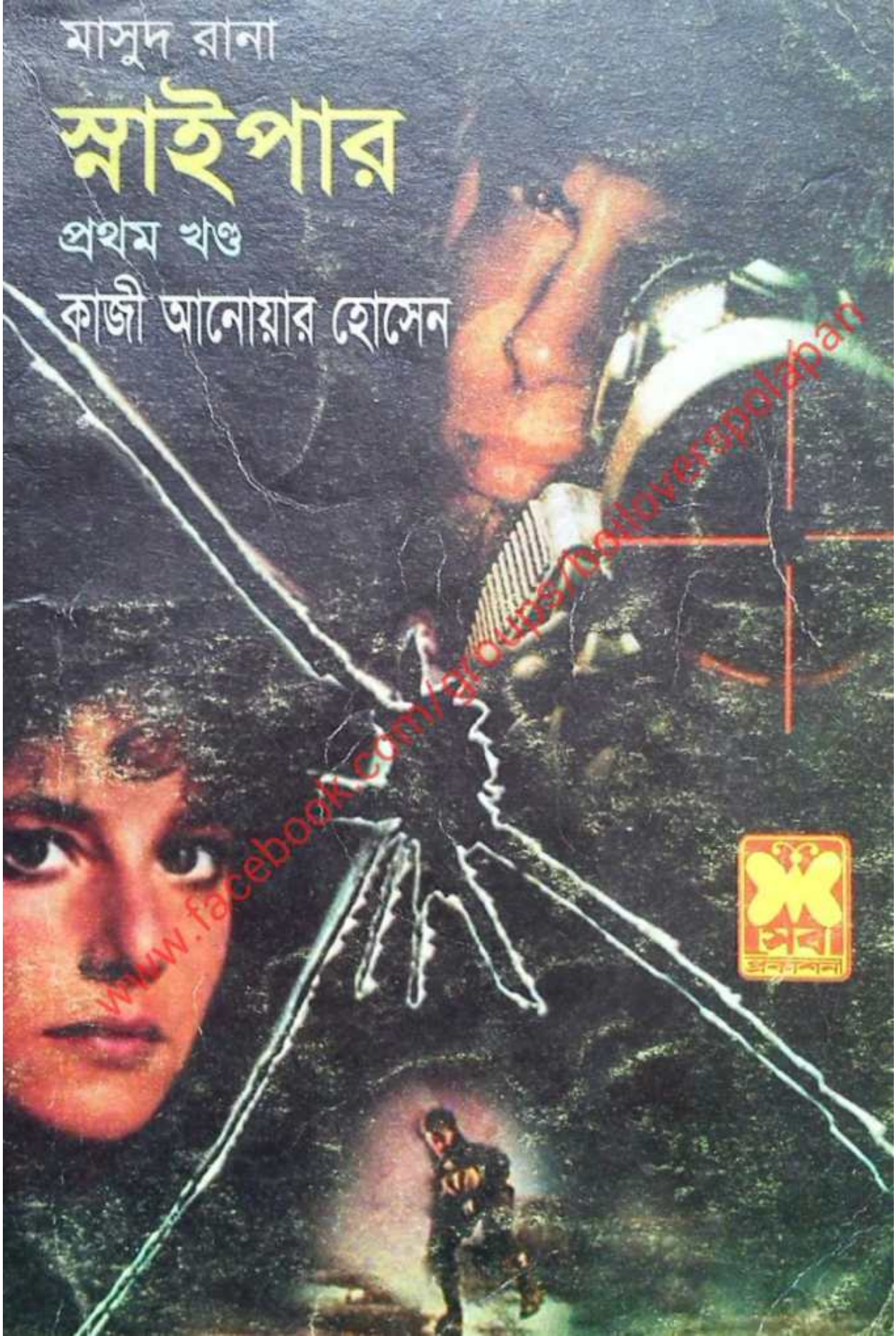

www.facebook.com/groups/bdlovers.ppolapan

সেবা প্রকাশনী

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

এক

কলাম্বিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা।

রাজধানী বোগোটা থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে লেব্রিজা নদীর ধারে স্যান্টান্ডার ডিস্ট্রিক্টের প্রধান শহর বুকারামাঙ্গা। সেখান থেকে ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে যেতে হবে আরো প্রায় একশো কিলোমিটার, তারপর ঢোকা যাবে সারাভেনার কুখ্যাত জঙ্গলে। বুনো, পার্বত্য অঞ্চল এটা। সমুদ্রসমতল থেকে এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। গোটা দেশের সবচেয়ে দুর্গম এলাকা, মাদক ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য। আর এখানেই জঙ্গলের ভিতর একটা গাছের নীচে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুই দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা ও ইকরাম আহমেদ।

ঝোপ পেরিয়ে সামনের দিকে নজর রানা আর ইকরামের। সেখানে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সুন্দর একটা ইঁট বিছানো রাস্তা চলে গেছে। এখান দিয়েই যাবার কথা কোকেন বোঝাই একটা ট্রাকের, সেটাকে থামাবে বলে অপেক্ষা করছে ওরা দুজন।

'সোর্স ব্যাটা ভুয়া খবর দিল না তো, মাসুদ ভাই?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্দিহান গলায় বলল ইকরাম, বয়সে রানার চেয়ে ছ'সাত বছরের ছোট সে। 'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল।'

'ভুয়া খবর দেয়ার লোক তো সে নয়,' রানা বলল।

'সেদিনও পামারের টিমকে ও-ই আফিমের গুদামটা চিনিয়ে দিয়েছিল।'

'ওদেরকেও কী তাই বলে চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল?'

ওর অস্থিরতা দেখে হেসে ফেলল রানা। বয়সের দোষ, মনে মনে ভাবল ও। একেক অপারেশনের বৈশিষ্ট্য একেক রকম, সেটা বেচারা বুঝতে চাইছে না। আফিমের গুদাম স্থির টার্গেট, সেখানে যখন-তখন হামলা করা যায়... কিন্তু রাস্তায় একটা ট্রাককে ঠেকাতে হলে সেটাকে জায়গামত আসার সময় দিতে হবে। যে কোনও কারণেই আসতে দেরি হতে পারে, সেটা উদ্বিগ্ন হবার মত কোনও বিষয় নয়।

ইকরামের বয়স যত না তার চেয়ে দেখায় অনেক কম। আচার-আচরণেও ছেলেটার কিশোরসুলভ চঞ্চলতা রয়ে গেছে। তিন বছর হলো বিসিআইতে ঢুকেছে, রানাই ওকে এনেছে। ওর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ইকরাম, রি-ইউনিয়নে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটার সারল্য আর ন্যায়পরায়ণতা মুগ্ধ করেছিল ওকে। ভীষণ দুঃসাহসী, টগবগে তরুণ, দেশের জন্য কিছু করতে মুখিয়ে আছে দেখে বিসিআইয়ে রিক্রুট হিসেবে সুযোগ করে দিয়েছিল রানা। অল্প কয়েকদিনেই সবার মন জয় করে নেয় ইকরাম, প্রাথমিক প্রশিক্ষণেও খুব ভাল ফলাফল দেখায়। ছেলেটার মাঝে সুপ্ত সম্ভাবনা দেখে এরপর থেকে সময়-সুযোগমত রানা নিজেই ওকে ট্রেনিং দিচ্ছে। দেখতে দেখতে দুজনের মাঝে একটা অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। সম্পর্কটা শুধু ছাত্র-শিক্ষকের নয়, এর মাঝে বন্ধুত্ব আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যেমন আছে, তেমনি আছে স্নেহ-ভালবাসা। নিজের ছোট ভাইয়ের মত ছেলেটাকে দেখে রানা; অন্যদিকে মাসুদ ভাই বলতে অজ্ঞান, ইকরাম, ওকে দেবতার মত ভক্তি করে, ওর নির্দেশে হাসতে হাসতে জীবনও দিয়ে দিতে রাজি।

একটা বিশেষ আন্তর্জাতিক টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে

www.facebook.com/groups/boiloverspelapar

কলাম্বিয়ায় এসেছে ওরা বাংলাদেশ থেকে। হঠাৎ করে সারা বিশ্বে কোকেন-হেরোইনসহ সব ধরনের মাদকের চালান স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। মূলত কলাম্বিয়া থেকেই আসছে এসব ড্রাগ। চালান বন্ধ করতে হলে উৎসেই হামলা চালাতে হবে। তাই বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই গোপন টাস্ক ফোর্স। রানা এর আগেও কলাম্বিয়ায় মাদকবিরোধী অপারেশনে অংশ নিয়েছে, অভিজ্ঞতার কারণেই এখানে ওর অন্তর্ভুক্তি। সঙ্গী হিসেবে আরেকজনকে আনার সুযোগ দেয়া হয়েছিল ওকে। কাকে নেবে সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি ওর। যেমন নির্দ্বিধায় প্রস্তাব করেছে ও, তেমনই নির্দ্বিধায় ইকরামও রাজি হয়ে গেছে। আজ তিন সপ্তাহ হলো এসেছে ওরা, পুরো ফোর্সের মধ্যে রানা আর ইকরামের টিমই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। আট জায়গায় হামলা চালিয়েছে ওরা, ড্রাগলর্ডদের অন্তত একশো কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এই অর্জনে ইকরামের ভূমিকা রয়েছে প্রচুর।

'ব্রাভো সেকশন,' ওয়াকি-টকি তুলে টিমের আরেক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা, তারা সবাই একশো গজের একটা বৃত্তের মধ্যে পজিশন নিয়ে আছে। 'কোনও মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছ?'

'নেগেটিভ,' ওপাশ থেকে জবাব এল। 'কিছুই ঘটছে না।'

'ব্যাটারা টের পেয়ে গেল নাকি?' বলল ইকরাম।

'মনে হয় না,' রানা বলল।

'তা হলে দেরি করছে কেন?'

'আজকাল ওরাও অতিরিক্ত সতর্ক,' বলল রানা। 'গত তিন সপ্তাহে কম ঝড়-ঝাপটা গেছে ওদের ওপর দিয়ে?'

'হুঁ,' ইকরাম মাথা ঝাঁকালো। 'তবে ব্যাটাদের হাবভাব ভাল ঠেকছে না। এত ক্ষতি করলাম আমরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত পাল্টা

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

কিছুই তো করল না ওরা। অথচ এই ড্রাগলর্ডদের ব্যাপারে কতকিছু শুনেছিলাম...'

'এত সহজ ভেবো না ওদের। আমাদের চেনে না বলে কিছু করতে পারছে না। গোপনে ঠিকই আমাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে ওরা। যেদিন খোঁজ পাবে, সেদিনই পাল্টা ছোবল দেবে; হোক সেটা আজ, কাল বা এক-দুইমাস পর।'

কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল ইকরাম। এ সুযোগে চারপাশটা আরও একবার যাচাই করল রানা। আক্রমণের জন্য জায়গাটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে বলা চলে না। এখানে জঙ্গল অনেকটাই পাতলা। আড়াল নেবার জন্য ঝোপঝাড় ছাড়া খুব বেশি কিছু নেই। গোলাগুলি শুরু হলে লুকাবার জন্য যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাবে না। তার উপর পিছনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী বিশাল এক পাহাড়। কোনও কারণে পিছু হটতে হলে ওটা নিঃসন্দেহে সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। অথচ কোনও উপায়ও নেই। রেকি করার যথেষ্ট সময় পায়নি ওরা, সোর্সের কথার উপরেই ভরসা রাখতে হচ্ছে। ট্রাকের পুরো রুটে এটাই নাকি একমাত্র ব্লাইন্ড স্পট। অন্য কোথাও হামলা করতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। রুটের উপর নজর রাখার জন্য সবখানে শত্রুপক্ষের লোক আছে।

একটু অস্বস্তি বোধ করছে রানা শুরু থেকেই। সহজাত প্রবৃত্তি কী যেন একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে, কিন্তু ধরতে পারছে না ও। অনুভূতিটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল, কারণ বাস্তবে বিপদের কোনও আলামত দেখতে পাচ্ছে না ও। অ্যামবুশ পাতার আগে চারপাশের এলাকা ভালমত চষে দেখেছে ওরা, আচমকা হামলা চালাবার জন্য কেউ লুকিয়ে নেই কোথাও। পাহাড়টাও আধ মাইল দূরে, সেটা টপকে কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা কম; এলেও সরে পড়ার যথেষ্ট সময় পাবে ওরা। তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না রানা।

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

শুধু উপায় না থাকায় অস্বস্তিটা চাপা দিয়ে রাখতে হচ্ছে।

যে ব্যাপারটা রানা জানে না তা হলো, এই মুহূর্তে পাহাড়ের ঢালে শরীর মিশিয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। তার হাত সামনে বসানো ৭.৬২ ড্রাগনভ স্নাইপার রাইফেলে, অপটিক্যাল সাইটে চোখ রেখে রানাদের প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ করছে সে। কাল রাত থেকেই এভাবে শুয়ে আছে লোকটা, শিকারের অপেক্ষায় এভাবে পড়ে থাকতে সে অভ্যস্ত। গত চার ঘণ্টা ধরে প্রতিপক্ষের প্রতিটা মুভমেন্ট আর বাতাসের গতি পরখ করছে সে। এতক্ষণে শট নেবার অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়া গেছে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার। প্রতিপক্ষের দেহটা সাইটে স্থির রেখে ট্রিগারে চাপ দিল সে।

ঠিক তক্ষুণি নড়ে উঠল রানা, সেটাই জীবন বাঁচাল ওর। তবে গুলিটা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না, পেটের ডানপাশে আঘাত খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। শকের কারণে নার্ভ ঠিকমত কাজ করছে না, ব্যথা অনুভব করল না রানা, বিস্মিত দৃষ্টিতে পেটের নীচে মাটি রক্তে ভেসে যেতে দেখল।

'মাসুদ ভাই!' আর্তনাদ করে উঠল ইকরাম।

জবাব দিতে পারল না রানা, এক অবর্ণনীয় ব্যথায় ওর শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। চেতনা হারাচ্ছে ও দ্রুত। টের পেল, ইকরাম ওকে টেনে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

আততায়ীর পরের বুলেট ইকরামের হৃৎপিণ্ড ভেদ করল। রানাকে ধরে রাখা হাতদুটো নিস্তেজ হয়ে গেল, ওকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে-ও। এরপর আরও কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেল রানা, পুরো টিমকেই শেষ করে দিচ্ছে ঘাতক।

জ্ঞান হারাবার আগে ইকরামের বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখতে পেল ও। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ফিসফিস করে ডাকছে সে মাসুদ ভাইকে।

www.facebook.com/groups/boilovers.polapan

বহুদূর থেকে মনে হলো একটা কণ্ঠ ভেসে আসছে। কেউ ডাকছে ওকে।

'মিস্টার রানা... মিস্টার রানা... আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। ওর মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে সাদা অ্যাপ্রন পরা এক ডাক্তার। পাশে পরিচিত আরও কয়েকটা মুখ দেখতে পেল ও। টাস্ক ফোর্সের কমান্ডার অ্যাল মেলভিন, বি টিমের লিডার বিল পামার আর সবশেষে দেখল একটা উদ্বিগ্ন মুখ—অবিশ্বাস্য—বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, ওর প্রিয় বন্ধু।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' ডাক্তার জানতে চাইল।

'ভাল না,' রানা মুখ কোঁচকাল, সংজ্ঞা ফেরার পাশাপাশি ব্যথাবোধটাও ফিরে এসেছে। হাত দিয়ে দেখল, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত ব্যান্ডেজ মোড়া।

'আমাদের দৃষ্টিতে ভাল,' ডাক্তার হাসলেন। 'কোমা থেকে ফিরে এসেছেন, এটাই একটা বিশাল ব্যাপার।'

'কোথায় আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোগোটার হাসপাতালে,' মেলভিন জানালেন। 'তোমার টিমের মে-ডে সিগন্যাল পেয়ে আমরা একটা হেলিকপ্টার নিয়ে ছুটে যাই। গুরুতর আহত ছিলে তুমি, তাই সোজা এখানে নিয়ে এসেছি।'

'তুই এখানে কী করছিস?' সোহেলকে প্রশ্ন করল রানা।

'তোর এ অবস্থা শুনেই বুড়ো জোর করে পাঠাল,' বলল সোহেল। 'হাসপাতালে যদি আবার কেউ তোকে মারার চেষ্টা করে! সাথে আরও চারজন নিয়ে এসেছি। গত দু'সপ্তাহ ধরে তোকে পাহারা দেয়া হচ্ছে, বুঝলি?'

'দু'সপ্তাহ!'

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

'কারেক্ট। চোদ্দদিন হলো বিছানায় শুয়ে আরাম করছিস শালা তুই, আর আমরা...'

'আমার টিমের কী অবস্থা?' মেলভিনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা তিন,' মেলভিন জানালেন। 'তা ছাড়া আহত হয়েছে আরও চারজন, তবে তুমি ছাড়া বাকি কারও ইনজুরি মারাত্মক নয়।'

'আর ইকরাম?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন মেলভিন, তারপর বললেন, 'আই অ্যাম সরি, রানা। হি ইজ ওয়ান অভ দ্য ক্যাজুয়ালটিয। আমরা পৌঁছুনোর আগেই মারা যায় ও।'

চুপ হয়ে গেল রানা। বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে ওর। ইকরামের সেই সদাহাস্য চেহারাটা আর কখনও দেখতে পাবে না, ভাবতেই মনটা হাহাকার করে উঠছে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল অস্বস্তিকর নীরবতায়। তারপর রানা মুখ খুলল।

'কে দায়ী?'

ওর কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে। সেখানে এখন বেদনা নয়, আশ্চর্য এক শীতল প্রত্যয়ের ছাপ। দোষী লোকগুলোকে শাস্তি দেবে ও।

'ড়ন রিকার্ডো কর্টেজ,' মেলভিন বললেন। 'তোমার সোর্সের বউ-বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে ফাঁদের মধ্যে তোমাদের নিয়ে যেতে বাধ্য করে। পরে ওকেও খুন করেছে সে। তবে কর্টেজের পিছনে আমাদের সমস্ত লোক লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। বাঁচার কোনও উপায় নেই তার।'

'ট্রিগারটা কে টেনেছে? ইট ওয়াজ হেল অভ আ শট। আমাদের অন্তত পাঁচশো গজের ভিতর কেউ ছিল না। গুলিটা আরো দূর থেকে করতে হয়েছে।'

'এক হাজার গজ,' সোহেল বলল। 'পাহাড়ের ঢালে পজিশন

নিয়েছিল লোকটা। ইট ওয়াজ আ স্নাইপার শট।'

'ইম্পসিবল!' রানা বিস্মিত। 'এক হাজার গজ থেকে টার্গেটে লাগানো তো অসম্ভব একটা ব্যাপার!'

'নট ফর দিস ম্যান,' হাতে ধরা ফাইলটা রানাকে দেখতে দিল সোহেল। 'পিওতর ভসকভ। প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট, অনেকের মতে দুনিয়ার সেরা স্নাইপার। ওকেই ভাড়া করেছিল কর্টেজ। ইন্টেল রিপোর্টটা দুদিনের মধ্যেই জোগাড় করেছি।'

'কোথায় ও এখন?'

'কেউ জানে না। নামটা জানার পর থেকেই আমরা ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। কিন্তু স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে লোকটা।'

'আমি ওকে খুঁজে বের করব,' রানা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'সেক্ষেত্রে তোকে আমি স্নাইপিং শেখার পরামর্শ দেব,' সোহেল অর্থপূর্ণ স্বরে বলল। 'কারণ শেষবার ওকে যারা গ্রেফতার করতে গিয়েছিল, তাদের কেউই ফিরে আসেনি। কাছেই ঘেঁষতে পারেনি, আটশো গজ দূর থেকে গুলি করে তাদের সবাইকেই খুন করেছিল ভসকভ!'

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

দুই

নভেম্বর মাস। ঠাণ্ডা এবং আর্দ্রতা, দুটোই বাড়তে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম আরকানসাসে। কষ্টকর একটা রাত পেরিয়ে সকাল এসেছে। হালকা তুষার পড়ছে, জমা হচ্ছে জমি ফুঁড়ে বেরিয়ে, থাকা পাথরের উপর। মাথার উপর কালো মেঘের

আনাগোনা, যে-কোনও মুহূর্তে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে দমকা হাওয়া বইবে। সে বাতাসে জমে থাকা তুষার ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে উঠবে।

তা নিয়ে অবশ্য মোটেও চিন্তা নেই মাসুদ রানার। উপত্যকার পাশে পাহাড়ের একটা চাতালে স্থির হয়ে বসে আছে ও। দু-হাঁটুর মাঝে রাইফেলটা খাড়া করে রেখে একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে, দৃষ্টি তিনশো গজ সামনের সমতল ভূমিতে। সেখানে একটা জলাশয় আছে, হরিণেরা পানি খেতে আসে। বিন্দুমাত্র নড়ছে না ও, বুনো পশুপাখি অনেকদূর থেকে নড়াচড়া টের পায়। গত দশ ঘণ্টা ধরে একভাবে রয়েছে রানা।

ছয় বছর আগে যেটা একটা তীব্র আবেগের বশে শুরু করেছিল, আজ সেটা ওর সহজাত একটা ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্বের সেরা যে কোনও স্নাইপারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে রানা। যেখানে যখন সুযোগ পেয়েছে, দিনের পর দিন প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছে ও, শার্পশ্যুটিঙের প্রতিটা খুঁটিনাটি কৌশল আয়ত্ত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাকে মোকাবেলার জন্য এই প্রস্তুতি, সেই ভসকভকে আজ পর্যন্ত নাগালে পায়নি ও। কয়েকবারই কাছাকাছি হবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরে গেছে লোকটা। শেষ পর্যন্ত তিন বছর আগে যেন পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেছে ভসকভ, তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। গুজব শোনা গেছে, মারা গেছে লোকটা... রানা বিশ্বাস করেনি। এত সহজে মরার লোক নয় ভসকভ; আজ হোক বা কাল, তার মুখোমুখি হবেই ও। তাই একের পর এক অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত থাকলেও সময়-সুযোগমত শুটিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে ও। আজ তেমনই একটা দিন।

শিকারের প্রতি রানার যে খুব আগ্রহ, তা নয়। দণ্ডি খাটছিল। মারার মোটেই পক্ষপাতি নয় ও, এক গোপনে বের করে এনেছে করতে এসেছে। উইকএন্ড চল্ এদের হয়ে কাজ করতে হচ্ছে

অবসর পাওয়া গেছে। অফিস-আদালত খুললে কালই আবার ওয়াশিংটনে হাজির থাকতে হবে ওকে, যে কাজে এদেশে আসা, সেটা সমাধা করতে।

শীতটা উলের কাপড় ভেদ করে ফেলেছে, শীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। দাঁতে ঠোকাঠুকি ঠেকাতে কসরত করতে হচ্ছে। কোমরের কাছে একটা পুরনো আঘাত মাঝেমাঝেই ব্যথা করে উঠছে, জোর করে সেটাকে অগ্রাহ্য করল ও। মনোযোগ ফেরানোর জন্য ছয় বছর আগে শোনা প্রশিক্ষকের লেকচারটা নতুন করে স্মরণ করল।

'শিকার যে-কেউ করতে পারে,' বলেছিলেন ভদ্রলোক। 'বন্দুকে গুলি ভরে ফটাফট শুট করা... হয়তো লাগবে, হয়তো লাগবে না। কিন্তু একজন স্নাইপার যখন শিকার করে তখন ব্যর্থতার কোনও প্রশ্নই আসে না। শিকার থাকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয়। ফলাফলটা হয় অমোঘ নিয়তির মত। তবে সেটা সহজে হাসিল হয় না; পরিশ্রম, একাগ্রতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে অর্জন করে নিতে হয়।'

সেকথা ভোলেনি রানা। গত দশ ঘণ্টা ধরে নিশ্চিত একটা শটের জন্যই অপেক্ষা করে যাচ্ছে ও। নীচের উপত্যকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। সেখানে পাইন গাছের ভিড়ের মাঝ দিয়ে একটা ট্রেইল বেরিয়ে এসেছে। ওখান দিয়েই সকালে পানি খেতে আসে হরিণের পাল।

পনেরো মিনিট পর ওর অপেক্ষার অবসান ঘটল। ধীর পদক্ষেপে আসতে দেখা গেল হরিণগুলোকে। বাতাসের গতি দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা, খুব একটা বেশি নয়। সামান্যই নভেম্বর [illegible] দিতে হবে বুলেটের গতিপথের হিসেবে। রাইফেলটা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম [illegible] রাখল ও। নিশ্বাস আটকে পালের গোদাটাকে সকাল এসেছে। হালকা তুষার [illegible] চাপ দিল ট্রিগারে। বেরিয়ে, থাকা পাথরের উপর। [illegible]র দিয়ে ছুটে গেল বুলেট.

একটা গাছে বিঁধল। মুহূর্তেই পাগল হয়ে গেল পালটা, ছুটে পালাতে শুরু করল। হেসে উঠল রানা, ইচ্ছে করেই উপর দিয়ে গুলিটা করেছে ও, নিরীহ প্রাণীটার জীবন নেয়নি। চাইলেই পারত।

এজন্যেই প্রশিক্ষক ভদ্রলোক বলেছিলেন, শিকার থাকে স্নাইপারের হাতের মুঠোয়। যা চায় তাই করতে পারে শিকারী, জীবন নেয়া বা দেয়া।

এখনকার মত প্র্যাকটিস শেষ হয়েছে। ভসকভের জন্য ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত, মনে মনে ভাবল রানা।

একমাস আগের কথা।

ড. রুডি ডানকান ঢোঁক গিলে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনের দিকে তাকাল। কর্নেলের মুখ বরাবরের মতই ভাবলেশহীন। ঘরে তার চেয়ে বড় পদের একজন মানুষ উপস্থিত রয়েছে... তবু নীরবতার মাঝে তার উপস্থিতিই এক ধরনের ক্ষমতার দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তাকে যমের মত ভয় পায় ডানকান, আজ পর্যন্ত তার দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ এই অল্ডেন।

কনফারেন্স টেবিলে কর্নেলের পাশে বসে আছে আরেকজন ভীতিকর লোক... মেজর জাসটিন রাইস, অল্ডেনের ডান হাত। সবশেষে রয়েছে এই বৈঠকের সভাপতি অ্যালান বেনেট। লোকটা সিআইএ-তে মস্ত বড় কোনও পদে রয়েছে, এমনকী কর্নেলও তার সঙ্গে হুঁশ করে কথা বলে। তবে তার সঠিক পরিচয় জানে না ডানকান।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ নেই ডানকানের। হার্ভার্ড থেকে পাওয়া সাইকিয়াট্রির একটা ডিগ্রি রয়েছে তার, মিথ্যে মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছিল। কলকাঠি নেড়ে এক বছর আগে তাকে গোপনে বের করে এনেছে কর্নেল অল্ডেন। সেই থেকে এদের হয়ে কাজ করতে হচ্ছে

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

তাকে।

টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে, মুহূর্তের জন্য সেদিকে মনোযোগ চলে গেল ডানকানের। মরিচা পড়া টিনের দেয়াল, চুরুট আর ঘামের গন্ধ জেলখানার কথা মনে করিয়ে দিল। অবশ্য এটা জেলখানা নয়, র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজ নামের একটা প্রাইভেট ফার্মের ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তারা। ডানকানের তৈরি করা চারটে ফাইল পড়ছে বেনেট, সেজন্যই চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে বাকিদের।

সবগুলো পড়ার ধৈর্য হলো না, ফাইলগুলো ডানকানের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বেনেট বলল, 'কী লিখেছ এসব? তোমার এসব জবড়জং কথাবার্তা কিছুই বুঝি না, ডক্টর। মুখে বোঝাতে পারবে কি না বলো।'

'আহাম্মকের দল!' মনে মনে গাল পাড়ল ডানকান, তবে চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সামনে বসা তিনজনের দৌড় ভালই জানা আছে তার। সেজন্যই স্লাইড প্রজেক্টরে বিকল্প একটা ব্রিফ রেডি রেখেছে সে।

সুইচ টিপতেই স্ক্রীনে চারজন মানুষের ছবি ফুটে উঠল।

'সাবজেক্ট নাম্বার ওয়ান,' বলতে শুরু করল ডানকান, 'অতি মাত্রায় আত্মতুষ্টিতে ভোগে। চুল কাটতে পঁচাত্তর ডলার খরচ করে সে, কাপড় কেনে শহরের সবচেয়ে দামি দোকান থেকে। সারাক্ষণ অন্যের চোখে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আমাদের কাজে সেটা বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'তা হলে সে বাদ,' কর্নেল বলল। 'নেক্সট।'

'দ্বিতীয় সাবজেক্ট। অতি মাত্রায় বুদ্ধিমান, অতি মাত্রায় সতর্ক। নিজের জন্যে জমি কিনতে গিয়ে পাঁচ জায়গায় বায়না করেছে, শেষ পর্যন্ত কেনেনি একটাও। কোনও রকম ঝুঁকির মধ্যে যেতে রাজি নয় সে।'

'চলবে না,' মাথা নাড়ল বেনেট। 'তারপর?'

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

'সাবজেক্ট নাম্বার থ্রি। বয়স্ক, তবে অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। ট্যাকটিক্যাল বিষয়ে চোখ বন্ধ করে তার উপর নির্ভর করা যায়। সমস্যা একটাই। বড্ড বেশি ধীর। কোনও কাজ সময়মত শেষ করতে পারে না। থ্রেট হিসেবে তার কোনও মূল্যই নেই।'

'তোমার সাজেশন?'

'নেগেটিভ,' বলল ডানকান।

'সেক্ষেত্রে একজনই বাকি রইল,' বলল মেজর রাইস।

আবার সুইচ টিপল ডানকান, প্রথম তিনজনের ছবি অদৃশ্য হলো স্ক্রীন থেকে, থাকল শেষজনেরটা। রোদে পোড়া তামাটে চামড়ার এক সুদর্শন যুবকের চেহারা দেখা গেল পর্দায়—মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে লোকটা, অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

কৌতূহলী হয়ে ফাইলটা টেনে নিল কর্নেল অল্ডেন।

'মাসুদ রানা,' ঘোষণা করার সুরে বলল ডানকান। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। শুধু তাই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে তার। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান, ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশেষ প্রিয়পাত্র, জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট...'

'এগুলো সবই এখানে লেখা আছে,' বিরক্ত স্বরে বলল অল্ডেন। 'কিন্তু এ ব্যাটা তো একটা স্পাই। এর ফাইল আমাদের কাছে কেন?'

'কারণ ওর নাম আমিই সাজেস্ট করেছি,' বেনেট বলল।

'কিন্তু কেন?' রাইসও বিস্মিত। 'আমাদের একজন স্নাইপার দরকার, স্পাই নয়।'

'রানা ইজ এ স্নাইপার। বলা যায় না, হয়তো দুনিয়ার সেরা স্নাইপার সে। আমি তার সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানি।'

'এখানে কোনও রেকর্ড দেখছি না,' কর্নেল হাতের ফাইল নাড়াচাড়া করছে। 'এ পর্যন্ত কয়টা সাকসেসফুল শট নিয়েছে আপনার এই স্পাই? কয়জনকে মেরেছে?'

'শূন্য,' ডানকান জানাল। 'স্নাইপ-শটে আজ পর্যন্ত কাউকে মারার রেকর্ড নেই আমাদের কাছে।'

'হোয়াট!' কর্নেল অবাক। 'তা হলে তাকে স্নাইপার বলা হচ্ছে কেন?'

'কারণ গত ছয় বছরে সারা পৃথিবীর সবক'টা প্রথম শ্রেণীর স্নাইপিং কোর্স কমপ্লিট করেছে এই মাসুদ রানা,' বেনেট বলল। 'প্রতিটাতেই অবিশ্বাস্য রেজাল্ট দেখিয়েছে। ট্রেনাররা বলতে বাধ্য হয়েছে, ওর মত ন্যাচারাল শুটার জীবনে দেখেনি তারা। এজেন্সিতে আমার কাছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।'

'তা হলে আপনার এই ওস্তাদ স্নাইপার অন গ্রাউন্ডে যাচ্ছে না কেন?'

'কারণ স্নাইপিঙের সমস্ত ট্রেনিং সে নিয়েছে শুধু একজনকে শিকার করার জন্য,' ডানকান বলল। সুইচ টিপতে আরেকটা ছবি ফুটল পর্দায়। 'পিওতর ভসকভ, আন্ডারওয়ার্ল্ডে অনেকেই তাকে আনটাচেবল বলে। ছয় বছর আগে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড রিকার্ডো কর্টেজের হয়ে রানা আর তার টিমের উপর হিট নেয় সে। রানা গুরুতর আহত হলেও মারা যায়নি, মারা গেছে তার বন্ধু ও শিষ্য ইকরাম আহমেদ।' এবার স্ক্রীনে ইকরামের ছবি দেখা গেল। 'প্রতিশোধ নিতে কর্টেজকে এক মাসের মাথায় হত্যা করে বিসিআই এজেন্টরা, কিন্তু ভসকভ ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। তাকে শায়েস্তা করতে রানা নিজেও স্নাইপিং শিখতে শুরু করে। মানতেই হবে, অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ সে, অতি অল্প সময়ে বিষয়টাতে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছে। ট্রেনিঙে

তার পারফরমেন্স অনেক প্রতিষ্ঠিত স্নাইপারকেই ঈর্ষায় ফেলে দিয়েছে।'

নড়েচড়ে বসল অল্ডেন আর রাইস, এবার তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ডানকান বলে চলল, 'সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল অনুসারে রানাকে রিক্রুট করাটাই আপনাদের জন্যে সবচেয়ে সহজ হবে। তা ছাড়া প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার একটা মন কষাকষিও আছে, সেটাকেও এক্সপ্লয়েট করতে পারব আমরা। তবে খারাপ দিকটাও বলে রাখা ভাল—রানা অত্যন্ত স্মার্ট, স্পাই হিসেবে আমাদের সম্পর্কে সবই জানে সে, তাকে বোকা বানানো সহজ হবে না। ওর চরিত্রে প্রতিশোধের একটা প্রবণতাও আছে, সেটা আমাদের জন্যে থ্রেট হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

কর্নেলের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ দেখা গেল। 'রিল্যাক্স। কবর থেকে কেউ প্রতিশোধ নিতে পারে না। ওকে বোকাও বানাতে পারব। আসল সমস্যা অন্যখানে—লোকটাকে আমরা পাব কোথায়?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বেনেট বলল। 'আমি জানি কী করলে আমাদের বাঙালী বন্ধু সবকিছু ছেড়ে অ্যামেরিকায় ছুটে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে একটা কথাই বলতে পারি আমি,' কর্নেল অল্ডেনের মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটল। 'লেটস্ গেট দ্যাট ম্যান।'

তিন

ভাড়া করা গাড়িটা চালিয়ে দুপুর বেলা লিটল রকে পৌঁছুল রানা। হোটেলের ড্রাইভওয়েতে ভ্যালেকে গাড়ির চাবি ধরিয়ে দিয়ে রুমে যাবার জন্য পা বাড়াল ও, কিন্তু লাউঞ্জ পেরোনোর আগেই একজন পোর্টার ছুটে এল।

'মিস্টার রানা, দুজন ভিজিটর সকাল থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

পোর্টারের পিছন পিছন দুজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের পরনে দামি সুট, ওপরে আবার একটা করে ওভারকোট চাপিয়েছে। চলনে সামরিক ভাব স্পষ্ট, হাবভাবে পদমর্যাদার পার্থক্যটাও বোঝা যাচ্ছে। সামনের জন অফিসার, তাকে অনুসরণ করছে বিশ্বস্ত সৈনিক।

'মিস্টার মাসুদ রানা?' প্রথমজন নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল।

মাথা ঝোঁকাল রানা, লোকটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। বয়স চল্লিশের ঘরে হবে অফিসারের, মাথার চুলে এখনই পাক ধরতে শুরু করেছে। লম্বায় ছ'ফুটের বেশি হবে, স্বাস্থ্যও চমৎকার। পোড় খাওয়া চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ।

'আপনার নাগাল পাওয়া বড়ই কঠিন,' খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'ওয়াশিংটনে তিনবার চেষ্টা করেছি, পাইনি আপনাকে।'

'কিছু করতে পারি আপনাদের জন্য?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি মেজর জাসটিন রাইস,' পরিচয় দিল অফিসার। 'আপনার জন্য একটা ব্যবসায়িক অফার নিয়ে এসেছি। যথাযোগ্য পারিশ্রমিকও দেয়া হবে সেজন্যে।'

'দুঃখিত, এ মুহূর্তে আমার টাকার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'আমার ধারণা, ব্যাপারটা শুনলে আপনি ইন্টারেস্টেড হবেন,' মেজরকে আত্মবিশ্বাসী দেখাল। 'কোথাও কি আমরা একান্তে কথা বলতে পারি?'

'মাফ করবেন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে,' এড়ানোর চেষ্টা করল রানা। 'আজই ওয়াশিংটনের ফ্লাইট ধরতে হবে।'

'সে তো এখনও তিন ঘণ্টা বাকি,' হাসল রাইস। রানার ভুরু কোঁচকানো দেখে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, রিসেপশন ডেস্ক থেকে আপনার ফ্লাইটের বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি আমি।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে রানা বলল, 'দেখুন মেজর, আমি আসলে খুব ব্যস্ত। পরে কখনও সময় পেলে...'

'প্লিজ, মি. রানা,' অনুনয় প্রকাশ পেল রাইসের কণ্ঠে, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন। দশ মিনিট... শুধু দশটা মিনিট সময় নেব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, আসুন।'

লবিতে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল ওরা। মেজরের দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে রইল পিছনে, যেন পাহারা দিচ্ছে।

'বলুন কী বলবেন।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল রাইস। তারপর বলল, 'অ্যাকিউটেক ইন্ডাস্ট্রিজের নাম শুনে থাকবেন হয়তো। আমি ওখানকার চিফ অপারেটিং অফিসার।'

'আর্মিতে নেই আপনি?'

'রিটায়ার করেছি আজ দশ বছর। তারপর এখানে জয়েন করেছি।'

অ্যাকিউটেক নামটা পরিচিত লাগল রানার কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের সঙ্গে কি আপনাদের কোনও সম্পর্ক আছে?'

'ওদেরই একটা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এটা,' রাইস বলল। 'আমাদের কাজ আর্মস আর অ্যামিউনিশন তৈরি করা।'

মনে মনে হাসল রানা। এই তা হলে আসল ব্যাপার! কেউ একজন ওর কাছে আসবে বলে জানত, তাই বলে র‍্যামডাইন থেকে লোক পাঠানো হবে, এটা আশা করেনি। বাইরের জগতের চোখে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজ সাধারণ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যারা ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে বিশেষজ্ঞ। এ সংক্রান্ত যাবতীয় টেকনোলজি আর ইকুইপমেন্ট তৈরি করে তারা, যার ব্যবহারকারী মিলিটারি থেকে পুলিশ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু ভিতরের খবর বেশিরভাগ মানুষই জানে না। প্রতিষ্ঠানটা সিআইএ-রই একটা কাভার। যেসব কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িত হলে কেলেঙ্কারির আশঙ্কা, সেসব নোংরা কাজ গোপনে করানো হয় র‍্যামডাইনের মাধ্যমে। এদের উদ্দেশ্য যাই হোক, এই মুহূর্তে সেটা এই মেজর কিছুতেই বলবে না। কী নাটক সাজিয়েছে কে জানে! আপাতত তাতে তাল দিয়ে যাবে বলে ঠিক করল ও।

'বোঝাই যাচ্ছে আমাদের সম্পর্কে জানেন আপনি,' বলল রাইস। 'সেক্ষেত্রে এটাও জানেন যে, আমরা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সাহায্যের জন্য উন্নত প্রযুক্তি আর যন্ত্রপাতি সৃষ্টির কাজ করি। আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সৎ।'

'সে জন্যেই কি আপনার সঙ্গী বগলে একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে?' দ্বিতীয় লোকটার ফুলে থাকা কোটের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

একটু থমকে গেল রাইস। তারপর হেসে বলল, 'আপনার নজর খুব চোখা, মি. রানা। তবে আমি কোনও বেআইনী কাজ

করছি না। যে পেশায় আছি, তাতে শত্রু থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়? মি. ল্যান্স আমার বডিগার্ড, সারা দেশের যে কোনও জায়গায় অস্ত্র বহনের লাইসেন্স আছে তার।'

'ঠিক আছে, কী বলতে এসেছেন সেটা শোনা যাক।'

'তার আগে একটা জিনিস আপনাকে দেখাতে চাই আমি।'

সেন্টারটেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেটের আকারের দুটো হলুদ বাক্স ঠেলে দিল রাইস। ওপরে উজ্জ্বল লাল রঙে লেখা:

অ্যাকিউটেক স্নাইপার গ্রেড

ফর ল-এনফোর্সমেন্ট ইউজ ওনলি

একটা বাক্স খুলল রানা। সারি বেঁধে সাজানো বিশটা বুলেট বেরুল ওটা থেকে। প্রথম দেখায় আর দশটা সাধারণ একশো পঞ্চাশ গ্রেইনের .৩০৮ হলোটিপের মত দেখালেও একটু নজর দিতেই পার্থক্য বোঝা গেল। একটা কার্টিজ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ও—নিখুঁত আকার, জ্যাকেটটা পুরু পিতলের তৈরি, সাধারণ বুলেটের চেয়ে উজ্জ্বলতাও বেশি। সাইজে অন্যান্য .৩০৮-এর সমানই, তবে এটার গলায় একটা ভিন্ন রঙের ব্যান্ড রয়েছে।

'আমাদের তৈরি করা লং রেঞ্জ বুলেট—পৃথিবীর আর কোনও কোম্পানীর অ্যামিউনিশনই এটার ধারে কাছে আসতে পারবে না,' মেজরের গলায় গর্ব ফুটল। 'উইনচেস্টার সুপ্রিম, ফেডারেল প্রিমিয়াম বা রেমিংটন এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ এর কাছে কিছুই না। রাইফেলে খুঁত না থাকলে আমরা মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলেরও গ্যারান্টি দিতে পারি।'

কার্টিজের গলার ব্যান্ডটায় আঙুল বুলিয়ে রানা বলল, 'এটা তো দেখছি নেক-টার্নড। ইন্ডাস্ট্রিয়ালি কীভাবে তৈরি করা সম্ভব? শুধুমাত্র হাতেই এভাবে লোড করা যায়।'

'লেজার,' সংক্ষেপে জবাব দিল রাইস।

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, প্রফেশনাল শুটাররা নিজের হাতে যেভাবে বুলেট তৈরি করে, সেই জিনিস আপনি কারখানায় করতে পারেন... বিশাল স্কেলে?'

'একজ্যাক্টলি!'

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজারের অনেক ব্যবহার শুনেছি,' রানা বলল, 'কিন্তু অ্যামিউনিশন ম্যানুফ্যাকচারিঙে এই প্রথম।'

'তার কারণ আমরাই এটা প্রথম শুরু করেছি,' রাইস জানাল। তারপর পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করল, 'দেখুন, মি. রানা, একটা টপ কোয়ালিটি রাউন্ডের মূল রহস্য হচ্ছে আলটিমেট প্রিসিশান। সেটা মেইনটেনের জন্য আপনার প্রতিটা বুলেট আইডেন্টিক্যাল হতে হবে। হ্যান্ডলোডাররা সময় যেমন প্রচুর ব্যয় করে, তেমনি বুলেটও তৈরি করে অল্প পরিমাণে, তাই ওদের কাজ হয় নিখুঁত। কিন্তু মেশিনে যখন আপনি বেশি পরিমাণে তৈরি করতে যাবেন, তখন উনিশ-বিশ হবেই হবে। সেটাকেই কাটিয়ে উঠেছি আমরা। কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের পুরো প্রোডাকশন নিয়ন্ত্রিত হয়, কাজটা করে লেজার। প্রথমেই ধরুন কেসিঙের কথা। বাল্ক আকারে পিতল কিনে আনি আমরা, লেজার-কাটিংয়ের মাধ্যমে সেখান থেকে কেসিং তৈরি হয়; প্রতিটার ডায়ামিটার, উচ্চতা আর ওজন হয় হুবহু একই সমান। এরপর লেজার-গাইডেড মেশিনের সাহায্যে প্রতিটা কেসিংয়ে সমান পরিমাণ প্রাইমার লোড করা হয়, এক চুলও বেশি-কম হয় না। ফাইনালি লেজার দিয়ে ফিনিশিং করি আমরা। পুরো প্রসেসটা একদম নিখুঁত, অল্প সময়েই হাজার হাজার রাউন্ড তৈরি করা সম্ভব।'

'চমৎকার,' রানা বলল। 'আপনাদের প্রযুক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার এখানে কী ভূমিকা, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'আসলে,' রাইস একটু ইতস্তত করল, 'এতক্ষণ যা বললাম, সবই থিয়োরি।'

'থিয়োরি!'

'না, মানে... প্রিসিশান বুলেট আমরা তৈরি করেছি ঠিকই, আমাদের টেকনিশিয়ানরাও সেটাকে সার্টিফাই করেছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন একজন বিশেষজ্ঞের মতামত। একজন সত্যিকার শুটার, যে আমাদের অ্যামিউনিশনের ফিল্ড টেস্ট করে দেখবে।'

'ভুল লোকের কাছে এসেছেন আপনারা,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমি কোনও শার্পশুটার বা স্নাইপার নই। ফিল্ডে আমার কোনও লং রেঞ্জ শুটিঙের অভিজ্ঞতা নেই।'

'আপনাকে তো আর আমরা বন্দুক হাতে যুদ্ধ করার কথা বলছি না, মি. রানা। শুধু আমাদের মেরিল্যান্ডের রেঞ্জে এসে কিছু সিমিউলেশনে অংশ নেবেন। ফিল্ডে না গিয়ে থাকতে পারেন, তাই বলে আপনি ভাল শুটার নন, এ কথা বললে মিথ্যাচার হবে। আমি অন্তত পাঁচজন বিখ্যাত লোকের নাম বলতে পারি, যাঁরা আপনাকে বর্তমান পৃথিবীর সেরা শুটার বলে সার্টিফাই করতে রাজি। এঁরা সবাই একসময় আপনাকে ট্রেনিং দিয়েছেন।'

'আমার তো মনে হয় তাঁরাই আপনাকে বেশি সাহায্য করতে পারবেন। অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই আমাকে শুটার হিসেবে চেনে না। আমার সার্টিফিকেট দেখিয়ে আপনারা বুলেটের ব্যবসা করতে পারবেন না।'

'আমাদের কোনও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। শুধু বুলেটটার অ্যাকিউরেসি পরীক্ষা করা দরকার,' মেজর রাইসকে নাছোড়বান্দা মনে হলো। 'সেজন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি একজন এক্সপার্ট শুটার। পারিশ্রমিক কী হবে সেটা আপনিই ঠিক করবেন।'

'মনে হয় না আমি সময় করতে পারব,' রানা মাথা নাড়ল। 'ওয়াশিংটনে আমার জরুরী কাজ আছে।'

'আপনার এজেন্সির সমস্যাটা তো?' রাইসের কণ্ঠে সবজান্তার ভাব, রহস্যময় একটা হাসি তার ঠোঁটে। 'প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না, তাই না? ওয়েল, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'কীভাবে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'সরকারী বেশিরভাগ কন্ট্রাক্ট আমরাই ডীল করি, মি. রানা। সব জায়গাতেই আমাদের ভাল যোগাযোগ আছে... হোয়াইট হাউসেও। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করা, এমনকী আপনার ব্যাপারে তাঁকে কনভিন্স করাও অসম্ভব বলে মনে করি না আমরা।'

'সত্যি পারবেন?'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন, মি. রানা। অ্যাকিউটেকের কাজটা করে দিন, আমরাও আপনার কাজ করে দেব।'

'সেক্ষেত্রে আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে হয়তো রাজি হব আমি,' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'পারিশ্রমিক লাগবে না, আপনাদের নিউ জেনারেশন বুলেট দিয়ে কয়েকটা শট নিতে মনে হচ্ছে ভালই লাগবে আমার।'

'একসেলেন্ট,' উঠে দাঁড়াল রাইস। 'তা হলে কবে নাগাদ মেরিল্যান্ডে আপনাকে আশা করতে পারি আমরা?'

'কালই নয় কেন? যত দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ করতে চাই আমি।'

'খুব ভাল,' রানাকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল রাইস। 'এখানে আমার ফোন নম্বর আছে। ফ্লাইট কনফার্ম হলেই আমাকে জানাবেন। এয়ারপোর্টে আপনার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

চার

আজ পাঁচ মাস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন সিনেটর হোমার কার্লটন। নীতিবান এবং সচ্চরিত্র মানুষ তিনি, রাজনীতিও ভাল বোঝেন, তবে কিছুটা আবেগপ্রবণ আর আত্মসম্মানবোধ তাঁর অতি প্রখর। বরাবরের মত বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশটার নতুন কর্ণধারকে নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রনীতি কী হতে চলেছে, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই—আশার আলো দেখছে অনেকে, নিরাশাবাদীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এসব নিয়ে কোনকালে খুব একটা চিন্তিত ছিল না রানা, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন।

কারণ প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটন রানাকে পছন্দ করেন না! তাঁর চোখে ও একটা একগুঁয়ে বেয়াদব যুবক।

কয়েক বছর আগে রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা একটা স্মাগলিঙের কেস নিয়ে তদন্ত করছিল। এক পর্যায়ে একটা সূত্র ধরে এগোতে গিয়ে দেখা গেল, অপরাধীরা সিনেটর কার্লটনের পারিবারিক শিপিং ফ্লিটের কয়েকটা জাহাজে করে কোটি কোটি ডলারের মালামাল আনা নেয়া করছে। বিষয়টা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতেই কার্লটন খেপে যান। সিনেটের অধিবেশনে তিনি রীতিমত হইচই বাধিয়ে দেন—একজন সিনেটরের বিষয়ে

বিদেশীদের পরিচালিত একটা গোয়েন্দা সংস্থা নাক গলায় কীভাবে! পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগেই তাঁকে শান্ত করার জন্য যোগাযোগ করে রানা। ভাল মনেই আলাপ শুরু করেছিল ও, কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়ে সিনেটর কথা না শুনে ওকে অপমান করতে শুরু করে দেন। এক পর্যায়ে রানাও ধৈর্য হারিয়ে তাঁকে উল্টো কিছু কথা শুনিয়ে দেয়। মিটমাট তো দূরের কথা, দুজনের মাঝে তিক্ততা চরমে পৌঁছে যায়। পরে অবশ্য দেখা গেছে যে, সিনেটর বা তাঁর পরিবারের কেউই স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। অপরাধীরা তাঁদের অজান্তেই জাহাজগুলো স্মাগলিঙের কাজে ব্যবহার করছিল। ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়ার পর কার্লটনকে রানা সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, এবং ভুল বোঝাবুঝির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তিনিও সবার সামনে সেটা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছেন কি না কে জানে।

নির্বাচিত হবার পর প্রথম কয়েক মাস ভালই গেছে। কিন্তু গত একমাসে হঠাৎ পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। বিভিন্ন অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রের চারটে প্রধান শহরে রানা এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া হয়েছে। পাঁয়তারা চলছে, বাকিগুলোও বন্ধ করে দেয়া হবে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, আসলে হোয়াইট হাউসের নির্দেশেই বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে শাখাগুলো। আরেকটু গভীরে যেতেই জানা গেল, প্রেসিডেন্টের একার সিদ্ধান্ত নয় এটা। কেউ একজন তাঁকে উস্কানি দিয়ে একাজ করাচ্ছে।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু

থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শাখাগুলোর গুরুত্ব খুবই বেশি, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়াটা হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই। তাই সবকিছু ফেলে রানাকে তড়িঘড়ি করে অ্যামেরিকায় পাঠিয়েছেন রাহাত খান, বিষয়টার একটা সুরাহা করার জন্য।

এখানে পৌঁছে বিসিআই চিফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ধরেছে রানা, হোয়াইট হাউসে ভদ্রলোকের অবাধ যাতায়াত—রানাকেও অসম্ভব স্নেহ করেন। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে বেশ কয়েকবার প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে ও, কে যে রানা এজেন্সি বন্ধ করার চেষ্টা করছে তা-ও এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বসের সঙ্গে পরামর্শ করে অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। আগে হোক বা পরে, কিছু একটা ঘটবেই। পুরো বিষয়টার পিছনে যারই হাত থাকুক, রানার মুখোমুখি না হয়ে সে পারে না।

সেই অপেক্ষার অবসান ঘটেছে আজ, র‍্যামডাইন থেকে এসেছে এই মেজর। বুলেটের অ্যাকিউরেসি পরীক্ষার গল্প মোটেই বিশ্বাস করেনি রানা, কিন্তু এদের কথামত নাচলে মূল উদ্দেশ্যটা জানা যাবে। তাই মেরিল্যান্ডে যেতে রাজি হয়েছে ও।

ঢাকায় বিস্তারিত রিপোর্ট করে পরদিনের ফ্লাইটেই বাল্টিমোর পৌঁছুল রানা। অ্যারাইভালের সময়টা মেজর রাইসকে জানিয়ে দিয়েছিল, ফলে এয়ারপোর্টে একটা ভাড়া করা লিমাজিন ওর অপেক্ষায় রয়েছে দেখা গেল। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িটা প্রথমে বাল্টিমোর-ওয়াশিংটন পার্কওয়ে পাড়ি দিল, তারপর বাল্টিমোর বেল্টওয়ে হয়ে ইন্টারস্টেট সেভেন্টি ধরে পশ্চিমে ছুটতে শুরু করল। পিছনের সীটে চুপচাপ বসে চারদিকের দৃশ্য দেখছে রানা।

প্রকৃতির জন্য শীতকাল যেন এক শত্রু। চিরসবুজ গাছপালার পাতা ঝরতে থাকে, পশুপাখি ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়ে... পরিবেশটা তখন মৃত্যুর আবেশ ছড়াতে থাকে। কিন্তু তারপরও বাইরেটা দেখতে খারাপ লাগছে না ওর। রাস্তার দুপাশে গাছপালার সমারোহ দেখে গ্রীষ্মকালে এখানকার দৃশ্য কেমন হবে ভাবার চেষ্টা করল। তিন ঘণ্টা পর কাম্বারল্যান্ড পেরিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করল লিমাজিন। মেরিল্যান্ডের সবচেয়ে পশ্চিমে বুনো এলাকা এটা, সভ্যতা এখনও এই অঞ্চলে করাল থাবা বসাতে পারেনি। এখানকার প্রাচীন বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষ কেবল সামান্য চাষাবাদেরই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাকে পরাজিত করতে পারেনি। তাই বিশাল কোনও বসতি গড়ে ওঠেনি এই এলাকায়।

আরও একঘণ্টা চলার পর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা হোটেলটায় পৌঁছাল গাড়ি। নেমে ড্রাইভারকে বখশিস দিয়ে বিদায় করল রানা। রিসেপশনে গিয়ে নাম বলতেই রুমের চাবি পাওয়া গেল, সেইসঙ্গে একটা মোটা খাম—তার ভিতরে অ্যাকিউটেক ইন্ডাস্ট্রিজের একটা ব্রোশিয়ার ও স্বাগত পত্র।

রুমে গিয়ে শাওয়ার সেরে নিল ও, তারপর ডিনার করে শুয়ে পড়ল—বাইরে যেতে আগ্রহ বোধ করল না। এয়ারপোর্ট থেকে একটা সার্ভেইলান্স টিম যে ওকে ফলো করে এই পর্যন্ত এসেছে, সেটা টের পেলেও ও নিয়ে মাথা ঘামাল না।

র‍্যামডাইনের আর সবকিছুর মত ট্রেইলারটাও সস্তা, পুরনো ও ছোট। সংস্থাটার জন্য প্রয়োজনের বাইরে এক পয়সাও খরচ করে না কর্নেল অল্ডেন, তার মানসিকতা ছোটলোকের মত। তবে একথা মুখ ফুটে বলার মত বুকের পাটা কারও নেই। এই মুহূর্তে ব্রিফিঙের জন্য আসা লোকের ওজনে ট্রেইলারটার ত্রাহি দশা, ভিতরেও করুণ অবস্থা মানুষগুলোর, তবে কর্নেল বা রাইস

কেউ তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হলো না। ভোর চারটে থেকে শুরু হয়েছে ব্রিফিং, এখন বাজে সাড়ে সাতটা। পেশাব করতেও কাউকে উঠতে দেয়নি কর্নেল, কিন্তু প্রতিবাদ করে এ সাহস কার? অপারেশনের খুঁটিনাটি সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, শেষ পর্যায়ে রয়েছে আলোচনাটা।

'ডক্টর, তুমি কিছু যোগ করতে চাও?' হঠাৎ বলে উঠল অল্ডেন।

কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়াল ডানকান, কর্নেলের সামনে সে কেঁচোতে পরিণত হয়। বিশ্বাস করা কঠিন এই লোক এককালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত, আর ছাত্র-ছাত্রী তার ভয়ে কাঁপত। সে বলল, 'ইয়ে... মানে... বলার তো কিছু নেই। তবে এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সাবজেক্টের সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশনের জন্য বিস্ময়টা বেশ জরুরী। সে যেন আগে থেকে কিছু আঁচ করতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

'ওকে।' ডানকানকে বসার ইঙ্গিত করল অল্ডেন, তারপর অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি আবার বলছি, আমাদের সাবজেক্ট সাধারণ কোনও লোক নয়। সে একজন স্পাই। প্রতিটা মানুষকে অবিশ্বাস করা, সবখানে খুঁত খুঁজে বের করা তার বৈশিষ্ট্য। এ কারণে আগামী ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা বাড়তি সতর্কতা পালন করতে হবে আমাদের। ব্রিফিং আশা করি সবাই মন দিয়ে শুনেছ, কারণ যে হারামজাদা এই অপারেশন ভণ্ডুল করবে, তার পাছার ছাল তুলে নিয়ে আমি জুতো বানাব।'

হুমকিটা বিশ্বাস করল সবাই, কর্নেলের পক্ষে এটা সম্ভব।

'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করল মেজর রাইস।

চুপ করে রইল সবাই।

'গুড।'

এই সময় ট্রেইলারের দরজা খুলে বাইরে থেকে হাজির হলো

এক সৈনিক। বলল, 'এক্সকিউজ মি, সার। সার্ভেইলান্স টিমের মেসেজ। স্যাবজেক্ট এই মাত্র এখানে আসার জন্যে হোটেল থেকে বের হয়েছে।'

'ফাইন,' বলল কর্নেল অল্ডেন। 'তা হলে আমাদের খেলা শুরু হয়ে যাক।'

পাঁচ

শুটিং রেঞ্জে চিরকালই স্বচ্ছন্দ রানা, ক্যারিয়ারের শুরুতে আগ্নেয়াস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় ওকে কাটাতে হয়েছে রেঞ্জে রেঞ্জে, আর ছয় বছর আগে নেয়া স্নাইপিঙের ট্রেনিং তো আছেই। এ এক অদ্ভুত জায়গা, যেখানে মানুষ স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে যায়, কাগজে আঁকা কালো রঙের কয়েকটা বৃত্ত তার সমস্ত জগৎ হয়ে দাঁড়ায়—এই জগতে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার কোনও স্থান নেই, টার্গেট শীটে গুলির দাগই সবকিছু সমাধান করে দেয়।

কংক্রিটের তৈরি একটা ছাউনির নীচে দাঁড়িয়ে আছে রানা, সামনে এক লাইনে সারি বাঁধা সবুজ রঙের অনেকগুলো টি-শেপের শুটিং বেঞ্চ, তারও সামনে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে একশো গজ পর পর টার্গেট স্থাপন করা হয়েছে। রেঞ্জটার, প্রাচীন হাল দেখে আন্দাজ করল, অন্তত সত্তর বছর আগে তৈরি হয়েছিল এটা, সম্ভবত কোনও হান্টিং ক্লাবের জন্য। কালের সোতে ক্লাবটা হারিয়ে গেলেও রেঞ্জটা রয়ে গেছে।

চোখ-কান খোলা রেখেছে ও। আসার পথে মেইন রোডের পাশে পাথুরে জমিতে একটা পুরনো ট্রেইলার দেখতে পেয়েছে, সেটাকে পরিত্যক্ত দেখালেও ভিতরে মানুষের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করেছে ও। আসলে কী করছে ওটা ওখানে? জবাব একটাই—সার্ভেইলান্স। ইকুইপমেন্টসহ ঘাপটি মেরে বসে থাকার জন্য চলমান একটা ট্রেইলারের চেয়ে ভাল কিছু হয় না। তারমানে সারাক্ষণই ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে। বুঝতে পারলেও নিশ্চুপ থেকেছে, মুখোশের আড়াল থেকে লোকগুলো কখন বেরিয়ে আসে, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে ও।

'কফি, মি. রানা?' মেজর রাইসের প্রশ্নে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, লোকটা এখনও সেদিনের সেই ওভারকোটটাই পরে আছে। আশপাশে আরও কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে—এক নজরেই বোঝা যায়, এরা সব ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট। আসলে মতলবটা কী এদের?

'নাহ্, কফি খাব না,' বলল ও। 'নার্ভে ছটফটানি শুরু হয়।'

'তা হলে চা দিতে বলি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিছুই লাগবে না। আসুন কাজ শুরু করা যাক।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেজর। 'আপনার মর্জি। রাইফেলটা কিন্তু আনকোরা নতুন, শুরু করার আগে কি আপনার শট অ্যালাইন করে নিতে চান?'

'হ্যাঁ, একটু চেক করে দেখব।'

একটা উইনচেস্টার রাইফেল দেয়া হয়েছে ওকে। ম্যাগাজিনে গুলি ভরে শুটিং বেঞ্চে শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলটা শক্ত করে ধরে বাঁটটা কাঁধে ঠেকাল। গুলি করার আগে একটু সময় নিল, এই ফাঁকে নেড়ে চেড়ে ঠিক করে নিল অস্ত্রের পজিশনটা, স্কোপের লেন্সও অ্যাডজাস্ট করল। দু'শ গজ দূরের টার্গেটটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন

নিঃশ্বাস আটকে ট্রিগারে চাপ দিল। দু'সেকেন্ডের মধ্যে পরপর তিনটা বুলেট লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল।

'এক্স-রিং!' বিনকিউলারে তাকিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল রাইস। 'দারুণ শুটিং! সবগুলোই সেন্টারে লেগেছে!'

'যন্ত্রটা তা হলে মনে হচ্ছে, অ্যালাইনই আছে,' বেঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে বলল রানা।

'তা হলে এবার কি আমরা সংক্ষেপে টেস্টিঙের পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাকে ব্রিফ করতে পারি?'

'শিওর।'

রাইসের ইশারায় চিফ টেকনিশিয়ান এগিয়ে এল। লোকটা বয়স্ক, পঞ্চাশ পেরিয়েছে বলে মনে হলো, মাথার লাল চুল পাকতে শুরু করেছে। পরে জানা গেল তার নাম প্যাট্রিক ম্যালয়। সে বলল, 'মি. রানা, আমরা মূলত চার ধরনের অ্যামিউনিশনের মধ্যে কম্প্যারিজনের কাজ করব—হ্যান্ডমেইড, ফেডারেল প্রিমিয়াম, লেক সিটি ম্যাচ আর আমাদের অ্যাকিউটেক স্নাইপার গ্রেড। প্রথমে একশো গজ দূরত্বে বিভিন্ন আকারের টার্গেটে গুলি করবেন, শুরু করা হবে সাড়ে ছয় ফিট উঁচু টার্গেট দিয়ে; প্রতি টার্গেটে একেক অ্যামিউনিশন পাঁচ রাউন্ড করে ফায়ার করবেন আপনি। চাইলে টার্গেট অনুযায়ী রাইফেল বদলাতে পারবেন। প্রতিটা ফায়ার শেষে গ্রুপিং এবং মার্কিং চেক করা হবে, সেখান থেকে আমরা পারফর্মেন্স ক্যালকুলেট করব। এটা হবে আমাদের প্রাইমারি এক্সপেরিমেন্টের অংশ।'

'আর সেকেন্ডারিটা কী?'

'নেগেটিভ পরিবেশে ইভ্যালুয়েশন। বেঞ্চে শুয়ে আয়েশ করে ফায়ার করতে পারবেন না। ফিল্ডে অবস্ট্রাকশনের মধ্য থেকে শট নিতে হবে আপনাকে। আমরা সেরকম কিছু পজিশন বাছাই করেছি।'

'মজাই হবে মনে হচ্ছে।'

'তা-তে কোনও সন্দেহ নেই,' রাইস হাসল।

'তা হলে আর দেরি কেন,' বলল রানা। 'চলুন শুরু করে দিই।'

সারাটা দিন একটানা শুটিং চলল। বাকি সব ভাবনা ফেলে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এতে অংশ নিল রানা। ওর গুলির গ্রুপিং দেখে বিস্মিত হলো রেঞ্জে উপস্থিত প্রতিটা লোক। মনুষ্যরূপী রোবট যেন ও, প্রতিটা শট নিচ্ছে যান্ত্রিক দক্ষতায়—পজিশন, হাতের গ্রিপ, স্কোপ থেকে চোখের দূরত্ব, অ্যাঙ্গেল... কোনও কিছুই একবিন্দু এদিক সেদিক হচ্ছে না। মাঝে মাঝে কারেকশন দিতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তা-ও করা হচ্ছে নির্ভুল বিশ্লেষণে। সংশোধনের জন্য একটার বেশি বুলেট অপচয় করছে না ও। ম্যাগাজিন বদলানোর জন্য উঠতে হচ্ছে না ওকে, লোডেড ম্যাগাজিন দিয়ে যাচ্ছে একজন কিছুক্ষণ পর পর। বাকিরা ব্যস্ত টার্গেট নিয়ে, একেকবার ফায়ারিং শেষ হলেই ছুটে গিয়ে শীটটা সংগ্রহ করছে তারা, রেঞ্জের পিছনের ছাউনিতে স্কোরিং এবং অ্যানালাইসিসের কাজ চলছে।

'এক্স রিং।'

'এক্স রিং।'

'এক্স রিং।'

স্পটারের একই রিপোর্ট বারবার শুনতে শুনতে বিরক্ত বোধ করল রানা। রাইসকে বলল, 'যেটা মিস করবে, শুধু সেটাই বলতে বলুন।'

ক'টা গুলি করল প্রথমদিকে গুনে রাখছিল রানা। কিন্তু একটা সময়ে এসে হিসেব হারাল। শেষদিকে আর শুরুর মত ভেবে-চিন্তে নিশানা করতে হলো না, অনামিকা যেন আপনাআপনিই গুলি ছুঁড়ে গেল। ও শুধু অলস দৃষ্টিতে নিশ্চিত ভঙ্গিতে ছুটে যাওয়া বুলেটগুলোকে দেখল।

তিন ঘণ্টা পর শেষ শটটা ফায়ার করল ও। চেঁচিয়ে ফিনিশিং রিপোর্ট দিল একজন সৈনিক, টেকনিশিয়ানরা ছুটে গেল টার্গেট শিট আনতে। বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল রানা, নিজের শুটিঙে সন্তুষ্ট। হাতের তালুতে রাইফেলের আচরণ দেখে চার রকম অ্যামিউনিশনের পার্থক্য ভালই বুঝতে পেরেছে। ফেডারেল আর লেক সিটি রাউন্ড ব্যবহার করে অভ্যস্ত ও। হাতে তৈরি বুলেটও এককালে ব্যবহার করেছে, এসব বুলেটের গতিবেগ সামান্য কম হলেও অ্যাকিউরেসি বেশ ভাল, খুব সামান্যই কারেকশন দিতে হয়েছে। ওকে অবাক করেছে অ্যাকিউটেকের অ্যামিউনিশন। ভেলোসিটি খুবই বেশি, রাইফেলও বেশি কাঁপে, ড্রপ হিসেব করতে প্রথম শটে ভুল করেছিল ও, গতির কারণে অনেক কম ড্রপ করে বুলেটটা। বলা না হলেও এটার রেঞ্জ যে বাজারের যে কোনও অ্যামিউনিশনের চেয়ে বেশি, সেটা বুঝে গেছে রানা। প্রথম ব্যবহার করেছে বলে অসুবিধা হয়েছে, তবে অভ্যস্ত হতে পারলে হ্যান্ডলোডের পাশাপাশি এটাকেও পছন্দের তালিকায় রাখবে ও, বুলেটটার কনসিস্টেন্সি বিস্ময়কর।

একজন টেকনিশিয়ান এসে জিজ্ঞেস করল, 'রেজাল্টগুলো কি আপনি দেখতে চান, মি. রানা?'

'নিশ্চয়ই।'

ছাউনির নীচে যেখানে একটা টেবিলে ট্যাবুলেশন চলছে, সেখানে গেল ওরা।

'ওয়েল,' বলল চিফ টেকনিশিয়ান ম্যালয়, 'ফলাফল দেখে আমার ধারণা আপনি খুশি হবেন, সার। টার্গেট-সাইজ আর অ্যামিউনিশন অনুসারে শীটগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছে। জাস্ট হ্যাভ আ লুক।'

টেবিল থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাওয়া শিটগুলো তুলে দেখতে শুরু করল রানা। সেন্টার সার্কেলের বাইরে যায়নি একটা শটও, তবে সামান্য এদিক-সেদিক হয়েছে। ও জিজ্ঞেস করল,

'গ্রুপিং ক্যালকুলেট করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যালয়। 'গড়ে ফেডারেলের গ্রুপিং .৮৩২ ইঞ্চি, অ্যাকিউটেক .৩৪৪, লেক সিটি ম্যাচ .৭০৯ আর হ্যান্ডলোড .৩২১।'

শিস দিয়ে উঠল রানা, মেজর রাইস একেবারে মিথ্যে বলেনি, অ্যাকিউটেক সত্যি সত্যি হাতে তৈরি বুলেটের সমকক্ষ হতে পারে। শীটগুলো ভাল করে দেখল ও, প্রতিটা গ্রুপিংই কেন্দ্রের দেড় থেকে দু'ইঞ্চির মধ্যে আছে, তবে অ্যাকিউটেক আর হ্যান্ডলোডের ছিদ্রগুলো সবচেয়ে কাছাকাছি।

রাইস বলল, 'ব্যালিস্টিক্স টেবল অনুসারে প্রতি দু'শো গজে চার ইঞ্চি ড্রপ করে ফেডারেল বা লেক সিটি, সেটাকে ভেলোসিটি বাড়িয়ে কমপেন্সেট করেছি আমরা। এখন প্রথম দু'শো গজে অ্যাকিউটেকের ড্রপ তিন ডিগ্রীরও কম, সে কারণে মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলও একের নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।'

'ইম্প্রেসিভ,' স্বীকার করল রানা। 'এখন কী?'

'এবার, মি. রানা,' বলল ম্যালয়, তার মুখে অনাবিল হাসি, 'বুঝতে পারবেন কেন অ্যাকিউটেকের নাম আমরা স্নাইপার গ্রেড রেখেছি। তিনশো গজের দূরত্বে ফায়ার করব আমরা।'

কষ্টকর আরও দুই ঘণ্টা কাটল তিনশো গজের টার্গেট স্থাপন আর শুটিঙে। এই দূরত্বে প্রথমবারের মত নিখুঁত হিট আশা করা বাতুলতা, টার্গেটের আকার এমনকি স্কোপেও ছোট হয়ে এসেছে। এক্স রিঙে থাকল না একটা শটও, কেন্দ্রের নয় থেকে এগারো ইঞ্চির মধ্যে সমস্ত শট রাখার চেষ্টা করল রানা, দূরত্বের কারণে গ্রুপিং স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়ে যাবে—এটা মাথায় রেখে।

রেজাল্ট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লং রেঞ্জে ফেডারেলের দুর্বলতা ধরতে পারল রানা—শট নিতে ওর কোনও ভুল হয়নি, তারপরেও মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলের সীমা ছাড়িয়েছে বুলেটগুলো,

ছড়িয়ে গেছে সাড়ে চার ইঞ্চিরও বেশি জায়গায়। কোনও গ্রুপিংই বলা যায় না এটাকে, মনে হচ্ছে আনাড়ি কারও কাজ। লেক সিটি অবশ্য কোনও রকমে পার পেয়ে গেছে, মিনিট অভ অ্যাঙ্গেলের সীমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিন ইঞ্চির মধ্যে থেকেছে গ্রুপ।

বিস্মিত চোখে রানা দেখল, অ্যাকিউটেকের গুলি স্পষ্টতই হ্যান্ডলোডকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয়টার ফলাফল একেবারে খারাপ নয়, গ্রুপিং ১.৩৮৬ ইঞ্চি। কিন্তু অ্যাকিউটেকে এসেছে ১.২১২, এর মাঝে তিনটে হিট .৩৫২ ইঞ্চির মধ্যে!

'ওয়াও!' বিস্ময়বোধক শব্দটা নিজের অজান্তেই রানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ফাইন শুটিং, মি. রানা,' রাইসের কণ্ঠে প্রশংসা ফুটল। 'একসেলেন্ট। বেশিরভাগ মানুষ টুয়েন্টি ফোর এক্স টেলিস্কোপেও তিনশো গজে টার্গেট ভাল করে দেখতে পায় না।'

'কৃতিত্ব আপনার বুলেটের,' রানা বলল। 'শটে তো কোনও বিশেষত্ব ছিল না, সব অ্যামিউনিশনে একইভাবে ফায়ার করেছি।'

আসলেই গুলিটা অসাধারণ, পৃথিবীতে অল্প কিছু লোক শুধু এরকম নিখুঁত অ্যামো তৈরি করতে পারে, তাও হাতে। আর এখানে এরা সেটা ফ্যাক্টরিতে ম্যাস স্কেলে তৈরি করছে। মুখে যাই বলুক, এ জিনিস খোলা বাজারে কখনোই বিক্রি করবে না র‍্যামডাইন। হয়তো মিলিটারির জন্য বিশেষভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে এগুলো; রানা কখনোই এই জিনিস চোখে দেখত না, যদি না ওকে এখানে আনা হত। তবে যে-ই অ্যাকিউটেক অ্যামোর ডিজাইন করে থাকুক, সে সত্যিকার গুণী লোক না হয়ে পারে না। লোকটা অস্ত্র আর গুলির বিষয়ে অসম্ভব দক্ষ, একজন সুপার প্রফেশনাল শার্পশুটারের প্রতিটা চাহিদার ব্যাপারে সচেতন। নিজে প্রথম শ্রেণীর শুটার না হলে এসব জানা সম্ভব

নয়। লোকটাকে এক নজর দেখার আগ্রহ বোধ করল ও।

'এবার কী, মেজর?' জানতে চাইল রানা।

'লাঞ্চ ব্রেক,' রাইস জানাল। 'বিকেলে আমরা আরেকটা লোকেশনে যাব। সেখানে অ্যাকিউটেকের ম্যাক্সিমাম আর এফেক্টিভ রেঞ্জের পরীক্ষা করা হবে। শুটিঙের দূরত্বও হবে বেশি—পাঁচশো থেকে এক হাজার গজ।'

'এটাই কি সব?'

হেসে মাথা নাড়ল মেজর রাইস। 'না, মি. রানা। যদি সবকিছু ঠিক থাকে আর আপনিও প্রস্তুত হন, কাল সকালে আমরা আসল খেলাটা খেলব।'

ছয়

পরদিন সকালে ম্যালয় রানাকে অভ্যর্থনা জানাল। মেজর রাইসের কথা জিজ্ঞেস করায় জানাল, লোকেশনের প্রিপারেশন দেখতে সে আগেই চলে গেছে। একটা চেরোকি জীপে উঠল ওরা, সঙ্গী হলো রাইসের বডিগার্ড ল্যান্স। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে দূরবর্তী একটা এলাকায় নিয়ে আসা হলো রানাকে। সেখানকার দৃশ্য কিছুটা অবাকই করল ওকে। পাহাড়ের কোলে পুরো জায়গাটা জুড়ে বাঁশ, লোহার পাইপ আর কাঠ দিয়ে বিভিন্ন রকমের প্ল্যাটফর্ম আর স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে।

যেখানে জিপটা থামল তার কাছেই একটা সেরকম প্ল্যাটফর্মের উপর শুটিঙের সরঞ্জাম আর চেয়ার বসানো হয়েছে,

ওপরে ওঠার মইটাও লাগানো আছে দেখা গেল। স্ট্রাকচারটার সামনে দিয়ে একটা ধূলিধূসরিত রাস্তা চলে গেছে, সেটার শেষ প্রান্তে রয়েছে মরচেপড়া একটা লিমাজিনের চেসিস। খোলসটার সঙ্গে সচল চাকা আছে, সামনে লম্বা চেইন বাঁধা, টেনে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রানাকে জিপ থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এল রাইস। হাসিমুখে বলল, 'গুড মর্নিং। কেমন দেখছেন আয়োজন?'

'এসব কী?' জানতে চাইল রানা।

'ওকলাহোমার টুলসার রিজলি স্ট্রিটের সেট আপ,' বলল রাইস। 'প্রতিটা স্ট্রাকচার একয্যাক্ট স্কেলে দাঁড় করানো হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

'আজ আমাদের সিমিউলেশন ডে, মি. রানা,' সহজ গলায় বলল রাইস। 'কয়েকটা বাস্তব পরিস্থিতিতে অ্যাকিউটেক ব্যবহার করে দেখব আমরা। এটা হলো আপনার সোয়াট সিনারিও। আমরা একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছি যেখানে জিম্মি পরিস্থিতিতে একটা চলমান টার্গেটে আপনাকে গুলি করতে হবে। নীচে থাকবেন আপনি, মেসেজ পাওয়ামাত্র প্ল্যাটফর্ম... মানে এই বিল্ডিংটার ছাদে উঠে পজিশন নেবেন।' পিছনের মই লাগানো কাঠামোটা দেখাল সে। 'ব্যাংক ডাকাতি করে গাড়িতে পালাচ্ছে একজন দুর্বৃত্ত, সঙ্গে তিনজন জিম্মি নিয়েছে সে।' এবার লিমাজিনের চেসিসটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আপনার কাজ হবে শুট করে তাকে খতম করা। সমস্যা হলো, রাস্তাটা এমনভাবে গেছে যে, আপনি লক্ষ্যস্থির আর গুলি করার জন্যে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় পাবেন। সিমিউলেশনটা কিন্তু সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সাজানো। দু'বছর আগে আপনার জায়গায় এফবিআইয়ের একজন স্নাইপারকে এই শটটা নিতে হয়েছিল।'

'ফলাফল?'

'বিতিকিচ্ছিরি বলতে পারেন। গুলিটা একজন জিম্মির

মেরুদণ্ডে লাগে, বাকি জীবন প্যারালাইজড অবস্থায় কাটায় মেয়েটা। বাকি দুজনকে গুলি করে ডাকাতটা নিজেও আত্মহত্যা করে। চিন্তা করুন ব্যাপারটা, একটা ভুল শট কতবড় কাণ্ড ঘটাল! আমরা দেখতে চাই, শটটা আদৌ সফল হবার কোনও সুযোগ ছিল কি না।'

'ওরা কি লিমাজিনে বসা ছিল?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'আরে না, ওরা ছিল একটা খোলা পিকআপের পিছনে, পিস্তল দেখিয়ে ড্রাইভারকে চালাতে বাধ্য করেছিল ডাকাতটা। লিমোর চেসিস দেখে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন তো? আসলে পিকআপ ম্যানেজ করতে পারিনি।'

ম্যালয়কে ইশারা করতেই সে তার টিম নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। রাইস বলল, 'দেখুন মি. রানা, আমাদের হিসেব মোতাবেক গত পনেরো বছরে ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলো পঁয়ত্রিশ থেকে সাড়ে তিনশো গজ দূরত্বে অন্তত আটশো প্রিসিশান শট নিয়েছে অস্ত্রধারী অপরাধীদের ঠেকাবার জন্য। অথচ ফার্স্ট শটে সাফল্যের অনুপাত কত, আন্দাজ করতে পারেন?'

'মনে হচ্ছে খুব কমই হবে।'

'মাত্র একত্রিশ শতাংশ। প্রিসিশান শটের ঘটনাগুলোর দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এই তো, গত বছরই ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোতে একজন পুলিশ স্নাইপার টার্গেট মিস করে তিনজন জিম্মিকে আহত করেছে। এর কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?'

শান্ত গলায় রানা বলল, 'যদি অ্যামিউনিশন আর রাইফেলের কথা বলেন, তা হলে আমি দ্বিমত পোষণ করব। এ দুটোকে আংশিক দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল ব্যর্থতা শুটারেরই। তাকেই ঠিক করতে হবে শটটা নেয়া ঠিক হবে কি

না। স্নাইপিং কোনও ছেলেখেলা নয়।'

'কিন্তু আমরা যদি তার কনফিডেন্স বাড়াতে পারি? যদি সে বিশ্বাস করে, তার অস্ত্র পৃথিবীর সেরা, সেটা কোনও ভুল করবে না... তা হলে কি ফলাফল একটুও বদলাবে না?'

'তা বদলাবে,' রানা একমত হলো। 'আফটার অল, যে-কোনও সাফল্যে আত্মবিশ্বাসের তো একটা বড় ভূমিকা থাকেই।'

'এবার আপনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারছেন। কাজেই এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন এই সিমিউলেশনটা আমরা বেছে নিয়েছি। এই এক্সারসাইজটার ভিডিও করব আমরা। যাতে এটা দেখে সবাই জানতে পারে, অ্যাকিউটেক থাকলে এজেন্ট এরিক স্টার্ন ঠিকই সেদিন ডাকাতটাকে ঠেকাতে পারত।'

'সফল হই কি না সেটা তো আগে দেখা যাক!'

হেসে উঠল রাইস। 'একটা গোপন কথা জানাই, আমাদের স্টাফরা কিন্তু এই এক্সারসাইজটা নিয়ে নিজেদের ভিতর বাজি ধরে ফেলেছে। আপনার পক্ষে-বিপক্ষের দরটাও একেবারে মন্দ নয়।'

'আপনিও ধরেছেন নাকি?'

জবাব দিল না মেজর, হাসিটা উজ্জ্বল হলো।

রানা বলল, 'চলুন, লিমাজিনটা দেখে আসি।'

মাথা নাড়ল রাইস। 'রিয়েল লাইফ সিমিউলেশন এটা। এজেন্ট স্টার্ন গাড়িটা আগে থেকে দেখেনি, তাই আপনিও দেখতে পারবেন না। এমনকি একয্যাক্ট সময়টাও বলা হবে না আপনাকে। শুধু একটা ওয়্যারলেস সেট দেয়া হচ্ছে, এটার কথাবার্তাগুলো মন দিয়ে শুনবেন। যথাসময়ে নির্দেশ পাবেন আপনি, তখন প্ল্যাটফর্মে পজিশন নেবেন। গ্রীন সিগন্যাল না দেয়া পর্যন্ত গুলি করবেন না। এই হলো সমস্ত শর্ত। তা হলে কী বলেন, আপনি রেডি?'

*

ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা অটল ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলো রানাকে, তারপর ওয়্যারলেসে এল সঙ্কেত। এফবিআই স্নাইপার পাঁচতলার একটা জানালা থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে ঠিক সেরকমই একটা সেটআপ দেখতে পেল ও। তাড়াহুড়োয় তৈরি করা হলেও ওর কাজ চলবে। কানে হেডসেট লাগিয়ে ওয়াকি-টকিটা হ্যান্ডস্ ফ্রি মোডে নিয়ে এল ও।

'চার্লি ফোর... চার্লি ফোর... আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ওপাশ থেকে প্রশ্ন করা হলো, রাইসের কণ্ঠ।

'চার্লি ফোর কি আমি?' জানতে চাইল রানা।

'কারেক্ট। আপনার পজিশন কোথায়?'

'কোথায় আবার, প্ল্যাটফর্মে!'

'প্লিজ মি. রানা, এক্সারসাইজের খাতিরে নিজেকে সত্যিকার স্পটে কল্পনা করুন। স্ট্যান্ডার্ড রেডিও ল্যাঙ্গুয়েজে জবাব দিন।'

বাড়াবাড়ি, মনে মনে ভাবল রানা। তবে বলল, 'ঠিক আছে। রিড ইউ, বেস। আমি টুলসা জেনারেল ইনশিওরেন্সের পাঁচ তলায় আছি, পূর্বদিকে রিজলি স্ট্রিট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'দ্যাটস ফাইন, অপেক্ষা করুন।'

'সিচুয়েশন কী?'

'টার্গেট মোশার হয়ে আপনার দিকেই আসছে। পথে দুটো অ্যামবুশ সাইট পার হয়ে এসেছে সে, ক্লিয়ার শট না পাওয়া যাওয়ায় ফিল্ড কমান্ড ফায়ার অথোরাইজ করেনি। জিম্মিদের আড়ালে সে ভাল কাভার নিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনিই আমাদের শেষ ভরসা।'

'বুঝতে পেরেছি, বেস।'

'স্ট্যান্ডবাই থাকুন, ওভার অ্যান্ড আউট।'

নীচের কথিত "রাস্তা"টার দিকে তাকাল রানা, ওখানেই ওকে গুলি চালাতে হবে। রেঞ্জটাই মূল সমস্যা হবে বলে বুঝতে

পারল, দূরত্বটা জানা থাকলে বুলেটের ড্রপ হিসেব করা সহজ হয়। এখানে সে সুযোগ নেই, এক্ষুণি এসে পড়বে গাড়িটা। রেঞ্জ ক্যালকুলেশন, লক্ষ্যস্থির আর ফায়ার ওপেন করার জন্য মোটেই সময় পাওয়া যাবে না, তার উপর এটা মুভিং টার্গেট। অভিজ্ঞতা আর আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে শট নিতে হবে, কাজ সারতে হবে প্রথম আঘাতেই। এফবিআইয়ের লোকটার উপর কতখানি চাপ কাজ করছিল সেটা বুঝতে পেরে বেচারার জন্য সহানুভূতি অনুভব করল ও।

কতটা হতে পারে দূরত্ব? রাস্তাটা অনেক লম্বা, টার্গেট একশো গজের ভিতরে এলে তো কথাই নেই। দুশো গজ পর্যন্ত স্কোপে চেহারা দেখা যায়; তিনশোতে মাথার আকৃতি, চারশোতে পা, পাঁচশোতে দেহ আর ছয়শোতে শুধু মুভমেন্ট বোঝা যায়। এর চেয়ে বেশিদূরের রেঞ্জে টার্গেট একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তবে রাস্তাটা অত দীর্ঘ নয়। তা ছাড়া অ্যাকিউটেকের বুলেটের উপরও কিছুটা আস্থা রাখতে শুরু করেছে ও। গতকাল বিকেলের রেঞ্জ টেস্টিঙের ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক হয়েছে, এই অ্যামো এক মাইলেরও বেশি দূরত্ব পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ড্রপ ক্যালকুলেশনের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে এখানকার পুরো রাস্তাটাই সহজে কাভার করা যাবে।

নীচে টেকনিশিয়ানদের ব্যস্ততা দেখা গেল—লিমাজিনের টোয়িং চেইনটা ঠিকঠাক করছে, রাস্তার পাশে ট্রাইপডে বসানো ভিডিও ক্যামেরাগুলোও অন করা হলো। কয়েক মিনিট পর গগনবিদারী শব্দে একটা মোটর সচল হলো, সেই সাথে চেইনে টান খেতে দেখা গেল। ওয়্যারলেস নেট দারুণ ব্যস্ত, সেদিকে কান রাখতে গিয়ে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সত্যিকার সিচুয়েশন সৃষ্টির চেষ্টায় রাইস কোনও ত্রুটি রাখছে না।

'চার্লি ফোর, শুনতে পাচ্ছেন?'

'অ্যাফারমেটিভ,' জবাব দিল রানা।

'টার্গেট এইমাত্র লিঙ্কনের মোড় পেরিয়েছে। ই.টি.এ চার মিনিট।'

'কপি। আমি তৈরি আছি।'

'আই রিপোর্ট বলছে, লোকটা কোনও রকম ঝুঁকি দেখলেই জিম্মিদের গুলি করবে। আপনি শটটা নিতে পারবেন তো?'

'রাস্তাটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। শট নেয়ার সামান্যতম সুযোগ থাকলেও সেটা আমি নেব।'

'লোকটা কিন্তু একজন ম্যানিয়াক। তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে বুঝতে পারলে কী করবে তার ঠিক নেই।'

'চিন্তা করবেন না, বেস। ডিসট্যান্স আমার কাছে তিনশো বিশ গজের মত মনে হচ্ছে, এতে শট মিস হবার কোনও কারণ নেই। আমি কনফিডেন্ট।'

'সেক্ষেত্রে গ্রীন লাইটের জন্য অপেক্ষা করুন। আমরা দুজন স্পটার রেখেছি, তারা সাসপেক্টের অস্ত্র সেফ অ্যাঙ্গেলে আছে কি না রিপোর্ট দিলে অর্ডার ইস্যু হবে।'

'তার প্রয়োজন হবে না, আমি নিজেই বুঝতে পারব শট নেয়া উচিত হবে কি না।'

'নেগেটিভ, চার্লি ফোর। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর ফলো করতে হবে। অর্ডার না পেলে আপনি ফায়ার করবেন না।'

বিরক্ত বোধ করল রানা, এটা বাড়তি প্রেশার ছাড়া আর কিছু না। ঘটনার দিন সেই এজেন্টকেও নিশ্চয়ই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বেচারার নার্ভের কী অবস্থা হয়েছিল কে জানে! তর্কে না গিয়ে ও শুধু বলল, 'আপনাদের যা মর্জি, বেস।'

'রেডি থাকুন।'

রাইফেলটা তুলে নিল রানা, চোখ রাখল স্কোপে, এক হাতে অ্যাডজাস্ট করে নিল লেন্সটা। এক লাফে নীচের ধুলোময় রাস্তাটা বিশাল হয়ে সামনে চলে এল। মোড়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর

রাখল ও, গাড়িটা ওখান দিয়েই আসবে।

ত্রিশ সেকেন্ড পেরুল, তারপরেই মোড়ের কাছে একটা অবয়ব উদয় হতে শুরু করল।

'টার্গেট এসে গেছে, চার্লি ফোর!' ওয়াকি-টকিতে জানানো হলো।

বোল্ট টেনে চেম্বারে একটা অ্যাকিউটেক বুলেট প্রবেশ করাল রানা, রাইফেলটা আরেকটু কাছে টেনে নিল। হেডফোনের মাউথপীসটা সমস্যা করছে বলে টান দিয়ে খুলে ফেলে দিল, তারপর স্কোপে চোখ রেখে লিমাজিনের চেসিসে ক্রসহেয়ারটা সেট করল।

'চার্লি ফোর, ডোন্ট শুট!' সেটে রাইস চেঁচামেচি করছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করে কাজে মন দিল ও।

হিসেবটা আগেই সেরে ফেলেছে রানা। হানড্রেড ফিফটি গ্রেইনের একটা সাধারণ হলোটিপ তিনশো বিশ গজে দশ ইঞ্চি ড্রপ করার কথা, তবে অ্যাকিউটেকের বাড়তি গতির কারণে সেটা দু'ইঞ্চি কমিয়ে ধরেছে, তারপর আছে উচ্চতার বিষয়টা। পঞ্চাশ ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে গুলি করবে ও, কাজেই ড্রপ আরেকটু বাড়বে—অন্তত এক ইঞ্চি। কাজেই টার্গেট থেকে নয় ইঞ্চি ওপরে গুলি করতে হবে ওকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লিমাজিনটা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল, এবার সাইটে লক্ষ্যবস্তু দেখতে পেল রানা। লিমাজিনের ছাদে একটা তরমুজ বসানো হয়েছে, ওটা সাসপেক্টের মাথা, সেটাকে ঘিরে উড়ছে তিনটে হলুদ রঙের বেলুন—জিম্মিরা। বাতাসে দোলাদুলি করছে বেলুনগুলো, প্রায়ই ঢেকে ফেলছে তরমুজটাকে, ঠিক সত্যিকার জীবনে ছটফটানো বন্দীদের মত—টেকনিশিয়ানদের কল্পনাশক্তি দেখে মুগ্ধ হলো ও। রাইস এখনও চেঁচাচ্ছে গুলি না করার জন্য, কিন্তু রানা তাতে কান না দিয়ে তরমজটার উপর লক্ষ্যস্থির করে সুযোগের

অপেক্ষায় রইল।

ঠিক তক্ষুনি এল সুযোগটা... সুযোগ চিনতে অসুবিধে হলো না ওর। বাতাসে দুটো বেলুন সরে গিয়ে ফাঁক সৃষ্টি করেছে, টার্গেট আর রাইফেলের মাজলের মাঝে আর কোনও বাধা নেই। শট সিলেকশনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইল না। কাকতালীয়ভাবে একই সঙ্গে মেজর রাইসও ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে, 'গ্রীন লাইট, চার্লি ফোর, গ্রীন লাইট! সাসপেক্টের অস্ত্র নীচের দিকে...'

নির্দেশটা শেষ হলো না, তার আগেই ট্রিগারে চাপ দিয়েছে রানা। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে তরমুজটা বিস্ফোরিত হলো, লাল রঙের অভ্যন্তর সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চেসিসের ছাদে, গুলিটা ঠিক ওটার মাঝ দিয়ে গেছে। ধোঁয়া কেটে যেতেই বাকি বেলুন তিনটেকে স্বাভাবিকভাবে উড়তে দেখা গেল। মোটরের আওয়াজ বন্ধ হলো, থামানো হলো গাড়িটাকে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে মাটিতে নামল রানা। ওকে দেখে নিরাপদে আড়াল নেয়া অ্যাকিউটেকের ক্রু-রা বেরিয়ে এল, হাততালি দিচ্ছে সবাই, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাইস নিজে।

'অবিশ্বাস্য!' কাছে এসে বলল সে। 'দ্যাট ওয়াজ হেল অভ আ শট, মি. রানা। আপনার রিফ্লেক্সও অসাধারণ, গ্রীন লাইট দেবার পর সামান্যতম দেরিও করেননি।'

'ভাগ্য ভাল ছিল বলতে পারেন,' রানার কণ্ঠে বিনয়। 'ঠিক তক্ষুনি একটা সুযোগ এসে গিয়েছিল।'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আপনার দক্ষতার বিষয়ে আমাদের আন্দাজ ভুল ছিল না,' বলল রাইস। 'এনিওয়ে, আর একটা মাত্র টেস্ট বাকি রয়েছে। আপনি কি সেটায় অংশ নিতে চান?'

'কেন নয়? শুটিং করতেই তো এসেছি, তাই না?'

'দ্যাটস গুড। আধঘণ্টা রেস্ট নিন, তারপর আমরা দ্বিতীয় সিমিউলেশনটা শুরু করব।'

*

নতুন লোকেশনে যেতে যেতে সিনারিওটা ব্যাখ্যা করল মেজর রাইস।

'এটা একটা গোপন অপারেশনের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, তাই ভবিষ্যতে এটার ডিটেইলস কারও কাছে প্রকাশ না করলে আমরা খুশি হব।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা।

'গত বছর আফগানিস্তানে এই অপারেশনটা চালানো হয়। টেরোরিস্টদের একটা দলের সন্ধান পায় ইউ.এস. আর্মি। টোপ ফেলে তাদেরকে আর্মি কনভয়ের ওপর অ্যামবুশ করার জন্য একটা নির্জন পাহাড়ি এলাকায় টেনে আনা হয়। সেখানেই একজন মাত্র স্নাইপার দিয়ে তাদের ওপর পাল্টা হামলা চালানো হয়েছিল। অপারেশনটা সাকসেসফুল ছিল।'

'তা হলে চ্যালেঞ্জটা কোথায়?'

'ওয়েল মি. রানা, আর্মি স্নাইপারের রেঞ্জ ছিল মাত্র পাঁচশো গজ। কিন্তু আমরা এখানে অ্যাকিউটেক ব্যবহার করছি, এ কারণে দূরত্বও বেশি হবে।'

'কত?'

'ফোরটিন হান্ড্রেড ইয়ার্ডস্... চোদ্দোশো গজ,' রাইসের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

রানা চোখ কপালে তুলল। 'সে তো প্রায় এক মাইল!'

'অসম্ভব?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না, কেউ কখনও এমন শট নিয়েছে বলে জানা নেই আমার।'

'বি পজিটিভ, মিস্টার রানা। গতকালই তো আপনি টেস্ট করেছেন, দূরত্বটা অ্যাকিউটেকের এফেক্টিভ রেঞ্জের মধ্যে পড়ে।'

'রেঞ্জটাই বড় কথা নয়, মেজর,' রানা বলল। 'অ্যাকিউরেসির ব্যাপার আছে। যত ভাল অ্যামিউনিশনই হোক—অ্যাকিউটেক বা পৃথিবীর সেরা হ্যান্ডমেইড বুলেট.

আপনার এসব সাধারণ রাইফেলে এই শট নেয়া সম্ভব না।'

'চিন্তা করবেন না, ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আছে। একটা স্পেশাল রাইফেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্যে। লোকেশনে গেলেই দেখতে পাবেন।'

কিছুক্ষণ পরই পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় পৌঁছুল ওরা। সিনারিওটা ওকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল ম্যালয়, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চারশো ফুট উপরে ওর অবস্থানটাও নীচ থেকে দেখিয়ে দেয়া হলো।

'রাইফেলটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

একজন টেকনিশিয়ান এগিয়ে এসে অস্ত্রটা ওর হাতে দিল। জিনিসটা পেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ও—বোল্ট অ্যাকশনের একটা মডেল সেভেন্টি, চৌষট্টি সালেরও আগের ডিজাইন। পুরু লোহার তৈরি একটা বুল ব্যারেল রয়েছে এটার, ৩৬এক্স পাওয়ারের ইউনারটেল ব্র্যান্ডের স্কোপটা বিস্তৃত প্রায় পুরো ব্যারেলের দৈর্ঘ্য জুড়েই। তবে সেসব ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি আটকাল অস্ত্রটার কাঠে। সেটা অস্বাভাবিক রকমের কালো, অথচ পালিশ করা নয়। ওয়ালনাটের কাঠ কখনও এত কালো হতে দেখেনি রানা, তা হলে কী এটা—ব্ল্যাক উড? অবশ্য নির্মাণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুধু চোখের দেখাতেই এটাকে অসাধারণ বলে বোঝা যায়। বিশ থেকে ত্রিশের দশকে অ্যামেরিকার গানম্যানশিপ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, পরবর্তী দু'তিন দশকেও অব্যাহত ছিল সেই অগ্রযাত্রা। কিন্তু সেটা বিলুপ্ত হতে চলেছে আজকের এই কমার্শিয়ালাইযেশনের যুগে। রাইফেলটার চকচকে দেহ সদর্পে নিজের সময়ের কথা বলছে, ঐতিহ্য আর কারিগরী নৈপুণ্যের চরম ঔৎকর্ষের নমুনা এটা। হঠাৎই জিনিসটা চিনতে পারল ও।

'এটা কি ব্ল্যাক কিং?' স্তম্ভিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখা যাচ্ছে আপনি অস্ত্র চেনেন,' হেসে বলল রাইস।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'যারা সিরিয়াস শুটিং করে তারা সবাই জানে ব্ল্যাক কিঙের কথা। এটা একটা কিংবদন্তীর মত। পুরনো শুটারদের মতে এর চেয়ে ভাল রাইফেল পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। খুব কম লোকই স্বচক্ষে ব্ল্যাক কিং দেখেছে, কারণ এ জিনিস তৈরিই হয়েছিল সর্বসাকুল্যে দশটা। আপনারা কোথায় পেয়েছেন?'

'এক ভদ্রলোক সদয় হয়ে তাঁর অমূল্য কালেকশন থেকে কয়েকদিনের জন্য ধার দিয়েছেন এটা, সঙ্গত কারণেই তাঁর নামটা প্রকাশ করতে পারছি না।'

রাইফেলটা আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা, কালেক্টরের শো'কেসে পড়ে থাকা জিনিস নয় এটা, এর গায়ে নিয়মিত ব্যবহারের ছাপ রয়েছে স্পষ্ট। যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে অস্ত্রটা, ট্রিগারের মুভমেন্ট অত্যন্ত মসৃণ। ব্যারেলে খোদাই করা সিরিয়াল নম্বরটা পড়ল ও—১০০০০০। ইতিহাস বলে, ১৯৬৫ সালে উইনচেস্টারের কারখানায় তৈরি হয়েছে এটা, লোহাটাকে হিট ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে হাজার গজের অ্যামিউনিশনের এক্সট্রিম টেম্পারেচার সহ্য করার জন্য। মডেল সেভেন্টি যে কোনও শুটারেরই প্রথম পছন্দ, আর ব্ল্যাক কিং তো রীতিমত কল্পনাতীত—স্বপ্ন। বিখ্যাত এই রাইফেলটা বুকের ভিতর শিহরন তুলল ওর, যে-কোনও কালেক্টর এটার জন্য চোখ বন্ধ করে এক মিলিয়ন ডলার খরচ করবে। এটা দিয়ে ফায়ার করতে পারবে ভাবতেই শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর।

'দারুণ জিনিস জোগাড় করেছেন, আমার তো আর তর সইছে না।'

'প্রয়োজনও নেই। আপনি রেডি থাকলে এখনই শুরু করতে পারি আমরা।'

'শট অ্যালাইন করব কোথায়?'

'লাগবে না, অ্যালাইন করাই আছে অস্ত্রটা। আজ সকালে

আমাদের একজন টেকনিশিয়ান সেটা চেক করে দেখেছে। ব্যালিস্টিকস্ টেবলের বাইরে এক চুলও ভেরিয়েশন নেই এটার, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি। তা ছাড়া মালিক ভদ্রলোক এককালে এটা দিয়ে প্রচুর ট্রফি জিতেছেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিজে চেক না করে অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নই আমি। তবে ব্ল্যাক কিঙের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটাতে রাজি আছি। চলুন যাওয়া যাক।'

সময় বাঁচানোর জন্য ছোট একটা চপারে করে পাহাড়ের উপর তোলা হলো ওদের। সেখানে ঝোপের আড়ালে তেরপল বিছিয়ে পজিশন নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'আমার টার্গেটটা কী?' জানতে চাইল রানা।

'ডামি, তবে আশ্চর্য রকমের নিখুঁত,' বলল রাইস। 'হিউম্যান অ্যানাটমির দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।'

'এক মাইল দূর থেকে অ্যানাটমি বিশ্লেষণের সুযোগ নেই আমার, মুভমেন্ট দেখে গুলি করতে হবে। তার কি কোনও ব্যবস্থা রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ডামিগুলোর হাত-পায়ে তার বেঁধে দূর থেকে নাড়াবে টেকনিশিয়ানরা।'

'দ্যাটস্ বেটার। টার্গেটের সংখ্যা কত?'

'রিয়াল লাইফে বারোজন ছিল, তবে এটা যেহেতু কেবলই প্র্যাকটিস, তাই শুধু দুটো ডামি বসিয়েছি আমরা... পাশাপাশিই আছে ও দুটো।'

তেরপলের উপর পজিশন নিল রানা, মাথা কাজ করতে শুরু করেছে, বুলেটের ড্রপ কতটা হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা করছে। নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল ও, সেখানে শুনশান নীরবতা। অ্যাকিউটেকের স্টাফরা শেল্টারে চলে গেছে। বাতাসটা আগের চেয়ে একটু বেড়েছে, সেটা চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। তিনশো গজ পর্যন্ত বাতাসের এই গতি বুলেটের পথে তেমন প্রভাব ফেলে

না, কিন্তু তার পর থেকেই শুরু হয় গজব। বুলেটের ভেলোসিটি এত কমে যায় যে, ট্র্যাজেক্টরি ডিমের খোসার মত বাঁকা হয়ে পড়ে। একজন ভাল শুটারের রহস্য হলো, বাতাসটাকে বাধা হতে না দিয়ে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে জানা।

এমনিতেই নয়শো গজের পরের দূরত্ব শুটারদের জন্য এক আলাদা জগৎ, আর এখানে ও কি না চোদ্দোশোর টার্গেট বেছে নিয়েছে! স্কোপ দিয়েও এই দূরত্বে বুলস্ আই বা এক্স রিঙে লাগানো যায় না, শুধু হিট হলো কি না এটাই বড় কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ স্নাইপারও খুব চেষ্টা করলে হয়তো ছয় ইঞ্চির মধ্যে গ্রুপিং রাখতে পারবে।

রাইফেলটা শক্ত করে ধরে বাকি শরীরে ঢিল দিল ও, স্কোপে চোখ রেখে টার্গেট খুঁজতে শুরু করল। ইউনারটেল-৩৬ অসাধারণ একটা স্কোপ, এক মাইল দূরের জিনিসও অস্বাভাবিক স্বচ্ছতায় ওর দৃষ্টিসীমায় চলে এসেছে। হঠাৎই ডামিদু'টো দেখতে পেল ও, এতদূর থেকে মানুষের মতই লাগছে, নড়াচড়ার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে টেকনিশিয়ানরা। একটা গাছের নীচে পড়ে আছে টার্গেটদুটো, মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, ড্রপের হিসেবটা আগেই সেরে ফেলেছে, দুশো আঠারো ইঞ্চির মত হবে, বাতাসের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনও দিল। কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায় নেই, ওর জানামতে আজ পর্যন্ত এত দীর্ঘ শট কেউ নেয়নি। শুধু ইন্সটিঙ্কটের উপর নির্ভর করল ও, চারপাশ থেকে মেজর রাইস, অ্যাকিউটেক, বিসিআই, রানা এজেন্সি, প্রেসিডেন্ট... সব হারিয়ে গেল, ওর অস্তিত্ব গ্রাস করল টার্গেট আর অবশ্যম্ভাবী শটটা।

কখন ট্রিগারে চাপ দিয়েছে বলতে পারবে না রানা, বুলেটদুটো বেরিয়ে যাবার আওয়াজ চাবুকের মত বাড়ি খেল কানে। সেই শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল পুরো ব্যাপারটা। তিক্ত অনুভতিতে ছেয়ে গেল ওর মনটা, নিষ্ঠুর

একটা তামাশার শিকার করা হয়েছে ওকে। রাগে শরীর জ্বলতে শুরু করল ওর, রক্ত উঠে গেল মাথায়।

তেরপল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ঠিক পিছনেই ওয়াকি-টকি হাতে নীচের টিমের সঙ্গে কথা বলছে রাইস। 'কী, ডাইরেক্ট হিট?' রানার দিকে ফিরল সে, মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। 'ইউ ডিড ইট, মি. রানা। আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, টার্গেটদুটোতেই গুলি লেগেছে!'

জবাব না দিয়ে সজোরে দুটো ঘুসি ঝাড়ল রানা—প্রথমটা পেটে, পরেরটা মুখে। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়ল মেজর রাইস। কয়েক মুহূর্ত রইল সেভাবেই, কোঁকাতে কোঁকাতে আঘাতটা সয়ে নেবার চেষ্টা করছে। একটু পর যখন চিত হলো, মুখটা দেখা গেল ভেসে যাচ্ছে রক্তে, ঘুসিতে তার নাক থেঁতলে গেছে।

'এসব কী, মি. রানা?' ব্যথায় কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

কঠিন গলায় রানা বলল, 'তুমি একটা মিথ্যুক। আফগানিস্তান না, এটা ছয় বছর আগে কলাম্বিয়ার সারাভেনা জঙ্গলে একটা ঘটনার সিমিউলেশন।'

'আমি আপনার কথা কিছুই...' বাক্যটা শেষ করার আগেই পেটে লাথি খেয়ে কুঁকড়ে গেল রাইস। তার খুলিতে রাইফেলটা চেপে ধরল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, আমার সঙ্গে আর খেলার চেষ্টা কোরো না। ডাকো তোমার বসকে। আমি জানতে চাই, যে স্নাইপার আমাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে, আমার প্রিয় একজন মানুষকে খুন করেছে; তার জায়গায় আমাকে কেন তোমরা বসালে? কীভাবে জড়িত তোমরা এর সাথে?'

সাত

গত মঙ্গলবার বেলা এগারোটা পঁয়তাল্লিশে মারা গেছে এমিলি, আজ তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। স্ত্রীর বিদায়ে এক ধরনের বিষাদে আক্রান্ত হয়েছে এফ.বি.আইয়ের স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, নিজেকে দোষারোপ করছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এর জন্য সে-ই দায়ী। দু'বছর আগে তার লক্ষ্যচ্যুত বুলেটই মেয়েটার মেরুদণ্ডে লাগে, চিরকালের জন্য তাকে প্যারালাইজ করে দেয়। একটা গ্লানিবোধ থেকে এমিলিকে বিয়ে করেছিল সে, চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। দিনে দিনে খারাপ হয়েছে অবস্থা, শেষ দিকে কোমায় চলে গিয়েছিল বেচারি, অবশেষে মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে তাকে।

স্ত্রীর সঙ্গে সেই অর্থে ভালবাসা ছিল না এরিকের, তবে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করত ওরা, এমিলি কোনদিন তাকে দোষারোপ করেনি, বরং কখনও কখনও উল্টো, সান্ত্বনা দিয়েছে। আশ্চর্য মেয়ে ছিল সে, তার জীবন ধ্বংস করার জন্য নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না এরিক। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যেত তার। অনেক রাত বিনিদ্র কেটেছে, ঘুমালেই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত, ভুলের অনুভব অসহ্য হয়ে উঠলে বাথরুমে গিয়ে বমি করত। একটা শট তার সারা পৃথিবী ওলটপালট করে দিয়েছে। অথচ এমন হবার কথা ছিল না।

ট্রেনিঙে অ্যাকাডেমিতে সেরা ছিল সে, অসাধারণ দক্ষতায়

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ক্যারিয়ারের শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছিল। মোটামুটি বিশালদেহীই বলা যায় তাকে, লম্বায় ছ'ফুট দুই, মাথার চুল সামান্য বড়। চেহারাটায় বন্ধুত্বসুলভ একটা আভা আছে, যার কারণে এফ.বি.আই এজেন্টের চেয়ে আকর্ষণীয় একজন সফল সেলসম্যানের মতই লাগে বেশি। এ কারণে আন্ডারকাভার অপারেশনে প্রায়ই ডাক পড়ত তার, সাফল্যও আসত। আগ্রহ ছিল তার প্রচুর, অপরাধীদের ধরতে রাতদিন এক করে খাটত। যে কোনও রেইড বা গ্রেফতার অভিযানে সবার আগে ছুটত, কাউন্টার টেরোরিজম স্কোয়াড বা ব্যাংক-রবারি প্রিভেনশন টিমে জায়গা পাবার জন্য অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। সোয়াট ট্রেনিং নিয়েছিল নিজের আগ্রহে, পিস্তল বা রাইফেল মার্কস্‌ম্যান-শিপে কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠত না। দক্ষতার কথা ভেবে সেদিন তাকে বসানো হয়েছিল শট নিতে, কিন্তু পারেনি সে। তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে টুলসার সেই ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল। এরপর একগাদা তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছে, চাকরি চলেই যেত, শুধু অতীত রেকর্ডের কারণে রাখা হয়েছে তাকে। তবে ফিল্ডে কাজ করবার যোগ্যতা হারিয়েছে সে, বদলি হয়ে নিউ অর্লিয়েন্সের অফিসে ডেস্ক জব করতে হচ্ছে।

শেষকৃত্য শেষে কবরস্থান থেকে বেরিয়ে অভ্যাসবশে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিল এরিক; ছ'মাস আগেই যে ধূমপান ছেড়েছে সেকথা মনে নেই। খালি পকেট দেখে স্মরণ হলো তার। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, গত দু'বছর এমিলির সেবা করতে করতে সব রকম হবি হারিয়েছে। ছুটি শেষ হতে আরও দু'দিন বাকি, এই সময়টা কী করবে সে? বাড়িতে ফেরার আগ্রহ বোধ করল না, সেখানে স্ত্রীর স্মৃতি শুধু কষ্টই বাড়াবে। অফিসে জয়েন করে ফেললে কেমন হয় ভাবতে ভাবতে পে-ফোন থেকে সেখানে ডায়াল করল. ফোন ধরল ঘনিষ্ঠ বন্ধু

আর সহকর্মী জেমস ডাইসন।

'হ্যাল্লো এরিক, কী খবর তোমার?'

'খবর কিছু না, এইমাত্র ফিউনারেল শেষ হলো।'

'মন খারাপ, তাই না?' ডাইসনের গলায় সমবেদনা। 'ছুটিটা ক'দিন বাড়িয়ে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাও। পরিবেশ বদলালে হয়তো ভাল লাগবে।'

'বাড়ানো তো দূরের কথা, কমাব কি না ভাবছি। আজই জয়েন করে ফেলতে পারি। অফিসের খবরাখবর কী?'

'স্পেশাল কিছু নয়। তবে সামনে প্রেসিডেন্টের ভিজিট, জানোই তো। এজন্য বেশ ধকল যাচ্ছে, তুমি চলে এলে তো ভালই হয়।'

'আসব, চিন্তা কোরো না।'

'ভাল কথা,' মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল ডাইসন। 'মোলিনা নামে কাউকে চেনো তুমি?'

দ্রুত চিন্তা করল এরিক, এ মুহূর্তে পনেরোটার মত কেসের ফাইল দেখছে সে, তবে সেগুলোর কোনটার মধ্যে নামটা আছে বলে মনে পড়ল না। 'না তো, কেন?'

'সকাল থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে লোকটা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, খুব নাকি জরুরী। অনেক করে বোঝালাম যে তুমি ছুটিতে, কিছুতেই মানতে চায় না। বার বার ডিস্টার্ব করেছে, তোমাকে খবর দিয়েছি কি না জানার জন্য। শেষে খারাপ ব্যবহারই করতে হলো।'

'কোনও অ্যাড্রেস দিয়েছে?' জানতে চাইল এরিক।

'না, শুধু ফোন নাম্বার। রুমের এক্সটেনশন দেখে মনে হলো কোনও মোটেল হবে। কথা বলার সময় এয়ারক্র্যাফটের শব্দ শুনেছি, হয়তো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথাও। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ফিল্ড এজেন্ট নও তুমি, জরুরী কী-ই বা তোমাকে জানাবে সে? আমার মনে হয় ভুয়া কল।'

'ভুয়া হলে বার বার করত না। নাম্বারটা দাও।'

'নাইন ডাবল এইট টু জিরো ফাইভ সিক্স, রুম এক্সটেনশন ফিফটি এইট,' বলল ডাইসন, পকেট থেকে নোটবুক বের করে লিখে নিল এরিক।

'আর কিছু?'

'লোকটার পুরো নাম ভ্যালেন্টিন মোলিনা,' ডাইসন জানাল। 'স্প্যানিশ উচ্চারণে কথা বলছিল, মনে হলো বিদেশী। দ্যাটস অল।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল এরিক, মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। কে হতে পারে লোকটা? ভ্যালেন্টিন মোলিনা... বিদেশী? হঠাৎই মনে পড়ে গেল ওর, হপকিন্সের লোক নয় তো!

বব হপকিন্স এজেন্সির পুরনো এজেন্ট, ত্রিশ বছর চাকরি করে গত ডিসেম্বরে রিটায়ার করেছে। বিদেশী বেশ কিছু সোর্স আছে তার। এরিককে খুবই পছন্দ করে সে, তাই অবসরে যাবার সময় সোর্সদের ওর নামটা দিয়ে গেছে, যেন জরুরী খবরাখবর থাকলে এফ.বি.আইকে জানাতে অসুবিধে না হয়। একটা লিস্টও দিয়েছিল নামের, পড়ার পর নিরাপত্তার খাতিরে সেটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। মোলিনার নাম দেখেছিল কি না মনে করতে পারল না। সে যাই হোক, লোকটা এত মরিয়া কেন জানতে হবে। স্লটে পয়সা ফেলে ডায়াল করল ও।

ডাইসনের অনুমান ভুল নয়, একজন ডেস্ক ক্লার্ক রিসিভ করল ফোনটা, জানাল ওটা পাম কোর্ট মোটেল। পরিচয় দিয়ে এক্সটেনশনটায় সংযোগ দিতে বলল এরিক। খুটখাট শব্দ হলো, এরপর রিং হতে থাকল ওপাশে। অনেকক্ষণ ধরে বাজল ফোনটা, জবাব পাওয়া গেল না। ডেস্ক ক্লার্ক বলল, 'ভদ্রলোক হয়তো রুমে নেই।'

এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না এরিক, নিজ চোখে ব্যাপারটা দেখবে বলে ঠিক করল। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের

ঠিকানাটা বলুন।'

'এয়ারপোর্ট একজিট থেকে পাঁচ মাইল দূরে,' জানাল ক্লার্ক। 'ইন্টারস্টেট টেন হাইওয়ের পাশেই আমাদের মোটেল, হলিডে ইনের দুটো বিল্ডিং পরে।'

'আসছি আমি,' বলে লাইন কেটে দিল এরিক।

আধ ঘণ্টা লাগল পৌঁছুতে। পাম কোর্ট মোটেলটা বিশেষত্বহীন, পুরনো এবং ভাঙাচোরা। এ ধরনের অন্তত পঞ্চাশটা থার্ড ক্লাস মোটেলে অতীতে অভিযান চালিয়েছে এরিক, অপরাধী এবং ড্রাগ বিক্রেতাদের লুকিয়ে থাকার জন্য এগুলো আদর্শ জায়গা। কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না, রেজিস্ট্রেশন বা রিজার্ভেশনের বালাই নেই, বিল্ডিংটার চারপাশও খোলা, রিসেপশনের নজর এড়িয়ে যখন-তখন আসা-যাওয়া করা যায়। তবে এককালে মোটেলটা সুন্দর ছিল, হয়তো পঞ্চাশের দশকে... যখন তৈরি হয়েছিল ওটা। সে আমলে শহর এতটা বিস্তৃতি লাভ করেনি, মাইলের পর মাইল রাস্তা পেরিয়ে পথযাত্রীরা বিশ্রাম আর রাত কাটানোর জন্য এখানে থামত।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির পাশে মোলিনার রুম। দরজার পাশে পরপর কোক আর পেপসিসহ বেশ কয়েকটা ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে, সেগুলোর নিয়ন সাইনের আলোয় দিনের বেলাতেও বারান্দায় নীলচে আভা খেলা করছে। দরজায় নক করল এরিক, কোনও সাড়া পেল না। আবার নক করল ও, আগের চেয়ে জোরে, তবুও ভিতরে নিশ্চুপ। এবার রীতিমত কিল মারতে শুরু করল এরিক।

'করছেন কী, দরজা ভেঙে ফেলবেন তো!' বলে উঠল একটা কণ্ঠ, ঘাড় ফিরিয়ে অল্পবয়সী একজন মেইডকে দেখতে পেল ও। 'ভিতরে থাকলে জবাব তো দিতই।'

'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল এরিক, তারপর জিজ্ঞেস করল,

'আপনি এই রুমের লোকটাকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, সকালে আমার সামনেই তো রুম ভাড়া নিল।'

'কেমন দেখতে?'

'বেশ বয়স্ক, চেহারাটাও সাধারণ। আর দশটা ট্র্যাভেলারের মতই।'

'বেরিয়েছে কখন বলতে পারেন?'

'আমি দেখিনি। তবে কয়েকজন লোক এসেছিল, দেখা করে চলে গেছে।'

'লোক! কী রকম লোক?'

'আপনার মতই সুট-বুট পরা, তবে বয়স একটু বেশি হতে পারে। আমি তো ভাবলাম সরকারী লোক।'

'কখন গেছে তারা?'

'এই তো, ধরুন পনেরো মিনিট।'

তারমানে ও যখন রিং দিচ্ছিল, তখন ভিতরেই ছিল লোকগুলো। মোলিনা ফোন ধরেনি কেন? প্রমাদ গুনল এরিক, বলল, 'এক কাজ করুন, ম্যানেজারকে ডেকে আনুন।'

দশ মিনিট পর এল ম্যানেজার, ইতর-চেহারার বুড়োটে এক লোক সে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে সস্তা মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, বমি পেল এরিকের। তাড়াতাড়ি নিজের আই.ডি. দেখিয়ে দরজাটা তাকে খুলে দিতে বলল ও।

'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?' চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

বিরক্তি বোধ করল এরিক, টিভি-সিনেমায় বেশি বেশি পুলিশি কার্যক্রম দেখানোর ফল এটা, সবাই নিজেকে আইনবিশারদ মনে করে। অথচ আগে এফবিআইয়ের নাম শুনলে লোকে ভয়ে কাঁপত, একটা কথা বললে তা পালন করতে দিশে পেত না।

'নিজেকে কী ভাবো, উকিল?' ম্যানেজারকে ধমক দিল ও।

'লোকটা নিজেই ফোন করে আসতে বলেছে আমাকে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই দরজা খুলে দিতে বলছি। ওয়ারেন্টের প্রসঙ্গ আসছে কোত্থেকে?'

'সেজন্য বলছি না,' ম্যানেজার কাঁচুমাচু মুখে বলল। 'লোকটা দারুণ নচ্ছাড়। কোক মেশিনের পাশে ছাড়া কিছুতেই রুম নেবে না, আরেকটু হলে তো প্রায় মেরেই বসছিল। তাই ভাবছিলাম, ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকতে দিলে পরে যদি উল্টো আমার নামেই মামলা ঠুকে দেয়?'

'এজন্যই বলি উকিল সাজতে যেয়ো না। তোমার কাজ দরজা খোলা, সেটাই করো। কথা যা বলার আমি বলব।'

কী বুঝল কে জানে, কাঁধ ঝাঁকাল ম্যানেজার, তারপর চাবির গোছা বের করে তালা খুলে দিল।

ভিতরে পা দিয়ে এরিক প্রথম যা দেখতে পেল, তা হলো রক্ত। সে এক বীভৎস দৃশ্য—দেয়াল, মেঝে, আয়না, বিছানার চাদর... সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাজা লাল রক্ত। শরীরের একাধিক রক্তবাহী ধমনী কেটে গেলেই শুধুমাত্র এভাবে রক্ত ছিটাতে পারে।

পিছনে মেইড আতঙ্কিত চিৎকার দিয়ে উঠল, ম্যানেজারও হতবিহ্বল।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল এরিক। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা একটা ক্রাইম সীন, তোমরা বেরোও এখান থেকে।' ম্যানেজারকে নির্দেশ দিল, 'জলদি ৮৮৫৩৪৩৪ নম্বরে ফোন করে এজেন্ট ডাইসনকে এখানে লোকজন নিয়ে আসতে বল। বলবে এজেন্ট এরিক স্টার্ন এখানে আছে, পুলিশ আসার আগেই যেন আসে। যাও!'

পাগলের মত ছুট লাগাল ম্যানেজার আর মেইড।

আবার রুমের দিকে ফিরল এরিক, রীতিমত কসাইখানায় পরিণত হয়েছে জায়গাটা। খুনোখুনিটা মূলত বিছানায় হয়েছে.

চুপচুপে হয়ে ভেজা চাদরটা সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। রক্তের ধারা বিছানার হেডরেস্ট হয়ে চলে গেছে দেয়াল পর্যন্ত। দুই থেকে তিনজন আততায়ী, আন্দাজ করল ও, কুড়াল জাতীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে হতভাগ্য মানুষটাকে। রক্তে ভেজা একটা অ্যাডহেসিভ টেপের ছেঁড়া অংশ দেখতে পেল, তারমানে লোকটাকে বেঁধেও ফেলা হয়েছিল—কী বর্বরতা! কিন্তু মোলিনার লাশটা বিছানায় নেই কেন?

মেঝের দিকে তাকাতেই রক্তের একটা চওড়া ধারা দেখা গেল, শরীরের ঘষায় তৈরি হয়েছে, চলে গেছে বাথরুম পর্যন্ত। দাগটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, টেনে নেয়া হয়নি, হামাগুড়ি দিয়ে গেছে লোকটা। বিস্মিত বোধ করল এরিক, এভাবে যাকে কোপানো হয়েছে, সে বাথরুম পর্যন্ত গেল কীভাবে?

একটু এগোতেই খালি পা দুটো দেখতে পেল ও, এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। শরীরের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না নিহত মানুষটার, উপুড় হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে অসহায়ের মত। বাথরুমের দরজায় গিয়ে লাশটার উপর ঝুঁকল এরিক। স্বাস্থ্য ভাল লোকটার, বয়স পঞ্চাশের মত হবে। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, চুলও আধপাকা, বাঁকা নাকটা চেহারায় আভিজাত্য এনে দিয়েছে। সাদা লিনেনের একটা সুট পরে আছে সে, তবে রক্তের কারণে সেটাকে আর সাদা বলার উপায় নেই। অ্যাডহেসিভ টেপে মুখ বাঁধা তার, ভিতরে তুলো ভরে দেয়া হয়েছে। এজন্যই চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়নি কেউ। যে চোখটা দেখা যাচ্ছে, সেটা বন্ধ হয়নি, তাতে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। মুখমণ্ডল আর শরীরের চারপাশটা দেখে মনে হচ্ছে দেহটা রক্তের সাগরে ভাসছে।

যত দেখছে, ততই বিস্ময় বাড়ছে এরিকের। বিছানায় না মরে লোকটা এখানে এল কেন? মুমূর্ষু অবস্থায় কী পরিমাণ কষ্ট তাকে করতে হয়েছে ভেবে দিশেহারা বোধ করল। যেভাবেই

হোক হাত-পায়ের বাঁধন খুলেছে, গড়িয়ে মাটিতে নেমেছে, সেখান থেকে পুরো দেহটাকে টেনে এনেছে বাথরুম পর্যন্ত... কিন্তু কেন, কী আছে এখানে? ভাল করে তাকাল ও, মৃত লোকটার বাম হাতে আটকে গেল দৃষ্টি, মেঝের উপর সিধে করে ছড়ানো সেটা, যেন কিছু নির্দেশ করছে। না, নির্দেশ নয়, বাথরুমের সাদা লাইনোলিয়ামের মেঝেতে কিছু একটা লিখে রেখে গেছে সে।

আতঙ্ক বোধ করল এরিক, মোলিনার রক্ত মেঝেতে এখনও ছড়াচ্ছে, ঢাকা পড়ে যেতে বসেছে লেখাটা, অথচ ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না। শেষ মুহূর্তে সফল হলো ও, কিন্তু তা না হবার মতই। পুরোপুরি বোকা বনে গেছে ও।

মরার আগে শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি খরচ করে অর্থহীন একটা কথা লিখে রেখে গেছে ভ্যালেন্টিন মোলিনা। তা হলো: ROM DO।

ফরেনসিকের লোকজন একঘণ্টা ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃতদেহটা সরাবার ব্যবস্থা করেছে, এখন তারা ব্যস্ত রুমটা নিয়ে। অন্যদিকে এজেন্ট জেমস ডাইসন লোকাল প্রিসিঙ্কটের পুলিশ চিফের সঙ্গে বাইরে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত, আইনগত এখতিয়ার নিয়ে ফেডারেল এজেন্সির সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই ঝগড়া চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসবে কান না দিয়ে এরিক রিসেপশনের ফোন থেকে বব হপকিন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করল, সে এখন বোস্টনের নামকরা এক বিরাট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চিফ সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করছে। ফোন নম্বরটা পেতে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হলো, তবে যখন রিং হলো, কাঙ্ক্ষিত মানুষটাই ফোন ধরল।

'বব হপকিন্স।'

'হ্যালো, ববি। বলো তো কে?'

'এরিক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হপকিন্স, তার গলায় নিখাদ উচ্ছ্বাস। 'পৃথিবীতে এত কোমল কণ্ঠ আর কার আছে বলো?'

'বাড়িয়ে বলার স্বভাব তোমার গেলই না।'

'কী যে ভাল লাগছে তোমার গলা শুনে! এমিলি কেমন আছে?'

'ভাল,' বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল এরিক, এই মুহূর্তে কোনও সমবেদনা শোনার মুড নেই ওর। 'শোনো, আমি আসলে একটা কাজে ফোন করেছি...'

'আরে রাখো তোমার কাজ। এজেন্সিতে এত বছর চাকরি করে কী পেয়েছি, বলো? অথচ এখানে টাকা আর টাকা। আগে জানলে সেই কবেই চাকরি ছেড়ে দিতাম! এক কাজ করো, তুমিও চলে এসো ওখান থেকে। এমনিতে তো ডেস্কেই বসিয়ে রেখেছে, এখানে এলে আমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'প্রস্তাবটা মাথায় থাকবে,' এরিক বলল। 'তবে এই মুহূর্তে হাতের কাজটাও জরুরী। তোমার সাহায্য দরকার।'

'তা হলে আর হয়েছে,' হতাশ হবার ভান করল হপকিন্স। 'ওই এজেন্সিই খাবে তোমাকে, আমি বলে রাখলাম। সে যাক গে, বলো কী করতে হবে।'

'তোমার কিছু সোর্সকে আমার নাম দিয়েছিলে, মনে আছে?'

'কেন, ওদের কেউ তোমাকে ফাঁসিয়েছে?'

'ফাঁসায়নি, উল্টো নিজেই অক্কা পেয়ে বসে আছে। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তাকে কিমা বানিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'সেরেছে, শুনে তো কলাম্বিয়ানদের কাজ মনে হচ্ছে। অসভ্য বর্বরের জাত একটা, দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই। প্রতিশোধ নেয়ার সময় পাগল হয়ে যায় একেবারে।'

'কলাম্বিয়ান হবার একটা সম্ভাবনা অবশ্য আছে। লোকটা বিদেশী ছিল, তবে পাসপোর্টটা এখনও পাইনি আমরা।'

'নামটা জানো?'

'ভ্যালেন্টিন মোলিনা। লোকটা আমাকে ফোন করেছিল, তবে আমি অফিসে ছিলাম না। পরে মোটেলে দেখা করতে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'মোলিনা?' হপকিন্সকে অনিশ্চিত মনে হলো।

'হ্যাঁ, বয়স ধরো পঞ্চাশের মত, মাথায় হালকা টাক আছে, অভিজাত চেহারা...'

'ও হ্যাঁ, মোলিনা, মনে পড়েছে। কিন্তু সে তো কলাম্বিয়ান নয়, এল সালভাদরের নাগরিক।'

'সালভাদর?'

'হ্যাঁ। সেখানকার সিক্রেট পুলিশের সদস্য ছিল সে, সেন্ট্রাল অ্যামেরিকায় একটা কনফারেন্সে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। ভাল লোক ছিল সে, কয়েকবারই তার দেশ থেকে অ্যামেরিকায় আসা ড্রাগের বিষয়ে দারুণ সব তথ্য দিয়েছিল। তবে অনেকদিন হলো যোগাযোগ নেই তার সঙ্গে।'

'তাকে কি আমার নাম দিয়েছিলে?'

'খুব সম্ভবত, ঠিক খেয়াল নেই। দেয়ারই কথা, সে একজন ভাল সোর্স ছিল। তবে তোমাকে যখন পায়নি, আমার সঙ্গেও তো যোগাযোগ করতে পারত।'

'নম্বর ছিল না নিশ্চয়ই, তা ছাড়া সময়ও পায়নি। এখানে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়েছে বেচারা।'

'হুঁ, খুনীরা তো দেখছি খুবই চালু। এত তাড়াতাড়ি ওর খোঁজ পেল কীভাবে?'

'কী বলতে চাইছ?'

'আমি জানি না,' এরিক। তবে এত অল্প সময়ে যারা এই কাজ সারতে পারে, তারা কোনও সাধারণ লোক নয়। মোলিনা তোমার কাছে এসেছিল না? সতর্ক থেকো।'

'কেন, সে তো আমার সঙ্গে কথাই বলার সুযোগ পায়নি।'

'তাও সাবধান থাকা ভাল।'

'থাকব। আরেকটা ব্যাপার, "রম ডু" কথাটার অর্থ জানো তুমি? মরার আগে ফ্লোরে লিখে রেখে গেছে মোলিনা, সম্ভবত আমার জন্যই।'

'না তো! এটা আবার কেমন কথা!'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। যাক গে, সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার। আর কিছু লাগলে জানিয়ো।'

'জানাব।'

ফোন রেখে দিল হপকিন্স।

'এরিক,' দরজা থেকে ডাক দিল ডাইসন। 'ভিকটিমের পাসপোর্ট পাওয়া গেছে, ওটা পানামার। লোকটার নাম ম্যানুয়েল গার্সিয়া, পানামা সিটির ঠিকানা।'

'নাম-পাসপোর্ট দুটোই ভুয়া,' এরিক জানাল। 'ও-ই ভ্যালেন্টিন মোলিনা, আমি কনফার্ম করেছি, এল সালভাদর থেকে এসেছে।'

'কিন্তু প্লেনের টিকেট পেয়েছি আমরা, পানামা সিটি টু নিউ অর্লিয়েন্স।'

'কানেক্টিং ফ্লাইট হতে পারে।'

'নাম ভাঁড়াল কেন?'

'বিপদের আশঙ্কা করছিল নিশ্চয়ই।'

'যাই হোক, সকাল ন'টায় প্লেন ল্যান্ড করেছে। এখানে চেক ইনের সময় হিসেব করে মনে হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে আর কোথাও যায়নি, সোজা মোটেলেই এসেছে। তিনটা কল করেছে, সব একই নম্বরে।'

'আমার কাছে।'

'একজ্যাক্টলি। এ-ই সব।'

'কেন, ওর লাগেজ?'

'কিচ্ছু ছিল না। বেড়াতে আসেনি, শুধু একজন মানুষের

সঙ্গে কথা বলতে অ্যামেরিকায় এসেছিল মোলিনা... তোমার সঙ্গে।'

'আর সেটাই তার মরণ ডেকে এনেছে,' গম্ভীর গলায় বলল এরিক।

আট

কর্নেল অল্ডেন ঝানু লোক, নানা রকমের লোক চরিয়ে সে অভ্যস্ত। রানার রাগটাকে সে আমলে নিল না, সামনে এসে এমন ভাব করল যেন কিছুই ঘটেনি। বরং সহাস্যে বলল, 'ওয়েলকাম টু র‍্যামডাইন, মি. রানা।'

র‍্যামডাইনের ফিল্ড হেডকোয়ার্টারে এসকর্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে রানাকে। কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখা পেয়েছে কর্নেলের। সরোষে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'আমার নাম কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন, এই আউটফিটের চিফ বলতে পারেন।'

'এসব আপনার কীর্তি?'

'কীর্তি বলতে কী বোঝাচ্ছেন, জানি না। তবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটা নাটক করতে হয়েছে আমাদের। এতটা রেগে যাবেন, বুঝতে পারিনি। বেচারা মেজর রাইসের তো নাকই ভেঙে দিয়েছেন।'

'সেটা ওর পাওনা ছিল,' রাইসের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, সে এখনও নাকে রুমাল চেপে ধরে কোকাচ্ছে।

'তুমি ফার্স্ট এইড নিতে যাচ্ছ না কেন?' বলল অল্ডেন।

'আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ কোথাও যাচ্ছে না.' হুমকির ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্রটা নাড়ল রানা। 'আমি জানতে চাই, এখানে হচ্ছেটা কী?'

'আপনার অস্ত্র দেখাবার প্রয়োজন নেই, মি. রানা। সবকিছু আমি এমনিতেই খুলে বলব। প্লীজ, ওটা দিয়ে দিন।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কর্নেলের মুখের ভাব পরীক্ষা করল রানা, সেখানে কোনও গোলমাল দেখতে পেল না। কিন্তু লোকটাকে ওর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভিতর থেকে সতর্ক করে দিতে চাইছে—এই লোককে বিশ্বাস কোরো না। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অস্ত্রটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ও। বলল, 'কথা বলতে চাইলে বলুন, কিন্তু এটা এখানেই থাকছে।'

'বেশ, এতে যদি আপনি স্বস্তি বোধ করেন; থাক,' কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল, ইশারায় রাইস ছাড়া সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল।

কনফারেন্স টেবিলে মুখোমুখি বসল রানা, অল্ডেন আর রাইস।

'যা বলার সোজাসুজি বলবেন,' রানা বলল। 'আমাকে এ-পর্যন্ত আনতে অনেক উল্টোসিধে বুঝিয়েছেন আপনারা। কেউ আমাকে লেজে খেলাক, সেটা আমি একদম পছন্দ করি না। কিছু লুকানোর চেষ্টা করলে আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'ঠিক আছে, তা হলে সরাসরিই বলি। আমরা আপনার সাহায্য চাই, মি. রানা।'

'আমরা বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছেন—সিআইএ নাকি র‍্যামডাইন?'

'পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে কি? আপনার কাছে লুকানোর তো কিছু নেই। আমরাই সিআইএ।'

'তাই নাকি?,' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'র‍্যামডাইনের কেউ কখনও নিজেকে সিআইএ বলে পরিচয় দেয় না।'

'দেয়,' কর্নেল বলল, 'যখন তারা আমাদের মত বিপদে পড়ে।'

'কী এমন বিপদে পড়েছেন যে আমাকে নিজের ওপর নেয়া শটের সিমিউলেশন করতে হলো?'

'পিওতর ভসকভ, মি. রানা,' থমথমে গলায় বলল কর্নেল। 'ফিরে এসেছে ও।'

ভেন্ডিং মেশিনে একটা পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন ফেলে বাটনে চাপ দিল এরিক। মৃদু গুঞ্জন হলো, তারপরই স্লটে একটা ডায়েট কোক বেরিয়ে এল। হাতে নিয়ে মুখটা খুলল ও, লম্বা চুমুক দিল।

'পঞ্চাশ সেন্ট!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ডাইসন। 'আমাদের অফিসের মেশিনগুলো তো পঁচাত্তর করে নেয়।'

কথাটা এরিকের কানে গেল কি না বোঝা গেল না, ও ব্যস্ত বারান্দাটা নিয়ে, সেখানে ভেন্ডিং মেশিনের ছোট-খাট একটা শো-রুম বসেছে যেন। গুনে দেখল, মোট ছ'টা—দুটো করে কোক আর পেপসির, একটা আইস মেশিন, শেষটা বাদাম আর চকলেটের।

'এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' ডাইসনকে বলল ও। 'লোকটা ঝগড়াঝাঁটি করে কোক মেশিনের পাশের রুম নিতে চাইল কেন?'

'লোকটার হয়তো খিদে বেশি পেত,' আন্দাজ করল ডাইসন। 'অনেকের হয় এরকম। রাত-বিরাতে সহজেই যেন হাতের কাছে খাবারদাবার পাওয়া যায়, সেজন্যই নিয়ে থাকতে পারে রুমটা।'

'আমার তা মনে হয় না। তার জানার কথা নয়, কোক

মেশিনের পাশেই খাবারের ভেন্ডিং মেশিনও আছে। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো, এই রুম যে কারোরই শেষ পছন্দ হওয়ার কথা। দিন নেই, রাত নেই, সারাক্ষণ দরজার পাশে মেশিনে পয়সা ফেলার ঝনঝনানি কারই বা ভাল লাগে?'

'হুঁ, সেক্ষেত্রে আরেকটা যুক্তি আছে। এই রুমটার পাশে মেশিনগুলোর কারণে সারাক্ষণই মানুষের আনাগোনা, তাই না? মোলিনা হয়তো বুঝতে পেরেছিল, তার পিছনে লোক লেগেছে। তাই এই রুমে এসে উঠেছিল, যাতে লোকজনের সামনে কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে।'

যুক্তিটা মন্দ নয়, কিন্তু কেন যেন মেলাতে পারছে না এরিক। বলল, 'এত ঝামেলার দরকার কী? দরজা ভিতর থেকে তালা মেরে রাখাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? ভেঙে ঢুকতে গেলে তো মানুষের চোখে পড়বেই।'

'কিন্তু দরজাটা ভাঙা ছিল না,' ডাইসন মনে করিয়ে দিল। 'তারমানে মোলিনা নিজেই খুনীদের ঢুকতে দিয়েছে, লোকগুলো তার পরিচিত ছিল।'

'কেন ঢুকতে দিল... লোকগুলো কে ছিল?' এরিক হিসেব মেলাতে পারছে না।

'এসব নিয়ে মাথা গরম কোরো না তো,' ডাইসন বলল। 'অবস্থা যা দেখছি, মনে হচ্ছে ড্রাগ-রিলেটেড মার্ডার। এরকম নিষ্ঠুরতা আর কেউ করে না। লোকটা হয়তো ড্রাগলর্ডদের পয়সা মেরে খাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে।'

মোলিনা একজন সালভাদরীয় সিক্রেট পুলিশ, ড্রাগলর্ডদের সঙ্গে ঝামেলা বাধলে সে নিজেই সেটা সামাল দিতে পারত—একথা ডাইসনের কাছে চেপে গেল এরিক। ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না, লোকটা দেশ ছেড়ে কেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য অ্যামেরিকায় ছুটে এল? কী এমন সমস্যা যেটা সিক্রেট পলিশ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশে বসে সমাধান করতে

পারল না? আর যাই হোক, ড্রাগ সংক্রান্ত সাধারণ খুন নয় এটা। ডায়েট কোকে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিতে দিতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল এরিক।

পাথর হয়ে গেছে যেন রানা, কিন্তু শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে গেছে টের পেল।

'কিছু বলছেন না যে, মি. রানা?' উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল কর্নেল অল্ডেন।

জবাব দিল না রানা, মানসচোখে কলাম্বিয়ার সেই দুঃস্বপ্নের মত দিনটা দেখতে পাচ্ছে... আততায়ীর গুলি, ইকরামের আর্তনাদ আর মারা যাবার আগে ফিসফিস করে ওর নাম ধরে ডাকা!

'আপনারা লোকটার খোঁজ পেয়েছেন?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ এবং না,' বলল কর্নেল। 'একটা সূত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু লোকটাকে হাতে পাইনি আমরা, তার সঠিক অবস্থানও বের করতে পারিনি।'

'যতটুকু পেরেছেন, সেটুকুই বলুন আমাকে। বাকিটা আমি সামলাব।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হলে কোনও কথাই ছিল না, মি. রানা, সরাসরিই আপনাকে খবর দিতাম। কিন্তু বিষয়টা এখন খুব নাজুক একটা মোড়ে এসে পৌঁছেছে, আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারছি না।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'সবই বলব আপনাকে। তার আগে বলুন, ভসকভ সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি।'

'সবটাই।'

'খুব একটা অসুবিধে না হলে খুলে বলবেন? আমাদের

ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, তারপর বলতে শুরু করল, 'ভসকভের জন্ম উনিশশো একান্নতে, কাজাখস্তানের এক দরিদ্র গ্রামে। আঠারো বছর বয়সে সোভিয়েত আর্মিতে যোগ দেয় সে, সাধারণ সৈনিক হিসেবে। লেখাপড়া খুব একটা না করলেও ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা ক্ষমতা ছিল তার—শুটিঙের। আর্মিতে যোগ দেবার পর সেটা প্রকাশ পায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শার্পশুটিং কোর্সে নাম আসে তার, দু'বছরের মধ্যেই রাশিয়ার সেরা স্নাইপারে পরিণত হয় সে।

'উনিশশো একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত ইস্টার্ন ব্লকের কম্পিটিটিভ শুটিঙে রাজত্ব করে সে, প্রতিটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়। বিষয়টা চোখে পড়ার পর কেজিবি তাকে রিক্রুট করে। আর্মি থেকে স্পেশাল ফোর্স স্পেৎসনাজে বদলি করা হয় তাকে, সেখানেই প্রথম খুন করতে শুরু করে সে। রেকর্ড বলে, তার প্রথম শিকার ছিল নিকোলাস হামেল আর আন্তন সিকোরস্কি নামে দুজন হাঙ্গেরীয় জাতীয়তাবাদী। সোভিয়েতবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা, একটা মিছিলে তাদের উপর গুলি চালানো হয়। কাজটায় খুবই খুশি হয় তার সুপারভাইজাররা, স্পেৎসনাজ থেকে সরিয়ে পুরোপুরি নিয়ে আসা হয় তাকে কেজিবিতে। এরপর পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যায় ভসকভ। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, অ্যাসাসিনদের পরিচয় লুকানোর কাজটা কেজিবি নিজেই করে, তাদেরকে কেউ আর দেখতে পায় না। ধারণা করতে পারি, তার চেহারা একাধিকবার সার্জারির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে, নিত্য নতুন পরিচয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সে, তবে কাজ বন্ধ করেনি। তার যে ছবিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবই কেজিবিতে যোগ দেবার আগেকার সময়ের। রাশিয়ানদের হয়ে সে কতগুলো খুন করেছে, তা সঠিক বলা যায় না। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের

পর স্বাধীন হয়ে যায় সে, ভাড়াটে খুনী হিসেবে সারা দুনিয়ায় টাকার বিনিময়ে মানুষ মারতে শুরু করে। নাম প্রচারে তার অনাগ্রহ কখনোই ছিল না, ফলে ভাড়াটে খুনী হিসেবে সে কয়টা হিট নিয়েছে, তার পুরো রেকর্ড আছে। রাফ হিসাব ধরলে সে আজ পর্যন্ত একশো ছত্রিশটা শট নিয়েছে, প্রায় প্রতিটাই সফল। অসাধারণ শুটার সে, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, নিতান্ত বাধ্য না হলে টার্গেটের মাথা ছাড়া আর কোথাও শট নেয় না। অনেকের মতে পৃথিবীর সেরা স্নাইপার সে।

'খুন ছাড়াও টেরোরিস্টদের ট্রেনিং দেয় ভসকভ। অ্যাঙ্গোলার বিদ্রোহীদের এককালে সাহায্য করেছে, নিকারাগুয়ার স্যান্ডানিস্টা গ্রুপকেও ট্রেনিং দিয়েছে বলে শোনা যায়, মিডল ঈস্ট তার স্বর্গরাজ্য—প্যালেস্টাইনি গেরিলাদের শুটিংয়ের দক্ষতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয়। তবে আজ পর্যন্ত কেউ নাগালে পায়নি তাকে। একবারই সে ধরা পড়তে যাচ্ছিল, পঁচানব্বই সালে ইসরায়েলিরা মরিয়া হয়ে তার পিছনে একটা বিশেষ টিম পাঠায়, তাকে কোণঠাসাও করে ফেলা হয়, তবে লাভ হয়নি। আটশো গজ দূর থেকে টিমের প্রত্যেককে খুন করে সে। কখনও ধরা না পড়ায় তার নাম হয়েছে আনটাচেবল।'

'ওয়েল,' বলল কর্নেল অল্ডেন। 'দেখা যাচ্ছে, ওর সম্পর্কে সবই জানেন আপনি। তবে এটা জানেন কি, কলাম্বিয়ায় আপনার টিমের ওপর নেয়া শটটা তার জীবনের দীর্ঘতম শট?'

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'এক হাজার গজ। ড্রপের হিসেব প্রথমবার ভুল করে ভসকভ, তা ছাড়া নড়েও উঠেছিলাম, এ কারণেই গুলিটা আমার পেটে লাগে। তবে ইকরামকে গুলি করার সময় কারেকশন দিয়ে নেয়ায় ওটা আর মিস হয়নি।'

'অতএব, ভসকভ যে কত ভয়ঙ্কর লোক, তা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'খুব ভাল করে। গত ছ'বছর ধরে তাকে খুঁজছি আমি,

দু'বার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গেছে। তবে গত তিন বছর ধরে লোকটা একেবারে নিখোঁজ।'

'নট এনি মোর, ভসকভ ফিরে এসেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে অ্যামেরিকাতেই আছে।'

'কোথায়?'

'সেটা জানি না বলেই তো আপনাকে দরকার।'

'খুলে বলুন।'

'দেড় মাস আগে ইরাকে দেখা গেছে তাকে। ইরাকি সিক্রেট পুলিশ আল মুখাররাবাতের প্রাক্তন চিফ, সাদ্দাম হোসেনের প্রতি বিশ্বস্ত পলাতক জেনারেল খালিদ আল মুসাদ্দেকের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছে ভসকভ, আমাদের কাছে কনফার্মড রিপোর্ট আছে। এটা জানার পর থেকে সেখানে আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। রেইনবো সম্পর্কে আপনি কী জানেন, মি. রানা?'

'কিছুই না,' রানা মাথা নাড়ল।

'না জানাটাই স্বাভাবিক,' জানাল কর্নেল। 'ওটা একটা স্পাই স্যাটেলাইট, অত্যন্ত সফিসটিকেটেড, স্টেলথ প্রযুক্তির মাধ্যমে মিডল ঈস্টের ওপর নজর রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইরাকি, ইরানি, সিরিয়ান আর লিবিয়ানদের বিরুদ্ধে রেইনবো খুবই কার্যকর একটা জিনিস। যা হোক, ভসকভের খবর জানার পর আমরা আন্দাজ করলাম, সে সম্ভবত ইরাকি গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। ওর ট্রেনিং অ্যাক্টিভিটি মনিটর করতে রেইনবোকে ইরাকের দুশো মাইল ওপরে অরবিটে স্থাপন করি আমরা। ফলাফলটা নিজ চোখেই দেখুন।'

রিমোটের একটা বাটনে চাপ দিতেই দেয়ালে বসানো পর্দায় প্রজেক্টরে দেখানো একটা ছবি ফুটে উঠল। স্যাটেলাইট থেকে তোলা জমির একটা স্থিরচিত্র এটা, নিঃসন্দেহে রাতে তোলা। ছবিতে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি অনেকগুলো স্ট্রাকচার দেখা

যাচ্ছে।

'তিকরিত থেকে একশো আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরের অতি দুর্গম পার্বত্য এলাকার একটা উপত্যকা এটা। আমাদের ধারণা, এটা ইরাকি গেরিলাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ড। স্যাটেলাইটের ছবিতে আরও একটা ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে—সেটআপটা প্রতিদিনই পরিবর্তন করা হচ্ছে। নিজেই দেখুন।'

আরও কয়েকবার বাটন চাপল কর্নেল, প্রতিবারই বদলে গেল দৃশ্যটা।

'মোট চারটে সেটআপ দেখতে পেয়েছি আমরা। বিষয়টা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। স্পেশাল ফোর্সের একটা পুরো ব্যাটালিয়ন পাঠাই আমরা ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে ভসকভ আর গেরিলাদের ধরে আনার জন্য, কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'ভসকভের আরেক নাম আনটাচেবল, জানেনই তো।'

'যাই হোক, ওখানে কী ধরনের ট্রেনিং হচ্ছিল বলে আপনার মনে হয়, মি. রানা?'

'নিঃসন্দেহে স্নাইপিঙের। এখানে সিমিউলেশনের জন্য আপনারা যা করেছেন, ঠিক সেভাবে ওরাও বিভিন্ন টার্গেটের সেটআপে প্র্যাকটিস করেছে। তবে আপনি যদি আমাকে ভসকভের টোপ দেখিয়ে ইরাকি গেরিলাদের ঠেকাতে এনে থাকেন, তা হলে ভুল করবেন। এসব যুক্তরাষ্ট্র আর ইরাকের মধ্যকার সমস্যা, আমি এতে নাক গলাব না।'

'সে ধরনের কোনও কাজ আপনাকে করতে বলা হবে না, এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি। আপনি কাজ করবেন ভসকভের বিরুদ্ধে। কারণ এই শটটা সে নিজেই নেবে।'

'কীভাবে শিওর হচ্ছেন?'

'টার্গেট দেখে, আমাদেরকে দিনরাত এক করে পুরো এক সপ্তাহ খাটতে হয়েছে সেটআপের অরিজিনাল লোকেশনগুলো

বের করতে, শেষ পর্যন্ত ল্যাঙলির এক টেকনিশিয়ান এতে সমর্থ হয়। প্রতিটা সেটআপই অ্যামেরিকার, প্রথমটা বাল্টিমোরের ইনার হারবারের, দ্বিতীয়টা ওয়াশিংটনে... হোয়াইট হাউসের ব্যাক পোর্চ থেকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং পর্যন্ত। তৃতীয়টা সিনসিনাটির ডাউনিং অ্যান্ড হুগোনট স্ট্রিট, আর শেষটা নিউ অর্লিয়েন্সের নর্থ র‍্যাম্পার্ট অ্যান্ড সেইন্ট অ্যান।'

'লোকেশন বোঝা গেল, কিন্তু টার্গেট সনাক্ত করলেন কীভাবে?'

'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি,' কর্নেল ইতস্তত করল। 'এই চারটে জায়গার প্রতিটাতেই আগামী এক মাসের মধ্যে জনসভা করতে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটন।'

নয়

নিউ অর্লিয়েন্সের এফ.বি.আই. টেকনিক্যাল ল্যাবের জিমি নেইল ইলেক্ট্রনিক্সের জাদুকর। বয়স মাত্র পঁচিশ হলেও অসাধারণ প্রতিভাবান সে, যে কোনও যন্ত্রপাতি তার চেয়ে ভাল খুব কম লোকেই বোঝে। অফিসে ফিরে তাকে গিয়ে ধরল এরিক।

'হ্যাল্লো, এজেন্ট স্টার্ন!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল জিমি। 'তোমাকে তো আজকাল ল্যাবে দেখাই যায় না।'

'ডেস্কে ব্যস্ত থাকি,' বলল এরিক। 'এদিকে আসার প্রয়োজন পড়ে না।'

'তো আজ কী মনে করে?'

'আমি একটা বিচিত্র সমস্যায় পড়েছি, একটা মার্ডার কেস নিয়ে।'

'ওরা কি তোমাকে ফিল্ডে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জিমি।

'না, তবে খুন হওয়া লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিল। বাধ্য হয়ে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।'

'ওকে,' কাঁধ ঝাঁকাল জিমি। 'বলো তোমার সমস্যা।'

'ভিকটিম লোকটা রীতিমত ঝগড়াঝাঁটি করে মোটেলে কোক মেশিনের পাশের একটা রুম ভাড়া নিয়েছিল! আমি জানতে চাই, কেন? কোক মেশিনের কী এমন বিশেষত্ব আছে?'

'কী রকম কোক মেশিন?'

'কোক মেশিন আবার কেমন হবে?' বিরক্ত স্বরে বলল এরিক। 'কোকা কোলার ভেন্ডিং মেশিন কেমন হয় জানো না?'

'জানি বলেই জিজ্ঞেস করছি। অনেকগুলো মডেল আছে, একেকটার বৈশিষ্ট্য একেক রকম।'

'এক মিনিট,' বলে বেরিয়ে গেল এরিক, কিছুক্ষণ পর ক্রাইম সীনের ছবির কতগুলো প্রিন্টআউট নিয়ে ফিরে এল। জিমির হাতে তুলে দিল সেগুলো।

'সর্বনাশ!' ডেডবডির ছবিটা দেখে আঁতকে উঠল জিমি। এরিককে জিজ্ঞেস করল, 'কলাম্বিয়ানদের কাজ?'

'জানি না, সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।'

কয়েকটা প্রিন্টআউট উল্টাতেই বারান্দার ছবি পাওয়া গেল, সেখানে ভেন্ডিং মেশিনগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'হুঁ,' আনমনে মাথা নাড়ল জিমি। '১৮০০ মডেল। এক বছর হলো কোকাকোলা কোম্পানি এই মডেলটা চালু করেছে।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'জিনিসটা খুবই সফিসটিকেটেড। পুরনো মডেলের চেয়ে

চারগুণ বেশি ক্যান ধরে এটায়, তা ছাড়া টাকা ভাঙানোরও ব্যবস্থা আছে। স্লটে টাকার নোট দিলেই সেন্সর সেটা চেক করে দেখে, তারপর সমান পরিমাণ ভাংতি পয়সা দেয়।'

'শুনে খুশি হলাম, কিন্তু এই তথ্যে আমার কোনও লাভ হচ্ছে না।'

'ধৈর্য ধরো, বৎস,' জিমি হাসল। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ১৮০০ মডেলের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ফিল্ড জেনারেশন।'

'কী?' এরিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

'টাকা ভাঙানোর মত জটিল কাজ করার জন্য এর ভিতর একটা মাইক্রো-কম্পিউটার আছে, সেটার মাইক্রোচিপগুলো চলন্ত অবস্থায় সারাক্ষণ মেশিনটার চারপাশের এলাকায় একটা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে রাখে। অনেকটা জ্যামিং ডিভাইসের মত।'

'জ্যামিং ডিভাইস!' এরিক অবাক।

'হ্যাঁ। আমি ছোটখাট কয়েকটা পরীক্ষা চালিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। এই মেশিনের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের যে কোনও লং রেঞ্জ লিসেনিং ডিভাইসকে অকেজো করে রাখতে পারে। সোজা কথায়, এই মেশিনের ধারে কাছে বসে কেউ কথা বললে আমরা আমাদের প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনে কিচ্ছু শুনতে পারব না।'

'সত্যি?'

'একশো ভাগ,' জিমির মনে কোনও দ্বিধা নেই। 'আমি বাজি ধরতে রাজি আছি।'

তথ্যটা ভাবিয়ে তুলল এরিককে। অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাচ্ছে এখন, কিন্তু একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। তবে সেটা মেলাতে গেলে একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয়। ও বলল, 'জিমি, আমার ধারণা তোমার ওই ফিল্ড ভেদ করেও কথা

শোনা সম্ভব।'

'ইম্পসিবল,' জিমি মাথা নাড়ল।

'এত শিওর হচ্ছ কীভাবে? হাই-পাওয়ারের আরও উন্নত কোনও যন্ত্র কি ফিল্ডটাকে পেনিট্রেট করতে পারে না?'

'থিয়োরিটিক্যালি হয়তো পারে, কিন্তু এ রকম কোনও ইকুইপমেন্ট এফবিআইতেও নেই।'

'তর্কের খাতিরে যদি যন্ত্রটার অস্তিত্ব মেনে নিই, তা হলে কী বলবে? আমাদের কাছে না থাকলে এ রকম ইকুইপমেন্ট কার কাছে থাকতে পারে?'

'কার কাছে আবার?' তিক্ত হাসি হাসল ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর। 'সি.আই.এ!'

'আপনারা বলতে চাইছেন, ভসকভ ইউ.এস. প্রেসিডেন্টকে খুন করতে যাচ্ছে?' রানার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ঠিক ধরেছেন,' কর্নেল অল্ডেন বলল। 'আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। ইরাকিরা কেমন প্রতিশোধপরায়ণ, জানেনই তো। তারা প্রেসিডেন্টকে খতম করে যুদ্ধে জিততে চাইছে। আর এজন্য ভাড়া করা হয়েছে ভসকভকে।'

'ইরাকিদের আমি দোষ দিতে পারছি না। হাজার হোক, আপনারা বিনা উস্কানিতে তাদের দেশটা জবরদখল করে নিয়ে ছারখার করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু প্রেসিডেন্টকে খুন করলেই কি তার সমাধান হবে? ফলাফলটা যে তখন কত ভয়াবহ হবে তা আপনি কি কল্পনা করতে পারছেন, মি. রানা? অ্যামেরিকা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রতিটা মুসলিম দেশের ওপর হামলা হবে। পুরো মানবসমাজ একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, সুখ-শান্তি বলতে আর কিছু থাকবে না। আপনি কি তাই চান?'

'না,' রানা স্বীকার করল। 'তবে আপনাদের এই গল্প আমার

বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট কবে কোথায় ভাষণ দেবেন, এই শিডিউল প্রায় দু'মাস আগে ইরাকিরা কীভাবে পেল?'

'টাকা খরচ করলে আজকাল যে কোনও তথ্যই পাওয়া সম্ভব। আমরা ধারণা করছি, সি.আই.এ বা হোয়াইট হাউজে ওদের কোনও চর আছে। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।'

'সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে আপাতত কোনও জনসভা করতে না দিলেই হয়।'

মাথা নাড়ল কর্নেল। 'তা হয় না, মি. রানা। এবার কপালজোরে ভসকভের খোঁজ পেয়েছি আমরা, পরের বার না-ও পেতে পারি, তখন কী করব? প্রেসিডেন্ট যদি জনসভা করতে না যান, তা হলে ভসকভও আসবে না, তাকে বাগে পাবার একমাত্র সুযোগটা হারাব আমরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনাদের এসব ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করতে পারি, বলবেন কী? লোকবল বা প্রযুক্তি, কোনও কিছুরই অভাব নেই আপনাদের। তা হলে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?'

'কারণ আপনি হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ। সারা পৃথিবীতে ভসকভের বিষয়ে আপনার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। তার ওপর রিসার্চ করেছেন, তার প্রতিটা শট স্টাডি করেছেন, আপনি তার স্টাইল জানেন। এ কারণে আপনিই বলতে পারবেন, যে চারটে জায়গায় শুটিঙের প্র্যাকটিস করেছে সে, তার মধ্যে কোন স্পটটা ভসকভের দৃষ্টিতে স্নাইপিঙের জন্য আদর্শ বলে মনে হবে। কোথায় প্রেসিডেন্টের ওপর গুলি চালাবে সে, তার পজিশন কোথায় হবে। আপনার রিপোর্ট মোতাবেক ফাঁদ পাতব আমরা, ভসকভকে ধরে ফেলব।'

'তার মানে আমাকে প্রতিটা স্পট রেকি করে দেখতে হবে, এই তো?' জানতে চাইল রানা।

'কারেক্ট। সফল হলে আপনার কৃতিত্ব ফলাও করে প্রচার করব আমরা। তাঁর জীবন বাঁচিয়েছেন বলে প্রেসিডেন্টও খুশি

হবেন, আপনাদের মধ্যে যে মনোমালিন্যটা আছে, তা চিরদিনের জন্য মিটে যাবে।'

'সব বুঝলাম। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন আছে—এ কাজে সি.আই.এ থেকে সরাসরি আমার সাহায্য চাইতে পারতেন আপনারা। এত নাটক করার কী উদ্দেশ্য? রানা এজেন্সিকে বিপদে ফেলেছেন, র‍্যামডাইনকেও এতে জড়ানো হয়েছে—কেন?'

'ফার্মটাকে বিপদে না ফেললে আপনি কি সবকিছু ছেড়েছুড়ে ছুটে আসতেন?' হাসল কর্নেল। 'তা ছাড়া সি.আই.এ থেকে সরাসরি সাহায্য চাইতে গেলে সমস্যা আছে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব, এ কাজে প্রকাশ্যে বাইরের সাহায্য চাইলে এজেন্সির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তার উপর প্রেসিডেন্ট যদি জানতে পারেন যে, যাকে তিনি পছন্দ করেন না, তার কাছেই আমরা গেছি সাহায্যের জন্য, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছেন? এ ছাড়া আছে ইরাকিদের কাছে তথ্য পাচারকারী লোকটার ভয়, সে যদি টের পায় যে ভসকভের মিশনের ব্যাপারে আমরা সব জেনে গেছি, তা হলে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সবকিছু ভেবে আপনাকে রিক্রুট করা থেকে শুরু করে গোপনে পুরো অপারেশনটা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে র‍্যামডাইনকে। আরেকটা ভয়ও ছিল আমাদের মনে, আপনি যদি আমাদের প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে রাজি না হন? যত যা-ই হোক, আপনাদের মধ্যে তো মন কষাকষি আছে, আপনার মনে ক্ষোভ থাকতেই পারে—সেজন্যই অ্যাকিউটেকের এই নাটক সাজাতে হয়েছে। ভসকভের স্মৃতি জাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি, তাকে ধরার জন্য সাহায্য চাইলে আপনি কতটা আন্তরিক হবেন।'

কর্নেলের প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল রানা, একেবারে মন্দ নয় সেটা। ভসকভের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হবে,

প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গেও সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তারও ভালই ব্যাখ্যা দিয়েছে এরা। যদিও মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে এখনও, তবে ভসকভের নাগাল পাবার জন্য যে-কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি আছে ও। সবদিক চিন্তা করে রাজি হবে বলে ঠিক করল।

'বেশ, আপনাদের আমি সাহায্য করব, কর্নেল,' বলল রানা। 'তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

'বলুন।'

'ভসকভকে নিজ হাতে ধরতে চাই আমি। ওর স্নাইপিং পজিশন বের করে দেবার পর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তা হবে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' কর্নেল আশ্বাস দিল। 'প্রয়োজনে ওকে ইন্টারোগেট করার পর আপনার হাতে তুলে দিতেও রাজি আছি আমরা।'

'খুব ভাল,' রানা বলল। 'কীভাবে কী করব ঠিক করার জন্য সময় দরকার আমার, তবে আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজি।' মনে মনে বলল, 'অবশ্য বিসিআই চিফ যদি অনুমতি দেন, তবেই।'

দশ

'এজেন্ট এরিক স্টার্ন!' এক গাল হাসি দিয়ে বলে উঠল হুলিয়ো এস্তেবান। 'কী সৌভাগ্য আমার, গরীবের ঘরে হাতির পা।'

হাসিটাতে যে আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই তা এরিক খুব ভাল করে জানে। হুলিয়ো একজন কিউবান, অপরাধ জগতের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হয় চোদ্দো শিকের পিছনে, নয়তো পিঠে গুলি খেয়ে কোনও গলিতে পড়ে থাকার কথা তার, অথচ কোনওটাই ঘটেনি। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সবদিক সামাল দিয়ে চলতে জানে। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে যেমন তাল মিলিয়ে চলে, তেমনি সরকারী প্রতিটা বাহিনীর সঙ্গেও আঁতাত আছে তার। আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রতিটা খবর তার নখদর্পণে, এজন্য যখনই কোনও এজেন্সি বিপদে পড়ে, হুলিয়োর কাছে ছুটে আসতে হয় তাদের।

বাইরের লোকদের চোখে ধুলো দেবার জন্য হুলিয়ো রিভারফ্রন্টের একটা নোংরা মদ্যশালায় বারটেন্ডারের কাজ করে। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এরিক।

বারে দাঁড়িয়ে একটা শামুক খাচ্ছে হুলিয়ো, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না সেটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়েছে। জিনিসটার চেহারা দেখে বমি পেল এরিকের, কিন্তু ঘোড়েল বারটেন্ডারের হাবভাবে মনে হচ্ছে অমৃত মুখে তুলছে সে। কুৎসিত দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে ও বলল, 'আমার কিছু তথ্য দরকার, হুলিয়ো।'

'তোমাকে কি ফিল্ডে প্রোমোশন দেয়া হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বারটেন্ডার।

'তা দিয়ে তোমার দরকার কী?'

'কিছু না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। বলো কী করতে পারি?'

'কান পাতার জন্যে আমার একটা হাইটেক যন্ত্র দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

'কেন, এফ.বি.আইয়ের কাছে কি যন্ত্রের অভাব পড়েছে? বেশি হাইটেক জিনিস লাগলে হেডকোয়ার্টার থেকে আনিয়ে নিচ্ছ না কেন? আমি যদ্দূর জানি, বি-৪৩৫ নম্বর ফর্মে রিকুইজিশন দিলে...'

'থামবে?' বিরক্ত হলো এরিক। এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে ও, নোংরা এই বারটাতে একমাত্র ও-ই সুট পরে এসেছে। এই পোশাক পরে এখানে আসা আর পিঠে বড় করে এফ.বি.আই লিখে রাখায় বিশেষ পার্থক্য নেই। যে কেউই দেখে বুঝতে পারবে লোকটা কে।

'আমি তো শুধু আইনের কথাই বলছি।' হুলিয়ো নিষ্পাপ সাজল।

বারের ওপর কড়কড়ে দুটো একশো ডলারের নোট ঠেলে দিল এরিক। বলল, 'ইনফরমেশনটা আমার এখনই দরকার।'

টাকাটা নির্দ্বিধায় তুলে নিল হুলিয়ো। 'কী ধরনের জিনিস চাইছ?'

'আলট্রা-সফিসটিকেটেড, যে কোনও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক জ্যামিং ভেদ করতে পারে।'

'এ রকম কোনও ইকুইপমেন্টের অস্তিত্ব নেই।'

কথাটা বিশ্বাস করল না এরিক, হুলিয়োর হাড়ে হাড়ে শয়তানি। লোকটা এককালে কিউবান আর্মিতে ছিল, গোলমাল পাকিয়ে জেলও খেটেছে সেখানে। সারা দুনিয়ায় তার অসংখ্য কন্ট্যাক্ট আছে, এমন কোনও গোপন খবর নেই, যা সে জানে না। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন ভাব করে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

'আমার সঙ্গে নাটক কোরো না, হুলিয়ো। যা জানতে চাই সাফ সাফ বলো।'

'তুমি আমাকে ফাঁসাতে আসোনি তো?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এরিককে যাচাই করল হুলিয়ো। 'জামার নীচে হয়তো মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছ, যা বলব সব রেকর্ড হয়ে যাবে।'

'তোমার কি তা-ই মনে হচ্ছে?'

হেসে উঠল ধুরন্ধর বারটেন্ডার। 'নাহ্, তুমি এত প্যাঁচ খেলবে না আমার সাথে। আসলে হয়েছেটা কী খুলে বলো তো!'

'একটা খুনের তদন্ত করছি। আমার ধারণা খ্নীদের কাছে হাইটেক লিসেনিং ডিভাইস ছিল। আমার জানা দরকার জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে।'

'কোথায় হয়েছে খুনটা, পাম কোর্টে?'

'তুমি জানলে কী করে, পত্রিকায় তো এখনও কিছু ছাপেনি।'

'আমার কাছে সব খবরই আসে।'

'কারা করেছে কাজটা, জানো?'

'না, সে কারণেই অবাক হয়েছি। নরমাল চ্যানেলে খুনী ভাড়া করা হলে জানতে পারতাম আমি। এরা হয় অন্য কোথাও থেকে এসেছে, নইলে আমাদের লাইনের বাইরের লোক। তুমি বলছ, ওদের কাছে ইলেকট্রনিক জ্যামিং ভেদ করার মত যন্ত্র ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। 'মোটেলে কোক মেশিনের পাশের একটা রুমে ছিল ভিকটিম, মেশিনটার তৈরি করা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালসে ওর কথাবার্তা ঢাকা পড়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু আমার ধারণা, খুনীদের যন্ত্র তার চেয়েও পাওয়ারফুল ছিল।'

'আমার জানামতে ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হান্ড্রেড এই ধরনের জ্যামিং ভেদ করতে পারে। তবে এই জিনিস তো সারা পৃথিবীতেই আছে সাকুল্যে ছয় কি সাতটা। প্রাইভেট কারও কাছে এই মাল পাবে না।'

'তা হলে কার কাছে আছে?'

'এই ডিভাইস শুধু সি.আই.এ ব্যবহার করে। এটার সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষই জানে না, খুবই গোপন একটা যন্ত্র। আমিও কোনদিন চোখে দেখিনি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে, সি.আই.এ আমার ভিকটিমকে খুন করেছে?'

'আমি কী করে বলব, আমার কাজ তথ্য দেয়া... দিয়েছি!'

'তুমি শিওর, এই জিনিস আর কারও কাছে নেই?'

'সেটাও বলতে পারি না। আমাদের ল্যাংলির দোস্তরা অনেক সময় গোপনে বিভিন্ন দেশকে অস্ত্র আর প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে। ইলেক্ট্রোটেক যদি সেভাবে কারও কাছে বিক্রি করে থাকে, তা হলে জানব কী করে, বলো?'

'হুঁ, আরেকটা জিনিস জানতে চাই। রম ডু কথাটার অর্থ জানো তুমি?'

'রম ডু!'

'হ্যাঁ, ভিকটিম লোকটা মরার সময় মেঝেতে লিখে রেখে গেছে।'

'এর তো কোনও মানে হয় না। হত যদি রোমিও ডগ...'

'রোমিও ডগটা আবার কী?'

'রেডিও ল্যাংগুয়েজে ইংরেজি দুটো বর্ণ—আর এবং ডি।'

'ডি-কে তো ডেল্টা বলি আমরা।'

'সেটা আধুনিক সংস্করণ। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ডি-কে ডগ বলা হত।'

বোকা বনে গেল এরিক। মোলিনা ত্রিশ বছর পুরনো কোডে কেন মেসেজ লিখতে যাবে? শুধু আর এবং ডি লিখলেই কি বুঝতে সহজ হত না? তাছাড়া রোমিও ডগ কথাটাও তো পুরো লেখেনি।

'রোমিও ডগ বলতে কি কিছু বোঝায়?' জানতে চাইল হুলিয়োর কাছে।

'আমি জানি না,' স্বীকার করল হুলিয়ো। 'মেসেজটা যার জন্য, তারই ভাল জানার কথা।'

হতাশায় মাথা দোলাল এরিক।

নিউ অর্লিয়েন্স এফ.বি.আই শাখার চিফ ডোনাল্ড মোফাটের সঙ্গে বৈঠক করছে স্পেশাল এজেন্ট জেমস ডাইসন, এমন সময়

দরজায় উঁকি দিল এরিক।

'আসতে পারি, সার?'

'আমরা জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত, স্টার্ন!' মোফাটকে বিরক্ত দেখাল।

'পাম কোর্টের কেসটার বিষয়ে জরুরী কথা আছে, আমি বেশি সময় নেব না।'

'এসো ভিতরে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল মোফাট।

'থ্যাংকস,' বলে ভিতরে এসে বসের সামনের চেয়ারে বসল এরিক। 'সার, কেসটা আমি নিতে চাই।'

'মানে!'

'লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মারা গেছে, সার। আমাকে বাইরে রেখে এটা সলভ করতে পারবে না কেউ।'

'সেটা কোনও কথা হলো না, দরকার হলে তোমাকে অবশ্যই ইনভলভ করা হবে। তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা।'

'কেন?'

'দ্যাখো, আমরা এমনিতেই প্রেসিডেন্টের ভিজিট নিয়ে ঝামেলায় আছি,' মোফাট বলল। 'লোকাল পুলিশ দেখবে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু খোঁজ খবর না নিয়ে কেসটা হ্যান্ডওভার করা ঠিক হবে না। আমি কিছু সূত্র...'

ওকে বাধা দিল মোফাট। 'আমরা প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফেলেছি। কোনও এজেন্সিতে লোকটা সম্পর্কে কোনও রেকর্ড নেই। তা ছাড়া দেখে মনে হচ্ছে এটা ড্রাগ রিলেটেড মার্ডার। এসব ডি.ই.এ-র এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। আমাদের হস্তক্ষেপ করার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

'লোকটার পরিচয় ভুয়া। আমার সোর্স কনফার্ম করেছে, লোকটা সালভাদরান।'

'প্রমাণ করতে পারবে না। আমরা খোঁজ নিয়েছি, পাসপোর্টটা জেনুইন।'

'হতেই পারে। সে একজন সিক্রেট পুলিশ, তার কাগজপত্র দেখে কিছু না বোঝা যাবারই কথা।'

'সত্যি? তা-ই বুঝি?' মোফাট ব্যঙ্গ করল। 'তা হলে তো এটা সি.আই.এ-র কেস। ওদেরকেই খবর দিই না কেন?'

'তা করা যাবে না। ওরাও এতে জড়িত থাকতে পারে।'

'এবার তুমি পাগলের মত কথা বলছ। সি.আই.এ কাউকে কুপিয়ে খুন করে না। ওদের পদ্ধতি আরও আধুনিক।'

'আমার মনে হচ্ছে, ইচ্ছা করেই ওরা কুড়াল ব্যবহার করেছে, যাতে আমরা কলাম্বিয়ানদেরকে সন্দেহ করি।'

'এসব গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনাও।' মোফাট মনে হলো সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

'আমাকে অন্তত ব্যাখ্যা করতে দিন।'

'ব্যাখ্যার কিছু নেই, স্টার্ন। এই খুনটার ব্যাপারে সত্যিই কি কোনও ক্লু আছে তোমার কাছে? এটা যে পরকীয়া প্রেম বা ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত রেষারেষির ফলে ঘটেনি, কীভাবে নিশ্চিত হবে? হ্যাঁ, রক্তে লেখা কথাটা রহস্য-উপন্যাসের জন্য একটা জমজমাট প্লট হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। এই মুহূর্তে নিউ অর্লিয়েন্সে এ ধরনের আড়াইশো আনসলভড মার্ডার কেস আছে, সব কি আমাদের পক্ষে তদন্ত করা সম্ভব? তা ছাড়া প্রেসিডেন্টের ভিজিটের ঠিক আগ মুহূর্তে সিকিউরিটির দায়িত্ব বাদ দিয়ে এসব ফালতু কাজে লোক লাগালে আমাকেও জবাবদিহি করতে হবে।'

'আমার কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন, কেন এটাকে আমি ফালতু মানতে রাজি নই।'

'কিছুই শোনার দরকার নেই আমার।'

'এক্সকিউজ মি, সার,' বলে উঠল ডাইসন। 'পুরো ব্যাপারটা

না শুনে এজেন্ট স্টার্নকে ফিরিয়ে দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না। আফটার অল, সামনে প্রেসিডেন্টের ভিজিট। সিকিউরিটির দিক থেকে চিন্তা করলে এই মুহূর্তে যে কোনও ক্রাইমই বিশেষ গুরুত্ব বহন করতে পারে।'

থমকে গেল মোফাট। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, স্টার্ন। শোনাও তোমার থিয়োরি, তবে সংক্ষেপে।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক, নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে ডাইসনকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, 'সার, ভিকটিম লোকটা নার্ভাস ছিল, পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাছাড়া মোটেলে সে খুব বেশি সময়ও ছিল না, হয়তো কয়েক ঘণ্টা। খুব সতর্ক দেখাচ্ছিল তাকে, কারও ওপর ভরসা করতে পারছিল না। এ কারণে প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে খুনীরা রুমটাতে ঢুকল কীভাবে। দরজা ভাঙা ছিল না, তারমানে ভিকটিম নিজেই তাদের ঢুকতে দিয়েছে। কিন্তু কেন?'

'খুনীরা হয়তো রুম সার্ভিসের ছদ্মবেশ নিয়েছিল,' আন্দাজ করল ডাইসন।

'না, পাম কোর্টের মত সস্তা মোটেলে রুম সার্ভিস থাকে না। তা ছাড়া লোকটা কোনও কিছুর জন্য অর্ডারও করেনি, ওখানকার রেজিস্টার চেক করে দেখেছি আমি। রুমের মধ্যে সে খুঁটি গেড়ে বসে ছিল একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য—সেই মানুষটি হচ্ছি আমি। এবার আমাদের আরেকটা বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। সেটা হলো, ভিকটিম জোর করে কোক মেশিনের পাশের একটা রুমে উঠেছিল। কেন?'

হালকা ভাবে মোফাট বলল, 'সে হয়তো কোক পছন্দ করত।'

'না সার, আপনাকে তা হলে আসল ব্যাপারটা জানাই। নতুন ডিজাইনের কোক মেশিনগুলো এক ধরনের লো ফ্রিকোয়েন্সির ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড তৈরি করে. যা একটা রেডিও

বা টিভি, এমনকি অ্যাকুস্টিক্যাল পেনিট্রেশনের জন্য ব্যবহৃত প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনকেও অকেজো করে দিতে পারে।'

'মানে?' এবার নড়েচড়ে বসল মোফাট আর ডাইসন।

ব্যাপারটা উপভোগ করল এরিক। বলল, 'এর মানে মোলিনা জানত, তার পিছনে প্রফেশনাল লোক লেগেছে, যাদের কাছে দূর থেকে আড়ি পাতার জন্য হাইটেক ইকুইপমেন্ট আছে। তাদের টেক্কা দেয়ার জন্যই কোক মেশিনের পাশের রুম ভাড়া নিয়েছিল সে। কিন্তু বেচারা জানত না, বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, কোক মেশিনের ইন্টারফেয়ারেন্সকে ভেদ করার মত যন্ত্র আছে শত্রুদের কাছে।'

'আড়ি পাতার সঙ্গে রুমে ঢোকার কী সম্পর্ক?' মোফাট জানতে চাইল।

'সম্পর্কটা খুবই সিম্পল। ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, বিনা যুদ্ধে ওই রুমে ঢোকার জন্য আপনাকে শুধু দু'টো জাদুর শব্দ বলতে হবে—এরিক স্টার্ন!'

'কী!'

'হ্যাঁ। আমাদের ভিকটিম মোটেলে পৌঁছেই এফ.বি.আই অফিসে ফোন করেছে, আমাকে না পেয়ে মেসেজ দিয়েছে। এর আধঘণ্টা পর যদি কেউ দরজায় নক করে আমার পরিচয় দেয়, মোলিনা কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না?'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' স্বীকার করল ডাইসন।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে,' কথার খেই ধরল এরিক। 'আমার ব্যাপারে খুনীরা জানল কীভাবে? আমি নিজেই মোলিনাকে চিনতাম না, কোনদিন দেখাও হয়নি। এর মানে সে যখন আমাকে ফোন করছিল, তখন তার কথা শুনতে পেয়েছে খুনীরা। ফোন ট্যাপ করার মত সময় ছিল না, আড়ি পাততে হলে দূর থেকে প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনই ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু ইকুইপমেন্টটা যা-তা জিনিস নয়, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক

ফিল্ড পেনিট্রেট করতে পারে, এমন জিনিস আমাদের কাছেও নেই।'

'কাদের কাছে আছে?'

'আঙুল তোলা উচিত হবে না, তবে এ রকম ইকুইপমেন্ট শুধুমাত্র ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতেই ব্যবহার হয়।'

'সি.আই.এ?' মোফাটের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'তুমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছ!'

'কিন্তু পুরো ঘটনার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তা ছাড়া আমি গোপনে খোঁজ নিয়েছি, ওদের কাছে এই ইকুইপমেন্ট আছে।'

'তার মানে এই নয় যে, কাজটা ওরা করেছে। খোদার দোহাই, স্টার্ন, কী বলছ সে-সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া আছে? কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি, উল্টো বিপদে পড়বে। তাছাড়া মোলিনাকে মেরে সি.আই.এ-র কী লাভ?'

'সেটা জানার জন্যই তদন্তটা আমাদের হাতে রাখা উচিত, সার,' শান্তস্বরে বলল এরিক।

'সম্ভব নয়,' মাথা নাড়ল মোফাট। 'তোমার অনুমান যদি বিন্দুমাত্রও সঠিক হয়, ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ওরা সবকিছু করবে। তোমার নামও হিটলিস্টে উঠে গেছে কি না কে জানে?'

'তার মানে কি আমরা হাল ছেড়ে দেব?'

'না, কিন্তু কাজটা করতে হবে গোপনে। তোমাকে কিছুতেই জড়ানো যাবে না এর সঙ্গে।'

'কিন্তু...'

'বেশি কথা বোলো না,' ধমক দিল মোফাট। 'আমি দেখব কী করা যায়।'

'আর আমি?'

'তোমাকে এই মুহূর্তে অফিসে বসিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। এক কাজ কর, প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ডিটেইলে যোগ দাও।

তুমি নিজেও নিরাপদ থাকবে।'

'সি.আই.এ-র এজেন্টদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। আর যাই করুক, ওখানে তোমার ওপর হামলা চালাবার সাহস করবে না কেউ। তোমাকে আমি লোকাল লিয়াজোঁ অফিসারের পোস্টটা দিচ্ছি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এরিক। কিছুক্ষণ পর ডাইসনসহ মোফাটের অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

'তোমার কপাল দেখছি খুবই খারাপ হে,' হঠাৎ বলল ডাইসন।

'কেন?'

'লিয়াজোঁ হিসেবে তোমাকে কী করতে হবে, জানো?'

'কী?'

'বুলডগের ফুট ফরমাশ খাটবে।'

'মানে!'

'জানো না, সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে আমাদের কো-অর্ডিনেট করার জন্য ল্যাংলি থেকে বুলডগকে পাঠানো হচ্ছে? তার আন্ডারেই তো কাজ করতে হবে তোমাকে।'

স্থির হয়ে গেল এরিক। জুনিয়ররা ঠাট্টা করে বুলডগ ডাকে, তবে ডগলাস বুলক আসলে সিআইএ-র অপারেশন শাখার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট-ডিরেক্টর, অত্যন্ত ক্ষমতাবান এক লোক। এককালে এফবিআইয়ে ছিল সে, পরে ট্রান্সফার হয়ে সিক্রেট সার্ভিসে গেছে। ব্যুরোতে কাউন্টার-এসপিওনাজ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিল, কাউন্টার-টেরর এবং অর্গানাইজড ক্রাইম ডিভিশনও চালিয়েছে কিছুদিন, দেশের ল-এনফোর্সমেন্ট সেক্টরে বুলডগ এক বিখ্যাত ব্যক্তি। পরিচিত প্রতিটা মানুষ তাকে ভয় পায়, কারও জীবন নরকে পরিণত করায় তার জুড়ি নেই। সেটা এরিকের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

টুলসার ট্র্যাজেডিটার সময় যে মানুষটা ওয়্যারলেসে ওকে

নার্ভাস করে তুলেছিল, সে ছিল ডগলাস বুলক, টুলসার তৎকালীন শাখাপ্রধান। বুলডগই ছিল বেস।

এগারো

রাতদিন এক করে খাটতে শুরু করেছে রানা। প্রতিদিন বিশ থেকে বাইশ ঘণ্টা খাটছে, ঘুমোচ্ছে খুবই কম, যতটুকু না হলেই নয়। মিশনটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা শুরু হয়েছে ওর। ভসকভের নাগাল পাওয়ার জন্য আসলে উতলা হয়ে পড়েছে। তবে এটাও জানে, তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। লোকটার সঠিক পজিশন বের করা গেলেই শুধুমাত্র পাওয়া যাবে তাকে।

ইতোমধ্যে ঢাকায় যোগাযোগ করে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছে ও, এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে—র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের মাধ্যমে সিআইএ-র দেয়া অফার, এ ব্যাপারে নিজের মতামত এবং সন্দেহের কথা জানিয়েছে। ভসকভকে ধরার জন্য সিআইএ-কে সাহায্য করতে অনুমতি দিয়েছেন তিনি, তবে রানাকে সাবধান থাকতে বলেছেন। র‍্যামডাইন যা-ই বলুক, তাদের গল্পে ফাঁক আছে প্রচুর, ভিতরে আরও বড় কোনও ব্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে। কথাটা মাথায় রেখেছে রানা, তারপরও মাঝে মাঝেই কিছুটা আবেগের বশে তাড়িত হচ্ছে ও। চোখের সামনে সারাক্ষণ ভাসছে ইকরামের চেহারা, ছেলেটার তারুণ্যোজ্জ্বল মখ। যে

কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি ও, বিনিময়ে যদি ভসকভকে হাতের নাগালে পাওয়া যায়।

তবে লোকটাকে পাবার জন্য দরকার কঠোর পরিশ্রম আর নির্ভুল হিসাব-নিকাশ। রেকর্ড দেখে ভসকভের পুরনো প্রতিটা শট নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে, নিজেকে লোকটার জায়গায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে রানা। সে কীভাবে কাজ করে, কীভাবে শট নেয় আর লোকেশন নির্বাচন করে, তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলে তবেই আসবে সাফল্য।

স্নাইপিং মূলত জঙ্গলের শিল্প। গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর মৃত্যুশেল হানার জন্যই মূলত এর বিকাশ হয়েছিল। তবে দিন পাল্টেছে, এখন স্নাইপিং আর শুধু জঙ্গলে সীমাবদ্ধ নেই। তাই বলে শিল্পটার মৌলিক নিয়ম-কানুন বদলে যায়নি। এক হিসেবে ধরলে শহরও ইট-পাথরের তৈরি এক ধরনের জঙ্গলই তো। গুলি চালাবার আগে এখানেও একজন স্নাইপারকে আদর্শ পরিবেশ পেতে হবে।

একটা অব্যর্থ শটের জন্য প্রথমেই যা লাগবে, তা হলো ফ্রি করিডর—বুলেটটার পুরো গতিপথ পরিষ্কার থাকতে হবে, সেখানে কোনও রকম বাধা থাকতে পারবে না। এরপর আসে বাতাসের গতিবেগ। এজন্য বিল্ডিংয়ের ফরমেশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে, কারণ সেগুলোর মাঝ দিয়ে ছুটতে গিয়ে বাতাসের বাধা বাড়বে বা কমবে। জোরালো বাতাস বুলেটের পথকে জিলিপির মত ঘুরিয়ে দিতে পারে। বাতাস ঠিক থাকলে আসবে আলোর প্রসঙ্গ। সূর্যটা স্নাইপারের পিছনে থাকতে হবে, যাতে আলোটা পিঠে পড়ে। নইলে টেলিস্কোপ-লেন্সের উপর প্রতিফলিত সূর্য স্নাইপারের অবস্থান ফাঁস করে দেবে।

রেঞ্জটা রানাকে বেশি ভাবাচ্ছে। কতদূর থেকে গুলিটা করা হতে পারে? সিক্রেট সার্ভিস যে দূরত্ব পর্যন্ত চরম সাবধানতা

অবলম্বন করে, তা হলো আটশো আশি গজ। এটাকে বলে সতর্কতা জোন। এই এলাকাটার মধ্যে ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না, এমনকি কোনও বিল্ডিং থাকলে তার দরজা-জানালাও খোলা বারণ। প্রতিটা দালানের উপর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়, হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে, সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট বসানো হয়। আততায়ীকে এই কারণে নয়শো গজ বা তারও বেশি দূর থেকে গুলি চালাতে হবে।

পুরনো সব কেস স্টাডি করছে রানা। ভসকভের স্টাইল এবং দক্ষতা দেখে মনে হচ্ছে অন্তত এক হাজার গজ থেকে শট নেবে সে, সর্বোচ্চ বারোশো। তার মানে পৌনে এক মাইল দূরে একটা নিরাপদ জায়গা লাগবে তার, যেটাতে সবার অলক্ষে ঢোকা বা বেরুনো যায়। কাছে একটা এস্কেপ রুটও থাকতে হবে। টার্গেটকে এই দূরত্ব থেকে দেখতে হলে জায়গাটা উঁচুতে হতে হবে। তাই বলে উচ্চতা খুব বেশি হলেও চলবে না। নীচের দিকে নিশানা করে জায়গামত গুলি লাগানো সহজ কাজ নয়, মাধ্যাকর্ষণ বুলেটের গতিপথে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে দেয়, মাঝে মাঝে কোনও রকম কারেকশনেই সেটা শোধরানো যায় না। তাই বিল্ডিঙের তিন থেকে পাঁচতলার মধ্যে পজিশন নিতে হবে লোকটাকে।

তাপমাত্রাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শীতল আবহাওয়া বুলেটকে প্রভাবিত করে। বাতাসে জলীয় বাষ্প যত কম থাকবে, গুলিটাও তত স্বাধীনভাবে ছুটতে পারবে। এরকম অনেক ঘটনা আছে, যেখানে শীতকালে হরিণ শিকার করতে গিয়ে নির্ভুল নিশানা সত্ত্বেও শিকারীরা লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। ভসকভ এমন ভুল করবে না। যেখানে ঠাণ্ডা বেশি বা তুষারপাত হয়, সেখানে শট নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, গুলি মিস হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট এমন এক টার্গেট, একবার মিস হলে যার উপর দ্বিতীয় কোনও আঘাত হানার

সুযোগ পাওয়া যাবে না আর।

তাপমাত্রা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে ম্যাপ দেখে সেই রকম উপকূলীয় শহর বাছাই করল রানা। গুলির শব্দের বিষয়টাও ওকে বেশ ভাবাচ্ছে। যে অস্ত্রই ভসকভ ব্যবহার করুক, সাইলেন্সার লাগাতে পারবে না, তাতে গুলির গতি কমে যাবে। বারোশো গজে মাথায় বা শরীরে হিট নিতে গেলে দেড়শো থেকে দুশো গ্রেইন ওজনের একটা বুলেটের গতিবেগ হতে হবে প্রতি সেকেন্ডে দু'হাজার ফুটের বেশি। সাইলেন্সার ব্যবহার না করলে সাউন্ডপ্রুফ রুম বা চেম্বার প্রয়োজন হবে। ধরা যাক ওটা একটা শুটিং বাঙ্কার, যেটাতে অ্যাকুস্টিক্যাল অ্যাবযর্পশনের ব্যবস্থা আছে। অস্ত্রটা কামরার ভিতরে রেখে স্নাইপারকে তার পিছনে পজিশন নিতে হবে। খুব ছোট একটা ফোকর থাকবে, টার্গেটের উপর নিশানা করার জন্য। মাজল বের করার জন্যও একটা ছিদ্র থাকবে, সেটা দিয়ে শব্দ যা বের হবে, তা থেকে উৎসস্থল বের করা সম্ভব হবে না। কারণ, দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই জিনিস খালি হাতে নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়, তার মানে কিছু একটার ছদ্মবেশে রাখা হবে এটা—ছাদের ওপরের স্ট্রাকচার বা অকেজো হিটিং প্ল্যান্ট বা অন্য যে-কোনও কিছু হতে পারে তা। জিনিসটা সহজে খোলা এবং জোড়া লাগানো যাবে।

এবার অস্ত্র নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল রানা। সামান্য মডিফিকেশন করা হলে এক হাজার গজ রেঞ্জের যে কোনও রাইফেলে নেয়া যাবে শটটা। ব্ল্যাক কিং রাইফেলটার কথা ভাবল ও। যে-কোনও শুটিঙের জন্য ওটার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। তবে ভসকভকে প্রচলিত কিছুই ব্যবহার করতে হবে। .৩০৮ থেকে শুরু করে .৫০ ক্যালিবারের স্নাইপিং রাইফেল আজকাল সহজপ্রাপ্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় রাইফেলটার রেঞ্জ সবচেয়ে বেশি, স্ট্যাবিলিটিও ভাল। আগে কমপক্ষে আটবার এই

অস্ত্র ব্যবহার করেছে ভসকভ, এবারও করবে বলে আশা করা যায়।

প্রেসিডেন্টের সভাগুলোর বিস্তারিত শিডিউল দেয়া হয়েছে ওকে, কাজেই গুলি কখন করা হবে, সেটা বের করা কঠিন হবে না। ডিসট্যান্স আর অস্ত্রও মোটামুটি আন্দাজ করা গেছে। বাকি রয়েছে আর একটি মাত্র বিষয়—লোকেশন। এটাই সবচেয়ে কঠিন।

পুরনো রেকর্ডগুলো বার বার ঘাঁটছে রানা, নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে ভসকভের খোলসে ঢোকার চেষ্টা করছে। কল্পনা করার চেষ্টা করছে, একটা রাইফেল নিয়ে প্রায়ান্ধকার রুমে বসে আছে ও, সাইটে প্রেসিডেন্ট কার্লটনের মুখ। ট্রিগারের হাল্কা চাপে বিস্ফোরিত হলো মাথাটা, লাল রক্ত আর হলুদ মগজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। এটা কি সম্ভব?

ভেবে কুল পাচ্ছে না ও, কাগজ-কলম আর জ্যামিতিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনবরত হিসেব করে যাচ্ছে... সত্যিই কি এই শট নেয়া সম্ভব? পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করার পদ্ধতি বের করতে হবে ওকে, নইলে ভসকভকে পাওয়া যাবে না। কীভাবে প্রয়োজনীয় প্রতিটা উপকরণ হাতের কাছে পাবে লোকটা, কীভাবে কাজ শেষ করে নিজেকেও বাঁচাবে বলে ঠিক করেছে?

সেটাই জানতে হবে ওকে।

কিছু লোক কখনও বদলায় না, বুলডগ নামে পরিচিত ডগলাস বুলক তেমনই একজন মানুষ। প্রায় দু'বছর পর দেখা হলেও তাকে সেই একই রকম লাগল এরিকের। অবশ্য এক দিক থেকে চিন্তা করলে ও নিজেও বদলায়নি। মনে-প্রাণে এখনও ফিল্ড এজেন্টই রয়ে গেছে, দু'বছর ডেস্কে বসে থাকলেও ওর আগের ধ্যান-ধারণার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অফিসের গদিতে বসে

ক্ষমতা দেখানো বা কারও চাটুকারিতা ওর দু'চোখের বিষ, যদিও এই পদ্ধতিতে অনেকেই জীবনে উন্নতি করে ফেলেছে। এ কারণে এয়ারপোর্টে বুলডগকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে বিরক্ত বোধ করছে সে, নিজেকে লোকটার চাকর মনে হচ্ছে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, বাকি জীবন হয়তো এই করেই কাটাতে হবে ওকে। ব্যক্তিগত ফাইলে লাল দাগ পড়ে গেছে, ফিল্ডে যাওয়া তো দূরের কথা, প্রোমোশনও আর কখনও হবে কি না সন্দেহ। নারকোটিক স্কোয়াড, সোয়াট টিম, অর্গানাইযড ক্রাইম ডিভিশন বা এন্টি-টেররিজম ইউনিটের স্বপ্ন দেখতে হবে দূর থেকে। মনে মনে বুলডগের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করল ও, লোকটা এসব প্রতিটা কাজই করার সুযোগ পেয়েছে।

টুলসার ঘটনার জন্য ডগলাস বুলককে ঘৃণা করে না এরিক, লোকটা শুধু তার দায়িত্ব পালন করেছে। আত্মসমালোচনা করতে জানে ও, নিজের দোষ ওই ঘটনায় কতটুকু ছিল তা ভালই জানে। বুলকের মত মানুষ ব্যর্থতাটাকে নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বিচার করেছে, এক হিসেবে ধরতে গেলে ডেস্কে ডিমোশন দিয়ে এরিকের প্রতি দয়াই দেখিয়েছে সে, চাকরিটা খায়নি। সে সময় দু'জনের মাঝে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হলেও পরে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে এরিক। আজ দু'বছর পর আবার মুখোমুখি হয়েছে তারা। পুরনো সংঘাতটাকে ভুলে গিয়ে সব নতুন করে শুরু করতে চায় ও, তবে খুঁতখুঁতে স্বভাবের বুলক ওর উপর কতটা আস্থা রাখবে তা বলা মুশকিল। বুলডগের চোখে একবার কেউ খারাপ হলে শত চেষ্টা করেও সুনজরে আসতে পারে না।

অ্যারাইভাল টার্মিনালের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বুলক, ছোটখাট গড়নের মানুষ সে, হঠাৎ দেখায় কেউকেটা বলে মনে হয় না। পেশার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে সে, নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে বাড়ছে। বর্তমান অবস্থানে পৌঁছুতে

রাজনৈতিক কিছু আশীর্বাদ দরকার হয়েছে বটে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে লোকটা এই পদের যোগ্য নয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর পরিশ্রম তার জীবনের মূলমন্ত্র। এরিক গাড়ি নিয়ে সামনে গিয়ে তুলে নিল তাকে। পরিচিত হাসিটা দিয়ে সে বলল, 'কি খবর, এরিক? কেমন চলছে দিনকাল?'

'ভাল, সার,' সৌজন্য প্রকাশের জন্য এরিকও হাসল।

'এমিলির খবরটা আমার কানে এসেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। শেষ মুহূর্তে খুব কি কষ্ট পেয়েছে ও?'

'না, অনেকদিন কোমাতে ছিল। কষ্ট করে বেঁচে থাকলেও মৃত্যুটা সহজই হয়েছে ওর।'

'ঈশ্বর দয়াময়,' প্রার্থনার সুরে বলল বুলক।

না তাকিয়ে গাড়ি চালানোয় মন দিল এরিক।

'তারপর... ওরা কি এখনও আমাকে বুলডগ বলে ডাকে?'

'কীসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না, সার,' এরিক ভান করল।

হেসে উঠল বুলক। 'নির্ভয়ে জানাতে পারো, এরিক। যতক্ষণ পিছনে বলছে, আমি কেয়ার করি না। তবে সামনাসামনি গালি না দিলেই হলো। যদি কখনও আমার কানে আসে, তা হলে কিন্তু যে বলেছে শুধু সে নয়, পুরো এফবিআইকেই দায়ী করব আমি। কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ো।'

'ইয়েস, সার,' বাধ্য সৈনিকের মত বলল এরিক। এই হলো বুলকের স্বরূপ। কথা ঘোরানো-প্যাঁচানোর মধ্যে নেই সে, যা বলার স্পষ্ট জানিয়ে দেবে এবং সেই মোতাবেক কাজও আশা করবে। না মানলে বিষয়টা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নেবে সে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

'তোমাকে টিমে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি,' বলল বুলক। 'মানুষের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে তোমার একটা জন্মগত ন্যাক আছে। লিয়াজোঁ করতে গেলে সেটাই দরকার। আমাদের হাতে

প্রচুর কাজ, আগামী কিছুদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। তোমার কাছ থেকে আমি আপ্রাণ সহযোগিতা চাইব।'

'আপনার কথামতই হবে সব,' এরিক আশ্বাস দিল।

'প্রোগ্রামটা সম্পর্কে জানো তো?'

'জানি, সার। আগামী এক তারিখে প্রেসিডেন্ট একটা ভাষণ আর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসবেন নিউ অর্লিয়েন্সে। আমাদের কাজ হবে, তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখা।'

'কারেক্ট। পুরস্কারটা দেয়া হবে এল সালভাদরের আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসকে, শান্তির জন্য তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। কাজেই আন্তর্জাতিক মিডিয়াও কিন্তু এই অনুষ্ঠানটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের কাজ হতে হবে নিখুঁত।'

মনে মনে হাসল এরিক, কোন পাগলের মাথায় যে এই বুদ্ধিটা এসেছে! নিজ দেশের গৃহযুদ্ধ থামানোয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস ইতোমধ্যে শান্তির জন্য নোবেল পেয়ে গেছেন, আর কোনও পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই। পুরো জিনিসটাই করা হচ্ছে বিশ্বের চোখে অ্যামেরিকার মহত্ত্ব জাহির করার জন্য।

'যাই হোক,' বলল বুলক। 'একটা ব্যাপার হয়তো তুমি জানো না, ব্যুরোর সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের কিছুদিন ধরে মন কষাকষি চলছে। তিন মাস আগে শিকাগোতে একটা কেসে দুই পক্ষই জড়িয়ে পড়ে। এফ.বি.আই করছিল জাল টাকার তদন্ত, আর আমরা একটা অর্গানাইজড ক্রাইম সিন্ডিকেটের পিছনে লেগেছিলাম। কেউ কারও ব্যাপারে জানত না, ফলে এক পর্যায়ে ব্যুরোর একজন এজেন্টকে গুলি করে বসি আমরা। প্রাণ যায়নি তার, তবে ছ'মাসের জন্য হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছে। এরপর থেকে দুই এজেন্সির মধ্যেই ভীষণ খারাপ সম্পর্ক যাচ্ছে সেজন্যই আমাকে আসতে হয়েছে এখানে, যাতে কো-অর্ডিনেশনে কোনও সমস্যা না হয়।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করতে কেউই পছন্দ করে না, বিশেষ করে সিকিউরিটি ডিটেইলে। সেখানে এজেন্টরা চোখে সানগ্লাস, কানে ইয়ারপীস আর বগলে উজি সাবমেশিনগান নিয়ে সকল কাজের কাজী সাজে, বিনা নোটিশে যে কোনও জায়গায় ক্ষমতার দাপট দেখাতে শুরু করে। ব্যুরোতে যে মানুষটা কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে, তার পক্ষে অল্পবয়সী কোনও ছোকরার আদেশ পালন করতে কি আর ভাল লাগে?

'আমাদের কাজ হবে সিক্রেট সার্ভিসের প্রয়োজন অনুসারে তোমাদের অফিস থেকে ম্যানপাওয়ার আর লজিস্টিক সাপোর্ট সমন্বয় করা। ওরা নিজেদের ইনভেস্টিগেশন আর সিকিউরিটি চেকাপ চালাবে, তোমরা দরকার হলে সাহায্য করবে।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'শোনো, ব্যুরোর প্রতি আমার এখনও দরদ আছে। আমি চাই সি.আই.এ-র সঙ্গে যেন সম্পর্কটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সেজন্য খাটতে হবে আমাদের দু'জনকেই। আমরা দু'পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছি। আগের মত হামবড়া ভাব দেখাতে দেব না আমি সিক্রেট সার্ভিসকে। অনুষ্ঠানের দিন এফ.বি.আইও সিকিউরিটি অপারেশনে সরাসরি অংশ নেবে, তার মানে তুমিও। অনেকদিন পর ফিল্ডে কাজ করার সুযোগ পাবে, এটা তোমার জন্যে ভাল হবে। ঠিকমত কাজ যদি করো, আমি খুব ভাল একটা রিপোর্ট দেব, যাতে ডেস্কের পেছন থেকে উঠে আসতে পারো।'

'ধন্যবাদ, সার,' নিরাসক্ত গলায় বলল এরিক। এসব কথার কথা, ও খুব ভাল করেই জানে—বুলডগ কখনও কারও নামে ভাল রিপোর্ট দেয় না।

'তা হলে এরিক, তুমি রেডি তো? অফিসের সব ঝামেলা শেষ করে এসেছ বলে রিপোর্ট দিয়েছে মোফাট, এখন তোমাবে পুরোপুরি আমার কাজে দেখতে চাই।'

বারো

রুটিন ধরে চার শহর জরিপের কাজ করল রানা। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের নির্ধারিত লোকেশনে চোখ রাখছে। এই কারণে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু করল না ও। সস্তাদরের একটা হোটেলে উঠল, মদ খেয়ে মাতাল হবার ভান করে রুমে পড়ে থাকল। যখন বের হলো, পুরনো জামাকাপড় পরে বেকার যুবকের মত এলোমেলো চুল আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াল বিভিন্ন জায়গায়। ছদ্মবেশের আড়ালে চালিয়ে গেল আসল কাজ।

সঙ্গে একটা অপটিক্যাল রেঞ্জ-ফাইন্ডার রেখেছে ও, তবে হঠাৎ দেখলে সেটাকে একটা ক্যামেরা বলে ভ্রম হয়। জনসভার জায়গার আশপাশের প্রতিটা অলিগলি পরীক্ষা করল, সম্ভাবনাময় বিল্ডিংগুলোর প্রত্যেক ফ্লোরে উঁকি দিল ও। তাই বলে কোথাও জবরদস্তি করল না, অনুমতি না পেলে জোর করে কোনওখানে ঢোকার চেষ্টা করল না। সব ধরনের রাস্তা আর চলাচলের পথগুলো পর্যবেক্ষণ করল ও, লোকেশনে বাতাস, সূর্যের আলো আর ছায়ার কারসাজি বিশ্লেষণ করল। প্রচুর নোট নিতে হলো ওকে, এমন সব বিষয় আবিষ্কার করল যা ম্যাপ বা গাইডবুকে নেই।

সিনসিনাটির প্রধান সমস্যা সেখানকার এলিভেশন গ্রিড। পুরো এলাকাটাই কিছুটা ঢালু, ভাষণের মঞ্চটা পড়েছে নীচের

দিকে। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উচ্চতা থেকে গুলি করতে হবে শুটারকে। নিম্নমুখী বুলেটের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবটা বেশি থাকে, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেক।

বাল্টিমোরে বন্দরের দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের গতি দেখে অবাক হলো রানা, সেটা এতই বেশি যে, বাতাস ঠেলে গাংচিলেরা পর্যন্ত এগোতে পারছে না। গাইডবুকে এই গতির বিষয়ে কিছুই লেখা নেই। এখানে শট নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বাতাস গুলিটাকে ঠেলে কোথায় নিয়ে ফেলবে, তা অনুমান করা অসম্ভব।

ওয়াশিংটনে অনাকাঙ্ক্ষিত গাছপালা দেখতে পেল রানা। এগুলোর ভিতর দিয়ে গুলি হয়তো চালানো সম্ভব, কিন্তু সাফল্যের গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ছাদ থেকে একটা ক্লিয়ার শট নেয়া যায়, তবে দূরত্বটা খুব কম হওয়ায় শুটারকে সহজেই লোকেট করা যাবে। সেক্ষেত্রে ধরা পড়ার ঝুঁকি খুব বেশি, ভসকভ তা নেবে না।

সবশেষে রয়েছে মেক্সিকো উপসাগরের পাশে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে লুইযিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অর্লিয়েন্স। সাগরের লবণাক্ততার কারণে এখানকার বাতাসের ঘনত্ব অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি, আবহাওয়ায় একটা ভ্যাপসা ভাব রয়েছে। ঘন বাতাস বুলেটের গতি কিছুটা কমিয়ে দেবে ঠিকই, তবে লোকেশনটা দেখার পর অন্য তিনটে শহরের চাইতে এটাকেই বেশি পছন্দ হলো রানার। প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবেন চারপাশ খোলা লুই আর্মস্ট্রং পার্কে। এখানে গাছপালা যা আছে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সময়টাও চমৎকার, বেলা সাড়ে এগারোটায় শুরু হবে অনুষ্ঠান—রিসার্চ করে জানা গেল, ওই সময়টায় এখানে বাতাসের গতিবেগ কমতে থাকে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পার্ক থেকে প্রায় বারোশো গজ দূরে আছে সেইন্ট লুই ক্যাথিড্রাল। প্রাচীন এই গির্জাটা ভগ্নপ্রায়,

মানুষের আনাগোনা নেই। শট নেয়ার জন্য ছাদ বা মিনারের যে কোনও কক্ষ চমৎকার জায়গা, পালানোর জন্যও আদর্শ। গুলি করার পর সহজেই সবার অলক্ষ্যে পিছনের রাস্তায় নামা যাবে, সেখান থেকে মিসিসিপি নদী মাত্র আধমাইল দূরে। একটা বোট তৈরি রাখলে পালানোটা কোনও ব্যাপারই না, কারণ নদীতে কোনরকম ব্লক রেইড দেয়া সম্ভব নয়।

হোটেলে ফিরে রিপোর্ট লিখতে বসল রানা। নিউ অর্লিয়েন্সেই হামলা চালাবে ভসকভ, ওর মনে আর সন্দেহ নেই।

চরম অপমানিত বোধ করছে এরিক। কারণটা হচ্ছে ডগলাস বুলকের কার্যকলাপ। এতদিন তা-ও ডেস্কে ফাইল দেখছিল, কিন্তু এখন তাকে খানসামা বানিয়ে ছেড়েছে বুলডগ। চাকরের মত ফুট-ফরমাশ খাটতে হচ্ছে বেচারাকে। এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে গাড়িতে বুলডগের কথাবার্তা যে স্রেফ বাগাড়ম্বর ছিল, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। অপমানটা আরও বেশি লাগছে, কারণ এফবিআই লোকাল বিল্ডিঙের দ্বিতীয় তলায় খোলা হয়েছে অস্থায়ী লিয়াজোঁ অফিসটা। যা ঘটছে, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে, সহকর্মীদের সামনেই অপদস্থ হতে হচ্ছে ওকে হরহামেশা।

সত্যিকার অর্থে লিয়াজোঁর কোনও কাজই ওকে করতে দিচ্ছে না বুলডগ। পুরনো পদের সুবাদে এখানে কর্মরত ফেডারেল এজেন্টদের অনেককেই চেনে সে, তাই যখন যা দরকার সরাসরি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। নিয়মমাফিক এরিকের মাধ্যমেই সব আদেশ-নির্দেশ বা অনুরোধ যাবার কথা থাকলেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। ওর কাজ শুধু বুলডগের জন্য কফি আর ফাইলপত্র আনা-নেয়া করা।

কয়েকদিন যাবার পর আরেকটা কাজ দেয়া হয়েছে ওকে, যেটা আরও অপমানজনক। প্রেসিডেন্টের জন্য হুমকিস্বরূপ

লোকদের তালিকা থাকে সিক্রেট সার্ভিসের কাছে, বিপদের গুরুত্ব অনুসারে তালিকাটা তিন ভাগে বিভক্ত—আলফা, ব্রাভো আর চার্লি। শেষটা হচ্ছে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের লিস্ট। এই চার্লি লিস্টের ক্ল্যারিফিকেশনের কাজ দেয়া হয়েছে ওকে। সাধারণত একাডেমি থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা জুনিয়র এজেন্টরা এই দায়িত্ব পায়। কাজটা দিয়ে ওকে আরও নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে বুলডগ।

দিনের একটা বড় অংশ এখন কাটছে ক্ল্যারিফিকেশনের কাজে। ফিল্ডে যাবার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, শুধু ফোনে তালিকাভুক্ত লোকগুলোর গতিবিধির খোঁজ নিতে হয়। রুটিন বাঁধা কাজ, তাও হাঁপিয়ে উঠল ও। মনে হতে লাগল, যেন জেলখানায় আটকা পড়েছে।

তালিকার একটা নাম এরিককে কৌতূহলী করে তুলল। মাসুদ রানা, বাংলাদেশের একজন সিক্রেট এজেন্ট। নামটা অপরিচিত নয় ওর কাছে। রানার কীর্তি-কাহিনী অ্যামেরিকার প্রায় সব এজেন্সির লোকেরাই জানে, এরিকও তাদের একজন। তবে ওর জ্ঞান অন্য অনেকের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। কয়েক বছর আগে কৌতূহলের বশে খোঁজখবর করেছিল, রানার বিষয়ে অনেক অজানা তথ্যই আবিষ্কার করেছে তখন। বিভিন্ন অভিযান আর তার ফলাফল দেখে অকুতোভয় এই বাঙালি যুবকের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়েছে ওর মাঝে। চার্লি লিস্টে অন্তত এই নামটা আশা করেনি ও। তাই সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল ব্যাপারটা নিয়ে।

'হুঁ, ইন্টারেস্টিং,' বলল এজেন্ট ওয়াল্ডেন। 'রানাকে যদি লিস্টে রাখতেই হয় তা হলে আলফাতে রাখা উচিত।'

'মানে?'

'ওর রেকর্ড দেখোনি? রানা যদি প্রেসিডেন্টের পিছনে লাগে, তা হলে সমস্ত এজেন্সি দিয়েও ওকে ঠেকানো যাবে কি না

সন্দেহ।'

'লাগতে যাবার কি কোনও কারণ আছে?'

'অবশ্যই। প্রেসিডেন্ট ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছেন, এ কথা তো সবাই জানে।'

'তা হলে আলফায় না রেখে ওকে চার্লিতে দেয়া হয়েছে কেন?'

'কারণ মাসুদ রানার মত প্রথম শ্রেণীর এজেন্ট আর যাই করুক, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও ক্ষতি করবে না। ওর রেকর্ড তা-ই বলে। এজন্যেই হয়তো ওকে চার্লি লিস্টে রাখা হয়েছে। তবে ক্ল্যারিফিকেশন তুমি করছ, চাইলে একটা স্পেশাল রিপোর্ট দিয়ে ওকে ব্রাভো বা আলফায় ট্রান্সফার করতে পারো।'

বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিল এরিক, রানা ওয়াশিংটনে আছে বলে জানতে পারল, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটার সমাধান করতে চাইছে। তবে হোয়াইট হাউস থেকে প্রতিবারই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তাকে। ওয়াশিংটনে ফোন করে জানতে পারল, দেখা করতে না দেয়ায় রানা কয়েকদিন আগে কড়া ভাষায় একটা চিঠিও পাঠিয়েছে প্রেসিডেন্টের কাছে, সেটা হুমকি জাতীয় কিছু নয় বটে, তবে চার্লি লিস্টে নাম ওঠার জন্য যথেষ্ট। ভাল করে খোঁজখবর নিল এরিক, রানার সাম্প্রতিক সব মিশন আর গতিবিধির খবর নিল, তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মত কিছু দেখতে পেল না। শেষে মাসুদ রানার নামটা চার্লি লিস্টে রেখে দেবারই সিদ্ধান্ত নিল ও।

এর দু'দিন পর ক্ল্যারিফিকেশনের কাজ শেষ করল এরিক। এবার ফিল্ডে যাবার ছোট্ট একটা সুযোগ দিল তাকে বুলডগ। তিনদিন পর দুজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের সঙ্গে সার্ভেইলান্সের জন্য পাঠানো হলো ওকে। জলার মাঝে একটা ফার্মহাউসের উপর নজর রাখতে গেল ওরা, সেখানে একটা বৈঠক হবার কথা। ফার্মহাউসটা বীকন অভ রেইশাল পিওরিটি নামের একট

কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী সংগঠনের হেডকোয়ার্টার। প্রেসিডেন্টের সফরের সময় এরা কোনও বিপজ্জনক কাজের পরিকল্পনা করছে কি না, সেটা জানার চেষ্টা করবে ওরা।

ফার্মহাউসের একশো গজ দূরে গাছপালার আড়ালে সিক্রেট সার্ভিসের ভ্যানটা লুকিয়ে প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনে কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করতে থাকল ওরা। দেড় ঘণ্টা পর বিরক্ত হয়ে কান থেকে হেডফোন নামিয়ে রাখল এজেন্ট ব্রাউন। তার সঙ্গী এজেন্ট ফ্যারেল জানতে চাইল, 'কিছুই শুনতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি,' ব্রাউন মহা বিরক্ত, 'যদি ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনার জন্য এখানে এসে থাকি, তা হলে একশোভাগ সফল আমরা।'

হেসে ফেলল ফ্যারেল। 'এতই খারাপ অবস্থা?'

'হ্যাঁ। যন্ত্রপাতিগুলো কি আদৌ কাজ করছে?'

'ক্রুটিটা যান্ত্রিক নয়, এটুকু বলতে পারি।'

'আমার মনে হয় পরিবেশের কারণে সমস্যা হচ্ছে,' এতক্ষণে মুখ খুলল এরিক। 'জলার মধ্যে সবাই তোমাদের মত ঝামেলায় পড়ে। গাছপালা আর বাতাসের বাড়তি আর্দ্রতা রেডিও সিগনালটাকে বাধা দিচ্ছে। প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের রেঞ্জও তাই গেছে কমে। টার্গেটের আরও কাছে গেলে কাজ হবে।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের স্পট করে ফেলবে না?' ফ্যারেল বলল। 'নাহ্, এরচে কাছে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। তারচে দেখি, ইন্টারফ্যারেন্স কিছু কমাতে পারি কি না।' কনসোলের নবগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

'ধেত্তেরি!' মুখ বাঁকাল ব্রাউন। 'এসব পুরনো ইকুইপমেন্ট দিয়ে কি আর কাজ হয়? কেন যে ভাল জিনিস দিয়ে আমাদের পাঠায় না!'

'ভাল জিনিস বলতে কী বোঝাচ্ছ?' এরিকের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলল। 'ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেড?' দেখা যাক.

যন্ত্রটা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি না।

জোরে হেসে উঠল ব্রাউন। 'ভাল বলেছ। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টেই তো এসেছি আমরা, তাই না?'

'ঠিক বুঝলাম না,' এরিক বোকার মত মাথা নাড়ল।

নব ঘোরানো বাদ দিয়ে ওর দিকে তাকাল ফ্যারেল। বলল, 'দুনিয়ার সবচেয়ে সফিসটিকেটেড লিসেনিং ডিভাইস ওটা, অস্তিত্বই আছে মাত্র অল্প কয়েকটার। আর সেটা বুঝি আমাদের এই সাধারণ সার্ভেইলান্সে ব্যবহার করতে দেবে?'

'হুঁ, তার মানে শুধুমাত্র টপ প্রায়োরিটির মিশনে ওটা ব্যবহার হয়, তাই না?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'ইলেক্ট্রোটেকের খবর তুমি কোত্থেকে জানলে?' প্রশ্ন করল ব্রাউন। 'ইকুইপমেন্টটা আর যাই হোক ওপেন সিক্রেট নয়। আমরাও শুধু নামই জানি, কখনও চোখে দেখিনি।'

'চোখ-কান খোলা রাখি আমি, অনেক খবরই কানে আসে,' রহস্য করল এরিক। 'এজেন্সিতে ইলেক্ট্রোটেক কারা ব্যবহার করে, বলতে পার?'

'সাধারণ মিশনে তো আর ব্যবহার হয় না, এগুলো সব ওপরতলার লোকজনের ব্যাপার, আমরা জানব কীভাবে? তবে হ্যাঁ, ইলেক্ট্রোটেক যদি চোখে দেখতে চাও তা হলে র‍্যামডাইনে যোগ দিতে হবে।'

'র‍্যামডাইন!'

'এজেন্সিরই একটা আউটফিট ওটা, ব্ল্যাক অপ্‌সের কাজ করে। যদি একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, মাথা খারাপ আর বেপরোয়া হতে পার, তা হলে ওরা তোমাকে সাদরে টেনে নেবে।'

'বলছ ওদের কাছে ইলেক্ট্রোটেক আছে?'

'অফ কোর্স। ওরা যেসব কাজ করে, তার জন্য ওটা তো অত্যাবশ্যক।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল এরিক।

'তুমি হঠাৎ ইলেক্ট্রোটেক নিয়ে মেতে উঠলে কেন?' প্রশ্ন করল ফ্যারেল।

'এমনিই,' বলল এরিক। 'নামই শুধু শুনেছি যন্ত্রটার, আর কিছু জানতাম না। তাই আর কী।'

ওর উত্তরে সন্তুষ্ট দেখাল ব্রাউন আর ফ্যারেলকে, যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারা। এরিক ডুবে গেল গভীর ভাবনায়।

তেরো

বৃষ্টি ভেজা রাস্তার পাশে পনেরো মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছে রানা, হঠাৎ শরীরে কাঁপন জাগিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পারকার চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিল ও। দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে মোড় ঘুরে এগিয়ে আসা লিমাজিনটাকে লক্ষ করল ও। একেবারে সামনে এসে থামল সেটা। দরজা খুলে নামল মেজর রাইস, রানাকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করল।

লিমাজিনের সুপরিসর অভ্যন্তরে আয়েশ করে বসে আছে কর্নেল অল্ডেন। রানাকে দেখে বলল, 'আরাম করে বসুন, মি. রানা। সরি, আমাদের সামান্য দেরি হয়ে গেছে।'

'নো প্রবলেম।'

রাইস সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছে। কর্নেলের ইশারায় গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

'ওয়াইন কেবিনেট থেকে একটা বোতল বের করে অল্ডেন

বলল, 'শ্যাম্পেন, মি. রানা?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আপনার অভিরুচি,' বলে নিজের জন্য একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল অল্ডেন।

'কাজের কথায় আসুন, প্লিজ,' রানা বলল। 'আমার রিপোর্টটা পেয়েছেন?'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। তারপর পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রিফকেস তুলে তার ভিতর থেকে বাঁধাই করা রানার রিপোর্টটা বের করল। বলল, 'পরশু দিনই হাতে এসেছে এটা। গতকাল পর্যন্ত আমরা রিপোর্টটার ওপর অ্যানালাইসিস এবং রিসার্চ করেছি। বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইউ ডিড হেল অভ আ গুড জব।'

'ধন্যবাদ। তারমানে আমার উপসংহারের সঙ্গে আপনারা একমত?'

'অবশ্যই,' অল্ডেন হাসল। 'আমাদের নিজস্ব এক্সপার্টদেরও ধারণা, নিউ অর্লিয়েন্সই শট নেবার জন্য সবচেয়ে আদর্শ জায়গা।'

'শুনে খুশি হলাম,' রানা নির্বিকার।

'তা ছাড়া শিওর হবার মত আরও কিছু তথ্য এসেছে আমাদের হাতে।'

'কী?' রানা জানতে চাইল।

'ভসকভের এক সপ্তাহ আগের পজিশন জানতে পেরেছি আমরা। কিউবাতে দেখা গেছে তাকে। ওখানকার আবহাওয়া অনেকটা নিউ অর্লিয়েন্সের মত, এটা জানেন তো। আমাদের বিশ্বাস, ইরাকের মত ওখানেও ও স্পেশাল ট্রেনিং গ্রাউন্ড তৈরি করেছে—নিউ অর্লিয়েন্সের শটটা প্র্যাকটিস করার জন্য।'

'ট্রেনিং গ্রাউন্ডের লোকেশন জানা গেছে?' রানা জানতে চাইল।

'নেগেটিভ। সেটা জানা গেলে তো তাকে ধরার একটা চেষ্টাই চালানো যেত।'

'বুঝলাম। তা হলে এখন আমাদের পরবর্তী কাজ হলো ওর জন্য ফাঁদ পেতে রেখে অপেক্ষা করা।'

'সেটার ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, মি. রানা,' অল্ডেন একগাল হাসল। 'ভসকভের ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে পারেন।'

'মানে?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন না? আশা করি আগামী সপ্তাহে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবেন। আমি ব্যাপারটা নিশ্চিত করব। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কাছে আপনার তো কিছু পারিশ্রমিকও পাওনা হয়েছে। আপনার ফার্মের নরমাল ফি'র দ্বিগুণ রেটে দিলে চলবে তো?'

'ফালতু কথা বাদ দিন, কর্নেল,' কঠিন সুরে বলল রানা, 'আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল।'

'এবং সেটার মর্যাদা আমি অবশ্যই রাখব। কথা দিচ্ছি, ধরা পড়ার পর ভসকভকে ইন্টারোগেট করার সম্পূর্ণ সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে।'

'কথা সেরকম ছিল না। ভসকভকে আমি নিজ হাতে ধরতে চাই। ওকে থামাতে যদি একটাও গুলি করতে হয়, সেটা আমি করব।'

'এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তো আপনাকে আমরা দিইনি, মি. রানা। তা ছাড়া ভসকভকে গুলি করার প্রশ্নই ওঠে না। সে একটা তথ্যের ভাণ্ডার, যে করেই হোক তাকে জীবিত ধরতে হবে। আমার উপদেশ শুনুন, সোজা ওয়াশিংটনে ফিরে যান। আপনার ফার্মের ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলুন। ভসকভের মুখোমুখি হবার যথেষ্ট সুযোগ আপনাকে দেয়া হবে।'

'অসম্ভব!' রানা অনড়।

'আমি আপনার ওপর জোর খাটাতে পারি।'

'ভুল করবেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'দেখুন কর্নেল, পৃথিবী উল্টে গেলেও আপনি আমাকে এই অপারেশন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনাদের সঙ্গে হোক বা একা, ভসকভকে ধরতে আমি যাবই। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আমাকে দলে রাখবেন, নাকি ঠেকানোর চেষ্টা করে বাড়তি ঝামেলা ঘাড়ে নেবেন। আমি আপনাকে প্রথমটাই করার পরামর্শ দেব, কারণ দ্বিতীয়টা কারও জন্যই সুখকর হবে না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল অল্ডেন, কিছু চিন্তা করছে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি খুবই একগুঁয়ে লোক, মি. মাসুদ রানা।'

রানা হাসল।

'ঠিক আছে,' বলল কর্নেল। 'আপনিই জিতলেন। থাকছেন আপনি আমাদের সঙ্গে... তবে একজন স্পটার হিসেবে। কোনও ফায়ার আর্মস আপনাকে দেয়া হবে না।'

'কেন?'

'প্রতিশোধের নেশায় আপনি হুট করে যাতে গুলি করে বসতে না পারেন।'

'আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি...'

'না, মি. রানা,' অল্ডেন মাথা নাড়ল। 'আমি কোনও ঝুঁকি নেব না। ভসকভকে যে কোনও মূল্যেই হোক, জীবিত ধরতে হবে। সেজন্য সব ধরনের সতর্কতা নিতে হবে আমাকে। আপনার শর্ত আমি মেনেছি, এবার আপনি আমারটা মানুন।'

'ভসকভ নিজে যদি জীবন্ত ধরা না দেয়?'

'সে বিষয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন হতে দিন। আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন কি না বলুন।'

'অবশ্যই,' রানা দৃঢ়কণ্ঠে বলল। 'ভসকভকে ধরার জন্য আমি যে কোনও প্রস্তাবে রাজি।'

'দ্যাটস গুড। আসুন আমাদের সাফল্যের উদ্দেশ্যে পান করি।' গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে বাড়িয়ে ধরল অল্ডেন।

মৃদু হেসে তাতে চুমুক দিল রানা।

চোদ্দো

প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি ডিটেইল আর সাইট প্রিপারেশন টিম থেকে অনেক দূরে সিকিউরিটি পিরামিডের একদম তলানিতে একদল অদৃশ্যপ্রায় এবং আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় লোক কাজ করে, যাদের কাগুজে নাম 'কো-অপারেটিং এজেন্সিজ।' তবে বাস্তবতা হলো, সত্যিকার অর্থে এদের কাছ থেকে সিক্রেট সার্ভিস বা অন্য কেউ সহযোগিতা নেয় না বা চায়ও না। এফবিআই, পুলিশ বা মিলিটারির এই মানুষগুলো নিজেদের অবসর সময় বিসর্জন দিয়ে দায়িত্বের ডাকে ছুটে আসে, অথচ যে-কোনও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিতই থেকে যায়। নিউ অর্লিয়েন্সে রাষ্ট্রপতির আগমনের দিন এরিক স্টার্ন দেখল, এই উপেক্ষিত মানুষগুলোর মাঝেই ফেলা হয়েছে তাকে।

গাড়িতে বসে ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিতে দিতে হাসি পেল তার। বুলডগ সামান্যতমও বদলায়নি। গত কয়েক সপ্তাহ দিন রাত এক করে লোকটার জন্য খেটেছে সে। চাকর-বাকরের কাজও হাসিমুখে করে গেছে, ভেবেছে বুলডগ হয়তো খুশি হয়ে তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও দায়িত্ব দেবে। কিন্তু সেটা শুধু ভাবনাই।

আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেছে, ডগলাস বুলক একবার কারও উপর আস্থা হারালে তা আর কখনও ফিরে আসে না। সেজন্যই এত খাটাখাটনির পরও প্রেসিডেন্টের জন্য নিয়োগ করা সুবিশাল নিরাপত্তা বাহিনীর সাম্রাজ্যে এরিককে সবচেয়ে গুরুত্বহীন মানুষগুলোর একজনে পরিণত হতে হয়েছে। নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে গাড়ি নিয়ে টহল দিতে পাঠিয়েছে তাকে বুলক।

এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্টের মোটরকেড রুট এবং ভাষণমঞ্চের চার ব্লক দূরে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটে গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করছে সে। এখান থেকে পর্যটনের আকর্ষণীয় স্পটগুলো খুব একটা দূরে নয়। এমনিতেও চারপাশে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর পুরনো সব বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছে ও, কালের বিবর্তনে বিবর্ণ হয়ে এসেছে—দেখলেই একটা মন খারাপ ভাব চলে আসে। ভাল করে সামনে তাকালে দূরে নর্থ র‍্যাম্পার্টের লুই আর্মস্ট্রং পার্কের রট আয়রনে তৈরি প্রবেশপথের অর্ধবৃত্তাকার উপরিভাগ দেখা যায়। গেটটা দিয়ে একসঙ্গে খুব বেশি মানুষ ঢুকতে পারে না, চেক করতে দারুণ সুবিধা। নিরাপত্তার দিক থেকে চমৎকার প্লাস পয়েন্ট বলে এখানেই সমাবেশটার আয়োজন করা হয়েছে। মাথার উপর সূর্য কড়া হয়ে তাপ ছড়াচ্ছে, লোকজনকে তড়িঘড়ি করে পার্কের দিকে ছুটতে দেখা গেল... সবাই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ভাল জায়গা দখল করতে চায়।

ভাষণমঞ্চ থেকে সামান্য দূরে মিউনিসিপাল অডিটোরিয়াম, সেটার ছাদে বসানো হয়েছে কমিউনিকেশন সেন্টার। সেখান থেকে টিম ম্যাসন নামে সিক্রেট সার্ভিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নানা রকম আদেশ-নির্দেশ প্রচার করছে। অলসভাবে রেডিওতে সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের সেসব যোগাযোগ মনিটর করছে এরিক।

'এয়ারপোর্ট বলছি। ফ্ল্যাশলাইট এইমাত্র ল্যান্ড করলেন,

হ্যাঙ্গারের দিকে আসছে বিমানটা।'

'বেস সিক্স রিসিভড।'

গলাটা শুনে হাসল এরিক। ম্যাসনের ঘাড়ে নেটওয়ার্ক পরিচালনার দায়িত্ব থাকলেও তাকে শান্তি দিচ্ছে না বুলডগ, ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সুযোগ পেলে নেটওয়ার্কে কথাও বলছে।

'সব টিম রেডি থাকো, ফ্ল্যাশলাইটের নামার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ধন্যবাদ এয়ারপোর্ট। ফ্ল্যাশলাইট প্লেন থেকে নামলে আর মোটরকেড রওনা দিলে আমাদের জানিয়ো।'

'রজার, বেস সিক্স।'

'শেষ মিনিটের চেক,' বেস থেকে বলা হলো। 'সব ইউনিট অবস্থান আর সিচুয়েশন রিপোর্ট দাও।'

একঘেয়ে ভঙ্গিতে সবাই একে একে রিপোর্ট দিতে শুরু করল। প্রচুর সময় লাগল, কারণ মাটি আর বিল্ডিঙের ছাদ মিলিয়ে মোট টিমের সংখ্যা পঞ্চাশটার কম নয়। বিরতিহীনভাবে তাদের রিপোর্ট চলতে চলতে একসময় এরিকের পালা এল।

ও বলল, 'দিস ইজ ব্যুরো ফোর। অবস্থান সেইন্ট অ্যান স্ট্রিট। গ্রাউন্ড বা রুফটপে তেমন কিছু ঘটছে না, পরিস্থিতি স্বাভাবিক।'

'রজার। চোখকান খোলা রেখো, এরিক।'

অপমানিত বোধ করল এরিক। আর কাউকে নাম ধরে ডাকা হয়নি, ওকে কেন? গলাটা ম্যাসনের হলেও তাকে যে বুলডগই শিখিয়ে দিয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কী বলতে চায় লোকটা? ওকে বিশ্বাস করে না, এই তো? মেজাজটা খাট্টা হয়ে গেল এরিকের।

মনোযোগ ফেরানোর জন্য ভ্যালেন্টিন মোলিনার কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল ও। ডাইসনের কাছে খবর

পেয়েছে, সালভাদরীয় দূতাবাস মোলিনাকে তাদের নাগরিক বলে অস্বীকার করেছে, পানামাও। ব্যাপারটা রহস্যজনক। ঘটনাটার সঙ্গে র‍্যামডাইনের যোগাযোগটা একেবারে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে। সংগঠনটার বিষয়ে গোপনে কিছু খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে ও, প্রেসিডেন্টের অনুষ্ঠানসংক্রান্ত ঝামেলাটা শেষ হলেই পূর্ণোদ্যমে রহস্যটার পিছনে লাগতে হবে ওকে।

হঠাৎই রেডিওটা খড়খড় করে ওঠায় মনোযোগ টুটে গেল ওর।

'দিস ইজ বেস ফোর। ফ্ল্যাশলাইট নেমেছেন, মোটরকেড এখনই রওনা দিচ্ছে।'

'রজার,' বেস সিক্স থেকে বলা হলো। 'সব ইউনিট তৈরি হও। দ্য শো হ্যাজ বিগান।'

'...দ্য শো হ্যাজ বিগান,' রেডিওতে কথাটা শুনতে পেয়ে মেজর রাইসের দিকে তাকাল রানা।

'হুঁ,' বলল মেজর। 'আমাদের কাজ তো আরও আগেই শুরু হয়েছে। এনি প্রোগ্রেস, মি. রানা?'

জানালার পাশে বসানো লিওপোল্ড থারটি সিক্স এক্স স্পটিং স্কোপে চোখ রাখল রানা, একলাফে প্রায় এক হাজার গজ দূরের গির্জাটা চোখের সামনে চলে এল। কিন্তু সেখানে কোনও নড়াচড়া দেখা গেল না।

'নেগেটিভ,' ও বলল। 'টার্গেট এখনও পজিশন নেয়নি।'

ভাষণমঞ্চ থেকে চারশো গজ দূরে সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটের একটা পুরনো বিল্ডিঙের উপরতলার অপেক্ষা করছে ওরা, সেইন্ট লুই ক্যাথিড্রালের ওপরের অংশ আর মিনার এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। গির্জার আশেপাশে কর্নেল অল্ডেনের লোকজন ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভসকভকে স্পট করা গেলেই পালানোর সব রাস্তা ব্লক করে দিয়ে গির্জায় হানা দেবে

তারা। এই মুহূর্তে রানার সঙ্গে মেজর রাইস ছাড়াও রয়েছে ব্র্যাডফোর্ড নামে পোশাকধারী একজন পুলিশ অফিসার, দুজনেই রেডিওতে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছে অনর্গল।

'বেস সিক্স, দিস ইজ আলফা ওয়ান,' রেডিওতে কথা শোনা গেল, 'আমরা ইউএস টেন ধরে এগোচ্ছি, গতিবেগ পঁয়তাল্লিশ মাইল। ই.টি.এ. ১১৩০ ঘণ্টা।'

'বেস সিক্স কপি। ইউনিট দশ আর বারো, বি অ্যালার্ট! ফ্ল্যাশলাইট তোমাদের এলাকায় ঢুকছেন।'

'ইউনিট দশ বলছি, আমরা তৈরি। এখানে সব ঠিকঠাক আছে।'

'ইউনিট বারো। আমরাও রেডি।'

রাইস তার সেট মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'বেস সিক্স; দিস ইজ জিঞ্জার ড্রাগন টু। এখনও সব ক্লিয়ার রয়েছে।'

'তোমাদের অ্যাপ্রেহেনশন টিমগুলোর কী অবস্থা?' জানতে চাওয়া হলো।

'সবাই স্ট্যান্ডবাই রয়েছে।'

'গুড।'

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' ব্র্যাডফোর্ড জানতে চাইল।

'না,' রানা বলল, স্কোপে চোখ রাখতে রাখতে ওর মাথাটা সামান্য ব্যথা করছে। তা ছাড়া কিছুক্ষণ পর পর সঙ্গীদের প্রশ্নবাণে ও বিরক্তও বোধ করছে।

'ব্যাটা আসেনি নাকি?' গজগজ করল ব্র্যাডফোর্ড।

'এসেছে তো অবশ্যই, তবে জানালাটার পাল্লা বন্ধ থাকায় শিওর হতে পারছি না।'

গির্জার মিনারের একটা জানালা থেকে গুলি চালাবে ভসকভ, এটা নিশ্চিত হয়েছে ওরা। সেখানে একজন মানুষের আনাগোনার চিহ্নও পাওয়া গেছে। তবে গুলি করার সামান্য কিছুক্ষণ আগে ছাড়া জানালার পাল্লা খুলবে না সে, আর তার

আগে পর্যন্ত লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই। তবে তাকে দেখতে পাবার পর কাজ করা হবে খুবই দ্রুত। ক্যাথিড্রালের কয়েকশো গজ দূরে শার্পশুটাররা অবস্থান করছে, সঙ্কেত পেলেই জানালাটার আশেপাশে গুলি করে ভসকভকে বিভ্রান্ত করে দেবে তারা, যাতে সে গুলি করার সুযোগ না পায়। এই ফাঁকে অ্যাপ্রেহেনশন টিমগুলো গির্জায় ঢুকে তাকে অ্যারেস্ট করবে। প্ল্যানটা মোটামুটি নিখুঁতই বলা চলে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, সোয়া এগারোটা বাজে। অন্তত সোয়া বারোটার আগে অনুকূল বাতাস পাওয়া যাবে না, তাই তার আগে ভসকভ গুলি করবে না। তারমানে হাতে এখনও একঘণ্টার মত সময় আছে। কিন্তু কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ও, স্কোপে চোখ রেখে ক্যাথিড্রালের দিকে তাকাল।

একটা টিম জানাল, 'জিঞ্জার ড্রাগন সিক্স বলছি, আমরা টার্গেটের কাছাকাছি যাচ্ছি।'

'সাবধানে মুভমেন্ট করো,' রেডিওতে কর্নেল অল্ডেনের গলা, সে নীচে কোথাও আছে, প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি। 'কারও চোখে পড়ে যেয়ো না।'

'রজার দ্যাট।'

'এত আগেভাগেই ক্যাথিড্রালের কাছে যাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?' রাইসকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা ভসকভকে কোনও সুযোগ দিতে চাই না,' রাইস বলল। 'ড্রোন্ট ওয়ারি, মি. রানা। এরা সব ট্রেইন্ড প্রফেশনাল, অপারেশন বানচাল করবে না।'

'সেটা কোনও কথা নয়। ভিজুয়াল কনফার্মেশনের আগে ওদের নড়তে মানা করো।'

বিরক্ত দেখাল রাইসকে, তবে রানার নির্দেশটা সবাইকে জানিয়েও দিল।

'আলফা টিম, দিস ইজ বেস সিক্স। ফ্ল্যাশলাইট আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদের কাছে পৌঁছাবেন।'

'রজার দ্যাট।'

সময় ঘনিয়ে আসছে। স্কোপে চোখটা আরও চেপে বসাল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি টের পেতে শুরু করেছে ও। আফসোস হলো একটা রাইফেলের জন্য, তা হলে শত্রুকে নিজ হাতে ঠেকাতে পারত। কিন্তু আপাতত সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না, ভসকভকে ধরতে সাহায্যটুকু করুক। সিআইএ যদি পরে চুক্তি মোতাবেক লোকটাকে বিসিআইয়ের হাতে তুলে না দেয়, তখন অন্য ব্যবস্থা নেয়া যাবে। মেজর জেনারেলেরও তা-ই মত। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: ওদের কথা মত খেলতে থাকো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষোলোটা মোটরসাইকেলে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রেসিডেন্টের তিন মিলিয়ন ডলার দামের বুলেটপ্রুফ লিঙ্কন গাড়িটা লুই আর্মস্ট্রং পার্কে পৌঁছে গেল। গাড়ির ঠিক পিছনেই রয়েছে সিকিউরিটি ডিটেইলের কুইক রিঅ্যাকশন টিমের কালো ভ্যান, সেটাকে অনুসরণ করছে রিপোর্টারদের দুটো গাড়ি। মোটরকেডটাকে ঢুকতে দিতে সামান্য সময়ের জন্য সম্পূর্ণ খুলে ধরা হলো পার্কের গেট, শেষ গাড়িটা পার হতেই আবার অস্বাভাবিক দ্রুততায় বন্ধ করে দেয়া হলো ওটা।

প্রায় এক মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল রানা, প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উঠেছেন। মনে মনে ভাষণমঞ্চের পুরো সেটআপ স্মরণ করল ও—প্রায় পুরো সময়টাই প্রেসিডেন্ট থাকবেন ডায়াস এবং আশপাশের তিন-চার গজের মধ্যে। স্টেজের পেছনদিকে বসা থাকবেন আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াস, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত একজন বডিগার্ড থাকবে। সিক্রেট সার্ভিসের দুজন এজেন্ট থাকবে ডায়াসের দুপাশে, আরও চারজন থাকবে মঞ্চের নীচে। এ ছাড়া স্টেজে

প্রেসিডেন্টের দুজন স্টাফ আর মি. ফুটবলও থাকবে। ফুটবল নামটা ব্যঙ্গ করে রাখা হয়েছে, আসলে এই ভদ্রলোক এয়ারফোর্সের স্টাফ কর্নেল; পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিদিনের পরিবর্তিত কোড ব্রিফকেসে ভরে প্রেসিডেন্টের পেছন পেছন তাকে ঘুরতে হয়। মঞ্চে এই কয়েকজন লোকই শুধু থাকবে।

পৌনে বারোটায় ভাষণ শুরু হলো। হোমার কার্লটন চমৎকার বক্তা, কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করার কায়দাটা তিনি ভালই জানেন—জনসাধারণের মুহুর্মুহু করতালি আর তাঁর নামে শ্লোগান বার বার সেটাই প্রমাণ করে দিল। এদিকে রেডিও চ্যানেলে সিকিউরিটি ডিটেইলকে প্রচণ্ড ব্যস্ত শোনাল, সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে তারা, ছোটখাট কোনও বিষয়ই উপেক্ষা করছে না। জনসভার ভিতর সশস্ত্র এজেন্টরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ সন্দেহজনক আচরণ করলেই সঙ্গে সঙ্গে চেক করা হচ্ছে তাকে, মাথার উপর বিরামহীনভাবে কয়েকটা হেলিকপ্টার তো চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেই। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেস সিক্স রেডিও কমিউনিকেশন ব্যস্ত করে রেখেছে।

প্রেসিডেন্ট কার্লটনের ভাষণ একসময় শেষ হলো। আর্চবিশপকে পুরস্কৃত করার পালা এবার। মাইকে তার নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল জনতা।

'সময় কত?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জানতে চাইল রানা।

'বারোটা দশ,' ঘড়ি দেখে বলল রাইস।

'তোমার লোকজনকে রেডি হয়ে যেতে বলো, আমি বলার পর একটা সেকেন্ডও যেন দেরি না হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াকি-টকিতে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাইস।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। বাতাসের গতি যে কমে গেছে, তা টের পাচ্ছে ও। গুলি করার আদর্শ সময় এসে গেছে,

কিন্তু কোথায় ভসকভ? সে এখনও চেহারা দেখাচ্ছে না কেন?

কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল। পার্কের মাইকে নতুন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। দিব্যচোখে আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে দেখতে পেল রানা, ভাষণ দিচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি। দুশ্চিন্তা ভর করল ওর মনে, কার্লটন কি আসন্ন বিপদটার ব্যাপারে জানেন? জানলে কি হাসিমুখে দাঁড়াতে পারতেন মঞ্চে? নিশ্চয়ই না। তার মানে ভদ্রলোককে কিছুই জানানো হয়নি। সিআইএ-র কাজের ধারা খুব ভাল করেই জানা আছে ওর, প্রয়োজনে নিজেদের প্রেসিডেন্টকেও টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে ওরা পিছপা হয় না। একথাটা জানতে পারলে কার্লটনের মুখের ভাব কেমন হবে, জানতে ইচ্ছে হলো ওর।

ভাবনাটার ফলে ওর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটতে যাবে, ঠিক তখনই অপেক্ষার অবসান ঘটল।

স্কোপে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, গির্জার মিনারের জানালাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। চৌকাঠের অপর পাশে একটা শুটিং বেঞ্চ রয়েছে, তাতে পজিশন নিয়ে একজন মানুষ মূর্তির মত শুয়ে আছে, তার হাতে একটা কুচকুচে কালো রঙের রাইফেল। দুপুরের চোখ ঝলসানো রোদের কারণে সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু আততায়ীর চেহারাটা ও চিনতে পারল না, কারণ লোকটা একটা মুখোশ পরে আছে। একটা বিষয় ওর মনে খটকা জাগিয়ে তুলল, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেল না, সময় খুব কম। যে কোনও মুহূর্তে গুলি করবে লোকটা।

'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি, রাইস,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'তোমার টিমগুলোকে মুভ করতে বলো।'

'দেখতে পাচ্ছেন? ওকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?' অফিসার ব্র্যাডফোর্ডের গলা উত্তেজনায় ফেটে পড়ল।

জবাব দিল না রানা।

'শুটারকে স্পট করা গেছে,' রাইস ওয়াকি-টকিতে বলল। 'সবাই মুভ করো!'

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। বিস্মিত হলো রানা, ব্যাপারটা কী? এতক্ষণে শার্পশুটারদের গুলিতে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে যাবার কথা, মাথার ওপরে চলে আসার কথা হেলিকপ্টারগুলোর, তা থেকে র‍্যাপলিং করে নামার কথা সশস্ত্র কমান্ডোদের... কিন্তু সেসবের কিছুই ঘটছে না কেন?

'হারি আপ, রাইস!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'তোমার লোকজন দেরি করছে কেন?'

তার ঠিক পরমুহূর্তেই রানাকে হতবাক করে দিয়ে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল, মাজলফ্ল্যাশ দেখে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত স্থবির হয়ে গেল ও। কোনমতে স্কোপটা পার্কের দিকে ফেরাল, সেখানে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, উদভ্রান্ত জনতা ছোটাছুটি করছে পাগলের মত। মঞ্চের উপর ছোপ ছোপ রক্ত আর পড়ে থাকা মানবদেহ দেখতে পেল।

হতবিহ্বল হয়ে গেল রানা। একটাই প্রশ্ন চরকির মত ঘুরছে ওর মাথায়।

কেন? কেন? কেন?

'মি. রানা!'

রাইসের নরম কণ্ঠের ডাক শুনে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'এই নিন আমাদের বিদায়-উপহার।'

হাসিমুখে ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইস, হাতে পিস্তল। নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল ও রানার বুকে।

পনেরো

গুলির শব্দে চমকে উঠল এরিক। একটা মুহূর্তের জন্য পৃথিবী মনে হলো থেমে গেছে, সবকিছু পরিণত হয়েছে চলৎশক্তিহীন পাথরে।

তার পরপরই ওয়াকি-টকিতে একটা আর্তনাদের মত কণ্ঠ শোনা গেল।

'মাই গড! ফ্ল্যাশলাইট হিট হয়েছেন!'

বাক্যটা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারল না ও, যখন পারল তখন সারা শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। গুলির শব্দটা খুব কাছেই কোথাও থেকে হয়েছে, ব্যস্ত চোখে উৎসটা ঠাহর করার চেষ্টা করল এরিক। রেডিও নেটওয়ার্কে ওদিকে কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

'পোডিয়ামে আমরা আক্রান্ত হয়েছি! ফ্ল্যাশলাইট ইজ ডাউন!'

'আলফা অ্যাকচুয়াল! আলফা অ্যাকচুয়াল! আলফা অ্যাকচুয়াল!' বেস সিক্স থেকে চেঁচিয়ে উঠল বুলডগ।

"অ্যাকচুয়াল" কোডের মানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সরাসরি হামলার মুখে পড়েছেন, তাঁকে বাঁচাতে যে কোনও পদক্ষেপ নেয়ার অনুমোদন দেয়া হলো।

'মেডিক্যাল টিম! আমাদের মেডিক্যাল টিম দরকার!'

'আসছে। অল ইউনিট, তোমরা পার্ক খালি করো এখুনি!

কিন্তু কেউ যেন চলে যেতে না পারে! মেইন রোডে কর্ডনের মধ্যে রাখো সব দর্শককে।'

'কাজটা সম্ভব নয়,' কেউ একজন বলল, 'সবাই পাগলের মত দৌড়াচ্ছে।'

'গড ড্যাম ইট!' গালি দিয়ে উঠল বুলডগ। 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। যেভাবে হোক সবাইকে আটকাও! না পারলে আমি তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করব, বুঝেছ?'

'বেস সিক্স, মেডইভাক লাগবে আমাদের। আর্চবিশপও হিট হয়েছেন, অবস্থা গুরুতর। ওনাকে হারাতে যাচ্ছি আমরা।'

'ইমার্জেন্সি মেডিকস, কোথায় তোমরা?'

'মেডিক্যাল টিম ওয়ান বলছি, আমরা স্টেজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে আছি। ওখানে ওঠা কি নিরাপদ?'

'পোডিয়াম টিম, তোমাদের লক্ষ্য করে কি এখনও গুলি হচ্ছে?'

'নেগেটিভ, বেস সিক্স। দু'তিনটা গুলি হবার পরই থেমে গেছে।'

'কোথেকে এসেছে গুলি, বুঝতে পেরেছ?'

'না, তবে দূর থেকে করা হয়েছে, সম্ভবত র‍্যাম্পার্টের ওদিক থেকে। আমার ধারণা... স্নাইপার।'

'সোয়াট টিম, ওদিকে মুভ করো।'

প্রায় লাফ দিয়ে কার থেকে নামল এরিক, হাতে বেরিয়ে এসেছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা। দ্বিতীয়বারের মত একটা গুলির শব্দ শুনেছে বলে মনে হলো ওর, বামের একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং থেকে এসেছে সেটা।

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে সেদিকে ছুটল ও।

ওকে টেনে আরেকটা রুমে নিয়ে এসেছে। বুকের ক্ষতটা থেকে অবিরাম উষ্ণ রক্ত গড়াচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর। তবে দুই শত্রু দারুণ সতর্ক, নিজেদের গায়ে এক ফোঁটাও লাগতে দিচ্ছে না। রাইস কাকে যেন নির্দেশ দিল। প্রথম রুম আর করিডর থেকে রক্ত পরিষ্কার করে ফেলতে বলছে। কী ঘটেছে, তার কোনও চিহ্নই রাখছে না এরা।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, রানা মারা যায়নি। কেন, তা হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে পারবে, তবে আঘাতটা যথেষ্ট গুরুতর। শরীরের প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে ওর প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু এই নিভে আসা দৃষ্টি দিয়েও নতুন কামরাটায় একটা জানালার পাশে সেট করা শুটিং বেঞ্চ দেখতে পেল রানা। বেঞ্চে স্কোপসহ একটা রাইফেল ফিট করা... ওর নিজের রাইফেল!

রাইফেলটা ও লিটল রকের হোটেলে ব্যক্তিগত লকারে রেখে এসেছিল, এরা কীভাবে যেন সেটা নিয়ে এসেছে। এতক্ষণে পুরো চক্রান্তটা আঁচ করতে পারল রানা। প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে নয়, তাতে ফাঁসানোর জন্যই ওকে নিয়ে এসেছে এরা।

আড়াল থেকে কর্নেল অল্ডেনকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, লোকটা সিকিউরিটি ডিটেইলের সঙ্গে যোগই দেয়নি, বরং বিল্ডিঙের ভিতরই বসে পুরো নাটকটা দক্ষ নির্দেশকের মত পরিচালনা করছে।

'চমৎকার, সবকিছু ঠিকমতই এগোচ্ছে,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কর্নেল। রাইসকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্লিনআপ শেষ হয়েছে?'

ঘড়ির দিকে তাকাল মেজর। বলল, 'হয়ে এল বলে।'

'হারামজাদা কি মরেছে?' রানাকে ইশারায় দেখাল অল্ডেন।

'পালস চেক করিনি, তবে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করেছি। বেঁচে থাকার কথা নয়।'

'গুড। চলো তা হলে কেটে পড়ি।' ব্র্যাডফোর্ডের দিকে তাকাল কর্নেল। 'এবার তোমার শো, অফিসার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলে কথা বলতে শুরু করল ব্র্যাডফোর্ড, গলায় একটা উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলল সে। 'বেস সিক্স, দিস ইজ ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি। সাসপেক্টকে খুঁজে পেয়েছি আমি... পাঁচশো চোদ্দ, সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটে, সবচেয়ে ওপরতলায়। পালাবার চেষ্টা করছিল, আমি গুলি করেছি। সে গুরুতর আহত। জরুরি সহযোগিতা প্রয়োজন, ওভার।'

'গুড ওয়ার্ক, ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি,' চেঁচিয়ে বলল বুলডগ। 'স্ট্যান্ডবাই, এখুনি সাহায্য আসছে।'

ওয়াকি-টকি নামিয়ে হাসল ব্র্যাডফোর্ড, অল্ডেন আর রাইসও হেসে তার প্রত্যুত্তর দিল।

'পরে দেখা হবে,' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল তারা।

শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়ে অসহ্য রাগে বিদ্রোহ করে উঠল রানার মন। এই লোকগুলোর সুগভীর চক্রান্তের কাছে হার মানতে হবে বিসিআইকে? কিছুতেই না! শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে অসাড় হতে থাকা ডান হাতটা নাড়ল ও, ক্ষতটা পরীক্ষা করল। রাইসের গুলি ওর বুক দিয়ে ঢুকেছে, একটু নিচু হয়ে বেরিয়ে গেছে কোমরের ঠিক ওপরের চামড়া ভেদ করে।

জীবনে এই প্রথম গুলি খায়নি রানা, আসলে কতবার যে মারাত্মক আহত হয়েছে সেটারই আর হিসেব নেই কোনও। তাই আহতাবস্থা মোকাবেলা করার কায়দা খুব ভালই জানা আছে ওর। চোখ বন্ধ করে অটোসাজেশন দিয়ে ব্যথাটাকে হজম করে নিল ও, তারপর শরীরের কোষে কোষে লুকিয়ে থাকা অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করল। সব শেষে ঝট করে উঠে দাঁড়াল।

দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল অল্ডেন আর রাইস, শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। রানাকে দাঁড়ানো দেখে বিস্ময়ে বাকশক্তি হারাল তারা, ব্রজাহতের মত কিছুক্ষণের জন্য স্থবির হয়ে গেল।

এই সময়টাই কাজে লাগাল রানা, ছুট লাগাল একটা ফাঁকা জানালার দিকে।

সংবিৎ ফিরতেই চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল, 'হোয়াট দ্য হেল! থামাও ওকে!'

পাগলের মত পিস্তল বের করল রাইস, নিশানা ঠিক না করেই গুলি চালাল।

চৌকাঠের এক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল রানা, এ অবস্থায় গুলিটা কাঁধে আঘাত করল ওর। মাতালের মত আধপাক ঘুরে গেল ও, গুলির আঘাতে মাটিছাড়া হলো, উড়ে গিয়ে পড়ল জানালার পাল্লার উপর। ওর ভার সহ্য করতে পারল না পুরনো কাঠ; কাঁচ আর ফ্রেম ভেঙে জানালার ফোকর গলে বাইরে ছিটকে পড়ল রানার দেহ... চারতলার উপর থেকে!

পুরনো বিল্ডিংটার সামনে এসে দিশেহারা বোধ করল এরিক, সিঁড়িঘরের দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝোলানো, সেখান দিয়ে ভিতরে ঢোকার কোনও উপায় নেই। বিকল্প রাস্তার খোঁজে ভবনটার চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল ও, এই ফাঁকে পেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা মিনিট।

হঠাৎ রেডিওতে ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টির মেসেজ শুনতে পেল এরিক। বুকটা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল ওর, সঠিক ঠিকানাতেই এসেছে। দূরে হেলিকপ্টারের রোটরের গগনবিদারী আওয়াজ শুনতে পেল, আহত সাসপেক্টকে নিতে সোয়াট টিম ছুটে আসছে। ওদের আগে কীভাবে বিল্ডিঙে ঢোকা যায়, ভেবে অস্থির হলো ও। ঠিক তখুনি উপরতলায় আরেকটা গুলি হলো... তারপরই জানালা আর কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ!

উপরদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল এরিক, কাঁচের কণা আর কাঠের ভাঙা টুকরোর পাশাপাশি একজন মানুষ বিপজ্জনক গতিতে নীচে পড়ে যাচ্ছে! মানুষটার মৃত্যুদৃশ্য না দেখার জন্য

আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলতে যাবে, এমন সময় যেন দৈববলেই পনেরো ফুট উঁচু পাশের বাড়িটা উদয় হলো—আসলে ওটা ছিল আগে থেকেই, উত্তেজনায় খেয়াল করা হয়নি।

ধপ্ করে ভারী বস্তার মত বাড়িটার ঢালু ছাতে আছড়ে পড়ল রানা, ওই ধাক্কায় বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল, কিন্তু পতনের শেষ হলো না। একটা মুহূর্তের জন্য স্থির রইল ওর দেহ, তারপরই গড়াতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। ছাতের শেষ প্রান্তে এসে আবারও পড়ে গেল নীচে। নরম মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রায়-অচেতন রানা, নড়াচড়ার ক্ষমতা হারাল কিছুক্ষণের জন্য।

হতবাক হয়ে গেছে এরিক, ঘটনার আকস্মিকতায় কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। উপরতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে রাইস ওকে দেখতে পেল।

'কী দেখলে?' গর্জে উঠে জানতে চাইল অল্ডেন।

'মাটিতে পড়ে আছে রানা,' মেজর বলল। 'আই থিঙ্ক হি ইজ ডেড।'

'আগেরবারও তো মরেছিল, উঠে দাঁড়াল কীভাবে?' অল্ডেন খ্যাপাটে গলায় বলল। 'আর কোনও ঝুঁকি নেব না আমি। যাও ওর পালস দেখে এসো, প্রয়োজনে মগজে একটা গুলিও ঢুকিয়ে আসবে।'

'সম্ভব না,' রাইস মাথা নাড়ল। 'নীচে এফবিআইয়ের জ্যাকেট পরা একজন লাশটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আমি পরোয়া করি না,' কর্নেলের মরিয়া কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিল হিম টু!'

'সময় নেই, কর্নেল। সোয়াট টিম এসে পড়বে এখুনি। ওরা আমাদের দেখে ফেললে সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম মাঠে মারা যাবে। এখুনি সরে যেতে হবে আমাদের।'

রাইসের যুক্তি মানতে বাধ্য হলো অল্ডেন। বলল, 'ওকে,

লেটস গো।'

'কিন্তু রানা...' ব্র্যাডফোর্ডের গলায় আতঙ্ক।

'ডোন্ট ওয়ারি,' রাইস বলল। 'হারামজাদা যদি বেঁচে গিয়েও থাকে, অ্যারেস্ট হবে। আর সিক্রেট সার্ভিসের কাস্টডিতে ওকে নিকেশ করা আমাদের জন্যে ছেলেখেলা।'

র‍্যামডাইনের দুই অফিসার দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পতনের আঘাতটা সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। যখন পারবে ভাবল, হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কাজটা সহজ হলো না, রাইসের দ্বিতীয় গুলিতে বাম হাতটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে।

ওকে নড়তে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল এরিক। পিস্তল তাক করে চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, নড়বে না! ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

রানার সারা দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শার্ট আর প্যান্টও ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। চেহারাটা চেনার উপায় নেই বললেই চলে। হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো ও, বলল, 'আমি কিছু করিনি। আমাকে কেন অ্যারেস্ট করবে? ওপরে যারা আছে, তাদের অ্যারেস্ট করো।'

'চুপ করো, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না,' ধমকের সুরে বলল এরিক। 'নড়বে না বলছি!'

পিস্তলটা ডান হাতে তাক করে বাম হাতে কোমর থেকে হাতকড়া বের করল সে। তারপর সতর্কভাবে এগোল প্রতিপক্ষের দিকে।

'তুমিও কি ওদের দলে?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাও প্রশ্নটা না করে পারল না রানা।

'মানে? কাদের দল?'

'ওপরের ওরা, যারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

যারা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে।'

'আবোলতাবোল বকা বন্ধ করো,' এরিক বলল। 'কোনও দল-টল নেই এখানে। আমি একজন এফবিআই এজেন্ট আর তুমি আমার বন্দি, বুঝেছ?'

কথা বলল না রানা, টলতে শুরু করল হঠাৎ করে, পড়ে যাবে এখুনি। ছুটে গিয়ে পেছন থেকে ওকে ধরে ফেলল এরিক, তবে পিস্তলটা ঠেকিয়ে রাখল বন্দির পিঠে। রানাকে স্থির করে ওর বামহাতের কবজিতে হ্যান্ডকাফটা পরাল সে, তারপর পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ডানহাতটা ধরে পিছনে টানতে গেল, হাতকড়ার অন্যপ্রান্তটা আটকাবে।

এরপর যা ঘটল, তা অপ্রত্যাশিত। আচমকা ছোবল দিল রানার হাত, এরিকের কবজি ধরে টান দিল। ভারসাম্য হারাল বেচারা, রানার কাঁধে ভর দিয়ে শূন্যে উঠে গেল পুরো শরীর। বুঝতে পারল এফবিআই এজেন্ট, জুডো-ফ্লিপের ফাঁদে তাকে ফেলেছে প্রতিপক্ষ। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে ইচ্ছে হলো, এত সহজে বোকা বনার জন্য।

রানার শরীর টপকে সামনের মাটিতে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল এরিক, 'হুঁক' করে বেরিয়ে গেল বুকের সব বাতাস, নিঃশ্বাসের অভাবে হাঁসফাঁস করতে থাকল সে। যন্ত্রণার অবসান সেখানেই নয়, কনুই দিয়ে শ্বাসনালীর উপর আস্তে একটা আঘাত করল রানা, জোরে মারলে হাড় ভেঙে দিতে পারত। কয়েক মিনিটের জন্য সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেল এরিক, শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত, কথা বলারও ক্ষমতা হারিয়েছে।

হ্যান্ডকাফটা খুলল প্রথমে, তারপর দক্ষ হাতে প্রতিপক্ষের শরীর সার্চ করল রানা। এই প্রথম রক্তের আড়ালে ওর চেহারাটা ঠিকমত দেখতে পেল এরিক, চোখদুটো বিস্ফারিত হলো তার। কোমর থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিল রানা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করল এরিক, এখনই একটা গুলিতে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে

লোকটা। কয়েক মুহূর্ত পরেও যখন কিছু ঘটল না, সাহস করে চোখ খুলল। দেখল, ছুটে চলে যাচ্ছে রানা।

কনুইয়ে ভর দিয়ে সোজা হলো এরিক, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। চিৎকার করতে করতে অফিসার ব্র্যাডফোর্ডকে ছুটে আসতে দেখতে পেল এবার।

'কোথায়? কোথায় হারামজাদা?'

হতাশভাবে মাথা নাড়ল এরিক, 'পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে!' ব্র্যাডফোর্ড যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কীভাবে তা সম্ভব? দুবার গুলি খেয়েছে লোকটা!'

'নিশ্চয়ই কৈ মাছের প্রাণ। আমাকে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলেছিল।'

'কলসাইন কত আপনার?'

'ব্যুরো ফোর।'

'বেস সিক্স, দিস ইজ ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি,' রেডিওতে বলল ব্র্যাডফোর্ড। 'সাসপেক্ট জানালা ভেঙে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পালিয়েছে!'

'হোয়াট!' বাঘের মত গর্জে উঠল বুলডগ।

'হ্যাঁ, পড়ার আগে আরেকটা গুলি করেছি আমি। কিন্তু লাভ হয়নি। হি ইজ আ টাফ বাস্টার্ড। নীচে ব্যুরো ফোর ছিল, কিন্তু সে-ও তাকে থামাতে ব্যর্থ হয়েছে।'

'আমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে লোকটা,' জানাল এরিক।

অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ব্র্যাডফোর্ড, পারলে ভস্ম করে দেয়। বেস সিক্সকে ব্যাপারটা জানাল সে।

'কোন্‌দিকে গেছে সাসপেক্ট?' জানতে চাওয়া হলো।

'র‍্যাম্পার্টের দিকে, পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।'

দূরে গাড়ি স্টার্টের শব্দে চমকে উঠল এরিক। ব্র্যাডফোর্ডকে বলল, 'কথাটা ঠিক নয়। আমার গাড়িটা ওদিকে... ইগ্‌নিশনে চাবি রেখে এসেছি!'

পুলিশ অফিসারের দাঁত কিড়মিড় করা দেখে মনে হলো এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেটাকে পাত্তা না দিয়ে ছুটতে শুরু করল এরিক। রাস্তায় পৌঁছে দেখল, ওর সন্দেহই ঠিক। আবছাভাবে অপসৃয়মাণ গাড়িটার পেছনদিক এক ঝলক দেখতে পেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ব্র্যাডফোর্ডও এসে পৌঁছাল। খালি রাস্তা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে। ওয়াকি-টকিতে বলল, 'ভিক্টর সেভেন টোয়েন্টি বলছি। ব্যুরো ফোরের গাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে সাসপেক্ট।'

'গাড়ির নাম্বার বলো।'

'মনে নেই,' ব্র্যাডফোর্ডের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বলল এরিক। 'গাড়িটা আমার নয়। আজ সকালেই মোটরপুল থেকে ইস্যু করে এনেছি। তবে ওটা একটা ফোর্ড টরাস, এটুকু বলতে পারি।'

'আপনি তো রীতিমত কেরামতি দেখিয়ে চলেছেন,' বিদ্রূপ ঝরল ব্র্যাডফোর্ডের কণ্ঠে। রেডিওতে গাড়ি সংক্রান্ত তথ্যটা জানিয়ে দিল সে।

রেডিও নেটে দ্রুত গাড়িটা আটকানোর নির্দেশ দেয়া হলো। হেলিকপ্টারের রোটর আর পুলিশের সাইরেনে প্রকম্পিত হলো গোটা এলাকা।

'আপনার মত অপদার্থ লোক কীভাবে এফবিআই এজেন্ট হলো, তা আমার মাথায় ঢুকছে না,' রাগটাকে দমিয়ে বলল ব্র্যাডফোর্ড।

'তার প্রয়োজনও নেই,' এরিক শান্ত গলায় জবাব দিল। 'কারণ আমি এমন কিছু জানি, যা আপনি জানেন না।'

'কী সেটা?'

'বেস সিক্সকে বলুন, সাসপেক্টের নাম মাসুদ রানা। সে বাংলাদেশী একজন স্পাই। চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন, না সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে?'

বিস্ময়ে খাবি খাওয়া বাকি রইল ব্র্যাডফোর্ডের। 'আপনি... আপনি ওকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি।'

শুধুমাত্র মনের জোরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, শরীর তাতে আপত্তি জানিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু তা মানতে রাজি নয় ও। নার্ভে সামান্য ঢিল দিলেই জ্ঞান হারাবে, সেটা মৃত্যুরই নামান্তর। অ্যাকসিডেন্ট যদি নাও করে, ধরা পড়বে নিঃসন্দেহে—তার অর্থ: নির্ঘাত মৃত্যু। একটাই ভয় ওর—হেলিকপ্টার। যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে ওগুলো, খসানো সম্ভব হবে না, বরং হাই পাওয়ার আর্মামেন্টের কল্যাণে ওকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে। আশার কথা একটাই, আহতদের উদ্ধারে ব্যস্ত কপ্টারগুলো, ওর পিছনে খুব বেশি হলে দুটো পাঠাতে পারবে সিকিউরিটি ডিটেইল।

অলি-গলির ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ি চালাচ্ছে ও, সরল কোনও পথ অনুসরণ করছে না—পিছনে ধাওয়া করে আসা বাহিনীটাকে ধোঁকা দেয়ার একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এদিকে দুটো হেলিকপ্টারকে এগোতে দেখে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির পোর্চের নীচে থেমে সেগুলোকে ফাঁকি দিল রানা।

একটা সুবিধে রয়েছে ওর। রেকি করার সময় এই এলাকার প্রতিটা অলি-গলি হাতের তালুর মত চিনে রেখেছে ও, সিকিউরিটি ডিটেইলের অবস্থানও জানে। কোন্ পথে গেলে পালানো সহজ হবে, বুঝতে পারছে। কিন্তু আসল এস্কেপ রুটটায় পৌঁছুনোই সবচেয়ে কঠিন কাজ, আহত না হলে পায়ে হেঁটে সহজেই চলে যেতে পারত।

ক্ষতদুটো ভীষণ ভোগাচ্ছে। যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, স্রেফ দৈববলেই বেঁচে আছে ও। শুধু ভাগ্যের জোরে রাইসের গুলিটা নাজুক কোনও ধমনী ছেঁড়েনি, ভিতরের কোনও জটিল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতিও করেনি। তারপরেও রক্তক্ষরণ মারাত্মক হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে। কাঁধের আঘাতটা গুরুতর নয়, অবশও হয়ে পড়েছে অনেকটা, কিন্তু প্রথম ক্ষতটা খুব শীঘ্রি বন্ধ করতে না পারলে মৃত্যু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

চারপাশে তাকাল রানা। সীটের উপর একটা ডোনাটের বাক্স দেখতে পেল। টান দিয়ে ওটার তৈলাক্ত ফয়েলটা বের করে নিল ও, বলের মত মুড়ে বুকের ক্ষতটায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর ফুলশার্টের হাতা ছিঁড়ে পেঁচিয়ে বাঁধল বুক। রক্তপাত থামেনি এখনও, তবে কমেছে। তারমানে আয়ু আরও কিছুটা বাড়ল ওর।

মনের ভিতর ক্রোধ একটা হিংস্র বাঘের মত দাপাদাপি করছে। ইকরামের মৃত্যুর প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও, নইলে অল্ডেন আর রাইসের মত দুটো নরকের কীট ওকে এভাবে ফাঁদে ফেলে কী করে? ভসকভ-টসকভ কিচ্ছু না, স্রেফ টোপ দেয়া হয়েছিল ওকে। বানোয়াট একটা কাহিনি সাজিয়ে বোকা বানানো হয়েছে, আর ও কি না সত্যি সত্যি ভসকভকে পাবার নেশায় ওদের প্রতিটা ইশারায় বাঁদরের মত নেচেছে! আগেই বোঝা উচিত ছিল, ভসকভকে যদি সত্যিই পায় সিআইএ, কখনোই বাইরের কাউকে তা জানতে দেবে না। সাহায্য চাওয়া তো অনেক পরের কথা।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? আয়োজন করে এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের জাল কেন পাতা হলো? অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টকে দাবার ঘুঁটি বানানো হয়েছে শুধুই কি ওকে ফাঁদে ফেলার জন্য? হতেই পারে না। এর পিছনে জটিল এবং বিশাল আরও কোনও রহস্য আছে। সেটা জানতে হবে রানাকে। তারপর এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা মানুষকে নিজ হাতে শায়েস্তা করবে, প্রতিজ্ঞা করল ও।

তবে এসব সম্ভব করার জন্য সবার আগে পালাতে হবে, বাঁচতে হবে। কী করবে, ঠিক করে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

হেলিকপ্টার আর স্থলবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন এলোমেলো গলিঘুপচি ধরে নদীর ধারে পৌঁছে গেল ও। সামনে একটা ছোট ব্রিজ রয়েছে, তবে সেখানে রোডব্লক দিয়ে পুলিশের একটা টিম দাঁড়িয়ে গেছে।

লুকোচুরির সময় শেষ, ব্রিজ লক্ষ্য করে পূর্ণগতিতে গাড়ি ছোটাল রানা, নিজে শুয়ে পড়ল সীটের উপর—গুলিবৃষ্টি থেকে বাঁচার একটা চমৎকার বুদ্ধি। রেডিও নেটে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, ফোর্ডটাকে স্পট করতে পারার রিপোর্ট পৌঁছে যাচ্ছে সবখানে।

'যে-করেই হোক, থামাও ওকে!' নির্দেশ দিল বুলডগ।

অর্ডার পেতেই যা দেরি, তুমুল বৃষ্টির মত গুলি ছুটল। ফোর্ডের ধাতব দেহ মোরব্বার মত ফুটো করল বুলেট, কিন্তু থামল না রানা, অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরে রাখল ফ্লোরবোর্ডের সাথে। একশো বিশ মাইল বেগে ব্রিজের মুখে ব্যারিকেড হিসেবে আড়াআড়িভাবে দাঁড়ানো দুটো প্যাট্রোল কারের বনেট আর রিয়ারএন্ডে আঘাত করল ফোর্ড। জীবন বাঁচানোর জন্য রোডব্লকে দাঁড়ানো পুলিশেরা আগেই ব্যাঙের মত ঝাঁপ দিয়েছে চারদিকে। এবার আঘাতের ধাক্কায় চরকির মত ঘুরে গেল কারদুটো, মাঝখানে তৈরি হওয়া ফাঁক গলে ব্রিজে উঠে পড়ল ফোর্ড। পেছন থেকে আরেক দফা গুলি চালানো হলো। তাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না।

বিস্মিত চোখে পুলিশেরা এবার নতুন একটা দৃশ্য দেখতে পেল। ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছে হঠাৎ নাক ঘোরাল ফোর্ড, রেলিং ভেঙে ঝাঁপ দিল পানিতে! ফুলঝুরির মত মিসিসিপি নদীর কয়েকশো লিটার পানি ছিটকে উঠল, কয়েক সেকেন্ডের জন্য সারফেসে স্থির রইল গাড়িটা, তারপরই শরীরের অসংখ্য ফুটো দিয়ে দ্রুতবেগে ঢুকতে থাকা পানির কাছে হার মানল; তলিয়ে গেল নীচে।

ষোলো

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা পৃথিবী জেনে গেল, মার্কিন প্রেসিডেন্টের জীবননাশের চেষ্টা চালানো হয়েছে, আর এই কাজটা করেছে মাসুদ রানা নামে এক বাঙালি মুসলমান যুবক। আততায়ীর নাম এত দ্রুত সাংবাদিকদের জানতে পারার কথা নয়, তবে রানাকে আটকাবার জন্য র‍্যামডাইন আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে; নামটা সেজন্যই ফাঁস হয়ে গেছে তাদের কাছে।

সন্ধ্যা নাগাদ অ্যামেরিকার প্রায় প্রতিটা পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা বের করল, তা থেকে জনগণ প্রেসিডেন্টের অক্ষত থাকার খবর জানতে পারল। জানা গেল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে আততায়ীর গুলি। আর্চবিশপের দেহের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে কোমরে সামান্য আঘাত পাওয়া ছাড়া প্রেসিডেন্ট কার্লটনের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ভ্যালেরিয়াসের ভাগ্য ততটা ভাল নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা তাঁর বুকে বিঁধেছে, মারা গেছেন বেচারা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই।

মাসুদ রানার পালানোর খবরও বেশ রং মাখিয়ে ছাপানো হলো। কীভাবে ধাওয়াকারীদের ও ফাঁকি দিয়েছে আর ব্যারিকেড ভেঙে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, সেটা নিয়ে কল্পনাবিলাসী রিপোর্টাররা রীতিমত রোমহর্ষক কাহিনি সাজিয়ে ফেলল, কোথাও কোথাও তাতে সত্যের লেশমাত্র রইল না।

টিভি চ্যানেলগুলোও কম যায় না, শুরু থেকেই আর্চবিশপের গুলিবিদ্ধ হওয়া আর প্রেসিডেন্টসহ পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা বারবার দেখিয়ে যাচ্ছে তারা। এবার একটানা চব্বিশ ঘণ্টা নিউ অর্লিয়েন্স হাসপাতাল—যেখানে প্রেসিডেন্টকে রাখা হয়েছে সেখান থেকে, আর মিসিসিপি নদী থেকে সরাসরি সম্প্রচার শুরু হলো। কোটি কোটি দর্শক দেখতে পেল, রানার খোঁজে সরকারী বাহিনীগুলো কীভাবে পুরো নদী তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ফোর্ড গাড়িটা পানির তলা থেকে তুলে আনা হলো। তবে মাসুদ রানার লাশ তার মধ্যে পাওয়া গেল না। রানার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। ধীরে ধীরে তল্লাশির এলাকা বড় করা হলো, নদীর উজান আর ভাটি ধরে শ'খানেক বোট জাল ও গ্যাফ নিয়ে মাইলের পর মাইল খুঁজে ফিরল, কিন্তু তারপরেও তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে আরও বড়সড় আকারে নিউজ ছাপল প্রতিটা পেপার। আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসের মত মহান এক ব্যক্তির মৃত্যু বলতে গেলে উহ্য রয়ে গেল; বরং রানার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কার্লটনের পুরনো বিবাদটা গুরুত্ব পেল সমস্ত রিপোর্টে, সেইসঙ্গে রানা এজেন্সির চারটে শাখা বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টাও উঠে এল। শান্তিপূর্ণভাবে রানা যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করছিল, তা কোনও এক রহস্যময় কারণে কেউই সরাসরি উল্লেখ করল না। রানার পুরনো দুয়েকটা ছবিও ছাপা হলো পত্রিকাগুলোতে।

রানার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপল কোনও কোনও পত্রিকা। এদিক থেকে ওর ভীষণ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কথা, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সারা পৃথিবীর কল্যাণে জীবনে অনেককিছুই করেছে রানা। কিন্তু মিডিয়ার নেতিবাচক রিপোর্টের কারণে সবর্ত্রই খলনায়কে পরিণত হলো ও।

আততায়ী হিসেবে রানার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এফবিআই কাজ করল খুব দ্রুত, শুধু এরিকের দেয়া ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিফিকেশনের উপর আস্থা রেখে বসে রইল না তারা। প্রথমেই সেইন্ট অ্যান স্ট্রিটের বাড়িটা থেকে উদ্ধার করা রাইফেলের সিরিয়াল নাম্বার চেক করা হলো, জানা গেল অস্ত্রটা মাসুদ রানার নামে রেজিস্ট্রি করা। নদী থেকে উদ্ধার করা ফোর্ডের স্টিয়ারিং হুইলে পাওয়া আবছা ফিঙ্গারপ্রিন্টও রানার সঙ্গে মিলে গেল। ওয়াশিংটনে রানার অ্যাপার্টমেন্টে হানা দিল তারা এরপর, সেখান থেকে প্রেসিডেন্টের উপর হামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ম্যাপ, হিসাবনিকাশ আর রিসার্চের কাগজপত্র পাওয়া গেল। যদিও এগুলো সবই ভসকভকে ধরার জন্য রানা তৈরি করেছিল, কিন্তু কারও সেটা জানার কথা নয়। পোডিয়াম থেকে দুটো গুলির অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল, সেগুলো এতই বিকৃত হয়ে গেছে যে, কোনও অস্ত্রের সঙ্গে ম্যাচ করা সম্ভব নয়। তবে রানার রাইফেলের চেম্বার ও ম্যাগাজিনে হুবহু একই ধরনের অক্ষত বুলেট পাওয়া যাওয়ায় ধরে নেয়া হলো, গুলিটা রানাই করেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় এসব কাজ সেরে ফেলল এফবিআই।

অবশেষে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে রানাকে আততায়ী হিসেবে ঘোষণা দিল এফবিআই। ওসামা বিন লাদেনকে কয়েক হাত পিছনে ফেলে ওর নাম উঠে এল মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের সবার উপরে। ওর মাথার দাম ঘোষণা করা হলো দুই কোটি ডলার। রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র, সবখানে বারবার প্রচারিত হতে থাকল ঘোষণাটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটাশ কোটি নাগরিক রানাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুঁজতে শুরু করল।

এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং অ্যামেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীরাও বিপদ থেকে রেহাই পেল না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটল, পরিস্থিতি সামাল

দিতে পুলিশকে গলদঘর্ম হতে হলো। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে একদল সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে ফেলল। প্রস্তাব দিল তারা, দেশটার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক, আরোপ করা হোক অর্থনৈতিক অবরোধ। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এসব প্রস্তাব গৃহীত হলো না, তারপরও গোটা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ভয়ানক বিপন্ন হয়ে পড়ল।

বিসিআইয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করল বাংলাদেশ সরকার, কিন্তু সঠিক কোনও উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, তিনি নিজেও তো ঠিক কী ঘটেছে জানেন না। তবে জোর গলায় তিনি জানালেন, রানা একাজ করতেই পারে না। কয়েকদিন সময় চাইলেন তিনি, পুরো রহস্যটা উদঘাটন করার জন্য। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হলো, এ বিষয়ে কোনও অবস্থাতেই নাক গলানো যাবে না, তাতে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে। রানার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার তোড়জোড় করতে লাগল উপর মহলের একটি অংশ। তবে দেনদরবার করে সিদ্ধান্তটা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে সমর্থ হলেন রাহাত খান।

এদিকে মার্কিন সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রানা এজেন্সির সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছে, এজেন্সির সব অপারেটরদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে আগেই। ফলে গোপনে তাদের দিয়ে তদন্ত করানোর সুযোগটাও হারালেন রাহাত খান।

শুধু বাংলাদেশীরাই নয়, সমস্যার সম্মুখীন হলো মার্কিন কিছু নাগরিকও। যুক্তরাষ্ট্রে রানার বন্ধুর সংখ্যা কম নয়, বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ীও আছেন অনেকে। তাদের সবার পিছনেই গোয়েন্দা

লেগে গেল, পলাতক রানা তাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসতে পারে, এই ভেবে। ফলে সত্যিকার অর্থেই একা হয়ে পড়ল রানা, ওকে সাহায্য করার মত কেউ রইল না। রানার এসব বন্ধুদের অনেককেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করে জেরার সম্মুখীন করা হলো, যাদের জেরা করা হয়নি তাদেরও কম ভোগান্তি হলো না। সংবাদ মাধ্যমের লোকজন তাদের জ্বালাতন শুরু করল। এই দ্বিতীয় দলের একজন হচ্ছেন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কর্ণধার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাহাত খানের বন্ধু, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীদের একজন।

অন্যদের মত সাংবাদিকদের এড়িয়ে গেলেন না তিনি। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না মাসুদ রানা আমাদের প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে। এ হতেই পারে না, আপনারা সবাই কোথাও ভুল করছেন। তা ছাড়া মনে রাখবেন, রানা যদি সত্যিই তাঁকে হত্যা করতে চাইত, তা হলে এ মুহূর্তে তিনি জীবিত থাকতেন না।'

'একথা কেন বলছেন?' জানতে চাইল একজন রিপোর্টার।

'কারণ মাসুদ রানা বর্তমান পৃথিবীর সেরা স্নাইপার,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ও যদি প্রেসিডেন্ট কার্লটনকে টার্গেট করে থাকত, তা হলে তিনিই মারা যেতেন, কোনও আর্চবিশপ নয়। আপনারা বলছেন রানা মিস করেছে? এ অসম্ভব। গুলিটা করেছে অন্য কেউ, মিস করেছে সে-ই।'

সারা পৃথিবীর মানুষ প্রথম দিন থেকে জনসভায় গুলিবর্ষণের ভিডিওটা দেখছে, কিন্তু এরিক স্টার্ন সেটায় চোখ বোলাল ঘটনার তিনদিন পর। জীবনের সব কিছুর প্রতিই আগ্রহ হারিয়েছে সে, কীভাবে গুলিটা হলো বা কীভাবে কী ঘটল, জানার কোনও ইচ্ছেই তার হয়নি।

মাসুদ রানাকে ধরার জন্য সিআইএ, এফবিআই আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মিলে বিশাল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার নাম রাখা হয়েছে—অপারেশন ম্যানহান্ট। নিউ অর্লিয়েন্সের এফবিআই বিল্ডিঙে খোলা হয়েছে এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। সেখানেই প্রতিদিন অফিস করে যাচ্ছে এরিক, পুরনো কাজ ডেস্ক জবে ফিরে গেছে সে। এ মুহূর্তে মূল কাজ, মানে রানাকে ধরা নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে ছোটখাট কোনও বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাচ্ছে না কেউ। প্রতি ঘণ্টায়ই কোনও না কোনও খবর আসছে, রানাকে কোথায় দেখা গেছে, এ সংক্রান্ত। খবরগুলো যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু সেগুলো যাচাই করতে গিয়ে ম্যানহান্টে জড়িত সবার জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এসবে কালক্ষেপণ হচ্ছে বটে, সবাই জানে, দুদিন আগে হোক বা পরে, রানাকে হাত ফসকে পালিয়ে যেতে দেয়ায় জবাবদিহি করতে হবে এরিককেই।

ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক। মাসুদ রানা প্রেসিডেন্টকে গুলি করতে পারে, একথা কল্পনাও করতে পারছে না ও। এককালে রানার বিষয়ে এক ধরনের ফ্যাসিনেশন থেকে বিস্তর গবেষণা করেছিল ও, ঘেঁটেছিল মেলা কাগজপত্র। লোকটার দেশপ্রেম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস, আর মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার বিষয়ে জানতে পেরে মুগ্ধ হয়েছিল, মনে মনে তাকে নিজের আদর্শ মেনেছিল। এই মানুষটা কী করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে বোকার মত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে? ওর জানা রানার সঙ্গে এই রানার কোনও মিল নেই।

তবে মাসুদ রানার প্রাণশক্তি দেখে এখনও মুগ্ধ এরিক। দু'দুটো গুলি খেয়ে, আর চারতলা একটা ভবন থেকে পড়ে যাওয়ার পরও লোকটা যে কায়দায় ওকে কাবু করল আর

কয়েকশো এজেন্টের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে পালিয়ে গেল, তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। বাকি সবার মত এরিকও একটাই প্রশ্ন নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—রানা গেল কোথায়? সার্চ পার্টিগুলো এখনও নদীর উজানভাটির সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে রানার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে যতটা ভাবছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবছে ও আরও কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে। সেই পুরনো দালানটার সিঁড়িঘরের দরজায় মস্তবড় তালা দেখেছিল ও, তা হলে ওপরে উঠল কী করে ব্র্যাডফোর্ড, বেরোলই বা কী করে? কয়েকটা গলার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনেছিল ও চারতলার জানালা থেকে, তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেন? শেষ একটা কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে ও: কিল হিম টু!—সেই 'হিম'টা কে, ও? আরও একটা ব্যাপার, প্রেসিডেন্টের দিকে গুলি চালাতে যার দ্বিধা নেই, সেই লোক ওর কণ্ঠায় হালকা একটা গুঁতো দিয়ে অচল করে দিল ওকে, খুন করল না কেন? সেটাই কি অনেক সহজ ছিল না?

অন্যান্য দিনের মত আজও কাজের ফাঁকে এসব ভাবনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল ও, হঠাৎ বন্ধু জেমস ডাইসনের ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।

'কী হে এরিক, ভাবছটা কী বসে বসে?'

'কিছু না।'

'কাজকর্ম না থাকলে চলে এসো আমার সঙ্গে। সিবিএস চ্যানেল থেকে শুটিঙের ফুটেজটা আনা হয়েছে, অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে ওটার। চলো দেখি গিয়ে।'

'আমার ইচ্ছে করছে না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'তুমি যাও।'

'আরে এসোই না!' জোর করল ডাইসন। 'সারাদিন তো চেয়ারেই বসে থাকো দেখি। একটু হাঁটাচলা করলে কোনও ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া এককালে তুমিও তো ভাল স্নাইপার ছিলে;

বলা যায় না, ফুটেজের অ্যানালাইসিসে হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

'বাদ দাও। আমার সাহায্য কেউ চাইবে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছি।'

'এসব প্যাঁচাল বন্ধ করবে? ভুল তো মানুষেরই হয়, তাই বলে মুখ লুকিয়ে রাখা কি পুরুষমানুষের সাজে? এসো বলছি আমার সঙ্গে।'

ডাইসনের পীড়াপীড়িতে ডেস্ক ছেড়ে উঠতে বাধ্য হলো এরিক। দুজনে গিয়ে তিনতলার অডিও-ভিজ্যুয়াল ল্যাবে ঢুকল।

ভিতরটা আধো-অন্ধকার। সিক্রেট সার্ভিস ও এফবিআইয়ের পাঁচজন এজেন্ট কাজে ব্যস্ত, গত তিনদিন ধরে অনবরত খেটে যাচ্ছে তারা, বিশ্রামের জন্য বলতে গেলে কোনও সময়ই পাচ্ছে না। এরিককে ঢুকতে দেখে শিস দিয়ে উঠল কেউ একজন। হাসি-ঠাট্টার রোল শুরু হয়ে গেল।

'সবাই দেখো, আমাদের হিরো এসে গেছে!'

'দোস্ত, এরিক, প্রথমেই হারামজাদাকে গুলি করে দিলে না কেন? আমরা তো অন্তত বাঁচতাম। তিনদিন হলো বউয়ের চেহারা দেখি না, এখন মাথাটা আর কাজ করছে না।'

'আরে আরে, ওকে দোষ দিচ্ছ কেন? ভালই কাজ দেখিয়েছে ও... মাসুদ রানাকে পালাতে দেয়াটা কি কম কাজ হলো?'

হেসে উঠল সবাই।

'হচ্ছেটা কী এখানে?'

হঠাৎ বুলডগের বাজখাঁই গলা শুনে আঁতকে উঠল সবাই, সে কোন ফাঁকে যেন এসে ঢুকেছে ল্যাবে, কেউ খেয়াল করেনি। মুহূর্তেই পিনপতন নীরবতা নেমে এল।

'তোমাদের তামাশা করার জন্য বসানো হয়নি এখানে,' রাগী গলায় বলল বুলডগ। 'কাজের কাজ কিছু করতে পেরেছ?'

গলা খাঁকারি দিল এজেন্ট ফিশার, সে এখানকার দায়িত্বে

আছে। বলল, 'সিবিএসের ভিডিওটা হাতে এসেছে, সার। টাইমস্ট্যাম্প বসানোই ছিল, আমরা পুরোটা ডিজিটাইজ করে শুটিঙের ত্রিশ সেকেন্ড আগে থেকে পরের পাঁচ মিনিটের ফ্রেমগুলো আলাদা করেছি।'

'দেখাও আমাকে,' একটা চেয়ার টেনে মনিটরের সামনে বসল বুলক।

প্রথমে স্বাভাবিক গতিতে ভিডিওটা ছাড়ল ফিশার। প্রেসিডেন্ট কার্লটনকে পর্দায় দেখা গেল, ভাষণ দিচ্ছেন। এরপর আর্চবিশপের পালা এল, প্রেসিডেন্ট তখন ডায়াসের বামপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন, ভ্যালেরিয়াসের কয়েক ফুট পিছনে।

'এখনই হিটটা হবে,' স্ক্রীনের নীচের টাইমস্ট্যাম্প দেখে বলল ফিশার।

'থামাও একটু,' বুলডগ বলল। তাড়াতাড়ি একটা বোতাম টিপে ভিডিওটা স্থির করা হলো।

ঘুরে সবার দিকে তাকাল বুলক। বলল, 'যা দেখলাম, অ্যাকচুয়াল শটের আগে অন্তত বিশ মিনিট সময় পেয়েছে রানা, ফ্ল্যাশলাইট তখন ডায়াসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, নড়াচড়া করেননি খুব একটা—ক্লিয়ার টার্গেট ছিলেন। তা হলে গুলিটা এত দেরিতে করা হলো কেন? কারও কোনও আইডিয়া আছে?'

সবাই চুপ রইল।

'এজেন্ট স্টার্ন,' ডাকল বুলডগ, 'কিছু বলছ না যে? তুমি তো স্নাইপার ছিলে, কিছু বুঝতে পারছ না?'

'ডায়াসটা, সার,' শান্ত গলায় বলল এরিক। 'প্রেসিডেন্টের শরীরের বেশিরভাগ অংশই আড়াল করে রেখেছিল ওটা, বিশেষ করে সেন্টার মাস। আমাদের জানামতে রানার রেঞ্জ ছিল পাঁচশো গজের মত। ওই দূরত্ব থেকে হেডশট নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, কারণ মানুষের মাথা সবচেয়ে বেশি নড়ে, মিস হবার সম্ভাবনাও তাই বেড়ে যায়। টার্গেট করলে তাই শরীরের

মধ্যভাগে করাটাই উচিত, কিন্তু সেটা ঢাকা থাকায় ভাষণের সময় চুপচাপ ছিল আততায়ী। ডায়াসের পিছনে গিয়ে দাঁড়ানোর পরই ফ্ল্যাশলাইট সত্যিকার অর্থে ক্লিয়ার টার্গেটে পরিণত হন।'

'ভেরি গুড,' প্রশংসা ঝরল বুলডগের কণ্ঠে। চেয়ার ঘুরিয়ে আবার মনিটরের দিকে ফিরল সে। 'এবার হিটটা দেখাও স্লো-মোশনে।'

বোতাম চাপল ফিশার, ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ভিডিও। হঠাৎ করে ঝাঁকি খেয়ে উঠতে দেখা গেল আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে, তাঁর বুকের উপর একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো, পিছনদিকে ছিটকে গেলেন তিনি, প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মঞ্চের উপর পড়ে গেলেন। দ্বিতীয় গুলিটার আর কোনও কিছু দেখা গেল না; তবে সেটাই স্বাভাবিক, কারণ সেটা কোনও কিছুতে আঘাত করেনি। অডিও গ্রাফে একটা বড় স্পন্দন শুধু ওটার অস্তিত্বের প্রমাণ দেখাচ্ছে।

স্লো-মোশনে ভিডিওটা দেখার পর ডাইসনকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। সে বলল, 'শটটা বড় বেশি নিখুঁত দেখাচ্ছে। আমরা, কি শিওর, রানা আর্চবিশপকেই টার্গেট করেনি?'

'ফালতু কথা বলবে না!' গর্জে উঠল বুলডগ। 'আর্চবিশপকে টার্গেট করা হবে কেন? আর যদি করেও, তা হলে কি ডায়াসে গুলি করত? এরিক কী বলল, শোনোনি? ওটা একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট শট, দ্যাটস অল। ইজ ইট রাইট, এজেন্ট স্টার্ন?'

এরিক প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। মনে একটা খটকা লেগেছে ওর, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

'কিছু বলছ না কেন?'

ডাইসনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল এরিক, বুলডগকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, সার। শটটা কি আমি আরেকবার দেখতে পারি?'

'কেন, প্রথমবার কিছু মিস করেছ?' বুলডগ বিরক্ত।

'হয়তো।'

ফিশারের দিকে ইশারা করল বুলডগ। রিওয়াইন্ড করে আবার ছাড়া হলো ভিডিওর ওই অংশটা। দেখতে দেখতে মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল ও, খটকার বিষয়টা ধরতে পেরেছে। শটটা যদি প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করেই নেয়া হয়ে থাকে, তা হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ডানে শিফট হয়ে যাবার কারণে। কেন হলো? দমকা বাতাসের কারণে এমনটা হতে পারে, কিন্তু সেদিন শটের সময় এমন কোনও বাতাস ছিল না। ভুলটা তা হলে সম্পূর্ণই স্নাইপারের নিজের, হিসেব ঠিকমত করতে পারেনি সে। এটাও অসম্ভব, কারণ রানা কোন স্তরের স্নাইপার, তা ভাল করেই জানে এরিক। টপ ক্লাস একজন স্নাইপারের ভুল হয় সাধারণত ড্রপের হিসেবে, সেটা হলে গুলিটা প্রেসিডেন্টের বুকে না লেগে মাথায় বা পেটে লাগত, ভার্টিক্যাল লাইন নষ্ট হত না। আরো একটা হিসেব করল এরিক, গুলিটা আর্চবিশপের গায়ে না লেগে যদি প্রেসিডেন্টের বরাবর যেত তা হলে কী হত? ফলাফলটা অবাক করল ওকে— গুলিটা প্রেসিডেন্টের উরুতে লাগত! মাসুদ রানার মত সেরা স্নাইপার একই সঙ্গে ড্রপ এবং লাইন অভ ফায়ারে ভুল করেছে? হতেই পারে না।

তার মানেটা দাঁড়াল, গুলিটা আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, তিনিই ছিলেন টার্গেট! কিন্তু কাজটা করা হয়েছে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে। আর্চবিশপ ডায়াসে থাকা অবস্থায় কঠিন একটা শট নিয়ে পুরো দৃষ্টিটাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টের উপর, যেন তিনিই টার্গেট ছিলেন। মাসুদ রানা নিজে এ কাজ করেছে বলে আর বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক। টার্গেট না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে টার্গেট হিসেবে কেন সে উপস্থাপনের চেষ্টা চালাবে, নিজের পায়ে কুড়াল মারার জন্য? তা হতেই পারে না।

আহত রানার কথাগুলো কানে ভাসছে এরিকের...

বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে ওর সঙ্গে, ফাঁসানো হয়েছে। প্রলাপ ছিল না সেগুলো। রানা নির্দোষ, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু কাউকে কি বিশ্বাস করাতে পারবে তা? ডাইসনের কথায় বুলডগ যেভাবে খেপে উঠল, তাতে তো বোঝাই যাচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা মাথাতেও ঠাঁই দিতে রাজি নয় কেউ। কারা রানার সঙ্গে এই শত্রুতা করল, জানে না এরিক। তবে ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে। আর্চবিশপের সঙ্গে রানার কোনও শত্রুতা ছিল না, অতএব ধোপেই টিকবে না ওর সন্দেহ, কোনও প্রমাণই নেই হাতে। হতাশায় ছেয়ে গেল এরিকের মন।

'কিছু বলতে চাও?' প্রশ্ন করল বুলডগ।

'শুটিং পজিশন যে পাঁচশো চোদ্দ নম্বর বাড়িটাই ছিল, এটা নিশ্চিত করা গেছে?' জানতে চাইল এরিক।

'একেবারে পিনপয়েন্ট করা যায়নি। তবে ব্যালিস্টিক কম্পিউটার সাত ডিগ্রির যে শুটার'স্ আর্ক দিয়েছে তাতে বাড়িটা আছে। কেন, ওখান থেকেই যে গুলিটা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তোমার সন্দেহ আছে নাকি?' বুলডগের গলায় রাগের আভাস।

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল এরিক। 'এমনিতেই জানতে চাইলাম।'

'ঠিক আছে তা হলে,' চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল বুলডগ, দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। 'এরিক, অফিসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো আজই। আধ ঘণ্টা পর।'

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। সময় এসে গেছে, ব্যর্থতার জবাবদিহিতা এবার করতেই হবে ওকে। ওর কোনও যুক্তি শুনবে না কেউ।

সতেরো

নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে গরুটা, কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে গ্রাহ্যই করছে না। মাঝে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে কোনও রকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। কিছুক্ষণের মধ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা বোঝার ক্ষমতাই নেই প্রাণীটার। বিরক্ত গলায় কর্নেল অল্ডেন বলল, 'ডাক্তার এসেছে?'

'আমি এখানে,' পেছন থেকে ডা. রুডি ডানকান মিনমিনে গলায় সাড়া দিল, তার হাতে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট।

'আওয়াজ দিচ্ছ না কেন?' গর্জে উঠল কর্নেল, গত কয়েকদিন ধরে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল ডানকান।

চিফ টেকনিশিয়ান প্যাট্রিক ম্যালয় বলল, 'আমরা রেডি, কর্নেল।'

'তা হলে শুরু করো। দেখা যাক, আমাদের সাইকিয়াট্রির মাস্টার সাহেব মানব শরীরতত্ত্বের যে রিপোর্ট তৈরি করেছে, তা কতখানি সঠিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তল তুলল ম্যালয়। ভয়ে এবং বিতৃষ্ণায় চোখ বন্ধ করে ফেলল ডানকান। অবলা একটা জন্তুকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হচ্ছে, এ দৃশ্য চোখে দেখতে চায় না।

ছ'ফুট দূর থেকে গরুটার পেটে গুলি করল ম্যালয়।

আর্তনাদ করে উঠল জন্তুটা, ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল; তবে সবার বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল চারপায়ে ভর দিয়ে, পড়ে গেল না। পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে, তারপর আবার ঘাস খেতে শুরু করল।

'এটা অবিশ্বাস্য!' বলল কর্নেল। 'কীভাবে সম্ভব? জন্তুটা মারা গেল না কেন?'

'সম্ভব, সার,' সাহস করে বলল ডানকান। 'আমার রিপোর্টে পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে, ছবিও দিয়েছি... গুলিটা ওটার থোরাসিক ক্যাভিটি ভেদ করে শরীরের অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে মারা যাবার মত এটা কোনও ক্ষত নয়।'

'তাই বলে ব্যথাও কী পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে। তবে সেটা সহ্য করার মত ক্ষমতা আছে গরুটার, ঠিক যেভাবে মাসুদ রানা সহ্য করে নিয়েছিল।'

'কিন্তু রানা পড়ে গিয়েছিল, অজ্ঞানও হয়েছিল।'

'নিউরোলজিক্যাল শক,' ব্যাখ্যা করল ডানকান। 'পিস্তলটা দেখে ওর ব্রেন রিঅ্যাক্ট করেছিল। কারণ ও জানত—অস্ত্রটা কী, মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে। আমাদের সবারই মনের কোনও না কোনও স্থানে মৃত্যুভীতি আছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হলে শকে চলে যাই আমরা, চলৎশক্তি হারাই। ওই মুহূর্তে রানা বিশ্বাস করেছিল, ও মারা যাচ্ছে। তাই শারীরিক ক্ষতি ততটা মারাত্মক না হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্রেন দেহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।'

'তার মানে কিছুই হয়নি ওর?'

'হয়নি বলা ভুল হবে। আহত হয়েছে সে, রক্তক্ষরণে মারাও যেতে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটার মত আহত হয়নি, কারণ গুলিটা সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারেনি।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?' ম্যালয়ের দিকে ফিরল অল্ডেন। 'গুলি জিনিসটা তৈরিই হয়েছে মানুষের ক্ষতি আর মৃত্যু ঘটানোর

জন্য। কোথাও ঘাপলা হয়েছে।'

ম্যালয় মাথা নাড়ল। 'নাইন মিলিমিটার হলোটিপ বুলেট এটা, অফিসার ব্র্যাডফোর্ডের কাছ থেকে আনা হয়েছে, আগেরগুলোর মত। পিস্তলও মেজর রাইসেরটাই। দূরত্ব ঠিক ছ'ফুটই রয়েছে। আমরা কোনও ভুল করিনি। দেখতেই পাচ্ছেন, এই কন্ডিশনে গুলি করলে কোনও কাজ হয় না।'

'কিন্তু কেন?' কর্নেলকে অধৈর্য দেখাল। 'হলোটিপের কাজই তো হচ্ছে শরীরে ঢুকে বিস্ফোরিত হওয়া, যাতে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বারোটা বেজে যায়।'

'সমস্যাটা গুলিতেই,' ম্যালয় ব্যাখ্যা করল। 'পুলিশ ইস্যু অ্যামিউনিশন এটা... অনেক পুরনো স্টকের, সম্ভবত আশির দশকের। সে আমলে হলোটিপ এত সফিসটিকেটেড ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত, বডির সঙ্গে ইম্প্যাক্টের যে প্রেশার, তার সামান্য হেরফের হলে সেগুলো আর বিস্ফোরিত হয় না।'

'তা হলে নতুন গুলিই ব্যবহার করোনি কেন?'

'করব কীভাবে? রানার বডিতে যদি ব্র্যাডফোর্ডের গুলি না পাওয়া যায়, তা হলে পুরো ব্যাপারটা কেঁচে যাবার সম্ভাবনা ছিল।'

'কিন্তু এ গুলিতে তো মানুষই মরে না।'

'তা পুরোপুরি ঠিক নয়। মেজর রাইস যদি হৃদপিণ্ডে গুলিটা লাগাতেন, তা হলে বিস্ফোরণ হওয়া না হওয়ায় কিছু এসে যেত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি তা পারেননি। গুলিটাও বিস্ফোরিত হয়নি।'

'রানার মরার চান্স কতটুকু?' ডাক্তারের দিকে ফিরল কর্নেল।

'রক্তক্ষরণ যদি বন্ধ না হয়, শতভাগ,' ডানকান বলল। 'তবে আমাদের বুঝতে হবে, রানার মত অভিজ্ঞ লোক সবার আগে ক্ষতটাই বন্ধ করবে। তা ছাড়া ফার্স্ট এইডের জ্ঞানও তার নিশ্চয়ই আছে। ইনফেকশন ঠেকাতে পারলে আর সামান্য ট্রিটমেন্ট পেলে

আমার ধারণা দু'সপ্তাহের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'খারাপ খবর,' একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর ক্রোধ ফুটল কর্নেলের চেহারায়। 'খুব খারাপ খবর!'

হোলস্টার থেকে নিজের নাইন মিলিমিটার পিস্তলটা বের করল সে। এটার অ্যামিউনিশন আর যাই হোক আশির দশকের নয়।

গরুটাকে গুলি করল কর্নেল।

ডগলাস বুলকের অফিসে তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে আছে এরিক। একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত বুলডগ, ওকে অপেক্ষা করতে বলল। রুমে এসি চলছে, তারপরেও ঘামতে শুরু করল বেচারা। নার্ভাস বোধ করছে, মনে পড়ে যাচ্ছে দু'বছর আগের কথা। টুলসার সেই ট্র্যাজেডিটার পর ঠিক একইভাবে বুলডগের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ওকে।

'কফি খাবে?' জানতে চাইল বুলক, তার কাজ শেষ হয়েছে, ফাইলটা সরিয়ে রেখেছে একপাশে।

মাথা নাড়ল এরিক।

'বেশ,' বলে চেয়ারে হেলান দিল বুলডগ। 'আবারও সেই আগের জায়গায় এসে পড়লাম আমরা, তাই না? কখনও ভাবিনি তোমাকে এভাবে আবার সামনে পাবো।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল এরিক।

'কিন্তু তুমি আমার সামনে, এটাই বাস্তব। আর তোমার এবারের ভুলটার মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক, এটা স্বীকার করো?'

'আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুই করিনি।'

'আমাকে তা হলে বোঝাও গলদটা কোথায়। কী পরিমাণ চাপের মধ্যে আছি আমি, কল্পনা করতে পারছ? আমাদের সিকিউরিটি পেরিমিটারের ভিতর থেকে প্রেসিডেন্টের উপর গুলি

করা হয়েছে। গাফিলতি কেউ না কেউ তো অবশ্যই করেছে, তাকে সাজা পেতে হবে। দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য ওপর থেকে অনবরত চাপ দেয়া হচ্ছে আমাকে।'

'আর এবারও আমাকেই কোরবানির খাসি বানাতে চাইছেন আপনি?' এরিকের গলায় উত্তেজনা ফুটল।

'শান্ত হও,' বুলডগ্ বলল। 'ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নেয়ার মত কোনও পর্যায়ে গড়ায়নি এখনও। আমি তোমার বক্তব্য শুনতে চাই। চার্লি লিস্ট থেকেই শুরু করা যাক। ওখানে রানার নাম ছিল, তাই না? ওকে তুমি আলফায় ট্রান্সফার করোনি কেন?'

'কারণ আমার রিসার্চ বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর হামলা করার মত হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক মাসুদ রানা নয়। তাকে থ্রেট ভাবার কোনও কারণ ছিল না।'

'তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রানা প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছে।'

'সেটা কেন হলো, তা আমি বলতে পারব না। তবে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছি আমি, রানার অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি। বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে না সে, ব্যক্তিগত স্বার্থে তো নয়ই। তা ছাড়া সে এবারের সমস্যাটা আলোচনার মাধ্যমে শান্তি পূর্ণভাবে সমাধান করতে চাইছিল। প্রেসিডেন্ট সময় দিচ্ছিলেন না বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। কড়া ভাষায় একটা চিঠি লিখলেও কোনও রকম হুমকি দেয়নি। সবার সঙ্গে কথা বলেছি আমি, এমনকি আপনার এজেন্টরাও বলেছে—মাসুদ রানা আমাদের প্রেসিডেন্টের জন্য কোনও ভয়ের কারণ নয়।'

'তারা কেউ কি এখন তোমার পক্ষে সাফাই গাইবে?'

'আমি জানি না। কিন্তু রানার মত একজন মানুষকে শুরুতেই কেন আলফা লিস্টে রাখা হলো না, এ প্রশ্ন করতে পারি আমিও। এই লিস্ট প্রাথমিকভাবে যারা বানিয়েছে, তারা কি আমার মত একই ভুল করেনি?'

'তোমার যুক্তি বুঝতে পারছি আমি,' বুলডগ মাথা দোলাল। 'চার্লি লিস্টের ব্যাপারটা নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু অ্যারেস্টটা... ওটা সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ তুমি। রানা যে শুধু হাত ফসকে পালিয়েছে, তা নয়। সে তোমার পিস্তল, এমনকি গাড়িটাও নিয়ে গেছে। পত্রপত্রিকাগুলো আমাদের ছালচামড়া কিছুই রাখছে না, সারা দেশে ছি ছি পড়ে গেছে। আমাকে তো এমন প্রশ্নও করা হচ্ছে যে, তুমি এই অ্যাসাসিনেশন প্লটের অংশ কি না।'

'অ্যাবসার্ড!' প্রতিবাদ করল এরিক। 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন, আমি কখনও এ ধরনের কোনও কাজের সঙ্গে জড়িত হবো না।'

'তা হলে রানা পালাল কী করে?'

'আমি জানি না। লোকটা স্বাভাবিক কোনও মানুষ নয়। এতটা আহত অবস্থায় আমি কাউকে উঠে দাঁড়াতে দেখিনি কখনও; মারামারি তো অনেক দূরের কথা। সেজন্যই হয়তো অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। আর সেটারই সুযোগ নিয়েছে সে। আনআর্মড কমব্যাটে লোকটার দক্ষতা সীমাহীন, মাত্র দুটো মুভমেন্টেই আমাকে অকেজো করে ফেলেছিল। তারপর অস্ত্র আর গাড়ি কবজা করা তো কোনও ব্যাপারই না।'

'হ্যাঁ, রিপোর্টটা পড়েছি আমি। কিন্তু রানার অস্বাভাবিক প্রাণশক্তি বা জুডোর দক্ষতার কথা বলে লাভ কী? সে পালিয়ে গেছে তোমার হাত গলে, আসল কথা সেটাই।'

'দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?'

'আমাকেও তাই করতে হচ্ছে,' বুলডগ থমথমে গলায় বলল। 'সরি, এরিক, ব্যর্থতার দায় কোনও একজনকে নিতেই হবে। এ মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাটা ব্যুরো আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনি আমাকে বরখাস্ত করতে যাচ্ছেন?'

'না,' বুলডগ মাথা নাড়ল। 'আমি একটা ইনকোয়ারি কমিশন বসাচ্ছি। তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই করব আমি। কথা দিচ্ছি, তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না।'

'এ মুহূর্ত থেকে আমাকে কি তা হলে সাসপেন্ড করছেন?'

'না। অফিসে তোমাকে প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া ম্যানহান্ট নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত। কমিশন এখনই তোমার তদন্তটা শুরু করতে পারবে না।'

কিছু বলল না এরিক।

'আমি তোমাকে কিছুটা সময় দিচ্ছি, এরিক,' বলল বুলডগ। 'এমন কিছু করে দেখাও, যাতে তদন্তটা বাতিল করতে পারি। ওপরঅলাদের কাছেও দেবার মত কোনও জবাব থাকে আমার কাছে।'

'দেখাব,' প্রতিশ্রুতি দেবার সুরে বলল এরিক। 'আমি আপনাকে কাজই দেখাব।'

'আর কোনও ভুল যেন না হয়,' সতর্ক করার মত বলল বুলডগ।

'হবে না,' কথা দিল এরিক।

আঠারো

একটানা আঠারো ঘণ্টা নদীতে ভাসল মাসুদ রানা। হামাগুড়ি দিয়ে যখন তীরে ফিরল, তখন প্রেসিডেন্টের উপর হামলার

পরের দিন সকাল।

কীভাবে সবার চোখে ও ধুলো দিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত ও টিকে রয়েছে, সেটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। গাড়িটা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে রানা, তারপর ডুবসাঁতার দিয়ে পাড়ি দিয়েছে প্রায় দু'মাইল। দম নেয়ার জন্য মাঝে মাঝে ভাসতে হয়েছে বটে, তবে নাক ছাড়া শরীরের কোনও অংশই সারফেসের উপর তোলেনি। ওইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে করতেই সব শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল, ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল, যখন সাঁতার কাটার শক্তি হারিয়েছে, ঠিক তখনই ময়লাভর্তি একটা বার্জ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। উপচে পড়া জঞ্জালের মধ্য থেকে একটা পুরনো দড়ি বার্জের কিনারা ঘেঁষে পানিতে আছড়াচ্ছিল, শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে সেটাকে ধরে ফেলে ও। বাকিটুকু মোটামুটি সহজ, দড়ি ধরে থাকতেই শক্তি যা খরচ হয়েছে, কিন্তু বিপদে পড়েনি।

দুর্গন্ধযুক্ত বার্জটা থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকেছে সার্চ পার্টির বোটগুলো, কাছে না আসায় ওকে দেখতে পায়নি। ফেনার মধ্যে থাকায় হেলিকপ্টারগুলোর চোখেও রানা ছিল অদৃশ্য। একটা টিম অবশ্য বার্জে উঠেছিল একবার, তবে ভিতরেই শুধু তল্লাশি চালিয়েছে তারা, কিনারায় নয়। নিরাপদেই চোদ্দো ঘণ্টার মত কাটিয়ে দিয়েছে রানা, শেষে শক্তি ফুরিয়ে এলে ছেড়ে দিয়েছে দড়িটা। শেষ চার ঘণ্টা একটা কাঠের গুঁড়ি ধরে নদীর স্রোতের কাছে সঁপে দিয়েছিল নিজেকে।

অবশেষে গুঁড়িটা যখন তীরের কাছে এসে ভিড়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে রানা কাদার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নদীর পারে।

প্রচণ্ড অবসাদে সারা দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে, আর সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ সময় পানিতে ভেজার কারণে ত্বক কুঁচকে গেছে, ধুয়ে গেছে সমস্ত রক্তও। তবে নদীতে ভেসে থাকা ময়লার একটা আস্তরণ পড়েছে সারা গায়ে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটা

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ধাতস্থ হয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও। শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হতেই কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল, আটটা বাজেনি এখনও। মনে মনে একটা হিসাব কষল, মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল দূরে ভেসে এসেছে।

চারপাশে গাছপালা আর জলাভূমি দেখতে পাচ্ছে রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, পরগাছায় ছাওয়া পাইন আর সাইপ্রেস গাছ পুরো জায়গাটা দখল করে আছে, এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে ওগুলো। গাছগুলোর মাঝে কষ্ট করেই যেন ঠাঁই করে নিয়েছে ছোট ছোট জলা, তবে সেগুলোও নলখাগড়ায় ছাওয়া। কোথায় এসে পড়েছে জানতে ইচ্ছে হলো ওর। চোখ বন্ধ করে লুইযিয়ানা রাজ্যের মানচিত্র স্মরণে আনার চেষ্টা করল রানা, একটু ভাবতেই বুঝতে পারল—দক্ষিণে রিভার ডেলটার ওয়েটল্যান্ডে এসে পৌঁছেছে, সম্ভবত প্লাকমাইন্স কাউন্টিতে। তিনদিকে সাগরঘেরা এই ওয়েটল্যান্ড অত্যন্ত দুর্গম এলাকা, সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই এখানে। একদিক থেকে ভাল, কারণ গা ঢাকা দিতে সুবিধে হবে। কিন্তু যে পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই প্রতিকূল পরিবেশে টিকতে পারবে কি না, সেটাই প্রশ্ন। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিলে টেকার সম্ভাবনা খুবই কম। বনজঙ্গলে সারভাইভালের ট্রেনিং রয়েছে ওর, তবে ওয়েটল্যান্ডের এই জঙ্গল যে-কোনও মানুষকে গিলে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

প্রথমেই দরকার খাবার, খিদেয় চোখেমুখে আঁধার দেখছে রানা। শেষ কখন খেয়েছিল, মনে করার চেষ্টা করল ও। গতকাল সকালে... ব্রেকফাস্ট। তারপর থেকে আর পেটে কিছু পড়েনি। ইনফেকশন নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না। ক্ষুধা আর পিপাসা তার অনেক আগেই ওর মৃত্যু ঘটাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, সূর্য এখনও ঠিকমত ওঠেনি। বেলা বাড়লে তীব্র উত্তাপ ওর অবশিষ্ট শক্তি শুষে নেবে।

প্যান্টের ভিতর থেকে উরুর কাছে কী যেন একটা অনেকক্ষণ থেকেই খোঁচা মারছে। পকেটে হাত দিয়ে এরিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটা বের করে আনল রানা। সাঁতার শুরু করার সময় অস্ত্রটা পকেটে গুঁজে রেখেছিল, এখনও আছে দেখে অবাক হলো। তবে ওর সাহসও বেড়ে গেল অনেকটা। প্রতিকূল পরিবেশে নিরস্ত্রের চেয়ে একজন সশস্ত্র মানুষের টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যাই হোক, ও এখন অসহায় নয়। পানিতে ভিজে অস্ত্রটার মেকানিজম আর বুলেটের কোনও ক্ষতি না হলেই শুধু হয়।

শান্তভাবে পিস্তলটা পরীক্ষা করল রানা। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন এটা, তবে .৪৫ ক্যালিবারের নয়, ১০ মিলিমিটার—স্ট্যান্ডার্ড সাইড আর্মস হিসেবে এফবিআই ইদানীং এই ডাবল-অ্যাকশন অস্ত্রটা চালু করেছে। মেকানিজমে কোনও ত্রুটি আছে বলে মনে হলো না, কিন্তু গুলিগুলোর কী অবস্থা? রিলিজ মেকানিজমে চাপ দিয়ে ম্যাগাজিনটা বের করল ও। লোড করা হলোপয়েন্ট বুলেটগুলো নজর কাড়ল ওর, ম্যাগাজিন থেকে একে একে সবগুলো বের করে নিল। সময় নিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করল ও, তবে কপার জ্যাকেটে কোনও লিক দেখতে পেল না। পানি ঢোকেনি বলেই মনে হচ্ছে। তারপরেও নিশ্চিত হবার উপায় একটাই।

গুলিগুলো ভেজা কাপড়ে মুছে আবার ম্যাগাজিনে ভরল রানা, ম্যাগাজিনটা লোড করল পিস্তলে। স্লাইডার টেনে চেম্বারে একটা বুলেট ঢোকাল, হ্যামার টেনে কক করল অস্ত্রটা—এখন ট্রিগারটা কেবল স্পর্শ করলেই বেরিয়ে যাবে গুলি। কাজ সেরে আবার হেলান দিল ও গাছে, এটুকুতেই হাঁপিয়ে গেছে। আফসোস হলো আরেকটু শক্তি পাচ্ছে না বলে, তা হলে শিকার করার জন্য একটা ভাল স্পট খুঁজে বের করতে পারত।

মাথার উপর সূর্যের তেজ ক্রমশ বাড়ছে, তবে গাছপালার

ঘন আচ্ছাদন ভেদ করে রোদ খুব একটা ঢুকতে পারছে না। চারদিকে ছায়াময় একটা পরিবেশ, নাকি সেটা চোখের ভুল? চেতনা হারাতে যাচ্ছে না তো? সেজন্যই সব আঁধার দেখছে? অবসন্ন শরীরের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝতে লাগল রানার মন। যে করেই হোক, জেগে থাকতে হবে, জ্ঞান হারানো চলবে না। একবার অচেতন হলে আর জেগে উঠতে পারবে না ও কিছুতেই।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না ও, হঠাৎ একটা আওয়াজে সচকিত হলো। জঙ্গলের ভিতর খচমচ শব্দ, কিছু একটা এগিয়ে আসছে। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, মনে মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে।

একটু পরেই পঞ্চাশ গজ সামনের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওটা, চতুষ্পদ একটা প্রাণী—ভার্জিনিয়া বা হোয়াইট টেইলড্ ডিয়ার। গাছের কাণ্ডে হেলান দেয়া আধমরা মানুষটাকে গ্রাহ্য করল না হরিণটা, নদীর ধারে গিয়ে পানি খেতে শুরু করল।

সুন্দর চেহারা। খয়েরি রঙের শরীর, মাথায় মোটা মোটা শিঙ, লেজটার নীচের অংশ সাদা। গুলি করার প্রস্তুতি নিল ও। সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবার সময় নয় এটা, পশুটা এখন ওর জন্য স্রেফ খাদ্য, যেটা জীবন বাঁচাবে।

সময় নিয়ে নিশানা ঠিক করল ও। হাতটা ভীষণ কাঁপছে, কাজটা সহজ হলো না। দু'হাত এক করে পিস্তলের গ্রিপটা চেপে ধরল, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর উপর, এতে কিছুটা স্থিরতা এল। তারপরও দুর্বল শরীরের অসাড়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো ওকে। রিয়ার সাইটের ফাঁক দিয়ে ফ্রন্ট সাইট অ্যালাইন করল ও, ভুলে গেল পারিপার্শ্বিকতা। হরিণটার দেহও আর দেখতে পাচ্ছে না এখন, দৃষ্টি আটকে আছে ছোট্ট একটা বিন্দুতে, যেখানে গুলিটা বিঁধবে।

নিজের অজান্তেই ট্রিগার চাপল রানা। রিকয়েলের কারণে অস্ত্রটা সামান্য ঝাঁকি খেল, তবে তা অনুভব করল না ও; শুধু দেখল, হরিণটার ঘাড়ের কাছে রক্ত-মাংস ছিটকে উঠেছে। আর্তনাদ করে পড়ে গেল ওটা, পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে, ওটার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে হলোপয়েন্ট। দাপাদাপি করতে করতে একসময় থেমে গেল দেহটা, জীবন বেরিয়ে গেছে।

গাছ ধরে উঠে দাঁড়াল রানা, একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল শিকারের দিকে, ঠিক পাশে পৌঁছে ধপ করে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। গুলিটা মন্দ হয়নি, সামান্যই রক্তপাত দেখা যাচ্ছে। হরিণের শরীরের বুনো গন্ধ ওর নাকে ঝাপটা মারল, তবে বাছবিচারের সময় নয় এটা। ছয় ফুট লম্বা, তিন ফুট উঁচু আর আড়াইশো পাউন্ড ওজনের এই জন্তুটা ওর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। পকেট হাতড়ে সুইস নাইফটা বের করল ও। আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না বলে গতকাল এটা সঙ্গে নিয়েছিল, জিনিসটা বেশ কাজে দেবে এখন। পাশ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে ছুরির সবচে বড় ফলাটায় শান দিতে শুরু করল ও। যখন কাজ চলার মত ধার হলো, হরিণটাকে চিত করে পেট চিরে ফেলল। নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে লিভারটা বের করে নিল ও।

পুষ্টি চাইলে যে-কোনও প্রাণীর লিভারই সবচেয়ে ভাল উৎস, সারভাইভাল ট্রেনিঙে এ শিক্ষাই দেয়া হয় সবাইকে। তা ছাড়া কাঁচা খেতেও জিনিসটা একেবারে মন্দ নয়, অন্তত মাংসের চেয়ে ভাল। গোগ্রাসে রাক্ষসের মত লিভারটা খেয়ে শেষ করল রানা। কতটা ক্ষুধার্ত ছিল, এবার বুঝতে পারছে। হরিণের শরীরের বুনো গন্ধ বা রক্তের কটু স্বাদ বিন্দুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি করল না।

নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল ও। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে। হঠাৎ হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজে চমকে উঠল, উঠে গিয়ে গা ঢাকা দিল একটা গাছের

আড়ালে। অনেক নীচ দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটা, রোটরের বাতাসে গাছের মাথাগুলো ভীষণভাবে দুলতে থাকল, তবে রানার অস্তিত্ব ফাঁস হলো না।

হেলিকপ্টারটা চলে যাবার পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, সার্চ পার্টিগুলো এত সহজে হাল ছাড়বে না। ওকে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতেই থাকবে। তবে চিন্তার কিছু নেই। ভাগ্য ওকে ঠিক সেখানেই এনে ফেলেছে, যেখানে এই অসম্ভব প্রতিপক্ষের চোখ ফাঁকি দেয়া অসম্ভব নয়।

জঙ্গলে।

এগিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে হরিণটার অবশিষ্ট অংশ কাঁধে ঝোলাল রানা। লম্বা পা ফেলে ঢুকে পড়ল গাছপালার গভীরে।

উনিশ

দুর্ধর্ষ একটা কাজ করতে যাচ্ছে এরিক স্টার্ন, ধরা পড়লে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব একটা কেয়ার করছে না সে, এমনিতেই ক্যারিয়ারের বারোটা যা বাজার বেজে গেছে। এখন নিয়ম ভেঙে হলেও যদি একটা ভাল কিছু করতে পারে, তা হলে হারানো সম্মানটা অন্তত ফিরে পাবে।

সেদিনের পর থেকে সবাই ওকে এড়িয়ে চলছে, এমনকি ডাইসনও খুব একটা কাছে ভিড়ছে না। ইতোমধ্যে তদন্ত কমিশনের খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, তাই ওর সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেকে কমিশনের টার্গেটে পরিণত করতে

চাইছে না কেউ।

ব্যতিক্রম শুধু রেকর্ডস সেকশনের লিসা ক্র্যামার, এই অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী কর্মচারী। রূপ আর দেহসৌষ্ঠবে যে-কোনও সুপারমডেলকে হারিয়ে দিতে পারে মেয়েটা, তা ছাড়া অবিবাহিতা। এ কারণে অফিসের বেশিরভাগ পুরুষই তার পিছনে হ্যাংলার মত ঘোরে, সামান্যতম সাহায্য করতে পারলে বর্তে যায়। তবে বলাই বাহুল্য, কাউকেই কোনও সুযোগ দেয় না লিসা। এই রূপ নিয়েও কীভাবে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হয়, জানা আছে তার। শুরু থেকেই এরিকের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তার, হয়তো ও কোনদিন বাজে দৃষ্টিতে তাকায়নি বলেই। এখনও আসতে যেতে কথা বলে সে, এরিককে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শুধু এই একটা মানুষের নৈতিক সমর্থনে আর ক'দিন অপমান ভুলে থাকা যায়? বাকি সবার চোখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে 'লুই আর্মস্ট্রং অ্যাসাসিনেশনের' রহস্য ভেদ করা... ও হ্যাঁ, পত্রিকাগুলো পার্কের নাম অনুসারে আজকাল হত্যা প্রচেষ্টাটাকে এই শিরোনামেই ডাকছে।

হাতে যত সূত্র আছে বারবার পরীক্ষা করেছে এরিক, শুটিঙের ভিডিওটা নিজ আগ্রহে আরও কয়েকবার দেখেছে। প্রতিবার সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে—আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসই টার্গেট ছিলেন। রানাকে ফাঁসানো হয়েছে কি না, এ বিষয়ে মন থেকে সামান্যতম সন্দেহটুকুও উবে যেতে শুরু করল। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা প্রমাণের মত কোনও কিছু নেই ওর হাতে।

জাত গোয়েন্দাদের মত সহজাত কিছু অনুভূতি রয়েছে এরিকের। এজন্যই ভ্যালেন্টিন মোলিনার মৃত্যুটা ওকে বারবার খোঁচাচ্ছে। সালভাদরীয় আর্চবিশপের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নিউ অর্লিয়েন্সে এসে ওই একই দেশের একজন সিক্রেট পুলিশ

খুন হয়ে গেল—এটাকে কাকতালীয় ভাবতে পারছে না সে মোটেই। কী জানাতে এসেছিল এখানে মোলিনা... আর্চবিশপের হত্যা পরিকল্পনার কথা নয়তো? সেজন্যই কি মরতে হয়েছে ওকে?

জানার মধ্যে শুধু এটুকুই জানতে পেরেছে এরিক যে, মোলিনার উপর সার্ভেইলান্স করার জন্য যে ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তা র‍্যামডাইন নামের সি.আই.এ-র একটা ফার্ম ব্যবহার করে। ওরাই কি জড়িত? জানার উপায় একটাই—আর্চবিশপের সঙ্গে র‍্যামডাইনের কোনওরকম কানেকশন আছে কি না, তা বের করা। কিন্তু কীভাবে বের করবে সেটা?

লিয়াজোঁ অফিসারের পদ থেকে এখনও তাকে অপসারণ করেনি বুলডগ, তাই অপারেশন ম্যানহান্টের প্রায় সব কাগজপত্রই পরীক্ষা করতে হয় ওকে। মাঝে মাঝে কিছু চিঠিপত্রও বিভিন্ন জায়গায় সই করে পাঠাতে হয়। সেখান থেকেই বুদ্ধিটা মাথায় এল।

বুলডগের পক্ষ থেকে সিআইএ হেডকোয়ার্টারে একটা চিঠি লিখল, র‍্যামডাইন সংক্রান্ত ফাইল চেয়ে। উল্লেখ করল, অপারেশন ম্যানহান্টের জন্য ফাইলটা অতি জরুরী। কপাল ভাল হলে দ্বিতীয় বাক্যটার কারণে ফাইলটা সত্যিই পাঠানো হতে পারে। সারা দেশে এ মুহূর্তে ম্যানহান্টের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

এখন দুপুর, সবাই লাঞ্চে গেছে। বুলডগও নেই, কোথায় যেন মিটিঙে গেছে। চুপিসারে তার অফিসে ঢুকে পড়ল এরিক। বুলডগের ব্যক্তিগত ফ্যাক্স মেশিন দিয়ে পাঠিয়ে দিল চিঠিটা।

ট্রান্সমিশন শেষ হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। বল মাঠে গড়িয়ে গেছে, ফলাফল কী হয় দেখা যাক।

আকাজুটলা পার্বত্য অঞ্চল। এল সালভাদর, মধ্য আমেরিকা।

একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত সুন্দর ভিলাটা। তবে বাইরে থেকে সেটার সৌন্দর্য খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ সীমানাটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। প্রাচীরের উপর তৈরি করা গার্ড পোস্ট আর তাতে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা সামরিক পোশাক পরা প্রহরীরা বুঝিয়ে দিচ্ছে, এটা যেন-তেন কারও বাসস্থান নয়।

উঁচু গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাতে হলো কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে। হর্ন বাজাতেই আড়াল থেকে একজন সশস্ত্র সৈনিক বেরিয়ে এল, আরেকজন তাকে পেছন থেকে কাভার দিচ্ছে।

'পরিচয়পত্র!' কড়া গলায় স্প্যানিশে বলল সৈনিক, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইংরেজিতে গাল দিয়ে উঠল কর্নেল। পাশে বসা অ্যালান বেনেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করে বানচোতগুলোর পাছায় লাথি মারি। আমাকে ঠিকই চেনে, এমনকী আমিও এই হারামজাদার নাম জানি। তারপরও আই.ডি. দেখতে চায়!'

'পরিচয়পত্র!' আবারও চেঁচিয়ে উঠল সৈনিক।

আগুনঝরা দৃষ্টি হেনে পকেট থেকে একটা সই করা চিরকুট বাড়িয়ে ধরল অল্ডেন। সেটা নিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করল সৈনিক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে।

'তাড়াতাড়ি করো,' অধৈর্য গলায় বলল কর্নেল।

'আপনার হুকুমে আমি চলি না,' সোজাসাপ্টা বলল সৈনিক। ইচ্ছে করে আরও কয়েক মিনিট দেরি করল সে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে কর্নেল যখন চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই পিছনের দিকে ইশারা করল।

মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় ফটক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকল অল্ডেন, ভিলার পোর্চের নীচে গিয়ে থামল। সেখানে ইউনিফর্ম পরা নিরাপত্তাপ্রহরীদের আরেকটা দল অপেক্ষা করছে। দক্ষ হাতে সার্চ করা হলো অল্ডেন আর

বেনেটকে, তারপর নিয়ে যাওয়া হলো ভিতরে। হলঘরের মত বিশাল একটা লিভিংরুমে দুজনকে বসানো হলো।

কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। এরপর সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে উদয় হলো জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজ, সালভাদরান আর্মির প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কমান্ডার। বাসার ভিতরেও পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছে সে—আপাদমস্তক কালো রং সেটার। রঙের কারণেই ব্যাটালিয়নের নাম প্যান্থার হয়েছে। জেনারেলের নিভাঁজ পোশাকের বুকে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য রিবন—তার সারা জীবনের গৌরবময় অর্জনের স্বীকৃতি।

'স্বাগতম! স্বাগতম!' বলে উঠল রামিরেজ। 'ঠিক যাকে দেখতে মন চাইছিল... কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আ গ্রেট ম্যান!'

জেনারেলের স্তুতিতে বিশেষ উচ্ছ্বসিত দেখাল না কর্নেলকে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'গুড আফটারনুন, জেনারেল। মিস্টার বেনেটকে আশা করি আপনার মনে আছে?'

'অবশ্যই!' এগিয়ে এসে করমর্দন করল রামিরেজ। 'সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিংকে ভুলে যাব, এ কি কখনও সম্ভব?'

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল সবাই। জেনারেলের ইশারায় বেয়ারা এসে শ্যাম্পেন পরিবেশন করল।

'আসুন, আমাদের সাফল্যের আনন্দে পান করি।'

ঠোকাঠুকি হলো গ্লাসগুলো, ড্রিঙ্কসে চুমুক দিল তিনজন।

'আপনাদের কাজে আমি খুবই খুশি হয়েছি,' জেনারেল বলল।

'সেজন্যই কি দরজায় আমাদের পাছার ভাঁজ পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়েছে?' বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল অল্ডেন।

'কাম অন, কর্নেল! অন্তত আপনার তো ব্যাপারটা বোঝা উচিত। আমার শত্রুর সংখ্যা কম নয়, তাদের কেউ যে আপনার

ছদ্মবেশ নিয়ে আসেনি, বুঝব কী করে?'

'প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কমান্ডারকে তার ভিলায় মারতে আসবে, এমন পাগল এখনও জন্ম নিয়েছে বলে মনে হয় না।'

হেসে উঠল জেনারেল। 'আপনারা যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর শট নেয়ার জন্য একজন লোক খুঁজে বের করতে পারেন তো আমি কোন ছার!'

'কাজটা সহজ ছিল না,' বেনেট মুখ খুলল।

'আমি জানি,' জেনারেল মাথা ঝাঁকাল। 'একজন ধর্মযাজককে পৃথিবী থেকে সরানো সোজা নয়... সে কমিউনিস্ট হলেও।'

'আপনার ধারণা ভ্যালেরিয়াস কমিউনিস্ট ছিল?'

'অবশ্যই। নইলে কুত্তাগুলোর জন্য তার এত দরদ কেন?'

'আমার জানামতে ভদ্রলোকের মনে সবার জন্যই দরদ ছিল।'

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল রামিরেজ। 'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখনই সে বিপ্লবীদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করল, তখন আমাকে নাক গলাতেই হলো। আপনারা আমাদের সবার পিঠ বাঁচিয়েছেন। অপারেশনটার শুধু প্রশংসা করলে আপনাদের খাটো করা হয়। পাগল একটা লোক প্রেসিডেন্টকে মারতে গিয়ে আর্চবিশপকে মেরে ফেলেছে... ওহ্, দ্যাটস্ আ ক্লাসিক। বিশেষ করে কিলিং শটটা... ওটার তো তুলনাই হয় না। মার্ভেলাস! যে লোক এই গুলিটা করেছে, কোনও একদিন আমি তার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলে খুশি হব।'

'কাজটা কঠিন ছিল, প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাদের,' গোমড়ামুখে অল্ডেন বলল। 'টাকা-পয়সাও কম খরচ হয়নি।'

'আমি তো বলব একটা পয়সাও অপচয় হয়নি. যতই খরচ

হোক না কেন। হারামজাদাকে সরানো খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ওপর ইনভেস্টিগেশনটা আবার চালু করতে যাচ্ছিল সে, আমার পুরো ব্যাটালিয়ন তাতে বিপদে পড়ে যেত। আমাদের প্রেসিডেন্টের মৌখিক সম্মতিও নিয়ে ফেলেছিল শুয়োরটা।'

'ভ্যালেরিয়াস যা করার করেছে,' বেনেট বলল। 'ভুল আপনার তরফ থেকেও কম হয়নি। ভ্যালেন্টিন মোলিনার কথা বলছি, সে আপনার ব্যাটালিয়নে ইনফিলট্রেট করল কীভাবে? করল তো ভাল কথা, টেপ নিয়ে পালাল কী করে?'

'ওয়েল,' বলল জেনারেল, 'লোকটা সিক্রেট পুলিশের মেম্বার, এ ধরনের কাজেই ট্রেনিং পেয়েছে ও। আপনাদের বুঝতে হবে, আমার লোকেরা সৈনিক। একজন স্পাইয়ের কৌশলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার কথা নয় তাদের।'

'ভিডিওটেপটা আপনার তৈরি করারই বা কী দরকার ছিল? ওটা আমাদের সবার বিপদের কারণ হতে পারে।'

'এটা আমার শখ। আমার প্রতিটা অপারেশন আমি ভিডিও করে রাখি, স্যুভেনির হিসেবে। অপারেশনটা বৈধ না অবৈধ, তা নিয়ে আমি ভাবি না।'

'কিন্তু স্যামপাল মিশনটা আর দশটা মিশনের মত নয়...'

'এসব নিয়ে কেন আমরা সময় নষ্ট করছি?' বাধা দিয়ে বলল জেনারেল। 'আপনারা তো মোলিনার ব্যবস্থা করেছেনই, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অল্ডেন বলল। 'কিন্তু কাজটা খুব রিস্কি ছিল। তা ছাড়া, টেপটা পাওয়া যায়নি।'

'তাতে কী? সে তো কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। দেশে আমি ঠেকিয়েছি, অ্যামেরিকায় পৌঁছানোর পর আপনারা। সমস্যাটা কোথায়?'

'টেপটা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে ও।'

'কিন্তু কবর থেকে কাউকে ওটার খোঁজ দিতে পারছে না। কেস খতম। যত খুশি প্রমাণ লুকিয়ে রাখুক গে, আমাদের কী?'

'তারপরও আপনাকে আরও সাবধানে থাকতে হবে। বার বার প্যান্থার ব্যাটালিয়নের তৈরি করা জঞ্জাল সাফ করা আমাদের জন্যে রিস্কি হয়ে যাচ্ছে।'

'পুষিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।' বলে তুড়ি বাজাল জেনারেল।

একটা মোটাসোটা ব্রিফকেস নিয়ে ছুটে এল এক সৈনিক, কমান্ডারের ইশারায় সেটা কর্নেল অল্ডেনের হাতে তুলে দিল।

'এর ভিতর দশ মিলিয়ন ডলার আছে,' রামিরেজ বলল। 'আশা করি খরচাপাতি মেটানোর পরও আপনাদের পকেটে বেশ অনেকটাই রয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়াল সে। পকেট থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে ছুঁড়ে দিল। 'আরেকটা উপহার। আশা করি এটা দেখে আমাদের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে রাখবেন।'

সঙ্গীসাথী নিয়ে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল।

'কী এটা?' ক্যাসেটটা দেখে বিভ্রান্ত বেনেট।

'স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের রেকর্ডিং,' থমথমে গলায় বলল অল্ডেন। 'হারামজাদা আমাদের ওয়ার্নিং দিয়ে গেল, সে যতবার চায়, জঞ্জাল সাফ করে যেতেই হবে আমাদের। নইলে নিজে ফাঁসলে আমাদেরকেও ফাঁসাবে। এই টেপের মধ্যেই রয়েছে প্রমাণ, আমরা সবাই ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত।'

'যত দ্রুত সম্ভব এর থেকে মুক্তি চাই আমি, কর্নেল,' বেনেটকে সিরিয়াস দেখাল। 'আমাদের একমাত্র দুর্বলতা মাসুদ রানা। প্রথমে ওকে শেষ করতে হবে।'

'চিন্তা করবেন না, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

'আর এই টেপটা... তোমার জায়গায় আমি হলে এটা সঙ্গে নিতাম না।'

ঘুরে বেনেটের চোখে চোখ রাখল অল্ডেন। বলল, 'আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আজ থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে রানা বা টেপ... কোনওটারই অস্তিত্ব থাকবে না।'

বিশ

মাথার উপর গনগনে সূর্য চোখ-ধাঁধানো আলো বিকিরণ করছে, আর চারপাশের সাদা বালি সেই আলোকে প্রতিফলিত করছে দিগন্ত জুড়ে। এই দিনের বেলাতেও দৃষ্টি অন্ধ করা এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এই উজ্জ্বলতায় চোখ খুলে রাখা যায় না। এর মধ্য দিয়েই গাড়ি চালাচ্ছে রানা, আচ্ছন্নের মত। চোখ ছোট করে রাখতে হচ্ছে, ওর কাছে কোনও সানগ্লাস নেই।

একটানা ছুটে চলেছে ও, থামছে না বিশ্রাম নেবার জন্যও। জানে, এ-মুহূর্তে ওর মুখটাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিচিত মুখ। থামলেই যে কেউ চিনে ফেলবে। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্জন গ্যাস স্টেশন•পেলে সেখানকার ভেন্ডিং মেশিন থেকে মুখ লুকিয়ে ক্যান্ডি বার আর কোক সংগ্রহ করছে... খাবার বলতে এটুকুই। ভাগ্য ভাল যে প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ আর তার মধ্যে কিছু টাকা ছিল। নইলে কী হত, কে জানে।

শারীরিক কষ্টটাকে অগ্রাহ্য করে ড্রাইভ করে যাচ্ছে ও, এসে পৌঁছেছে মরুভূমিতে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কালো পিচঢালা পথের উপর নাচছে তাপতরঙ্গ, সেদিকে তাকালে চোখে মরীচিকার মত এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনও উপায়

নেই। এই বিভ্রম আর মায়াজালের ভিতর দিয়েই ছুটতে হচ্ছে ওকে।

যেটা ড্রাইভ করছে, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেটা ওর চুরি করা তৃতীয় গাড়ি—১৯৮৬ মডেলের একটা মারকারি টমক্যাট। একই রুটিন পালন করছে ও—নির্জন পার্কিং লট থেকে প্রথমে গাড়ি চুরি করছে, অন্য কোনও গাড়ি থেকে বদল করে নিচ্ছে নাম্বার প্লেট। চুরি করা ভুয়া নাম্বারের গাড়িটা আট ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করছে না, কারণ পুলিশের অ্যালার্ট হতে ওই পরিমাণ সময় লাগে। পুরনো গাড়িটা ফেলে রেখে আবারও একই পদ্ধতিতে জোগাড় করছে নতুন গাড়ি।

প্রথম কয়েকদিন অঙ্গরাজ্যের সমস্ত হাইওয়েতে চেকপোস্ট বসেছিল, বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল লুইযিয়ানার সীমান্ত। তবে এখন দশদিন পেরিয়ে গেছে। এত লম্বা সময় সীমান্ত সীল রাখা সম্ভব নয়, খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। চেকপোস্ট আছে যদিও, চেকিং কমে গেছে অনেকটাই। একটানা এতদিন নিষ্ফলা তল্লাশি চালিয়ে কর্তব্যে নিয়োজিত সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একেবারে খুব বেশি সন্দেহ না হলে কাউকে থামাচ্ছে না তারা। সন্দেহ জাগাবার মত কিছু করছেও না রানা। গাড়ির গতি সীমার মধ্যে রাখছে, তা ছাড়া গত কয়েকদিনে মুখে দাড়ি-গোঁফ জন্মে চেহারাটাও কিছুটা ঢেকে গেছে। চেকপোস্ট থেকে চলন্ত গাড়িতে ওকে যে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়, তাতে চেনার সুযোগ খুব কমই রয়েছে।

গত দশটা দিন যে কী অবস্থায় কাটিয়েছে, তা একমাত্র রানাই জানে। এক বা দু'দিন অন্তর একটা পশু শিকার করেছে, একেবারে নিশ্চিত না হয়ে গুলি করেনি। খাওয়া-দাওয়াটাও খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলমূল ছিল না জঙ্গলে, মাংসই একমাত্র খাদ্য। অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে আগুন জ্বালতে পারেনি, সব কাঁচা খেতে হয়েছে। তবে গাছগাছড়া দিয়ে

ক্ষতের পরিচর্যা করতে পেরেছে। সেইসঙ্গে মনে মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করেছে।

একা যে কিছু করতে পারবে না, তা ভাল করেই জানে রানা। কারও না কারও সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু যাবে কার কাছে? প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায়, ওর সব মিত্রদের পিছনে লোক লাগানো আছে। দেখা করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। যেতে হবে এমন কারও কাছে, যার সম্পর্কে কেউ জানে না... যার পিছনে গোয়েন্দা লেগে নেই। অ্যামেরিকায় ওর এমন মানুষ খুব কমই আছে, তা ছাড়া স্বল্পপরিচিতদের কাছে গেলে ওকে যে ধরিয়ে দেয়া হবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

ভাবতে ভাবতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলল ও, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়, এমন বন্ধু কে আছে ওর? কয়েকজনের কথা মনে পড়ল, তবে তারা দেশের অন্যপ্রান্তে থাকে। অসুস্থ শরীরে এতদূর পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। এমন একজনকে দরকার, যার কাছে নিরাপদে পৌঁছুনো যাবে। ভাবতে ভাবতে সপ্তম দিনে হঠাৎ এমার কথা মনে পড়ল ওর। অ্যারিজোনায় থাকে মেয়েটা, ওর কাছে যেতে হলে দুটো স্টেট পাড়ি দিতে হবে। কিছুটা কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।

আট বছর আগে এমা হেসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রানার। অ্যারিজোনার প্রায় সভ্যতাবিবর্জিত একটা ছোট্ট সীমান্তশহরে বাস তার, স্থানীয় ক্লিনিকে নার্স হিসেবে কাজ করে। ছুটি কাটাতে ওখানে গিয়েছিল ও, ঘটনাক্রমে দুজনের পরিচয় হয়।

ফার্স্ট এইড নিতে ক্লিনিকে গিয়েছিল, এমন সময় অসুস্থ ছোট ভাই ডিলানকে নিয়ে সেখানে আসে মেয়েটা। ছোটবেলা থেকেই রক্তের একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল ডিলান, সেদিন হঠাৎ অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ছোট্ট ক্লিনিকের ডাক্তাররা কিছুই করতে পারছিলেন না. ছেলেটাকে বাঁচানোর

একমাত্র উপায় ছিল ফিনিক্সের বড় কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সড়কপথে যেতে অনেক সময় লাগবে, ততক্ষণ বেচারার টিকে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। ভাইয়ের নিশ্চিত মৃত্যুর কথা ভেবে কাঁদছিল এমা, এমন সময় এগিয়ে আসে রানা। নিজের টাকায় স্থানীয় এয়ার ক্লাব থেকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে, ভাইবোনকে নিয়ে যায় ফিনিক্সে। হাসপাতালের সব বিলও ও-ই দেয়, সে-যাত্রায় বেঁচে যায় ডিলান।

এমাদের ব্যাপারে এরপর বিস্তারিত সব জানতে পারে ও। ছোটবেলায়ই পিতা-মাতাকে হারিয়েছে দু'ভাইবোন। নার্সের চাকরিতে এমা যা আয় করে, তাতে সংসারখরচের পর ভাইয়ের চিকিৎসাব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য। শুনে মনে খুব কষ্ট পায় রানা। আরও জানতে পারে, পিতা-মাতার কাছ থেকে পাওয়া ওই একই রোগে সহনীয় পর্যায়ে ভুগছে এমাও। রেবেকা ফাউন্ডেশন থেকে ওদেরকে একটা বাড়ি কিনে দেয় রানা, মাসে মাসে ডিলানের জন্য কিছু টাকাও দিতে শুরু করে। এমা এসবের কিছুই নিতে চায়নি, অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে রাজি করাতে হয়েছে। একটা শর্ত দিয়েছে মেয়েটা—কোনও একদিন এই উপকারের প্রতিদান চাইতে হবে রানাকে। সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ছ'মাস পরেই মারা গেছে ডিলান, পরিবারটাকে বেশিদিন সাহায্য করার সুযোগ না দিয়ে। ভাই না থাকায় সাহায্যের চেক ফেরত দিয়েছে এমা রেবেকা ফাউন্ডেশনে, আর কোনও সাহায্য নিতে রাজি হয়নি।

এরপর থেকে বিভিন্ন কাজে রানা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বেচারির সঙ্গে যোগাযোগটা আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এমা অবশ্য কয়েকবার ফোনে কথা বলেছে ওর সঙ্গে, প্রতিবারই রানা দেখা করার আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু কথা রাখতে পারেনি। ধীরে ধীরে এমাও যোগাযোগ ছেড়ে দিয়েছে, গত চার বছরে দুজনের মাঝে কোনও কথা হয়নি। তবে শেষবার পরিষ্কার

জানিয়ে দিয়েছিল মেয়েটা—রানার ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারবে না সে, ওকে নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে, প্রতিদানে রানা ওকে ভালবাসুক বা না-ই বাসুক, বাকি জীবন ওরই জন্য অপেক্ষা করবে সে, রানার কিনে দেয়া বাড়িটাতেই, জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত।

যে পেশায় আছে, তাতে কোনও মেয়েকে নিজের জীবনে জড়াবার কথা ভাবতেও পারে না রানা, তাই অনেকটা সচেতনভাবে এমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া ডিলানকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি, দোষটা নিজের না হোক, তাও এক ধরনের গ্লানি কাজ করে ওর ভিতর। এ কারণে এমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি কখনও। এমা নিজে এখন কেমন আছে, জানে না রানা। চার বছর আগে শুনেছিল, রোগটা ছড়াচ্ছে ওর দেহে—কতদিন বাঁচবে তার ঠিক নেই।

আজ তারই কাছে সাহায্যের জন্য যাবে বলে ঠিক করেছে ও। জীবনের এই অংশটা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ভেবে এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু জানায়নি ও, সে কারণেই শত্রুপক্ষ এমার বিষয়ে কিছু জানে বলে মনে হয় না। এ মুহূর্তে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই মেয়েটাই ওর একমাত্র অবলম্বন।

লম্বা পথযাত্রার জন্য শক্তি সঞ্চয় আর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হবার জন্য দশদিন দেরি করেছে ও। পারলে আরও সময় নিত, কিন্তু পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে আসায় শিকার করে খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। পায়ে হেঁটে ওয়েটল্যান্ড পাড়ি দিয়েছে ও, জঙ্গলের ধারের একটা ছোট্ট শহর থেকে প্রথম গাড়িটা চুরি করে রওনা দিয়েছে। লুইযিয়ানার সীমানা পেরুনোটাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তারপর থেকে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ধাপে ধাপে কমে এসেছে। টেক্সাস পেরুতে বারো ঘণ্টার মত লেগেছে, নিউ মেক্সিকো আরও কম। বাইশ ঘণ্টার মাথায় অ্যারিজোনার সীমান্ত অতিক্রম করেছে ও, পৌঁছেছে মরুভূমিতে।

দু'ঘণ্টা পর একটা ঢাল পেরিয়ে এল রানা, দূর থেকে মরুর মাঝে দাঁড়িয়ে ছোট্ট শহরটাকে দেখতে পেল... ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু দালান, এখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠা বিবর্ণ গাছপালা—সবকিছুকে ঝলসে দিচ্ছে রোদ। শহরে ঢোকার মুখে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, তাতে লেখা:

এসপেজো, অ্যারিজোনা

জনসংখ্যা-৭,৫৬৭

গাড়িটা শহরের বাইরে একটা পাহাড়ী খোঁড়লে লুকাল রানা, মুখটা ঢেকে দিল একটা ভারী পাথর গড়িয়ে। তারপর হেঁটে এসপেজোর ভিতরে ঢুকল ও। বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে হেঁটে পৌঁছাল আবাসিক এলাকায়। একটু পরেই ছোট্ট একতলা বাড়িটা দেখতে পেল, খুব একটা বদলায়নি ওটা। কয়েক বছরে বাইরের রং একটু মলিন হয়েছে, আর শেষবার যখন দেখেছিল তখন লনে এত সুন্দর ফুলের বাগান ছিল না।

মেলবক্সে সাদা হরফে নাম লেখা: এমা হেস, রেজিস্টার্ড নার্স। বাইরে থেকে পুরো বাড়িটাই বেশ ছিমছাম আর পরিপাটি দেখাচ্ছে। এমা কি আছে বাসায়? দরজার কড়া না নেড়ে সেটা জানার উপায় নেই।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল রানা। উপকারের বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া ওর স্বভাব নয়, তা ছাড়া এবারের বিষয়টা যথেষ্ট জটিল। সাহায্য চাইতে গিয়ে হয়তো এমাকে বিপদের মাঝে টেনে আনা হবে। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল ও, যদি তেমন কোনও পরিস্থিতি দেখা দেয়, মেয়েটাকেই আগে বাঁচাবে বলে ঠিক করল। নিজের কপালে যা খুশি ঘটুক।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নক করল রানা। সাড়া পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে গেল দরজা। চোখের সামনে এমাকে দেখতে পেল ও। অপরূপ সুন্দরী সে, গত

কয়েক বছরে রূপ আরও বেড়েছে বলে মনে হলো। সাদামাঠা একটা ঘরোয়া পোশাক পরে আছে মেয়েটা, মুখেও কোনও সাজ নেই, তারপরও তাকে অপ্সরার মত লাগছে। রানাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না মেয়েটা, তারপর চোখ ও হাসি দেখে চমকে উঠল সে। কোনমতে বলল, 'রানা! তুমি!!'

কিছু বলতে পারল না রানা, ক্লান্তিতে টলে উঠল। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল এমা, নিজের শরীরে ভর দিতে দিল, তারপর নিয়ে এল বেডরুমে। সাবধানে ওকে বিছানায় বসাল সে।

'এ কী অবস্থা তোমার!' বলল এমা।

'গুলি খেয়েছি, গোটা আমেরিকা আমার পিছনে লেগে গেছে... এরচেয়ে ভাল আর থাকতে দিচ্ছে কই?' ম্লান হাসল রানা।

'কথা বোলো না, বিশ্রাম নাও।'

'না, বলতে দাও। আমি এসবের কিছুই করিনি, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে...'

'আমি জানি তুমি করোনি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল এমা। 'কথা পরে হবে। শুয়ে পড়ো তুমি।' জোর করে রানাকে শুইয়ে দিল সে।

বিছানায় পিঠ লাগতেই যা দেরি, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

ঘুমের মধ্যে অল্ডেন আর রাইসকে দেখতে পেল রানা। গত কিছুদিনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা, আর সবশেষে ওকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরিত হওয়া রাইসের পিস্তল... সবকিছু বারবার অবচেতন মন ছবির মত দেখিয়ে চলল ওকে। স্বপ্নের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে উঠতে চাইল, কিন্তু এই অলীক জগতেও কঠোর বাস্তবতার মত শত্রুরা ওর নাগালের বাইরে রয়ে গেল। হতাশা আর প্রতিহিংসার আগুন ওকে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

স্বপ্নজগতের এই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচার জন্যই যেন অবশেষে ঘুম থেকে জাগল রানা। চোখ খুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য খেই হারিয়ে ফেলল, কোথায় আছে ঠাহর করতে পারছে না। আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল সব।

শরীরে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব, কম্বল সরিয়ে নিজেকে অর্ধনগ্ন আবিষ্কার করল ও, পরনে শুধু জাঙ্গিয়াটা আছে। আরও কিছু ব্যাপার লক্ষ করল—সারা শরীর স্পঞ্জ করা হয়েছে ওর, নিপুণহাতে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজও বাঁধা হয়েছে, বামহাতটা ঝুলছে স্লিঙে। বোঝা গেল নার্স হিসেবে সত্যিই খুব দক্ষ এমা। চারপাশটা ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল এবার, রুমটা খুব একটা বড় নয়, দেয়ালটা হালকা গোলাপি, দরজা-জানালায় ম্যাচিং কালারের পর্দা ঝুলছে। ছোট একটা ওয়ার্ডরোব রয়েছে ঘরে, বিছানার পাশে টিপয়ের উপর ফুলদানিতে তাজা ফুল। রুমটা যে এমার, বুঝতে পারছে।

জানালার আলো দেখে মনে হচ্ছে, সকাল হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। কিচেন থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে, নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে এমা। খিদেয় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, মনে হচ্ছে যেন যুগ-যুগান্তর ধরে অভুক্ত আছে। কম্বলটা কোমরে পেঁচিয়ে বিছানা থেকে নামল রানা, সোজা গিয়ে হাজির হলো কিচেনে।

'আরে আরে, তুমি উঠে এলে কেন?' ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল এমা। 'ডাক দিলে আমিই যেতাম।'

'খুব খিদে পেয়েছে,' একটা চেয়ার টেনে ডাইনিং টেবিলে বসল রানা। 'ডাকাডাকি করতে ইচ্ছে হলো না।'

'খিদে পাবারই কথা, এখানে আসার পর থেকে তো কিছুই খাওনি।'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

'আজ তৃতীয়দিন চলছে।'

'বলো কী?' চমকে উঠল রানা।

'শুধু কি ঘুম? প্রলাপও বকছিলে... অন্ডেন আর রাইস কে?'

'আছে দুজন। বোকা পেয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। যে যাই বলুক, আমি প্রেসিডেন্টকে খুন করিনি।'

'প্রেসিডেন্ট!' এমা ভুরু কোঁচকাল। 'তুমি জানো না কিছু?'

'কী জানব? গত দশদিন ধরে ওয়েটল্যান্ডের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম।'

'প্রেসিডেন্টের তো কিছুই হয়নি। গুলিতে এক ধর্মযাজক মারা গেছেন।'

'আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস!' এবার রানার অবাক হবার পালা। র‍্যামডাইন এত বড় ভুল করেছে? প্রেসিডেন্টকে মারার বদলে আর্চবিশপকে মেরে ফেলেছে? হতেই পারে না।

'সবাই বলছে তোমার গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে,' এমা বলল।

'আমার কখনও মিস হয় না,' রানা সংক্ষেপে বলল। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

এমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'পত্রিকায় তোমাকে অস্ত্রধারী এক সাইকোপ্যাথ আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, তা সত্যি নয়। যে লোক দুজন সম্পূর্ণ অচেনা অসহায় মানুষকে সাহায্যের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে আসতে পারে, সে আর যাই করুক, অকারণে মানুষ খুন করতে পারে না। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, রানা। ভাবছিলাম কোনও একদিন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে খুলে বলবে পুরো ব্যাপারটা, তবে এত তাড়াতাড়ি সুযোগটা এসে যাবে ভাবিনি।'

'আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে, আপাতত এটুকুই বলতে পারি। যত কম জানো, ততই মঙ্গল। এমনিতেও আমাকে আশ্রয় দিয়ে অনেক বড় বিপদ ঘাড়ে টেনে নিয়েছ।'

'তুমি জানো, তোমার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি।'

'বিপদের ভয় করো না?'

মাথা নাড়ল এমা।

'তুমি তো জানোই, রানা। যে-রোগে ডিলান মারা গেছে, ওই একই রোগ ছিল আমারও। ইদানীং সেটা বেড়েছে অনেক। আমার কীসের ভয়? আমি তো এমনিতেই যাচ্ছি!'

রান্না শেষ হয়েছে, বাটিতে করে গরম স্টু আর পাউরুটি পরিবেশন করল এমা। বলল, 'অনেকের ধারণা তুমি বেঁচে নেই। তবে লাশ না পাওয়া পর্যন্ত এফবিআই সেটা বিশ্বাস করছে না। অবশ্য আমারও মন বলছিল, তোমার কিছু হয়নি।'

'বাইরের পরিস্থিতি কী, বলতে পারো?' খেতে খেতে জানতে চাইল রানা। 'আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছে ওরা?'

'পেপারে তো লিখেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, অস্ত্র... কী কী যেন পাওয়া গেছে। তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুরো পরিকল্পনার ডকুমেন্টও উদ্ধার করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী তো আছেই। তোমাকে ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—দুই কোটি ডলার!'

শিস দিয়ে উঠল রানা। বলল, 'বাপরে! এত টাকা! আমারই তো লোভ হচ্ছে, সোজা গিয়ে ধরা দিই। তোমার হচ্ছে না?'

'টাকার চেয়েও দামি জিনিস পেয়ে গেছি আমি,' জবাব দিল এমা। 'তোমাকে।'

হাসল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'তোমার ডিউটি কখন?'

'শরীর খারাপের কথা বলে ছুটি নিয়েছি। যে অবস্থা তোমার, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সেবাযত্নের মধ্যে থাকতে হবে। ডিউটি করলে তোমাকে দেখবে কে?'

'অবস্থা কি খুব বেশি খারাপ?'

'ইন্টারনাল ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়, তবে রক্ত ঝরেছে অনেক। ক্ষতের মধ্যে একটা ফয়েল পেয়েছি, তুমি ঢুকিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'খুব ভাল করেছ। ব্লিডিং থামানোর পাশাপাশি জীবাণুও ঢুকতে দেয়নি। তবে ইনফেকশনের ভয় একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। বেশ কয়েকটা ইনজেকশন দিয়েছি সেজন্যে।'

'সুস্থ হব কবে নাগাদ?'

'রক্তশূন্যতা পূরণ হতে সময় লাগবে, তবে ইনফেকশন দেখা না দিলে সপ্তাদুয়েকের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যাবে আশা করি।'

'এই সময়টুকু তোমার এখানে থাকলে কি খুব বেশি অসুবিধে হবে? আমার আসলে যাবার কোনও জায়গা নেই।'

'এভাবে বলছ কেন, রানা? এটা তো তোমারই বাড়ি।'

'না... মানে তোমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কোনও উপায়ও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তোমার সহানুভূতির কাছে বিক্রি হয়ে গেছি আমি, রানা। যেটা কোথাও কখনও পাইনি, তা-ই পেয়েছি আমি তোমার কাছে। ঋণ শোধ করতে গিয়ে নাহয় পড়লামই বিপদে,' এমা হাসল। 'তা ছাড়া দুঃসময়ে যদি পাশে না থাকি, তা হলে আমি আবার বন্ধু কীসের?'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব...'

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, এটাকে আমি নিজের কর্তব্য মনে করি। সে যাক, সুস্থ হবার পর কী করবে? দেশ থেকে পালাবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মিথ্যে অপবাদ নিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে আমাকে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'সম্ভব। আমাকে শুধু কয়েকজন লোকের খোঁজ পেতে হবে,' রানার মুখে ক্রূর হাসি ফুটল। 'অল্ডেন, রাইস আর বাকি যারা জড়িত... ওদের ভবিষ্যৎটা খুব খারাপই কাটবে বলে মনে হয়।'

একুশ

সদ্য প্রমোশন পাওয়া ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জোশুয়া ব্র্যাডফোর্ডের মনে বেজায় ফুর্তি, প্রেসিডেন্টের উপর হামলার ঘটনায় সাহসিকতার জন্য তাকে এই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে সেই আনন্দ উদযাপনের জন্য ম্যাকলিন স্ট্রিটের একটা স্ট্রিপ ক্লাবে আছে সে, একই সঙ্গে মদ আর আফিমের নেশায় বুঁদ। যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, খুশিতে আত্মহারা।

'কী হে রাইস, তোমার গ্লাস খালি কেন? নাও, নাও, যত খুশি নাও। বিল তো আমি দিচ্ছি।'

মেজর জাসটিন রাইস গাল দিয়ে উঠল, তবে নেশাগ্রস্ত ব্র্যাডফোর্ড তা শুনতে পেল না। রাইসের মেজাজ খুবই খারাপ। চমৎকারভাবে প্ল্যান করা একটা অপারেশন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত ঠিকমত সম্পন্ন হয়েছে, শুধু তারটুকু বাদে। ডাক্তাররা রানার বেঁচে যাওয়াকে যতই 'মেডিক্যাল মার্ভেল' বলে আখ্যা দিক না কেন, আসল বাস্তবতা তো এটাই—শিকার তার হাত ফসকে পালিয়ে গেছে। কর্নেল অল্ডেন গালাগালি করে রাইসের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করেছে, এমন ব্যর্থতার কোনও ক্ষমা হয় না। আউটফিটের বাকি সবার চোখে তামাশার একটা পাত্রে পরিণত হয়েছে সে। সেই ঘটনার পর থেকে মুখ লুকিয়ে চলতে হচ্ছে, অপমানের আরও চূড়ান্ত করা হয়েছে নিউ অর্লিয়েন্সে এবারের মিশনটার জন্য পাঠিয়ে, অধস্তন যে কেউই কাজটা

করতে পারত। তা ছাড়া আসতে হয়েছে একা, বডিগার্ড ল্যান্সকে রেখে দিয়েছে অল্ডেন, শাস্তি হিসেবে।

'কী হে, কথা বলছ না যে?'

ব্র্যাডফোর্ডের ডাকে সংবিত ফিরে পেল রাইস। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি আর নেব না। তুমি খাও।'

তুমুল করতালি থামতেই শুরু হয়েছে গান। সামনের মঞ্চে নতুন একটা মেয়েকে উদয় হতে দেখল রাইস। শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরে আছে মেয়েটা, কিছুক্ষণ পর তা-ও থাকবে না। নাচ শুরু হলো। নর্তকীর দেহবল্লরী অসাধারণ, গুরুনিতম্বের কাঁপুনি দর্শকদের বুকের রক্ত ছলকে ওঠাচ্ছে। আর বিশাল আকারের বুকদু'টো যে-কোনও তরুণের আরাধ্য।

'ওর নাম ডমিনিক,' কানে কানে বলল ব্র্যাডফোর্ড। 'কেমন বুঝছ?'

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রাইস।

'শুধু ভাল বলছ? অপূর্ব, বুঝলে? অপূর্ব! ওর নাচ দেখার জন্যই সবসময় আসি এখানে। প্রায়ই ভাবি, একরাতের জন্য ভাড়া করে নিয়ে যাব। কিন্তু সাহসে কুলায় না, হাজার হোক পুলিশে চাকরি করি তো! তবে আজ ভাবছি অফার দিয়েই ফেলব, যা থাকে কপালে।'

ওয়েট্রেস এসে ব্র্যাডফোর্ডের সামনে নতুন এক গ্লাস শ্যাম্পেন রাখল। বলল, 'জোশুয়া, ডিয়ার, কোনায় বসা ভদ্রলোক এটা পাঠালেন—অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের জীবনরক্ষাকারী পুলিশ অফিসারের জন্য।'

জোরে হেসে উঠল ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। গ্লাস তুলে মাথা নুইয়ে শুভানুধ্যায়ীকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর আবার মন দিল ডমিনিকের নাচ দেখে শিস দেয়ার কাজে।

'তুমি তো দেখছি বিখ্যাত হয়ে গেছ!' রাইস বলল।

'টেলিভিশনের কল্যাণে,' শ্যাম্পেনে চুমুক দিল ব্র্যাডফোর্ড।

'ফলাও করে আমার কীর্তি প্রচার করেছে ওরা। কানাঘুষো শুনছি, এ বছরের সেরা পুলিশ অফিসারের পুরস্কারটাও বোধহয় আমিই পাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট আমার নামে এখন কোনও রাস্তাঘাট নামকরণ করে কি না দেখো। আপাতত অপেক্ষা করছি হোয়াইট হাউসে দাওয়াত পাবার জন্যে। সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় আবদার নয়?'

'তা তো নয়ই। হাজার হোক, সবাই জানে যে তুমি না থাকলে প্রেসিডেন্টকে মেরেই ফেলত মাসুদ রানা... বাস্তবতা যা-ই হোক না কেন।'

'কীসের বাস্তবতা?' খ্যাপাটে গলায় বলল ব্র্যাডফোর্ড, নেশায় স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেছে সে। 'আমিই গুলি করেছি রানাকে। বিল্ডিঙের জানালায় মুভমেন্ট দেখে সবার আগে ছুটে গেছি, থামিয়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্নাইপারকে। দ্যাটস দ্য ট্রুথ, মাই বয়! বুঝেছ?'

'থ্রিলিং একটা গল্প, সিনেমা-টিনেমা না বানিয়ে বসে কেউ!'

'সেদিক থেকেও আমি এগিয়ে আছি, দোস্ত। এক প্রযোজকের কাছে আমার গল্পের মুভি রাইট বিক্রি করে দিয়েছি। অন্য কেউ বানাতে গেলে মামলা ঠুকে দেব।'

'এত প্রচারণা কি ঠিক হচ্ছে?' রাইসের গলায় সন্দেহ। 'বেশি কথা বললে গোমর ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

নেশার ঘোরে বেফাঁস জবাব দিয়ে বসল ব্র্যাডফোর্ড। 'গোমর ফাঁস হলে তো আরও বেশি টাকা পাব।'

গম্ভীর গলায় রাইস বলল, 'যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে তোমাকে এরইমধ্যে।'

'তুমি জানো না, রাইস, টাকা আর মেয়েমানুষের বেলায় যথেষ্ট বলে কোনও কথা নেই? যত পাওয়া যায়, ততই বেশি পাওয়ার ইচ্ছে হয়।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল রাইস, উঠে দাঁড়াল। 'থাকো তুমি। আমার কাজ আছে, পরে দেখা হবে।'

কথাটা ব্র্যাডফোর্ডের কানে গেল কি না বোঝা গেল না। সে ডমিনিকের নাচ দেখা নিয়ে ব্যস্ত, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রাইস। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল।

'হ্যালো,' ওপাশে অল্ডেনের গলা।

'রাইস বলছি।'

'খবর বলো।'

'রিপোর্ট ভুল নয়। ব্র্যাডফোর্ড লোভী হয়ে উঠছে। কখন যে নেশার ঘোরে সব ফাঁস করে দেবে, বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, প্ল্যান মোতাবেক কাজ করো।'

'ওকে, সার।'

আবার ভিতরে ঢুকল রাইস। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলল, কিছু টাকাও হাতবদল হলো।

এর এক ঘণ্টা পর ক্লাবের ম্যানেজার ব্র্যাডফোর্ডকে এসে বলল, 'ডমিনিকের সঙ্গে কথা বলেছি, মি. ব্র্যাডফোর্ড। আপনার মত বিখ্যাত লোককে খুশি করতে আপত্তি নেই তার। তবে ওর নিগ্রো বয়ফ্রেন্ডটাই যা সমস্যা, টের পেলে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে।'

'তা হলে কি আমাকে আশা ছেড়ে দিতে হবে?' ব্র্যাডফোর্ডের গলায় হতাশা।

'মোটেই না। রাতের শিফটে ফায়ার সার্ভিসে কাজ করে নিগ্রোটা, বেরিয়ে যায় সাড়ে এগারোটায়। আপনি যদি বারোটার দিকে যান, তা হলে কাজ হবে। এই নিন ঠিকানা।'

এক টুকরো কাগজ দিল ম্যানেজার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল ব্র্যাডফোর্ড, সোয়া এগারোটা বাজে। তা হলে তো এখনই রওনা দিতে হয়।

বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে নির্ধারিত ঠিকানায় উপস্থিত হলো ব্র্যাডফোর্ড। নির্জন একটা দোতলা বাড়ি, দেখে

পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। মেয়েটা এখানেই থাকে? মনে সন্দেহ উঁকি দিল তার, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ভুয়া ঠিকানা দিয়ে ওকে বোকা বানাবার সাহস ক্লাব ম্যানেজারের হবে না। দোতলায় উঠে দরজায় টোকা দিল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর খুলে গেল পাল্লা। ডমিনিক নয়, উদ্যত পিস্তল দেখে চমকে গেল ব্র্যাডফোর্ড। মুখোশপরা অস্ত্রধারী বলল, 'চিৎকার করার চেষ্টা কোরো না, ভিতরে ঢোকো।'

নীরবে আদেশ পালন করল ব্র্যাডফোর্ড। ভিতরে ঢুকে দেখল, অস্ত্র হাতে আরও দুজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ডমিনিক। নেশা কেটে গেল তার। কড়া গলায় বলল, 'কত বড় ভুল করছ, কোনও আইডিয়া নেই তোমাদের। জানো, আমি কে?'

সকৌতুকে প্রথম লোকটা বলল, 'আমরা শুধু এটুকু জানি যে, মি. হিরো অভ নিউ অর্লিয়েন্সের দিন শেষ হয়ে এসেছে। নাকি ভুল বললাম?'

কপালে ঘাম ফুটল ব্র্যাডফোর্ডের; কী করতে যাচ্ছে এরা?

এর পনেরো মিনিট পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনল রাইস। তারও পনেরো মিনিট পর তিন মুখোশধারী তার কাছে এসে রিপোর্ট করল, 'কাজ শেষ।'

'ভেরি গুড,' রাইস বলল। 'আর নিগ্রো বয়ফ্রেন্ড?'

'তার ব্যবস্থা আরও আগেই নেয়া হয়েছে। লাশটা আর কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'পারফেক্ট! তোমরা তা হলে কেটে পড়ো এখুনি।'

রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল আততায়ীরা।

পরদিন সকালের কাগজে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জোশুয়া ব্র্যাডফোর্ডের মৃত্যুর খবর ছাপা হলো। জানা গেল, একটা পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে উলঙ্গ অবস্থায় এক নর্তকীর পাশে পাওয়া গেছে তাকে, দুজনকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নর্তকীর

নিগ্রো বয়ফ্রেন্ড নিখোঁজ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে ব্র্যাডফোর্ডের সম্পর্ক হাতেনাতে ধরে ফেলে যুবক। রাগের মাথায় দুজনকেই গুলি করে ফেরার হয়ে গেছে সে। কয়েকদিন আগে যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, এবার তারই বিরুদ্ধে চলে গেল পত্রিকাগুলো। একজন নর্তকী, তার উপর অন্যের গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য ব্র্যাডফোর্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল সবাই। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে ডিটেকটিভের শরীরে ড্রাগ পাওয়া যাওয়ায় মাদকাসক্ত হিসেবে বদনামটা আরও জোরালো হলো। ব্র্যাডফোর্ডের পরিণামকে 'পোয়েটিক জাস্টিস' বলে আখ্যা দিল এক পত্রিকা।

নিউ অর্লিয়েন্সের হিরোর মৃত্যুটা হলো সীমাহীন দুর্নাম আর অসম্মান নিয়ে।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

ব্যস্তভাবে একটা ফাইল ঘাঁটছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, হঠাৎ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেবিলে রাখা ফোনটা। অন্যমনস্কভাবে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল ও। 'হ্যালো?'

'সোহেল?... আমি বলছি।' ওপাশে রানার ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

'মাই গড!' তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহেল। 'রা... কোত্থেকে... তুই ঠিক আছিস তো?'

'কেমন আছি আবার জানতে চাইছিস? কাছে পেয়ে নিই খালি! পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে দুটো গুলি করে বুঝিয়ে দেব, ফাজিল কোথাকার।'

হেসে উঠল সোহেল। নাহ্, রানা এখনও সেই আগের মানুষটাই আছে যখন, তার মানে কিচ্ছু হয়নি ওর। 'তোর যে কই মাছের প্রাণ, তা কে না জানে? বুড়োকে বলেছিও সেই কথা, তারপরও দুশ্চিন্তায় খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে গেছে ওঁর। গিলটি

মিয়া, লরেলি আর নুমা থেকে তোর বন্ধু ববি মুরল্যান্ড তো ফোন করে পাগল করে দিচ্ছে—আইন ভেঙে হলেও কিছু করতে চায় তারা। আমরাই ঠেকিয়ে রেখেছি সবাইকে।'

'কেন?'

'পরিস্থিতি বড্ড নাজুক রে! কেউ সাহায্য করতে গেলে উল্টো নিজে বিপদে পড়ে যাবে, তোরও বিপদ বাড়াবে। তবে বস আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন প্রায় রোজই টেলিফোনে কথা বলছেন, তলে তলে কোনও ফন্দি আঁটছেন বোধহয়। আমি বিস্তারিত জানি না। আসলে ঘটেছেটা কী, বল্ তো?'

'বলতে সময় লাগবে, ততক্ষণে এই ফোনটা ট্রেস হয়ে যাবে। তাই বেশিকিছু বলতে চাই না। শুধু এটুকু জেনে রাখ, কাজটা সিআইএ নিজে করেছে। আমাকে দিয়েছে ফাঁসিয়ে।'

'সে তো আমরাও বুঝতে পারছি। কিন্তু চারপাশ থেকে বড্ড চাপের মধ্যে আছি সবাই, সরকারের কেউ কথা শুনতে চাইছে না। বিসিআই-কে সরাসরি নিষেধ করে দেয়া হয়েছে ব্যাপারটায় যেন নাক গলাতে না যায়।'

'হুঁ, তাহলে যা করার আমিই করি। র‍্যামডাইনকে এত সহজে পার পেতে দেয়া যায় না।'

'গতকাল বসের সঙ্গে ইনফর্মালি কথা হয়েছে আমার। বলেছেন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে যেন এই পরামর্শই দিই। ডোন্ট ওয়ারি, দোস্ত। এগিয়ে যা তুই, যদি আরও কোনও ঝামেলায় পড়িস, আমরা তো আছিই। তুই বেঁচে আছিস জানার পর বস আর কারও নিষেধ শুনবেন বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে। রাখি তা হলে।'

'আচ্ছা, সাবধানে থাকিস।'

লাইন কেটে গেল। ফোন রেখে ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিল সোহেল, চিফকে রানার খবরটা জানাতে হবে।

*

একগাদা পত্রিকা আর ম্যাগাজিন কিনে এনেছে এমা, ঘরেও কিছু ছিল আগে থেকে... সব নিয়ে বসেছে রানা। নিউ অর্লিয়েন্সে শুটিং সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়েছে এগুলোতে, সেই সঙ্গে ওর উপর বিশেষ প্রতিবেদন রয়েছে। গত কিছুদিনে কী কী ঘটেছে, কী ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেছে, ওকে ধরার জন্য কোন্ কোন্ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে... সবই জানতে হবে রানাকে। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। খবর প্রকাশের স্বাধীনতা থাকায় বাড়িয়ে প্রচার করা মার্কিন সাংবাদিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে, খবর রগরগে করে তুলতে মনগড়া বানোয়াট অনেককিছুই জুড়ে দেয় তারা। গাঁজাখুরির এই সমুদ্র ঘেঁটে মূল সত্যটুকু বের করা বড় কঠিন। সেটাই করতে হচ্ছে ওকে।

প্রথমদিককার নিউজগুলোই সবচেয়ে বেশি ভুলে ভরা। তথ্য খুব কম ছিল রিপোর্টারদের কাছে, কাজেই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে যার যেমন খুশি। তবে যত দিন গেছে, নিরেট তথ্যের পরিমাণ বেড়েছে। মোটামুটি সত্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছে পত্রিকাগুলো। তবে যেখানেই কোনওরকম বিশ্লেষণের সুযোগ এসেছে, সেখানেই নেতিবাচক মোড় নিয়েছে তারা। রানার প্রতিটা কাজের একটা খারাপ দিক খুঁজে বের করেছে।

রিপোর্টারদের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতে হয়। মাসুদ রানা সম্পর্কে সবকিছু জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও একজন স্পাই। ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার, বিভিন্ন মিশনের বিবরণ ইত্যাদি গোপন থাকবে চিরদিন। তবে এ ছাড়া যতটুকু জানা সম্ভব, সাংবাদিকরা তার সবই বের করে ফেলেছে। জ্বলজ্বলে অক্ষরে তা মেলে ধরা হয়েছে সারা পৃথিবীর সামনে, ওকে একজন খলনায়কে পরিণত করা হয়েছে।

একটা পত্রিকায় রানাকে হাত গলে পালাতে দেয়া এফবিআই এজেন্টের ছবি ছাপা হয়েছে। ক্যাপ্‌শন পড়ে এরিক স্টার্নের নাম

জানতে পারল ও। বেচারাকে পত্রিকাগুলো তুলোধুনো করে ছেড়েছে, কোথাও কোথাও রানার দোসর বলেও আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এফবিআইয়ের এজেন্টের নামটা খুব পরিচিত লাগছে রানার কাছে, কোথায় যেন শুনেছে। একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল মেরিল্যান্ডের সেই সিমিউলেশনটার কথা। এরিক স্টার্নই ছিল টুলসার সেই ব্যর্থ স্নাইপার, যার গুলি মারত্মকভাবে জখম করেছিল একটি মেয়েকে। ছবির দিকে তাকিয়ে বেচারার জন্য মায়া হলো ওর, লোকটা নিশ্চয়ই ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে। একজন ফেডারেল অফিসারের ক্ষেত্রে হাই-প্রোফাইল একজন অপরাধীর পলায়ন তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। এজেন্ট স্টার্নকে প্রথমে শত্রুপক্ষের লোক মনে হলেও এখন আর তা মনে হচ্ছে না। যদি তাই হত, তা হলে বিল্ডিঙের নীচে রানাকে দেখামাত্র গুলি করত, অ্যারেস্টের চেষ্টা করত না; গাড়িতেও চাবি রেখে আসত না।

র‍্যামডাইন সম্পর্কে কোথাও কিছু লেখা নেই, অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। শত্রু হলেও এই লোকগুলোর বুদ্ধি দেখে রানা অবাক হচ্ছে। একজন মানুষের দুর্বলতা খুঁজে বের করায় ওদের জুড়ি নেই। কী টোপ দিলে রানার মত অভিজ্ঞ এজেন্টও ওদের ফাঁদে চোখকান বন্ধ করে পা দেবে, তা ওরা ঠিকই বের করে ফেলেছে।

পিওতর ভসকভ।

এ মুহূর্তে শুধুই একটা নাম। র‍্যামডাইন তার খোঁজ পেয়েছিল বলে আর বিশ্বাস করে না ও। শিকারকে তাদের প্ল্যানমাফিক কাজে রাজি করানোর জন্যই শুধু নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে। আসল ভসকভ রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার সঙ্গে কোনও একদিন বোঝাপড়া হবে রানার, তবে তা আজ বা খুব শীঘ্রি নয়। আগে র‍্যামডাইন আর ষড়যন্ত্রকারীদের শায়েস্তা করতে হবে,

তারপর অন্য কাজ।

সবার আগে জানতে হবে, এত বড় যড়যন্ত্রটা কেন পাতা হলো। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্যটা কী, ভেবে কূল পাচ্ছে না ও। সাংবাদিকদের কলমে নিজের অজান্তে হয়তো বা কোনও তথ্য চলে আসতে পারে, এই আশায় বার বার পত্রিকাগুলো পড়তে থাকল রানা। কিন্তু জবাব পাবার বদলে মনের মধ্যে বেড়েই চলল প্রশ্নের সংখ্যা।

পায়ের শব্দে মনোযোগ টুটে গেল। এমা এসে ঢুকেছে ঘরে, হাতের ট্রেতে একগাদা জিনিস, ব্যান্ডেজ বদলানোর সময় হয়েছে।

জানালা দিয়ে শেষ বিকেলের আলো এসে ঢুকেছে ঘরে, চারপাশ কমলাভ একটা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। সেই রঙে এমার সুন্দর মুখাবয়ব যেন স্বর্গীয় স্পর্শ পেয়েছে। ট্রে-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নারীমূর্তিটাকে আর পৃথিবীর কোনও নশ্বর জীব মনে হচ্ছে না। লাগছে অপ্সরার মত, শুধু পিঠের পিছনে ডানা নেই, এই যা।

'ওভাবে কী দেখছ?' টিপয়ের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল এমা।

'তোমাকে।'

'আমাকে আবার দেখার কী আছে?'

'কী আছে তা তুমি বুঝবে না।'

'দরকার নেই, বাবা। আগে তোমাকে বুঝে নিই। শরীর তো না, যেন টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি বানিয়েছ। এবারেরগুলো বাদই দিলাম, পুরনো কতগুলো গুলির দাগ আছে তোমার শরীরে, জানো?'

'জানব না কেন,' রানা হাসল। 'শরীরটা তো আমারই, তাই না?'

'কীভাবে যে বেঁচে আছ, ভাবতেই পারি না.' এমার গলায়

কপট রাগ। 'এতবার গুলি খাবার পরও মানুষের শিক্ষা হয় না? স্পাইগিরি ছেড়ে ঘরসংসার শুরু করো না কেন?'

'আমাকে বিয়ে করবে কে?'

পুরনো ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করেছে এমা। নিচু গলায় বলল, 'শুধু বলে দেখো, মেয়ের অভাব হবে না।'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল রানা। 'নিজের কথা ভাবছ?'

'ভাবলামই বা!'

'তা হয় না, এমা। আমার যে জীবন, তাতে তোমাকে বা অন্য কোনও মেয়েকে জড়াবার কথা ভাবতেও পারি না আমি।'

'জড়িয়ে তো ফেলেইছ।'

'সেটা শুধু অল্প সময়ের জন্য। তা ছাড়া আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, অন্তত তুমি যেন আমার কারণে বাকি জীবন বিপদে না কাটাও, তার একটা ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এমা। বলল, 'ভয় নেই, রানা। আমি তোমার প্রেমে পড়িনি। সে-যোগ্যতাই নেই আমার, আমি শুধু দূর থেকে তোমাকে পুজো করতে পারি।'

'এসব কেন বলছ?'

'কারণ, এটা সত্য। তুমি অনেক মহান একজন মানুষ, সে তুলনায় আমি বড়ই নগণ্য। একটা প্রশ্ন করতে পারি? তুমি কখনও আমার কাছে কিছু চাওনি কেন? শুধু মুখ ফুটে বললেই আমি আমার দেহ-মন সব উজাড় করে দিতাম।'

রানা হাসল। 'তাই যদি করতাম, তা হলে কি আজ তুমি আমাকে এভাবে সাহায্য করতে? তা ছাড়া প্রতিদানে কিছু পাবার আশায় আমি কাউকে সাহায্য করি না। তোমাকে কাছে পেতে কখনও ইচ্ছে হয়নি, সেটা বললে আসলে মিথ্যে বলা হবে।'

'তা হলে? তা হলে কেন কোনদিন ডাকোনি কাছে? আমার অসুখের জন্য?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি জানি. ওটা ছোঁয়াচে কিছু নয়।

আমার বাধাটা অন্যখানে। তোমার কৃতজ্ঞতাবোধের কারণে তুমি আমাকে সর্বস্ব উজাড় করে দিলে, আর আমি সে দুর্বলতার সুযোগ নিলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম আমি।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল এমা। কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি বিনিময় হলো, তারপরই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পাগলের মত চুমো খেতে লাগল। চুমোয় চুমোয় অস্থির হয়ে নিজের অজান্তেই সাড়া দিল রানা, এমাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

বাইশ

দশদিনের মাথায় প্রায় পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠল রানা। এমা আরও কিছু ম্যাগাজিন এনে দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণায় ডুবে গেল। নিউ অর্লিয়েন্সে ব্র্যাডফোর্ডের মৃত্যুর খবর পড়ে খুব একটা অবাক হলো না ও। কাজটা যে র‍্যামডাইনের, তা বেশ ভালই বুঝতে পারছে। পুরো ষড়যন্ত্রে সংগঠনটার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে একমাত্র ব্র্যাডফোর্ডই জানত, তাকে মেরে পুরো ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলছে ওরা। একদিক থেকে ভালই হয়েছে, ব্র্যাডফোর্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ওকে আর নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরতে হবে না।

প্রতিশোধ নেয়াটা রানার জন্য খুব একটা কঠিন কাজ নয়, রাইস আর অল্ডেনকে খুঁজে বের করতে পারলেই চলে শয়তানগুলোকে এরপর কুকুরের মত গুলি করে মারতে ওর

মোটেই হাত কাঁপবে না। কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন, শুরুতেই র‍্যামডাইনের লোকগুলোকে মেরে ফেললে সেটা আরও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ-কারণে আপাতত বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওদের।

পুরো রহস্যটা উদঘাটন করতে হবে প্রথমে। র‍্যামডাইনের পিছনে দৌড়ে লাভ নেই, মরে গেলেও ওদের কেউ মুখ খুলবে না। বিকল্প কোনও পদ্ধতি বের করতে হবে।

কয়েকদিন আগে টিভিতে শুটিঙের ফুটেজটা দেখতে পেয়েছে ও, অপূর্ব একটা শট... স্বীকার করতেই হয়। এরিক স্টার্নের মত রানাও নিশ্চিত হয়েছে, শটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে লক্ষ্য করেই গুলি করা হয়েছে। আততায়ীর দক্ষতা প্রশ্নাতীত, ডায়াসে দাঁড়ানো দুরূহ একটা টার্গেটকে প্রায় বারোশো গজ দূর থেকে শিকার করে ফেলেছে সে... এটা আর যাই হোক কোনও নবীশের কাজ নয়। গির্জার মিনার থেকে নিচু একটা অ্যাঙ্গেলে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে শটটা নিতে হয়েছে, পৃথিবীতে হাতে গোনা অল্প কয়েকজন শুটার শুধু এই শট নিতে পারে, তারপরও লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তা দেয়া খুব কঠিন। রানা নিজেও পারত কি না বলা সম্ভব নয়।

এই রহস্যময় শুটারই সবকিছুর চাবিকাঠি। বিশাল এই ষড়যন্ত্র, রানাকে ফাঁদে ফেলা... সবই নির্ভর করছিল লোকটা লক্ষ্যভেদ করতে পারবে কি না তার উপর। রীতিমত জুয়া খেলেছে র‍্যামডাইন, আর্চবিশপের গায়ে যদি গুলি না লাগত? কিন্তু সত্যিই কি এটা জুয়া? এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করেছে অল্ডেনের দল? হতেই পারে না। তা হলে রহস্যময় এই স্নাইপারের উপর তাদের এতটা আস্থা থাকার কারণটা কী? কে এই লোক?

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, শুধু হাতের দক্ষতায় এই শট নেয়া সম্ভব নয়। বিশেষভাবে তৈরি বুলেট আর রাইফেল প্রয়োজন

হয়েছে এর জন্য। রহস্যময় স্নাইপার তা কোথায় পেয়েছে?

মেরিল্যান্ডের ফায়ারিং রেঞ্জের বুলেটগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। অ্যাকিউটেক সংক্রান্ত বাকি সব কিছু বানোয়াট হলেও বুলেটগুলো ছিল সত্যিকারের। যে-ই সেগুলো তৈরি করে থাকুক, অস্ত্র আর অ্যামিউনিশনের বিষয়ে তার সীমাহীন জ্ঞান রয়েছে। প্রিসিশান বুলেট বানানো কোনও ছেলেখেলা নয়, এমন সব জটিল হিসেব-নিকেশের ব্যাপার আছে, যা যন্ত্র দিয়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। এটা ভাবতে দোষ নেই যে রহস্যময় লোকটাই বুলেটগুলো তৈরি করেছে।

এবার আসে অস্ত্রের প্রশ্ন। খুব সহজেই তার জবাব পাওয়া গেল। রাইস ওকে গুলি করার একটু আগে স্কোপে রাইফেলটা মুখোশধারী আততায়ীর হাতে দেখতে পেয়েছে রানা, খটকা লেগেছিল সেজন্যই। ব্ল্যাক কিং—কিংবদন্তীর সেই রাইফেল, যে-কোনও লং রেঞ্জ শুটারের জন্য এক পরম আরাধ্য বস্তু। মেরিল্যান্ডে ওটা নিজে ব্যবহার করেছে ও।

এবার মিলে যাচ্ছে সব। প্রিসিশান বুলেট আর ব্ল্যাক কিং, নিউ অর্লিয়েন্সের শটটার জন্য এই দুটো জিনিসই প্রয়োজন ছিল, এবং একজন তুখোড় স্নাইপার। রাইস বলেছিল বন্দুকটার মালিক এককালে প্রচুর ট্রফি জিতেছে, সে-ই নিশ্চয়ই এই শটটা নিয়েছে। তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তা হলে হয়তো প্রমাণ করা যাবে গুলিটা রানা করেনি। কিন্তু কে এই লোক, তার পরিচয় জানা যাবে কেমন করে? ভেবে অস্থির হলো ও।

এমাকে লিস্ট করে দিয়েছিল, বাজার থেকে পোশাক-আশাকের পাশাপাশি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসও এনে দিয়েছে সে। সেগুলো ব্যবহার করে ছদ্মবেশ নিল রানা, এমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে নিজের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসেছে বলে জানিয়েছে এমা, এ কারণে বাড়িতে ওর উপস্থিতি নিয়ে কেউ সন্দিহান হচ্ছে না।

এসপেজো ছেড়ে টুসনে চলে গেল ও, একটা পুরনো গানশপ খুঁজে বের করল। র‍্যাকে সাজানো অস্ত্রগুলোর দিকে তাকাল না একবারও, দোকানিকে বলল, 'আমি শুটিং সংক্রান্ত যত ম্যাগাজিন আছে, দেখতে চাই।'

'নতুন সংখ্যা সব ডিসপ্লেতে সাজানো আছে,' দোকানি জানাল।

'আমি নতুন চাই না,' রানা বলল। 'পুরনো চাই। যত পুরনো হয়, ততই ভাল।'

'তা হলে তো গোডাউন খুলতে হয়!' দোকানি বিরক্ত।

কড়কড়ে দুটো একশো ডলারের নোট কাউন্টারের উপর রাখল রানা। দেখে দাঁত বের হয়ে পড়ল দোকানির। বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

গোডাউন ভর্তি নানা শিরোনামের অসংখ্য ম্যাগাজিন। এর মধ্যে *গানস অ্যান্ড অ্যামো*, *শুটিং টাইমস*, *অ্যামেরিকান রাইফেলম্যান* পত্রিকাগুলো কোনও কাজের নয়... সেগুলো শুধু নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের ছবিতে ভর্তি। খুঁজতে খুঁজতে *অ্যাকিউরেসি শুটিং* নামে একটা পত্রিকা পেয়ে গেল ও, খুঁজছিল এটাই। যে কয়টা কপি পেল, কিনে নিল সব।

আরও কয়েকটা দোকান ঘুরল রানা, ঢু মারল পুরনো বইয়ের দোকানেও। সবখান থেকেই পত্রিকাটার পুরনো কপি কিনতে থাকল ও, দিনশেষে যখন এসপেজোয় ফিরে এল তখন গাড়ির পিছনে *অ্যাকুরেসি শুটিঙের* একটা ছোটখাট স্তূপ জমে গেছে।

রাতে পত্রিকাগুলো পড়তে বসল রানা। বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের উপর বের হয় ম্যাগাজিনটা, প্রকাশিত হচ্ছে ষাটের দশক থেকে। পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে জানা গেল, শুরুতে এটা নিউজলেটার আকারে বের হত; পরে জনপ্রিয়তা বাড়ায় ম্যাগাজিনে রূপ নেয়।

বেঞ্চরেস্ট শুটিং বলতে অনেকে শুধু খেলা বোঝে। মানুষ মনে করে, যাদের কাছে গুলি করা স্রেফ একটা বিনোদনমাত্র, তারাই শুটিংবেঞ্চে শুয়ে অলসভাবে টার্গেট প্র্যাকটিস করে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জানে না, এই বেঞ্চরেস্টই এককালে শুটিং জগতের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ করত। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে ফায়ার করার মাধ্যমেই ভাল শুটার এবং উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের জন্ম হত। বেঞ্চরেস্ট শুটাররা ছিল কিংবদন্তীর মত, তাদের মত দক্ষ শুটার আর হয় না।

রানার ধারণা, রহস্যময় সেই স্নাইপার বেঞ্চরেস্ট জগতেরই মানুষ। এককালে প্রচুর ট্রফি জিতে থাকলে তার বয়স নেহায়েত কম নয়। আর আগেরকালে ভাল ফায়ারিং শিখতে হলে বেঞ্চরেস্ট ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ম্যাগাজিনটায় লং-রেঞ্জ ফায়ারিং কম্পিটিশনের উপর ভাল কাভারেজ দেয়া হয়। রানা আশা করছে, এখান থেকে হয়তো ব্ল্যাক কিং বা চ্যাম্পিয়ন সেই শুটারের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে।

একের পর এক সংখ্যা পড়ে চলল ও, কিন্তু হতাশ হতে হলো। কাজে লাগার মত কিছুই খুঁজে বের করতে পারল না। কিছু যদি পেতে হয়, তা হলে আরও ঘুরতে হবে ওকে। কিন্তু আর নষ্ট করবার মত সময় ওর হাতে নেই—ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে ক্রমেই। তা ছাড়া র‍্যামডাইন এবং আর্চবিশপের মধ্যকার কানেকশনটাও বের করা জরুরী। ঘরের মধ্যে বসে থেকে কাজ হবে না আর। বেরুতে হবে ওকে। কিন্তু যতই ছদ্মবেশ নিক, মাথার উপর দুই কোটি ডলারের হুলিয়া নিয়ে কি শান্তিতে কাজ করা সম্ভব? পিছনে লেগে থাকা মানুষগুলোকে খসাতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? ভাবতে ভাবতে একটা আইডিয়া এল মাথায়।

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে এমাকে পরিকল্পনাটা খুলে বলল ও।

'চলে যাবার কথা বলছ?' এমার গলায় বেদনা ফুটল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'যেতে তো হবেই। নইলে এই ঝামেলা থেকে নিজেকে রক্ষা করব কীভাবে?'

'তাই বলে এত তাড়াতাড়ি? এখনও তো পুরোপুরি সুস্থ হওনি।'

'যা হয়েছি, তাতেই কাজ চলবে। কিন্তু তুমি কি সাহায্যটুকু করবে আমাকে? এমনিতেই অনেক করেছ, আবার কিছু করতে বলছি, কেমন যেন খারাপই লাগছে।'

'বাজে বোকো না,' এমার গলায় ঝাঁঝ। 'আমি না করলে কে করবে? যাও, করে দেব তোমার কাজ। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তুমি ধরা পড়ে যাবে।'

'আমার ওপর আস্থা রাখো, ধরা আমি পড়ব না।'

'কিন্তু ঝুঁকিটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না? তোমাকে দেখামাত্র যদি গুলি করে ওরা?'

'করলই বা!' রানা অভয়ের হাসি হাসল। 'গুলিতে আমার কিছু হয় না, জানোই তো!'

'ফাজলামি কোরো না, আমি সিরিয়াস!'

'তা হলে শোনো, যথেষ্ট গুলি খেয়েছি আমি। আপাতত আর খাওয়ার মুড নেই। তাই যা যা করণীয়, তার সব ব্যবস্থাই করব।'

'কিন্তু তোমার হাত খালি। লড়াই যে করবে, সেই অস্ত্র কোথায়? এফবিআই এজেন্টের সেই পিস্তলটারও তো গুলি শেষ।'

'চিন্তার কিছু নেই। আমার পেশার লোকদের কিছু টাকাপয়সা আর অস্ত্র সবসময় এখানে-ওখানে লুকিয়ে রাখতে হয়। তেমন ব্যবস্থা আমারও আছে।'

'যাবে কখন তুমি?'

'পুরো সেটআপটা ঠিক করতে অন্তত একদিন লাগবে। সব

যদি ভালয় ভালয় আয়োজন করতে পারি, তা হলে ধরো পরশুই রওনা হয়ে যাব।'

'আর আমি? কোনওদিন কি দেখা পাব তোমার?'

এমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'অবশ্যই। কথা দিচ্ছি শীঘ্রি দেখা হবে আবার।'

একদিন পর ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠল ওরা। ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো রানা। একটা ছোট ব্যাগে জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। এর আগে রাতেই লুকানো জায়গা থেকে উদ্ধার করে এনেছে চুরি করা গাড়িটা, যেটা নিয়ে এসপেজোয় এসেছিল। বরাবরের মত নাম্বারপ্লেট বদলে নিতে ভোলেনি। বিদায় নেবার আগে শেষ মুহূর্তে কিছু জরুরী আলোচনা সেরে নিল দুজনে।

'কী করতে হবে, মনে আছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'হুঁ,' মাথা নোয়াল এমা। 'আজ থেকে ঠিক চারদিন পর গাড়ি নিয়ে বেরুব আমি, শহর ছেড়ে যে-কোনওদিকে অন্তত চারঘণ্টা ড্রাইভ করব। এরপর প্রথম যে ফোনবুথটা পাব, সেখান থেকে লং ডিসট্যান্স কল করব। নাম্বার হচ্ছে ৩৩১-৪৫২-৬৭৮৩। গলার স্বর পাল্টে কথা বলতে হবে আমাকে। এজেন্ট এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা বলতে চাইব।'

'কারেক্ট। ওরা কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবে। সেক্ষেত্রে পিস্তলের সিরিয়াল নাম্বার বলবে। সময় নষ্ট কোরো না কিন্তু! ওরা তোমাকে ট্রেস করার চেষ্টা চালাবে।'

'হ্যাঁ, বলেছ তুমি: একটানা দু'মিনিটের বেশি কথা বলা যাবে না। এর মধ্যে যদি কথা শেষ করতে না পারি, দূরে সরে গিয়ে আরেকটা ফোনবুথ খুঁজে বের করতে হবে।'

'একদম ঠিক। আর যথেষ্ট পরিমাণ ভাংতি পয়সা নিয়ে নিয়ো, অন্তত দশ ডলার। লং ডিসট্যান্স কলে প্রচুর কয়েন

লাগবে।'

'মনে থাকবে আমার।'

'আশা করি তোমাকে ওরা খুঁজে বের করতে পারবে না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পেয়েও যায়, সবকিছু অস্বীকার কোরো। বলবে আমাকে চেনো না। আমি যাবার পর অ্যামোনিয়া দিয়ে পুরো ঘর পরিষ্কার করে ফেলবে। তা হলে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পুরোপুরি মুছে যাবে, তোমাকেও ফাঁসাতে পারবে না কেউ।'

'আমাকে আর সতর্ক করতে হবে না,' এমার গলা ধরে এল। 'তুমি নিজের কথা ভাবো।'

হাসল রানা। এমাকে চুমো দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না। আবার দেখা হবে। কথা দিচ্ছি।'

গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল এমা।

তেইশ

'এরিক!'

ইন্টারকমে ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগের ডাক শুনে চমকে উঠল এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন। কণ্ঠটা মোটেও প্রীতিকর শোনাচ্ছে না।

'ইয়েস, সার?'

'একটু আমার রুমে আসবে?'

ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরিক, সোজা গিয়ে ঢুকল অপারেশন ম্যানহান্টের চিফ কো-অর্ডিনেটরের রুমে।

বুলডগ ঘরের ভিতর পায়চারি করছে, ওকে দেখে দরজা বন্ধ করতে ইশারা করল, বসতে বলল না। লক্ষণটা মোটেও শুভ নয়।

'তলে তলে কী করছ তুমি, জানতে পারি?' দরজার পাল্লা বন্ধ হতেই জিজ্ঞেস করল বুলডগ।

'জী!' এরিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'অপারেশন ম্যানহান্টে কাজটা কী তোমার?'

'তা তো আপনি জানেনই, সার। আপনার লিয়াজোঁ আমি। এর পাশাপাশি মাসুদ রানার মুভমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট মনিটর করি, লোকাল অথরিটির সঙ্গে আমাদের সার্ভেইলান্স টিমগুলোর কো-অর্ডিনেশনের দিকটা দেখি...'

'এসব দায়িত্বের মধ্যে কি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটাও পড়ে?'

'মানে?'

'একটু আগে ল্যাংলি থেকে একটা ফোন পেয়েছি আমি। এই অফিস থেকে একটা টপ সিক্রেট ফাইল চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে আমি এ ধরনের কোনও রিকোয়েস্ট পাঠানোর অনুমোদন দিইনি। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

মিথ্যে বলায় এরিক কখনও খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না, এই মুহূর্তে আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমতা আমতা করে ও বলল, 'আপনি ব্যস্ত বলে বিরক্ত করতে চাইনি। ভেবেছিলাম ফাইলটা পেলে তারপর সব খুলে বলব...'

বুলডগের চোখে আগুন জ্বলছে দেখে মুখের ভাষা হারাল ও।

'এসব কী করছ তুমি, এরিক? কী খেলা খেলছ?'

ধীরে ধীরে পুরো ঘটনা খুলে বলল এরিক—ভ্যালেন্টিন

মোলিনার রহস্যময় হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে আর্চবিশপের ওপর নেয়া শটের বিষয়ে ওর নিজস্ব মতামত জানাতে কসুর করল না। কী কারণে র‍্যামডাইনের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও ব্যাখ্যা করল। কিন্তু বুলডগের চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন এল না। সে জানতে চাইল, 'এসব তুমি আমাকে আগে কেন বলনি?'

'বলতে চেয়েছি, স্যার। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন বলে ভাবিনি। তাই নিজের উদ্যোগে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম।'

'এখনও আমি বিশ্বাস করছি না,' কড়া গলায় বলল বুলডগ। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমাদের হাতে তথ্যপ্রমাণ যা আছে, তার দিকে তাকাচ্ছ না কেন? প্রেসিডেন্টকে মারার মোটিভ, উপায়... সবই ছিল মাসুদ রানার। সার্কামস্ট্যানশিয়াল ব্যালিস্টিক এভিডেন্স রয়েছে আমাদের হাতে, ফিঙ্গারপ্রিন্টও মিলে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি নিজে ঘটনাটার চাক্ষুষ সাক্ষী!'

'আমি শুধু রানাকে পালাতে দেখেছি, গুলি করতে দেখিনি। তা ছাড়া ব্যালিস্টিক এভিডেন্স যা পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণ কনক্লুসিভ নয়, সার।'

'তুমি কি তা হলে একটা খুনীর পক্ষ নিচ্ছ?'

'না, সার। আমি কারও পক্ষে নই। আমি শুধু সত্য ঘটনাটা জানতে চাই। চাই আসল আততায়ীকে ধরতে। সেটা রানা হলে রানা, অন্য কেউ হলে অন্য কেউ।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল বুলডগ। বলল, 'আমি খুব হতাশ হয়েছি, এরিক। তোমার মত লোকেরাই ব্যুরোর পায়ে কুড়োল মারে। তোমাদের কারণেই বিপদে পড়ে সবাই।'

'আমি কাউকে বিপদে ফেলতে চাইনি। চেয়েছি শুধু কয়েকটা প্রশ্নের জবাব।'

'জবাব আমি দেব। র‍্যামডাইন সম্পর্কে জানতে চাও তো? হ্যাঁ, ওরা আমাদেরই একটা গোপন আউটফিট। এরকম অন্তত কয়েক ডজন সংগঠন পোষে এজেন্সি, কারণ ওদের দিয়ে এমন সব কাজ করানো সম্ভব, যা আমরা করতে পারি না। নিউ অর্লিয়েন্সের শুটিঙের সঙ্গে ওদের কোনও কানেকশন ছিল কি না? হ্যাঁ, ছিল। সত্যি বলতে কি, র‍্যামডাইন থেকেই প্রথমে আমাদের আভাস দেয়া হয় যে, একজন স্নাইপার প্রেসিডেন্টের ওপর হামলা চালাতে পারে। সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিই আমরা, কিন্তু লোকটা যে মাসুদ রানা, তা জানতাম না। আমাদের সব সিকিউরিটি ফাঁকি দিয়েছে সে, গুলিও করেছে। এটা শুধু ভাগ্য যে, প্রেসিডেন্ট বেঁচে আছেন। তারপরও পুরো ঘটনাটার জন্য আমাদের সবাইকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, র‍্যামডাইনও তার ব্যতিক্রম নয়।'

'প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর এতবড় একটা আঘাত আসতে যাচ্ছে, অথচ আপনারা এফবিআইকে কিছু জানালেন না কেন?' এরিক প্রশ্ন করল।

'কারণ তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা যথেষ্ট অ্যালার্ট ছিলাম, প্রেসিডেন্টকে রক্ষার জন্য সিক্রেট সার্ভিসই যথেষ্ট ছিল।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, সার!' এরিকের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস চাপা থাকল না। তবে কান দিল না বুলক।

'এসব নিয়ে আর কোনও আলোচনা নয়,' বুলডগ বলল। 'খুব স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছ তুমি এরিক, এর ফলাফল ভাল হতে পারে না।'

'আমি তা কী করে জানব? আপনারা তো সবাই মুখ বন্ধ রেখেছেন।'

'সেটা কোনও কথা নয়। যেটা বুঝতে পারছ না—অনেক নীচের স্তরের মানুষ তুমি, তোমার সবকিছু জানার কোনও

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

প্রয়োজন নেই। তারপরও গর্হিত একটা কাজ করেছ। এর ক্ষমা নেই।'

'আমি শুধু রহস্যটার সমাধান চাই, সেজন্যই...'

হাত তুলে এরিককে থামিয়ে দিল বুলডগ। বলল, 'এখন আর এসব বলে লাভ নেই। আরও আগে যদি এই কর্মস্পৃহা দেখাতে, তা হলে আজ এই দিন দেখতে হত না। রানাকে আলফা লিস্টে ট্রান্সফার করতে পারতে, ওকে অ্যারেস্ট করার সুযোগও হেলায় হারিয়েছ। তারপরও একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, অথচ আমার অফিসে ঢুকে বেআইনী ফ্যাক্স পাঠানোর দুঃসাহস হয়েছে তোমার। এটা আমি বরদাশত করব না। এই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে, তোমার সাসপেশন আমি কার্যকর করছি এই মুহূর্ত থেকে।'

প্রতিবাদ করে উঠতে যাবে এরিক, এমন সময় দরজা খুলে উঁকি দিল এজেন্ট ফ্যারেল।

'এক্সকিউজ মি, সার। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, তবে ব্যাপারটা জরুরী। এক মহিলা ফোন করেছে, এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'হোয়াট?' বুলডগ গর্জে উঠল।

'মহিলা বলছে সে মাসুদ রানার খবর জানে।'

'এমন ফোন তো রোজই শ'খানেক আসে। এটা জরুরী হলো কেন?'

'এজেন্ট স্টার্নের খোয়া যাওয়া পিস্তলের সিরিয়াল নাম্বার বলছে সে গড়গড় করে... তথ্যটা আমরা কোথাও প্রচার করিনি।'

কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে রইল বুলডগ, তারপর এরিককে ফোন তোলার ইঙ্গিত করল।

'চোদ্দ নম্বর লাইন,' জানাল ফ্যারেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে রিসিভার তুলল এরিক, সুইচ টিপে চোদ্দ নম্বর

সংযোগ চালু করল, একই সঙ্গে অন করল স্পীকারটা।

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই।'

'মি. স্টার্ন,' ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, উচ্চারণে দক্ষিণের টান স্পষ্ট, তবে গলার স্বরটা মেকি শোনাচ্ছে। 'মাসুদ রানা গত কয়েকদিন আমার সঙ্গে ছিল। কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে সে, আরকানসাসে যাচ্ছে।'

'কে আপনি?'

'আমার পরিচয়টা জরুরী নয়। রানাকে যদি ধরতে চান তা হলে এটাই আপনার সুযোগ।'

'আপনি যে মিথ্যে বলছেন না, তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো দিয়েছি... পিস্তলটার সিরিয়াল নাম্বার বলে। তারপরও যদি নিশ্চিত হতে চান, তা হলে মাসুদ রানা ঠিক কয়টা আঘাতে আপনাকে অচল করেছে, তা বলতে পারি। দুটো, তাই না?'

'বেশ, ধরে নিলাম আপনি সত্যি বলছেন। রানাকে আরও আগে ধরিয়ে দিলেন না কেন?'

'বুঝতে পেরে যদি আমাকে গুলি করে দিত? এতটা ঝুঁকি নিতে চাইনি আমি। তবে বাকি জীবন রানা পালিয়ে বেড়াক, এটাও আমার ইচ্ছে নয়। আমি চাই সে ধরা পড়ুক, তার দোষগুণের ফয়সালা হোক আদালতে।'

'আমাকেই ফোন করলেন কেন? আরও অনেক লোক আছে এখানে।'

'পিস্তলটা তো আপনার ছিল, তাই না? তাই ভাবলাম আপনিই সিরিয়াসলি নেবেন আমাকে।'

'বুঝলাম। তা হলে বলুন, রানা আরকানসাসে কেন যাচ্ছে, জানা আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, ওখানকার একটা ব্যাংকের সেফটি লকারে ওর কিছু টাকা, অস্ত্র আর জাল পাসপোর্ট লুকানো আছে। সেগুলো আনতে

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

যাচ্ছে।'

'ব্যাংকটার নাম জানেন?'

'পোক কাউন্টি সেভিংস।'

বুলডগ ইশারা দিচ্ছে আলোচনাটা দীর্ঘায়িত করার জন্য, কলটা ট্রেস করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

'রানার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?'

'আমি তাকে ভালবাসি,' পরিষ্কার গলায় বলল নারীকণ্ঠ। 'সে নির্দোষ, মি. স্টার্ন। দয়া করে তাকে মেরে ফেলবেন না।'

লাইন কেটে গেল।

লাল রঙের বিশেষ টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ করে। সামনে বসে থাকা সবাইকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলল কর্নেল অল্ডেন, তারপর রিসিভার তুলল।

'হ্যাল্লো, কর্নেল!' ওপাশ থেকে অ্যালান বেনেটের উৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা গেল।

'আপনাকে বেশ খুশি খুশি শোনাচ্ছে,' নিরাসক্ত গলায় বলল অল্ডেন। 'ব্যাপারটা কী?'

'খুশি না হয়ে উপায় আছে? একসঙ্গে দু'দুটো সুখবর... কোনটা ছেড়ে তোমাকে কোনটা শোনাই!'

'ফেডারেল টাস্ক ফোর্স রানার একটা ট্রেস পেয়েছে, এই তো? আরকানসাসে আসছে হারামজাদা, আমি সেটা জানি।'

'ওটা একটা বটে। তবে আরও একটা খবর পেয়েছি।'

'কী?'

'সালভাদর থেকে জেনারেল রামিরেজের ফ্যাক্স এসেছে। ওদের গভর্নমেন্ট স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রি-ওপেন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভ্যালেরিয়াস মারা যাওয়ায় বিষয়টা নিয়ে হইচই করার কেউ নেই। ঘটনাটা চিরতরেই চাপা পড়ে যাবে। সুসংবাদ, কী বলো?'

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

'তা তো বটেই।'

'আর রানার ব্যাপারটা... যদিও টাস্ক ফোর্স জানপ্রাণ দিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করবে, তারপরও আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আর যাই ঘটুক, রানা যেন প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে।'

'আমি নিজে সেটা নিশ্চিত করব,' কথা দিল অল্ডেন।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Groups :www.facebook.com/groups/boiliverspolapan

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

মাসুদ রানা

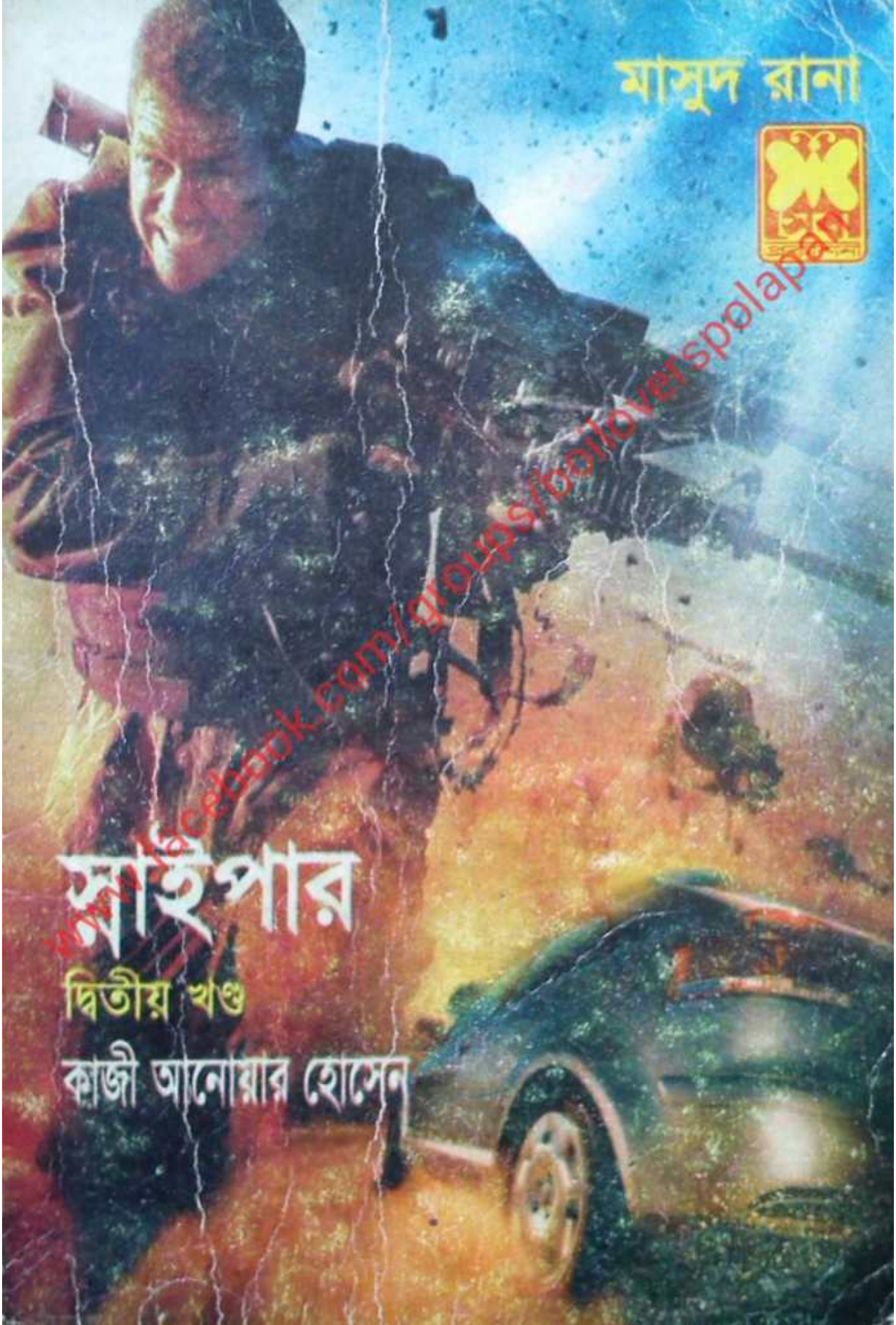

সাইপার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

www.facebook.com/groups/bookloverspalapara

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

এক

কান ফাটানো গর্জনে রুট-২৭০-এর পাশের খোলা মাঠে ল্যান্ড করল দুটো মিলিটারি হেলিকপ্টার। পুরোদস্তুর সামরিক সাজে সেখান থেকে লাফিয়ে নামল ত্রিশজন ফেডারেল এজেন্ট, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ডগলাস বুলক ওরফে বুলডগ। রাস্তার ওপর আগে থেকেই লোকাল এফবিআই কয়েকটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল, এবার দলটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পোক কাউন্টি সেভিংস ব্যাংকের দিকে।

'রিপোর্ট দাও,' লোকাল ইনচার্জ ক্লাইভ সাটনকে বলল বুলডগ।

'আপনার অর্ডার পাওয়ামাত্র সাদা পোশাকে ব্যাংকের ভিতর-বাইরে লোক লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' সাটন বলল। 'তবে ম্যানেজারকে এখনও জানানো হয়নি কিছু। যতটা সম্ভব লো-প্রোফাইলে রয়েছি আমরা, মাসুদ রানা যেন আমাদের উপস্থিতি টের না পায়। এখন পর্যন্ত তার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। লোকটার ই.টি.এ. কখন?'

'বলা যাচ্ছে না,' বুলডগ মাথা নাড়ল। 'ফোনকলটা যে আরকানসাস থেকে আসেনি, এটা শিওর হওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে রানা বাইরের কোনও স্টেট থেকে রওনা হয়েছে বলে ধারণা

করছি, আজ সারাদিন বা কাল পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।'

পনেরো মিনিট পরেই লোকেশনে পৌঁছে গেল গাড়ির বহরটা। সাধারণ লোকজনের যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়, সেজন্য একটু দূরে গাড়ি থেকে নামল সবাই।

পোক কাউন্টি মূলত কৃষি প্রধান এলাকা, ব্লু আই নামে এখানকার প্রধান শহরটা বেশ ছোট, খুব একটা উন্নতও নয়। অবসরে শার্পশুটিং প্র্যাকটিসের জন্য রানা যে উপত্যকাটায় আসে, সেটা এই কাউন্টির ভিতর পড়েছে। ব্যাংকটা শহরের একপ্রান্তে, মাঝারি আকারের দোতলা একটা ভবন। চারপাশে তেমন কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই, পিছনের ছোট পাহাড়টা ছাড়া। ব্যাংকের সামনে বড়সড় একটা পার্কিং লট আছে, আর সেটার অন্যপাশে রয়েছে একটা পাঁচতলা অফিস বিল্ডিং। প্রথমেই ভবনটার ছাদে স্নাইপার বসাতে নির্দেশ দিল বুলডগ।

'কাকে বসাব... এজেন্ট স্টার্নকে?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

বুলডগ মাথা নাড়ল। 'না, ও আমার সঙ্গে থাকবে, রানাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। অন্য কাউকে পাঠাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোক বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্যারেল। হাতছানি দিয়ে এরিক স্টার্নকে ডাকল বুলডগ, সাসপেনশনের ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে গেছে, রানাকে সামনাসামনি চিনতে পারার জন্য তাকে দরকার। সেজন্য এরিককে এই অপারেশনে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

'আমার কাছাকাছি থেকো,' বুলডগ বলল। 'চোখকানও খোলা রাখবে, রানা যেন কিছুতেই ফাঁকি দিতে না পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল এরিক।

বুলডগ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্যাকটিকাল সেটআপে। আশপাশের আরও কয়েকটা বিল্ডিং নির্বাচন করল স্নাইপার বসানোর জন্য।

'পার্কিং লটটাই হবে আমাদের প্লে-গ্রাউন্ড,' সবার উদ্দেশে

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

বলল সে। 'ব্যাংকের ভিতরে কিছু করতে গেলে রানা নিরীহ লোকজনকে জিম্মি করে বসতে পারে।'

'পাবলিক মুভমেন্ট বন্ধ করে দেয়া যায় না?' একজন প্রশ্ন করল।

'না; অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে ও।'

'সার,' সাটন এগিয়ে এল। 'শেরিফ্স্ ডিপার্টমেন্ট আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। কী ঘটছে জানতে চায়। ওদের কি এখানে আসতে বলব?'

'নেগেটিভ,' বুলডগ মাথা নাড়ল। 'এটা সম্পূর্ণ ফেডারেল অপারেশন, ওদের কোনও স্থান নেই। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে ওদের সাপোর্ট প্রয়োজন হতে পারে, সেজন্য তৈরি থাকতে বলো।'

ওয়াকি-টকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাটন।

'শটগান টিম চাই আমি,' ফ্যারেলকে বলল বুলডগ। 'চারজনের টিম, ব্যাংকের চারপাশে লুকিয়ে থাকবে। স্নাইপারদের পাশে অবজার্ভেশন পোস্টও বসাও। এরিক ওদের কোঅর্ডিনেট করবে। সাটনের সিভিল টিম ব্যাংকের ভেতর পজিশন নেবে।'

'আমাদের কমান্ড পোস্ট কোথায় হবে?'

'ব্যাংকের ভেতরে।'

'ম্যানেজারকে ব্যাপারটা জানাতে হবে তা হলে।'

'নো প্রবলেম, আমি এখনই যাচ্ছি তার সঙ্গে কথা বলতে,' বুলডগ পা বাড়াল। 'এরিক, এসো।'

লম্বা কদম ফেলে পার্কিং লট পেরিয়ে এল দুজনে, সুইভেল ডোর ঠেলে ঢুকল ভিতরে। খুব একটা লোকজন নেই ব্যাংকে, কাস্টোমার যারা আছে তাদের পোশাক-আশাক খুব সাধারণ, স্থানীয় কৃষক বলে মনে হচ্ছে।

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

ইনফরমেশন কাউন্টারের সামনে ছোট্ট একটা লাইন, সেটাকে পাশ কাটিয়ে রিসেপশনিস্টের দিকে এগিয়ে গেল বুলডগ, হাতের আইডি কার্ড উঁচু করে রেখেছে। তার ধাক্কায় একজন লাইন থেকে ছিটকে গেল, লোকটাকে সাহায্য করতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এরিক... কিন্তু থমকে গেল মাঝপথে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে মানুষটা। মুখভর্তি দাড়ি আর রোদে পোড়া চামড়া ছাড়িয়ে চোখদুটোর দিকে দৃষ্টি চলে গেল এরিকের। আশ্চর্য এক মায়াময় দ্যুতি সেখানে, একই সঙ্গে খেলা করছে নিষ্ঠুরতা।

মাসুদ রানা!

কোটের ভিতরের হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল এরিক, কিন্তু রানা অনেক বেশি ক্ষিপ্র। হাত নড়ল কি নড়ল না, ভোজবাজির মত একটা কোল্ট .৪৫ উদয় হলো, নলটা সোজা এরিকের বুক বরাবর স্থির করা। বেচারা তখনও নিজের অস্ত্রের বাটটাও বের করতে পারেনি।

'বোকামি কোরো না,' রানার শান্ত কণ্ঠে মৃত্যুর শীতলতা। 'হাতদুটো এমনভাবে রাখো, যেন দেখতে পাই আমি।'

এক মহিলা চিৎকার করে উঠল পিস্তলটা দেখে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বুলডগ সেই শব্দে, দৃশ্যটা দেখে মূর্তির মত জমে গেল।

ব্যাংকের ভিতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। গলা উঁচু করে রানা বলল, 'খবরদার! কেউ নড়বে না!'

ম্যাজিকের মত কাজ হলো হুমকিটাতে। যে যেখানে ছিল স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল চিৎকার চেঁচামেচি।

'এসব কী...' বুলডগের মাথা কাজ করছে না।

'ইটস্ হিম, সার,' এরিক বলল। 'মাসুদ রানা।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. বুলক,' রানা হাসল।

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

ওর নার্ভ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে এরিক। এই পরিস্থিতিতে লোকটা হাসছে কী করে? কেন যেন মনে হচ্ছে, ফাঁদটা ওরা নয়, রানাই পেতেছে।

'আ...আপনি আমাকে চেনেন?' বুলডগের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, নিজের অজান্তেই রানাকে আপনি সম্বোধন করছে।

'সিআইএ-র একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরকে চিনব না, তা-ই কি হয়? বিশেষ করে যে লোকটা আমাকে ধরার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে?'

'আপনি এখানে পৌঁছুলেন কীভাবে? আমাদের লোক সবখানে নজর রাখছিল।'

'আপনার আগে এসেছি। কী আর বলব, যে ছাগলগুলোকে বসিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে ছদ্মবেশ ভেদ করে দেখা শিখতে হবে।'

কথা জোগাল না বুলডগের মুখে।

'আপনারা দুজনই যার যার অস্ত্র বের করে কাউন্টারের ওপর রাখুন,' বলল রানা। 'সাবধান, কোনও চালাকি করতে যাবেন না।'

বাধ্য ছেলের মত আদেশটা পালন করল এরিক আর বুলডগ। তাদেরকে ইঙ্গিতে পিছিয়ে যেতে বলল রানা, তারপর অস্ত্রদুটো তুলে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজল।

'ভিতরের সবাইকে মেঝেতে শুয়ে পড়তে বলুন, মি. বুলক,' রানা পরের নির্দেশটা দিল। 'আর ওয়াকি-টকিতে আপনার লোকজনকে বলে দিন, কেউ যেন ভিতরে ঢোকার চেষ্টা না করে।'

বুলডগের বিহ্বল ভাবটা কেটে গেছে, সে বলল, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি. রানা। আপনার পালাবার কোনও উপায় নেই। চারপাশ থেকে সশস্ত্র এজেন্টরা ব্যাংকটা ঘিরে রেখেছে।

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

আমার পরামর্শ হলো, নিজের ভাল চাইলে এখুনি আত্মসমর্পণ করুন।'

'আপনার কাছে পরামর্শ চাইনি আমি। যা বলছি তাই করুন!' রানা ধমক দিল।

উচ্চকণ্ঠে ব্যাংকের ভিতরের সবাইকে শুয়ে পড়তে বলল বুলডগ, তারপর ওয়াকি-টকিতে বাইরের টিমগুলোকে স্ট্যান্ডবাই থাকতে নির্দেশ দিল। যখন রানার দিকে তাকাল, তার মুখে ক্রূর হাসি ফুটেছে।

'কোন বুদ্ধিতে যে এখানে এসেছেন, মি. রানা! দৌড়ঝাঁপ এখানেই থামবে আপনার।'

'দেখাই যাক!' রানা সকৌতুকে বলল।

'আপনার হাসি কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছে দেব আমি,' রানার মধ্যে ভয় দেখতে না পেয়ে খেপে উঠল বুলডগ।

'কথা যথেষ্ট হয়েছে!' রানা পিস্তল নাচাল। 'আগে বাড়ুন আপনারা। আমরা এখন সেফটি লকার রুমে যাব।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল বুলডগ আর এরিক, নিরাপদ দূরত্ব রেখে তাদের পিছনে রইল রানা। নীচতলার পিছনদিকে একটা বড় রুমে হাজির হলো তিনজনে। দেয়ালে সারি বেঁধে স্থাপন করা হয়েছে লকারগুলো।

'খোলো,' পকেট থেকে একটা চাবি বের করে এরিকের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

চাবির সঙ্গে নাম্বারসহ ট্যাগ আছে, সেটা দেখে একশো বিশ নম্বর লকারটা খুলল এরিক। ভিতরে একটা কালো ব্রীফকেস দেখা গেল।

'কী আছে এটার ভিতরে?' জানতে চাইল বুলডগ।

রানা বলল, 'টাকা, অস্ত্র, জাল পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট—সোজা কথায় এমন সব জিনিস, যা পেলে বাতাসে

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan
মিলিয়ে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'এজন্যই এতবড় ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছেন আপনি?'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে, তবে সেটা খারাপ খবর। কারণ এই জিনিস নিয়ে আপনাকে আমি যেতে দেব না কিছুতেই।'

'ঠেকাবেন কীভাবে?'

'ভাবছেন আমি চুপ করে বসে থাকব?' বুলডগ খেপে গেল। 'আপনার জীবনের পাঁচ পয়সা দামও নেই আমার কাছে। ব্যাংকের বাইরে পা দিয়েই দেখুন, গুলিতে আপনাকে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে।'

একটু চিন্তিত হবার ভান করল রানা। তারপর বলল, 'তা হলে তো আমার সঙ্গে এমন একজনকে নিতে হয় যার জীবনের দাম আছে।'

গাল দিয়ে উঠল বুলডগ, নিজের বোকামিটা বুঝতে পেরেছে। কথার তোড়ে নিজের অজান্তেই রানাকে একজন জিম্মি নেবার বুদ্ধি দিয়ে বসেছে সে।

ব্লু আই থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা ভ্যান নিয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে র‍্যামডাইনের টিম, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর জাসটিন রাইস। একটা প্রাইভেট জেটে আরকানসাসে এসেছে তারা, এয়ারপোর্ট থেকে পোক কাউন্টিতে এসেছে অত্যাধুনিক সার্ভেইলান্স ইকুইপমেন্টে সজ্জিত এই ভ্যানটা নিয়ে। এই মুহূর্তে ফেডারেল টাস্ক ফোর্সের কমিউনিকেশন মনিটর করছে তারা, কিছুক্ষণ পর পর র‍্যামডাইন হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষমাণ কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে সিচুয়েশন রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ব্যাংকে রানার উপস্থিতির খবর পেয়ে গেছে

তারা। সংবাদটা রাইসের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে গিয়ে শত্রুকে শেষ করে দিয়ে আসে। কিন্তু কড়া হুকুম দিয়েছে কর্নেল, নিতান্ত বাধ্য না হলে টাস্ক ফোর্সের অপারেশনে নাক গলানো যাবে না। শুধুমাত্র রানার হাত ফসকে পালানোর সম্ভাবনা দেখা দিলেই ওরা অ্যাকশনে যেতে পারবে।

দূরে পুলিশের সাইরেন শোনা যাচ্ছে, কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে অনেকগুলো স্কোয়াড কার ভ্যানটাকে অতিক্রম করল, ছুটে গেল ব্লু আইয়ের দিকে। মাথার ওপর রোটরের আওয়াজ... হেলিকপ্টারও যাচ্ছে।

"শেষ পর্যন্ত শেরিফ্স্ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য তা হলে নিচ্ছে ওরা,' বলল সার্জেন্ট হিলার নামে র‍্যামডাইনের এক এজেন্ট, ইলেক্ট্রোটেক ৫৪০০ লিসেনিং ডিভাইস অপারেট করছে সে।

'কেবল তো শুরু হলো,' রাইস বলল। 'আর্মি আর ন্যাশনাল গার্ড চলে আসে কিনা দেখো।'

'রেডিওতে রীতিমত কোলাহল শুরু হয়ে গেছে, অল্ডেনকে রিপোর্ট পাঠাবার সময় ভলিউম কমিয়ে রাখতে হলো।

'অবস্থা কী বুঝছ?' জানতে চাইল কর্নেল।

'অলরেডি শ'খানেক লোক পৌঁছে গেছে এখানে,' রাইস জানাল। 'আরও আসছে। আমার তো মনে হয় রানার কোনও চান্স নেই বললেই চলে।'

'আমার কেন যেন খটকা লাগছে,' কর্নেল চিন্তিত। 'মাসুদ রানা এত সহজে ধরা পড়ে যাবে, এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'অবিশ্বাসের কিছু নেই, কর্নেল। ওর গার্লফ্রেন্ড বিট্রে করবে, এটা কি আর সে চিন্তা করেছিল?'

'তারপরেও কোথাও ঘাপলা আছে,' অল্ডেনের কণ্ঠে দ্বিধা। 'আফটার অল, একজন প্রথমশ্রেণীর স্পাই এমন এক জায়গায় ব্যাকআপ অ্যাক্সেসরিজ রেখেছে যেখানে কোনও সহজ এস্কেপ

রুট নেই—এটা হতে পারে?'

'কী বলছেন আপনি?'

'কিছু একটা সবাই মিস করে যাচ্ছে, রাইস!' কর্নেলের গলায় সিরিয়াস ভাব ফুটে উঠল। 'লোকটার নিশ্চয়ই বিকল্প এস্কেপ রুট আছে। ওটা খুঁজে বের করো, জলদি!'

দুই

'কে যাবে আমার সঙ্গে?' রানার মুখ হাসি হাসি, যেন পিকনিকে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল বুলডগ আর এরিক। রানার আচরণে প্রতি মুহূর্তে তাদের বিস্ময় বাড়ছে।

'আপনি যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছেন, মি. রানা,' হুমকি দেয়ার চেষ্টা করল বুলডগ। 'তার ওপর একজন ফেডারেল অফিসারকে জিম্মি করার পরিণতি ভাল হবে না।'

'তার মানে কি আপনাদের যেতে দিলে আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে?' টিটকারির সুরে বলল রানা।

জবাব খুঁজে পেল না বুলডগ। শুধু বলল, 'আপনার কোনও চান্স নেই। এখান থেকে বেরুলেই কয়েক হাজার লোকের ধাওয়া খাবেন... একজন কেন, দশজন জিম্মিও আপনার পিঠ বাঁচাতে পারবে না।'

'আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন, মি. বুলক,' রানা বলল।

'আপনাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না। সুবোধ বালকের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ুন দেখি! এজেন্ট স্টার্ন, দয়া করে সরে দাঁড়াও।'

এরিক সরে যেতেই কয়েক পা এগোল ও, নিল ডাউন হয়ে থাকা বুলডগের ঘাড়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে হিসেব করে একটা আঘাত করল। জ্ঞান হারাল বেচারা, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

'এটা কী করলেন?' বলল এরিক। 'সিআইএ-র স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টরের গায়ে হাত তোলা ব্যক্তিগত শত্রুতার মত ব্যাপার। মি. বুলক আপনার শেষ না দেখে ছাড়বেন না।'

'এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।' রানার পরিষ্কার জবাব।

'কেন করছেন আপনি এসব?' এরিক জানতে চাইল। 'শুধু শুধু কেন নিজের বিপদ বাড়াচ্ছেন?'

'কারণ আমি নির্দোষ,' রানার গলার দৃঢ়তায় অবাক হয়ে গেল এরিক। 'আর সেটা প্রমাণ করার জন্য চরম কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হচ্ছে, আমি নিরুপায়।'

'আপনার ব্যাপারে আমি সবই জানি, মি. রানা। আমার নিজেরও সন্দেহ হচ্ছে গুলিটা আপনি করেননি। কিন্তু এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে নিজেকে আরও দোষী করছেন। আমার তো মনে হয়, ধরা দিয়ে নিজের কথা খুলে বললে আপনার পক্ষে অনেকে এগিয়ে আসবে।'

'এই ষড়যন্ত্রটা যে কত বড়, তা তুমি কল্পনাও করতে পারছ না, এরিক; সেজন্যই একথা বলছ। ধরা পড়লে আধঘণ্টাও আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না।'

'কারা মারবে আপনাকে?'

'সেকথা তোমার শুনে কাজ নেই. লেটস গো।'

'কোথায় যাবেন আপনি?' এরিক প্রশ্ন করল। 'মি. বুলক ভুল বলেননি। বাইরে বেরুলেই আপনাকে ছেঁকে ধরবে সবাই।'

'যদি বেরুই তবে তো!' রানার মুখে রহস্যময় হাসি।

'বেরুবেন না?'

'কথা বন্ধ!' চোখ পাকাল রানা। 'বেজমেন্টে চলো।'

বুলডগের অনুপস্থিতিতে এজেন্ট ফ্যারেলকে অভিযানের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। দিশেহারা বোধ করছে সে, সিনিয়র কারও অভাব দারুণভাবে অনুভব করছে। ইতোমধ্যে ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করা হয়েছে, খুব দ্রুত কেউ একজন আসছে দায়িত্ব নিতে। তার আগ পর্যন্ত কর্ডনটা ধরে রাখার জন্য বলা হয়েছে তাকে।

কয়েকজন এজেন্টের প্রহরায় মেজর রাইসকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে ফ্যারেলকে নিজের পরিচয় দিল সে।

'আপনি এখানে কী করছেন?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

'পরিস্থিতি মনিটর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে,' রাইস জানাল।

'ভাল। যত খুশি মনিটর করুন।'

'আমার একটা পয়েন্ট ছিল...'

'আপনার পয়েন্ট-অবজার্ভেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি রাখুন। আমি একা এতকিছু সামলে উঠতে পারছি না। সিনিয়র কেউ একজন খুব শীঘ্রি চলে আসছেন টেকওভার করতে। তাকে যত খুশি পয়েন্ট দেবেন।'

'ব্যাপারটা খুবই জরুরি!'

'দেখুন মেজর, রানাকে ধরার চেয়ে জরুরি আর কিছু নেই এ মুহূর্তে।'

'পালাতে দেয়া?' অর্থপূর্ণ গলায় বলল রাইস।

থমকে গেল ফ্যারেল। 'কী বলতে চান?'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি, মি. ফ্যারেল,' রাইস বলল। 'আপনার কি মনে হয়, আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যাংকের ভিতর বসে আছে সে?'

'তা হলে?'

'ওর জায়গায় আমি হলে এস্কেপ রুটের ব্যবস্থা না করে কোনও বিল্ডিঙে ঢুকতাম না। ব্যাংকটা সে আগে থেকেই চেনে, মি. ফ্যারেল। জানে কীভাবে সহজে ঢোকা আর বের হওয়া যায়, সেজন্যই এখানে অস্ত্র আর অন্যান্য জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখেছে।'

'কিন্তু কীভাবে পালাবে সে?' পাশে দাঁড়ানো ক্লাইভ সাটন বলল। 'আমরা চারপাশ ঘিরে রেখেছি, আকাশেও কপ্টার আছে। বের হলেই স্পট করে ফেলব।'

'মাটির নীচে?' হঠাৎ বলে উঠল ফ্যারেল। 'আন্ডারগ্রাউন্ডে কোনও পথ নেই তো?'

'সুড়ঙ্গের কথা বলছেন?' সাটন ভুরু কোঁচকাল। 'সেটা একটা আকাশকুসুম সম্ভাবনা হয়ে গেল না?'

'মোটেই না,' রাইস মাথা নাড়ল। 'আপনাদের কাছে ব্লু আইয়ের মাস্টার প্ল্যান আছে?'

'টাউন হল থেকে আনাতে হবে।'

'জলদি করুন।'

পা বাড়াতে যাচ্ছিল সাটন, তার আগেই ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক পুলিশ অফিসার এগিয়ে এল। চুপ করে এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনছিল সে। বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমি বোধহয় সাহায্য করতে পারব।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল ফ্যারেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

'ডেপুটি শেরিফ কার্ল সেগাল,' নিজের পরিচয় দিল অফিসার। 'আমি গত বিশ বছর ধরে ব্লু আইয়ে আছি।'

'ওয়েল ডেপুটি,' বলল ফ্যারেল। 'ব্যাংকটা সম্পর্কে কী বলতে পারেন?'

'দশ বছর আগে ওটা ব্যাংক ছিল না,' সেগাল জানাল। 'প্যাসিফিক কোম্পানি নামে একটা প্রতিষ্ঠান ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহার করত।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাকসেস আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম...'

'বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢল নামে আমাদের এই এলাকায়, পুরো শহরের নীচেই তাই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টর্ম ড্রেন তৈরি করা আছে।'

'কত বড় টানেলগুলো, মানুষ যেতে পারে?'

'পারে।'

'ব্যাংক থেকে ড্রেনে যাওয়া যায়?'

মাথা ঝাঁকাল সেগাল। 'প্যাসিফিক কোম্পানি আলাদা অ্যাকসেস টানেল তৈরি করেছিল, যাতে ওদের মালামাল ভিজে নষ্ট না হয়। বেজমেন্টের ভিতর দিয়ে ওই বিল্ডিঙের সমস্ত পানি ড্রেনে চলে যায়। টানেলের মুখে একটা লোহার ছাকনি থাকার কথা, তবে আমাদের টার্গেটের জন্য সেটা খোলা সমস্যা হবে না বোধহয়, তাই না?'

'মাই গড!' মাথায় হাত দিল রাইস।

'টানেলের একজিট কোথায়?' জানতে চাইল ফ্যারেল।

'পানি গিয়ে পড়ে দশ মাইল দূরের আজ্জো লেকে,' সেগাল জানাল। 'তবে বের হবার অনেক রাস্তা আছে। পুরো শহর জুড়েই ড্রেনের ম্যানহোল আছে, আর বাইরের দশ মাইলে অন্তত শ'খানেক মেইন্টেন্যান্স হ্যাচ পাবেন।'

'আমাদের কর্ডন... সম্পূর্ণ অর্থহীন!' ফ্যারেল বোকার মত বিড়বিড় করল।

রাইস রাগে চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে, খ্যাপাটে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসব আগে বলেননি কেন?'

'সুযোগ পেলাম কোথায়?' সমান জেদে জবাব দিল ডেপুটি। 'আপনারা তো শুরু থেকে আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছেন। ডাক পেয়ে যাও বা এলাম, টার্গেটের বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইল না। কীভাবে বুঝব ভিতরে সাধারণ কোনও অপরাধী নাকি মাসুদ রানার মত চালু লোক বসে আছে?'

'এখনও হাল ছাড়ার মত ঘটেনি কিছু,' দৃঢ় গলায় বলল ফ্যারেল। 'লোকবলের অভাব নেই আমাদের, হেলিকপ্টারও আছে। সমস্ত একজিট আর আশপাশের এলাকা চষে ফেলব। রানা যদি এখনও বের না হয়ে থাকে, আটকে ফেলা যাবে।'

রাইস বলল, 'হ্যাচগুলোর লোকেশন জানতে হবে আমাদের। স্টর্ম ড্রেন সিস্টেমের ব্লু-প্রিন্ট লাগবে।'

'আমি এখুনি আনছি,' উত্তেজনায় সাটন নিজেই ছুট লাগাল।

স্টর্ম ড্রেনের প্রায়ান্ধকার টানেল ধরে এগিয়ে চলেছে এরিক, পিছনে রানা সতর্ক প্রহরীর মত তাকে অনুসরণ করছে। মাকড়সার জালের মত শাখা-প্রশাখা বিছিয়ে রয়েছে টানেলগুলো, সেই সঙ্গে আছে আলোর অভাব। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হ্যাচের ফাঁক গলে আসা সূর্যরশ্মিই যা ভরসা। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হচ্ছে এরিককে, ভয় হচ্ছে পথ হারাবে কিনা তা-ই ভেবে। কিন্তু রানার মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, কিছুক্ষণ পর পর ডান-বামে যাবার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, টানেলের প্রতিটা অলিগলি তার মুখস্থ।

যতই সময় যাচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা যে রানার সেটআপ, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে এরিক। ইচ্ছে করেই গার্লফ্রেন্ডকে দিয়ে ফোন করিয়েছে সে, সবাইকে ডেকে এনেছে। স্টর্ম ড্রেনের

টানেল এমনকী স্থানীয় লোকজনও এত ভাল চেনে কিনা সন্দেহ, রানার তো প্রশ্নই ওঠে না। ফাঁদ পাতার আগে নিশ্চয়ই রেকি করে চিনে নিয়েছে লোকটা। কিন্তু এতসবের পিছনে মূল কারণটা কী, এখনও মাথায় ঢুকছে না। ব্রিফকেসটাই যদি রানার টার্গেট হত, তা হলে সবার অজান্তেই বের করে নিয়ে যেতে পারত, এত নাটক করার প্রয়োজন ছিল না।

তবে মানুষটার কর্মকাণ্ডে সত্যিই অভিভূত এরিক। এত চমৎকার প্ল্যান তৈরি করা, তারপর আবার ঠাণ্ডা মাথায় সেটাকে কাজে পরিণত করা ছেলেখেলা নয়। বলতে গেলে আগুন নিয়ে খেলছে রানা। দেখামাত্র তাকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না যারা, তাদেরকেই ফাঁদের মধ্যে টেনে এনেছে সে, কাছাকাছি হবার সুযোগ দিয়েছে; আবার কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়েও যাচ্ছে। এমনি এমনি তাকে দুনিয়ার সেরা স্পাইদের একজন বলা হয় না, পরিষ্কার বুঝতে পারছে এরিক।

কোনদিকে কতদূর এসেছে; বোঝার উপায় নেই। তবে আধঘণ্টা পর থামতে বলল রানা। মাথার ওপরে একটা মেইন্টেন্যান্স হ্যাচ দেখিয়ে বেরুনোর ইঙ্গিত করল। মই বেয়ে ওপরে উঠল এরিক, পিছু পিছু রানাও।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে শহরের সীমানার বাইরে জঙ্গলের ভিতরে বেরিয়ে এল এরিক। সামনেই ছোট পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকের পেছনদিক এটা। কর্ডন ফাঁকি দিয়ে জালের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'সাবধানে হাঁটতে থাকো,' রানা বলল, 'কোনও চালাকি নয়, দৌড়ানোর চেষ্টা কোরো না। পাহাড়ের ঢাল টপকাব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। এই মুহূর্তে চালাকি খাটানোর কোনও ইচ্ছা ওর আসলেই নেই, বিশেষত রানার হাতের কোল্টটা যেহেতু ওর দিক থেকে এক চুল নড়ছে না। অস্ত্রটা এত

সাবলীলভাবে নাড়াচড়া করছে রানা, যেন ওটা ওর শরীরেরই একটা অংশ, জন্ম থেকেই একসঙ্গে আছে। দৃশ্যটা বুকে কাঁপন ধরাতে যথেষ্ট।

পাহাড়ি ঢালের গা বেয়ে হেঁটে চলল ওরা, গাছপালা আর বড় বড় ঝোপের আড়াল কাজে লাগাচ্ছে। কিছু সময় পরেই পাহাড়ের অপর পাশে এসে পৌছাল, এখান থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে। গোড়ায় একটা গুহার মত আছে, মুখটা ডালপালা আর গাছের পাতায় ঢাকা। এরিককে সেগুলো সরাতে বলল রানা।

গুহার মুখটা পরিষ্কার হয়ে আসতেই ভিতরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা একটা সবুজ পিকআপ নজরে এল। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল এরিক। লোকটার প্ল্যানে কোনও খুঁত নেই, ব্যাংকে ঢোকার আগেই এস্কেপ রুট আর গেট-অ্যাওয়ে ভেহিকল রেডি করে রেখেছে। এজন্যই কোনও টেনশন নেই তার মনে, হাসতে পারছে ইচ্ছেমত।

পিকআপের দরজা খুলে ধরেছে রানা। বলল, 'চল রওনা হওয়া যাক। তুমি ড্রাইভ করবে।'

'কোন পথে যাবেন?' এরিক প্রশ্ন করল। 'এতক্ষণে চারদিকের সমস্ত রাস্তা সীল করে দেয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে।'

'রাস্তা আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেব,' রানাকে বিশেষ চিন্তিত মনে হচ্ছে না। 'এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।'

নাক বরাবর সামনে তাকাল এরিক। গহীন অরণ্য না হলেও গাছপালার কমতি নেই সেখানে। সেগুলো ছাড়াও প্রায় বুক পর্যন্ত উঁচু হয়ে জন্মেছে ঘাস, মাঝখানে কী পরিমাণ গর্ত বা এবড়োথেবড়ো মাটি আছে—অনুমান করা কঠিন।

'ওর ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব,' এরিক মাথা নাড়ল। 'একশো গজও এগোতে পারবেন না।'

'চার হাজার হর্সপাওয়ারের ফোর হুইল ড্রাইভ টয়োটা

পিকআপ কী করতে পারে দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি, এরিক,' রানা বলল। 'এখন ঢোকো ভিতরে।'

বাক্যব্যয় না করে পিকআপে চড়ে বসল এরিক, রানাও উঠল। ইগনিশনে চাবি ঝুলছিল আগে থেকেই, স্টার্ট দিয়ে আগে বাড়ল।

প্রথম দশ মিনিট নিরাপদেই কাটল... গাঁছপালার ফাঁক দিয়ে ঘাসের প্রাচীর ভেঙে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটতে থাকল পিকআপ। কিন্তু তারপরই মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টারের গর্জন শোনা গেল। গাড়িটাকে স্পট করে ফেলেছে টাস্ক ফোর্সের এরিয়াল টিম।

'সবুজ পিকআপকে বলছি,' হেলিকপ্টার থেকে মাইকে কথা শোনা গেল। 'এখুনি গাড়ি থামিয়ে হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

তিন

'থামো বলছি! নইলে গুলি করা হবে!' হেলিকপ্টার থেকে আবার হুমকি শোনা গেল।

'কী করব?' জানতে চাইল এরিক।

'স্পীড বাড়াও,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ওরা গুলি করবে!'

'কথা না শুনলে আমিও করব। স্পীড বাড়াও!'

অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল এরিক, পিছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গতি বেড়ে গেল, ভয়ানকভাবে লাফাতে শুরু করল পিকআপ। দূরে পুলিশের সাইরেন বাজতে শুরু করেছে, হেলিকপ্টার থেকে ওদের খবর পৌঁছে গেছে জায়গামত। চোখের পলকে স্কোয়াড কার আর অন্যান্য যত গাড়ি আছে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল। ঘাসের জঙ্গল ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করেছে সেগুলো। তবে বন্ধুর ভূমি বিশ্বাসঘাতকতা করল তাদের সাথে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝাঁকি খেয়ে অথবা গর্তে পড়ে আটকে গেল বেশিরভাগ গাড়ি।

এরিককে ডান-বাম করে পথের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে রানা, এড়িয়ে যাচ্ছে আটকে পড়ার মত সব ফাঁদ—পুরো এলাকাটা আগে থেকেই রেকি করে রেখেছে ও। মাথার উপর হেলিকপ্টারটা আছে এখনও, বাকিগুলোও খুব একটা দূরে নয়। গাছপালার সংখ্যা বেশি হওয়ায় খুব একটা নীচে নামতে পারছে না সেগুলো, পারছে না গুলি করে টায়ার ফাটাতেও। টাস্ক ফোর্সের বেশ কয়েকটা গাড়ি এখনও সচল, পিকআপের ট্র্যাক অনুসরণ করে আসছে তারা, একারণে আর আটকা পড়ছে না।

'এভাবে কতক্ষণ ছুটবেন?' জিজ্ঞেস করল এরিক। 'আর যাই ঘটুক, কপ্টারগুলো পিছু ছাড়বে না।'

'তুমি তো আছ!' রানা বলল।

'অবস্থা তেমন হলে আমার থাকা না থাকায় কিছু যাবে আসবে না। আপনি আমাদের প্রাইম টার্গেট, প্রয়োজনে লেথাল ফোর্স ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হবে। আমি মরলে মরব, কিন্তু আপনাকে ছাড়া হবে না।'

'কী চেষ্টা করছ? আমাকে আত্মসমর্পণ করাতে?'

'যেভাবেই চিন্তা করুন, ধরা দেয়ার চেয়ে ভাল কোনও পথ নেই আপনার। ব্যাংকে যে কেরামতি শুরু করেছিলেন, সেটার

মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।'

'দেখাই যাক! ডানে মোড় নাও।'

আরও দুটো এরিয়াল টিম এসে গেছে। গুলির শব্দ হলো, ফাঁকা দেখতে পেয়ে একটা হেলিকপ্টার থেকে শট নেয়া হয়েছে। পিকআপের হুডে একটা ফুটো তৈরি হলো।

'মাই গড, ওরা গুলি করছে!' আতঙ্কিত গলায় বলল এরিক।

সীটের তলা থেকে একটা কারবাইন বের করল রানা, ড্রাইভিং ক্যাবের জানালা দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে ধাওয়া করতে থাকা কপ্টারগুলোর দিকে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল।

কাজ হলো গুলিতে, পিছিয়ে গেল কপ্টারগুলো। তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে লেগে রইল, মাইকে আত্মসমর্পণের জন্য তর্জন-গর্জন তো চলছেই।

হঠাৎ করেই সামনে একটা কাঁচা রাস্তা উদয় হলো, লাফ দিয়ে সেটায় উঠে এল পিকআপ। চারপাশ ধুলোয় ছেয়ে গেছে; বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল এরিক, সিধে করল গাড়িটাকে।

'থেমো না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, হেলিকপ্টারগুলোর দিকে আরেক পশলা গুলি করল।

দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল এরিক, তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল পিকআপ। হেলিকপ্টার থেকে ব্রাশফায়ার করা হলো, মাটিতে নিষ্ফল কামড় বসাল একসারি বুলেট, শেষ কয়েকটা টয়োটার রিয়ার এন্ডে ঠক ঠক করে বিঁধল।

দ্রুত কারবাইনের ম্যাগাজিন বদলাল রানা, আবার জানালা দিয়ে গুলি করল। একটা হেলিকপ্টারের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি হলো, পাশ থেকে কালো ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে। গোঁত্তা খেয়ে রাস্তার পাশে ক্র্যাশ করল সেটা।

কয়েকটা স্কোয়াড কার রাস্তায় উঠে এসেছে, দূরত্ব ক্রমেই

কমিয়ে আনছে সেগুলো। রিয়ার ভিউ মিররে একটার জানালা থেকে পাম্প গান বেরুতে দেখল এরিক, গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। তবে আঁকাবাঁকা রাস্তা আর ধুলোর মেঘ সুযোগটা তৈরি হতে দিচ্ছে না।

সীটের তলাটা যেন অস্ত্র ভাণ্ডার, হাত দিয়ে সেখান থেকে দুটো গ্রেনেড বের করল রানা। পিন খুলে পিছনের রাস্তায় ছুঁড়ে দিল। কারগুলো কাছাকাছি আসতেই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেগুলো। শকওয়েভের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল সামনের দুটো গাড়ি, পাক খেয়ে উড়ে গেল রাস্তার দু'ধারে।

'আপনি দেখি রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন,' এরিক বলল।

'কেন, আমাকে শান্তিবাদী মানুষ ভেবেছিলে নাকি?' রানা বলল। 'চুপচাপ গুলি খেতে আমার আপত্তি আছে।'

'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ টিকে থাকবেন বলে ভাবছেন?'

'আর কয়েক মাইল, তা হলেই চলবে।'

ঢালু হয়ে রাস্তাটা ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, সেটা বেয়ে ছুটে চলল পিকআপ। গুলি বিনিময় বন্ধ হয়নি, গাড়িটার শরীরে আঘাতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে ওদের কেউ এখনও আহত হয়নি। রানা মাঝে মাঝে গ্রেনেড ছুঁড়ছে পিছন দিকে, তবে চালাক হয়ে গেছে প্রতিপক্ষ। গ্রেনেড ফাটার পর সামনে বাড়ছে। একদিক থেকে সেটা অবশ্য ভাল, কারণ দূরত্ব কমাতে পারছে না গাড়ির টিমগুলো।

আরেকটা হেলিকপ্টার ভূপাতিত হলো। রানা হেসে বলল, 'রইল বাকি এক।'

'সময় লাগবে না, আরও চলে আসবে,' এরিক হাসছে না।

'যখন আসে তখন দেখা যাবে।'

হাইল্যান্ডের কিনারায় উঠে এসেছে রাস্তাটা, ঠিক পাশেই

গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ের বিপজ্জনক ঢাল। দেখলেই বুক খামচে ধরে কী যেন। এ পরিস্থিতিতে রানা যেটা করল, সেটাকে দুঃসাহস না বলে বোকামি বলাই ভাল।

'সময় হয়েছে,' বলল ও, তারপর একহাতে খামচে ধরল স্টিয়ারিং হুইলটা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এরিক। হাসিমুখে হুইলটা নিজের দিকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিল রানা। আতঙ্কে চিৎকার দিল এরিক, নিখাদ রিফ্লেক্সের বশে ব্রেক চেপে ধরল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। চাকা ঘুরে গেছে, আশি মাইল বেগে পাহাড়ের কিনারা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে পিকআপ।

মনে হলো অনন্তকাল ধরে বাতাসে ভাসছে, কিন্তু সময় পেরিয়েছে মাত্র দু'সেকেন্ড। তারপরই চার চাকার ওপর ভর দিয়ে ঢালের ওপর আছড়ে নামল গাড়িটা, সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল, এরপর ভয়ানক গতিতে নামতে শুরু করল।

উইন্ডশীল্ডের সামনে দুনিয়া মাতাল হয়ে উঠল, ঝোপঝাড় চাবুকের মত বাড়ি খাচ্ছে পিকআপের শরীরে। অপ্রতিরোধ্য সাইক্লোনের মত ছুটছে গাড়িটা, জানালায় দুরন্ত বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জন। বড় গাছগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ঘাম ছুটে গেল এরিকের, উন্মত্তের মত স্টিয়ারিং এদিক-সেদিক ঘোরাচ্ছে। খুব বেশি টার্নও নেয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে গাড়িটা উল্টে গিয়ে গড়াতে শুরু করবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, একেবারে সমতলের কাছাকাছি গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাল এরিক। সামনে একসারি লম্বা গাছ, কোনমতে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিকআপটা বেরিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু নাকটা একদিকে ঘুরে গেল বিপজ্জনকভাবে। ডানদিকের চাকার ওপর খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা, যুঝল ব্যালেন্স ফিরে

পেতে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হার মানল। কাত হয়ে ডানদিকের চেসিসের ওপর পড়ল টয়োটা, গড়াতে শুরু করল। চোখের সামনে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরল উইন্ডশীল্ডে, দ্বিতীয় পাকে গুঁড়ো হয়ে ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে গেল। ক্যাবের ভিতর নির্মমভাবে বাড়ি খাচ্ছে দুই আরোহী, ধুলো আর জ্বালানির গন্ধে উৎকট হয়ে উঠল পরিবেশ। এরিক ক্রমাগত চিৎকার করছে।

সমতলে পৌঁছে থামল গড়াগড়ি, উপুড় হয়ে রইল গাড়িটা... সারা দেহ এমনভাবে বেঁকে গেছে যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে পেটানো হয়েছে। ডোর পিলারের সঙ্গে বেমক্কা একটা বাড়ি খেয়ে এরিক ইতোমধ্যে জ্ঞান হারিয়েছে, রানার অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে জানালার ফাঁকা দিয়ে বেরিয়ে এল ও, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি; হাত বাড়িয়ে ক্যাবের ভিতর থেকে কারবাইন আর ব্রীফকেসটা বের করল।

একমাত্র হেলিকপ্টারটা মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে, ওকে পরিষ্কার দেখা গেলেও গুলি করল না। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে আরোহীরা। ঢালের ওপরে তাকাল রানা। স্কোয়াড কারগুলো থেমে গেছে, দুর্ঘটনাটা দেখার পর ঢাল দিয়ে নামার সাহস হবে না ওদের। ঘুরে আসতে অন্তত তিন-চার মিনিট লাগবে। শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও মুখে হাসি ফুটল রানার, এই সময়টুকুই দরকার ওর।

এরিকের জ্ঞান ফিরেছে, চোখ খুলে চারপাশে তাকাল সে। সামনে বেশ পুরানো একটা কবরস্থান দেখা যাচ্ছে, সারি সারি কবরফলকের অপরপাশে একটা কাঠের তৈরি পরিত্যক্ত, ভাঙাচোরা গির্জা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রানা সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। চোখের সামনে ভাঙা কাঁচের মাঝে রানার ফেলে যাওয়া কোল্টটা পড়ে আছে, হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল সে, হামাগুড়ি

দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সারা শরীরে সৃষ্টি হওয়া অসংখ্য ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছে না। শুয়ে শুয়েই রানার দিকে পিস্তল তাক করল।

'থামুন, মি. রানা!' এরিক চেঁচিয়ে উঠল।

যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকল রানা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।

'থামুন বলছি, নইলে গুলি করব!' আবার চেঁচাল এরিক।

স্থির হয়ে গেল রানা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'গুলি করার মানুষ যদি হতে, তা হলে এতক্ষণে করেই দিতে।'

'ফালতু কথা বলবেন না।'

'গুডবাই, এজেন্ট স্টার্ন,' রানা বলল। 'নির্দোষ একজন মানুষের পিঠে যদি গুলি করার রুচি হয়, করতে পারো।'

উল্টো ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করল ও। হাতের পিস্তল কাঁপতে থাকল এরিকের, বিবেক বাধা দিচ্ছে, গুলি করতে পারল না। অস্ত্রটা নামিয়ে নিল। পিছনে পায়ের শব্দ, হেলিকপ্টার থেকে র‍্যাপলিং করে মাটিতে নেমেছে দুজন এজেন্ট। দৌড়ে ওর কাছে এল একজন।

'কী করলে এটা?' এজেন্ট ব্রাউনের গলা চিনতে পারল এরিক। 'ক্লিয়ার শট ছিল, গুলি করলে না কেন?'

জবাব না দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল এরিক।

আবার গোলাগুলি শুরু হলো। রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে মাটিতে নামা এজেন্টরা। স্কোয়াড কারগুলোও বেশি দূরে নেই। কবরফলকগুলোর আড়াল নিয়ে পাল্টা জবাব দিল রানা। হেলিকপ্টার বা মানুষ, কাউকেই কাছে আসতে দিচ্ছে না। ধীরে ধীরে পেছাতে শুরু করল ও, গির্জার কাছাকাছি গিয়ে ছুট লাগাল, সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'গির্জা ঘিরে ফেলো,' রেডিওতে নির্দেশ দিল ফ্যারেল।

'কিছুতেই যেন টার্গেট পালাতে না পারে।'

ডেপুটি সেগালকে সঙ্গে রেখেছে মেজর রাইস। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কোনও স্টর্ম ড্রেন নেই তো?'

মাথা নাড়ল সেগাল। বলল, 'দেড়শো বছরের পুরানো মিশনারি চার্চ ওটা। সে আমলে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের কনসেপ্টই ছিল না পাদ্রিদের।'

'দ্যাটস্ বেটার,' রাইস মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'গোরস্থানটা কাদের?'

'পুরানো সেটলমেন্টের বাসিন্দাদের। শেষ মানুষটাকে অন্তত ষাট বছর আগে দাফন করা হয়েছে।'

স্কোয়াড কারগুলো এসে পড়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গির্জার চারপাশে পজিশন নিয়ে ফেলল ফেডারেল এজেন্ট আর স্থানীয় পুলিশরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকটা হেলিকপ্টারে চড়ে বেশ কিছু এফবিআই এজেন্ট যোগ দিল অভিযানে। সবশেষে গাড়ি নিয়ে হাজির হলো ডগলাস বুলক, জ্ঞান ফিরেছে তার।

'হারামজাদা আছে ভেতরে?' কার থেকে নেমেই হুঙ্কার ছাড়ল বুলডগ।

'ইয়েস, সার,' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল ফ্যারেল। 'থারমাল ক্যামেরায় মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে।'

'লাস্ট ওয়ার্নিং দাও ওকে,' রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল বুলডগ। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি। এবার যদি বের না হয়, দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব আমরা। সামনে পড়ামাত্র গুলি করব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটল ফ্যারেল। বুলহর্নে সতর্কবাণীটা শোনাল। জবাবে এক পশলা গুলি করল রানা গির্জার জানালা থেকে, কয়েকটা গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তাতে।

'ঠিক আছে,' বলল বুলডগ। 'তা হলে ওর নিয়মেই খেলব আমরা। ফার্স্ট অ্যাসল্ট টিম রেডি করো, ভিতরে ঢুকুক ওরা।'

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, হেলমেট আর হেভি আর্টিলারি সজ্জিত অ্যাসল্ট টিম পজিশন নিল। গির্জার জানালা লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়া হলো। কয়েক সেকেন্ড পরই ঘন ধোঁয়া বের হতে লাগল ভিতর থেকে।

রানা অচল হয়ে পড়েছে ভেবে এগিয়ে গেল টিমটা, ঠিক তখুনি নীচতলার জানালার কাঁচ ভেঙে একটা গ্রেনেড উড়ে তাদের কাছাকাছি পড়ল। উল্টো ঘুরে দৌড় লাগাল দলটা।

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়ল দলের সদস্যরা। মারা না গেলেও কমবেশি আহত হয়েছে সবাই।

'এভাবে ঢুকতে পারবেন না,' বলল রাইস। 'ভিতরে রানা আপনাদের জন্য পসরা সাজিয়ে বসে আছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল বুলডগ। জানতে চাইল, 'আপনি কে?'

'মেজর জাস্টিন রাইস, র‍্যামডাইন।'

দাঁতে দাঁত পিষল বুলডগ। বলল, 'লোকটা এত অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে কোথায়?'

'জানি না, সার,' ফ্যারেল বলল। 'তবে শুরু থেকেই আমাদের থেকে কয়েক পা এগিয়ে আছে ও। অটোমেটিক কারবাইন আর গ্রেনেড দিয়ে অলরেডি দুটো কপ্টার আর স্কোয়াড কার অচল করে দিয়েছে। সঙ্গে আরও কত কী আছে কে জানে।'

'ওয়েল মেজর,' রাইসকে জিজ্ঞেস করল বুলডগ। 'আপনার কোনও পরামর্শ আছে?'

'ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে নিজেদের প্রাণহানি ঘটানোর

কোনও মানে হয় না,' রাইস বলল। 'গো ফর অলআউট অ্যাটাক। রানা মরুক বা বাঁচুক, সেটা পরে দেখা যাবে। প্রথমে তাকে নিউট্রালাইজ করা জরুরি।'

পরামর্শটা বুলডগের পছন্দ হয়েছে মনে হলো, এমনিতেই রানার হাতে কম অপদস্থ হয়নি সে। প্রতিশোধের নেশায় ব্যাকুল হয়ে আছে। ফ্যারেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'রানার একজ্যাক্ট লোকেশন বলতে পারবে?'

থারমাল ক্যামেরার ডিসপ্লেতে চোখ বোলাল ফ্যারেল। বলল, 'নীচতলায়, স্টেয়ারকেসের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে।'

'সবাইকে গ্রীনলাইট দাও—শ্যুট টু কিল। মরুক হারামজাদা!'

দ্রুত ওয়্যারলেসে নির্দেশটা প্রচার করল ফ্যারেল।

'ফায়ার!' হুকুম দিল বুলডগ।

গোলাগুলির সম্মিলিত শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। প্রাচীন গির্জাটার শরীরে ফুটো তৈরি হতে লাগল, প্রতিটা আঘাতে সেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'রানা মুভ করছে! রানা মুভ করছে!' থারমাল ইমেজ দেখে চেঁচিয়ে উঠল ফ্যারেল।

'টার্গেট লোকেশন আপডেট করতে থাকো,' নির্দেশ দিল বুলডগ।

মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্যারেল ওয়্যারলেসের মাউথপীসে মুখ লাগাল, 'টার্গেট অন মুভ... বামে দশ গজ দূরে ফায়ার করো সবাই।'

এলোপাতাড়ি গুলি চার্চের নীচতলা মোরব্বার মত কেঁচে ফেলছে, থারমাল ডিসপ্লেতে মনুষ্যমূর্তিটাকে পড়ে যেতে দেখা গেল। উল্লসিত চিৎকার দিয়ে উঠল রাইস।

যে ব্যাপারটা শুরুতেই কেউ খেয়াল করেনি তা হলো

গির্জার কাঠের দেয়াল রোদে শুকিয়ে লাকড়ির মত হয়ে গেছে। ক্রমাগত প্রচণ্ডবেগে ঢুকতে থাকা গুলির ঘর্ষণ সহ্য করতে পারল না সেগুলো। হঠাৎ করেই ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল। তারপর বিনা নোটিশে লাফিয়ে উঠল কমলা রঙের আগুনের শিখা, একে একে গির্জার সমস্ত দেয়াল গ্রাস করতে শুরু করল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়।

'হোয়াট দ্য হেল...' গাল দিয়ে উঠল বুলডগ। 'রানা কোথায়?'

'দেখতে পাচ্ছি না, সার,' বলল ফ্যারেল। 'টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, থারমাল ইমেজ কাজ করছে না।'

'অল ইউনিট,' রেডিওতে বলল বুলডগ। 'রানা বের হয়ে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে, বি অ্যালার্ট।'

কিন্তু বেরোল না মাসুদ রানা, টাস্ক ফোর্সের কয়েকশো সদস্যের চোখের সামনে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গেল দেড় শতাব্দীর পুরানো মিশনারি চার্চ, কলাম ধসে পরিণত হলো কাঠকয়লার ধ্বংসস্তূপে।

'নাউ মাসুদ রানা ইজ ডেড,' সন্তুষ্টির হাসি হেসে মন্তব্য করল ডগলাস বুলক।

চার

টেলিভিশনের পর্দায় চার্চের পুড়ে যাওয়াটা প্রত্যক্ষ করল কর্নেল অল্ডেন। টিভি সাংবাদিকরা করিৎকর্মা মানষ পলিশ চ্যানেলে

আড়ি পেতে পোক কাউন্টিতে ঘটতে থাকা রুদ্ধশ্বাস নাটকের খবর পেয়ে গেছে তারা। ক্যামেরা আর হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে গেছে ঘটনাস্থলে। সরাসরি সম্প্রচার চলছে সেখান থেকে।

স্ক্রীনে বিশাল এক বনফায়ারের মত জ্বলতে দেখা যাচ্ছে গির্জাটাকে, চারপাশ থেকে অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরে রেখেছে টাস্ক ফোর্সের অসংখ্য গাড়ি। পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে সেখানে।

কিছুক্ষণ পর পর ক্যামেরার পেছন থেকে ধারাভাষ্য দিচ্ছে রিপোর্টার, 'আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো, প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটনের ওপর গুলিবর্ষণকারী সেই কুখ্যাত মাসুদ রানার জ্বলন্ত চিতা। এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিসের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেল টাস্ক ফোর্স এবং আরকানসাস স্টেট পুলিশের তাড়া খেয়ে সে পোক কাউন্টির এই পরিত্যক্ত গির্জায় আশ্রয় নেয়। বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান করা হলেও তাতে সাড়া না দিয়ে সে গুলি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে গুলি চালায় টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ, এবং গুলির আঘাতে আগুন ধরে যায় কাঠের তৈরি পুরানো গির্জাটাতে। কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন, আগুন ধরার সময় রানা ভিতরেই ছিল এবং তাকে বেরিয়ে আসতে কোনও প্রকার বাধা দেয়া হয়নি। তারপরও আগুনে আত্মাহুতি দেয় সে। গত দু'ঘণ্টা ধরে জ্বলছে গির্জাটা। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিস আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে অগ্নিকাণ্ডটা খুব বড় ধরনের বলে তারা তেমন সফল হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামীকাল সকালের আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা নেই। এবং তারপরই ধ্বংসস্তূপের ভিতর মৃতদেহের জন্য তল্লাশি চালানো হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমেই শেষ হতে যাচ্ছে প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ। গত কিছুদিনে সারা

দেশ তথা পৃথিবীর...'

বাকিটা আর শুনল না কর্নেল। রিমোট চেপে ভলিউম শূন্য করে দিল।

রুমে আরও কয়েকজন আছে, রুদ্ধশ্বাসে কাভারেজটা দেখছে সবাই। ভলিউম কমে যেতেই একজন বলল, 'ওর ভিতরে কারও জীবিত থাকা অসম্ভব।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো আরেকজন। 'ব্যাটা রোস্ট হয়ে গেছে।'

'আপনি খুশি হচ্ছেন না কেন?' কর্নেলের চেহারা দেখে পাশ থেকে জানতে চাইল প্যাট্রিক ম্যালয়।

'এখনই ফুর্তি করতে চাই না আমি,' অল্ডেন বলল। 'আগে লাশটা পাওয়া যাক, ওরা ফরেনসিক রিপোর্ট ইস্যু করুক, তারপর দেখবে খুশি কাকে বলে।'

'এখনও শিওর হতে পারছেন না বুঝি?'

'গত একমাসে যা ঘটে গেছে, তারপরে আর আমার পক্ষে কোনও ব্যাপারে শিওর হওয়া সম্ভব নয়।'

'তা হলে কখন শিওর হবেন?'

'যখন ওরা আমাকে রানার লাশ এনে দেখাবে।'

টিভির ভলিউম আবার বাড়িয়ে দিল কর্নেল।

সারারাত পুড়ল মিশনারি চার্চ, ভোরের দিকে আগুনের তেজ কমে এল। দমকল বাহিনীর অব্যাহত প্রচেষ্টায় দিনের আলো ফোটার আগেই নিভে গেল তা। ধ্বংসস্তূপের তাপমাত্রা কমার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় দিতেই হলো, শেষপর্যন্ত বেলা এগারোটার দিকে পরিস্থিতি নিরাপদ হওয়ায় শুরু হলো তল্লাশি। দেড় ঘণ্টার মাথাতেই মিলল সাফল্য, পাওয়া গেল লাশটা।

'পেয়েছি!' এয়ার ফিল্ট্রেশন মাস্ক খুলে উল্লসিত চিৎকার দিল একজন উদ্ধারকর্মী।

মুহূর্তের মধ্যেই খবরটা পৌঁছে গেল ছাইভস্মের মাঝে কাজ করতে থাকা বিশজন কর্মী আর ঘটনাস্থল ঘিরে থাকা কয়েকশো এজেন্টের কাছে। একশো গজ দূরে পুলিশ লাইনের ওপারে অপেক্ষারত রিপোর্টারদের সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল শেরিফ্‌স্ ডিপার্টমেন্টের লোকজন।

সদ্য আবিষ্কৃত মৃতদেহটার চারপাশে উদ্ধারকর্মী আর ফেডারেল এজেন্টদের একটা ছোটখাট ভিড় সৃষ্টি হলো। তাদের মাঝ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ভিতরে ঢুকল এরিক স্টার্ন, অসুস্থ হলেও ঘটনাস্থল ত্যাগ করেনি সে। মাথা ব্যথা করছে, অন্তত পাঁচ জায়গায় সেলাই পড়েছে তার, তারপরও কী এক অজানা আকর্ষণে রয়ে গেছে, চলে যেতে মন চায়নি।

মাসুদ রানার দেহাবশেষটা কোনও সুন্দর দৃশ্য নয়। আগুনে ঝলসে মুখাবয়ব উড়ে গেছে লাশটার, সেখানে থিকথিক করছে আধপোড়া মাংস। ঠোঁটের কোনও অস্তিত্ব নেই, মুখ ব্যাদান করে আছে দাঁতের সারি, তাপে কালচে হয়ে আছে। প্রচণ্ড উত্তাপে দেহটা কুঁকড়ে গেছে ধনুকের মত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, পুরো লাশটাই কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। এর ওপর যুক্ত হয়েছে পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ। একজন এজেন্ট 'ওয়াক ওয়াক' শব্দে বমি করার জন্য ছুটল।

এরিকের চেহারায় কোনও ভাবান্তর হলো না। পোড়া লাশটা তার মনে কেন যেন বেদনার জন্ম দিচ্ছে। অল্প একটু সময়ের জন্য রানার কাছাকাছি ছিল সে, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই লোকটা তার ভিতর এক অদ্ভুত প্রভাব ফেলে দিয়েছে। রানার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছে তার সত্তা। আর সেই মানুষটাই এভাবে মারা গেল, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগটাও পেল না—এটা মেনে নিতে পারছে না সে। হতভাগ্য মানুষটার জন্য কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা ভিতরে একটা অব্যক্ত ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে। মাথা নিচু

করে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াল এরিক।

রিপোর্টাররা লাশের ছবি তুলতে পাগলের মত হয়ে উঠেছে, পারলে দড়ি ছিঁড়ে ঢুকে পড়ে আর কী। বুলডগ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, ইতোমধ্যে সে নিজেও লাশটা দেখে নিয়েছে। সামনে গিয়ে বলল, 'আপনারা সবাই শান্ত হোন। আমি অফিশিয়াল ঘোষণা দেব।'

কিছুটা স্থির হলো সাংবাদিকরা, বুলডগকে ঘিরে ধরল। ক্যামেরা তাক করা হলো তার দিকে। শান্তভাবে মাসুদ রানার লাশ আবিষ্কারের ঘোষণা দিল বুলডগ। প্রশ্নের ঝড় উঠল সঙ্গে সঙ্গে, যতটা সম্ভব গুছিয়ে জবাব দিয়ে গেল সে।

কষ্টের মাঝেও হাসি পেল এরিকের। বুলডগ তার চিরাচরিত রূপে ফিরে গেছে, লাইমলাইট কাজে লাগাতে ভালই জানে লোকটা। অপারেশনে ভুলত্রুটি যা-ই হয়ে থাক না কেন, শুধুমাত্র এই ইন্টারভিউয়ের জোরেই হিরো সেজে বসবে সে, পদক-টদক পেয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

অবসাদে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, হট্টগোল ছাড়িয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো এরিক, বিশ্রাম নিতে হবে। কিন্তু কপালটা বেশি ভাল নয়, একজন সাংবাদিক দৌড়ে ছুটে এল ওর সামনে।

'এজেন্ট এরিক স্টার্ন, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই,' বলল লোকটা, হাতের ইশারায় নিজের ক্যামেরাম্যানকে ডাকল।

'দেখুন, আমি খুব ক্লান্ত...' বলার চেষ্টা করল এরিক।

'বেশি সময় নেব না।' সাংবাদিক নাছোড়বান্দা।

'আমার কিছু বলার নেই।'

'কী যে বলেন না!' মুখে হাসি ফোটাল ধুরন্ধর সাংবাদিক। 'আপনারই তো সবচে বেশি কথা বলা উচিত। দু-দু'বার পৃথিবীর

ভয়ঙ্করতম খুনীর মুখোমুখি হয়েছেন আপনি, অথচ সে আপনার গায়ে ফুলের টোকাটাও দেয়নি।'

'কী বলতে চান আপনি?' এরিক টের পেল ওর রক্ত গরম হয়ে উঠছে।

'কিছুই না। তবে জানতে চাই, এই দুই এনকাউন্টারে আপনার অস্ত্র থেকে একবারও গুলি বের হয়নি কেন? কেনই বা মাসুদ রানার গাড়ি ড্রাইভ করে এতদূর নিয়ে এসেছিলেন? প্রাণের ভয়ে, নাকি এর মধ্যে আরও কোনও রহস্য আছে?'

আর নিজেকে সামলাতে পারল না এরিক, রিপোর্টারের হাসি হাসি মুখ দেখে সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দড়াম করে তার চোয়ালে একটা বিরাশি সিক্কার ঘুসি ঝাড়ল, উড়ে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা।

ঘটনাটা দেখে আশপাশের সবাই ছুটে এল। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এরিক, পড়ে থাকা রিপোর্টারকে লাথি কষতে থাকল, টানাটানি করে ওকে সরিয়ে আনল কয়েকজন। কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে দাঁড়াল সাংবাদিক, দৌড়ে ছুটে পালাল।

গোলমালের শব্দ শুনে বুলডগ এসে পড়েছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে এখানে? এরিক! আবার কী ঝামেলা বাধিয়েছ তুমি?'

'আমাদের এরিক সাহেব নিরীহ সাংবাদিকের ওপর চড়াও হয়ে বীরত্ব দেখাচ্ছেন,' জটলার মধ্য থেকে ফোড়ন কাটল এজেন্ট ব্রাউন। 'মাসুদ রানার সামনে পড়ে মেনি বেড়াল হয়ে গিয়েছিলেন কি না!'

'কী বললে?' এরিক চিৎকার করে উঠল।

'ঠিকই বলছি,' ব্রাউন সামনে এগিয়ে এল। 'কাল নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও গুলি করোনি তুমি, নিউ অর্লিয়েন্সেও পালাতে দিয়েছ। কারণটা কী?'

'কারণ আমি মনে করি রানা নির্দোষ!' রাগের বশে সত্যি কথাটা বলে দিল এরিক। 'সে কাউকে মারেনি। তোমরা সবাই অন্ধ হয়ে গেছ, তাই আসল জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ না। রানা কোনও ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। চাইলে গতকাল সে আমাদের অর্ধেক লোককে ওই গির্জায় বসে পাখি শিকারের মত ফেলে দিতে পারত, কিন্তু ফেলেছে কি? না, কারণ সে অকারণে মানুষ মারে না।'

'আগে বিশ্বাস করিনি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ব্রাউন। 'এখন সত্যিই মনে হচ্ছে, তুমি এতদিন রানার কাছে আমাদের সব খবর পাচার করেছ। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক! দেশের শত্রু!'

ব্রাউনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিক, হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ওদের নিরস্ত করল। বুলডগ চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও এসব!'

'ও শুরু করেছে!' আঙুল তুলে ব্রাউনকে দেখাল এরিক।

'চুপ করো!' গর্জে উঠল বুলডগ। 'যথেষ্ট হয়েছে, এরিক। আমি আর সহ্য করব না। পদে পদে ঝামেলা পাকাচ্ছ তুমি। শুরুতেই যদি তোমাকে সিকিউরিটি ডিটেইল থেকে বাদ দিতাম, তা হলে আজ এই পরিস্থিতিতে পড়তাম না। কাজ তো কিছু করতেই পারোনি, আজ মুখেরও লাগাম হারিয়েছ। মাসুদ রানা নির্দোষ! তোমাকে আগেই বলেছি, এ ধরনের ফালতু কথা বলবে না। এত কষ্ট করার পর সবার মনোবল নষ্ট করে দেয় এসব মিথ্যে প্রচারণা।'

'আমি মিথ্যে কিছু বলছি না...'

'শাট আপ! তোমার আর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি। এই মুহূর্তে তোমাকে বরখাস্ত করছি। তোমার মত লোকের ব্যুরোতে কোনও জায়গা নেই। এখুনি নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরে গিয়ে নিজের ডেস্ক পরিষ্কার করবে, বুঝেছ?'

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এরিক। বুলডগকে বলল, 'আপনার মত লোকের অধীনে আর কাজও করতে চাই না আমি।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল ও। খেয়াল করল না, দূর থেকে মেজর রাইস একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তাকে খুব একটা খুশি দেখাচ্ছে না।

নিউ অর্লিয়েন্সে ফেরার পথে বিমানযাত্রার প্রায় পুরো সময়টাই ঘুমিয়ে কাটাল এরিক, শারীরিক ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। গন্তব্যে যখন পৌঁছাল, তখন স্থানীয় সময় সন্ধে সাতটা। এয়ারপোর্টে ওকে রিসিভ করার জন্য নেই কেউ। ট্যাক্সি ভাড়া করে বাসায় ফিরল।

এমিলি মারা যাবার পর থেকে ঘরটা অসম্ভব রকম খালি খালি হয়ে গেছে। গত কিছুদিন কাজের চাপে অভাবটা অনুভবের খুব একটা সুযোগ পায়নি, কিন্তু আজ শূন্যতাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল এরিক। না পেরে ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার বের করে লিভিংরুমে এসে টিভির সামনে বসল।

সব চ্যানেলে একই সংবাদ প্রচার হচ্ছে—মাসুদ রানার মারা যাওয়ার খবর। কীভাবে কী ঘটেছে, তা নিয়ে রং-বেরঙের রিপোর্ট দিয়ে চলেছে সাংবাদিকেরা, পোক কাউন্টি থেকে সরাসরি সম্প্রচার চলছে। সবই পুরনো সংবাদ, তবে শেষ পর্যন্ত রাত দুটোর দিকে নতুন খবর প্রচারের সুযোগ পেল সাংবাদিকরা।

সি.এন.এন-এর বিশেষ বুলেটিনের সংবাদপাঠক জানাল, 'এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে, এফবিআইয়ের ফরেনসিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞরা আরকানসাসের পোক কাউন্টির ব্লু আই

শহরের নিকটবর্তী মিশনারি চার্চের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া লাশটাকে মাসুদ রানার বলে নিশ্চিত করেছেন। ডেন্টাল রেকর্ড ম্যাচ করার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মতে রানার মৃত্যুর কারণ একাধিক গুলির আঘাত এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া...'

টিভি বন্ধ করে দিয়ে বাকি রাত অন্ধকারে বসে রইল এরিক। এক অবর্ণনীয় বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ও, জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কিছুই আর ভাল লাগছে না।

সকালে কোনও রকমে নাস্তা খেয়ে অফিসে গেল ও। চাকরি চলে গেলেও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়ে গেছে, ডেস্ক থেকেও নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে আসতে হবে।

অফিসটা খালি খালি দেখাল, বেশিরভাগ এজেন্টকেই বুলডগ আরকানসাসে নিয়ে গেছে, তারা এখনও ফিরে আসেনি। যারা আছে, তাদের কাছে সম্ভবত এখনও ওর বরখাস্ত হবার খবর এসে পৌছায়নি। কেউ কেউ ওকে দেখে বিস্মিত হলো, কখন ফিরে এসেছে জানতে চাইল। মৃদু হেসে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল এরিক, যতদূর সম্ভব প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

'এরিক!' নিজের রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ডোনাল্ড মোফাট, ওকে ডাকছে। 'আমার রুমে এসো।'

সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাখাপ্রধানের রুমে এল এরিক।

'যা শুনছি, তা কি সত্যি?' মোফাট জানতে চাইল।

'কী শুনেছেন তার ওপর নির্ভর করে,' বলল এরিক।

'সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্টের সঙ্গে হাতাহাতি করেছ তুমি? একজন রিপোর্টারকে পিটিয়েছ?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'জেসাস ক্রাইস্ট! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'মাথা আমার ঠিকই আছে। কিন্তু এসব নিয়ে এখন কথা বলে লাভ কী? মি. বুলকের অর্ডার এসে পৌঁছায়নি আপনার কাছে? উনি তো আমার চাকরি খেয়েছেন।'

'কাল রাতে ফোন পেয়েছি আমি,' মোফাট গম্ভীর গলায় বলল। 'তবে এত সহজে হাল ছাড়ছি না। সিআইএ-র ডিরেক্টর হয়েছে বলে আমার লোকের চাকরি খাবে, মামা বাড়ির আবদার নাকি?'

'আমাকে বরখাস্ত করবেন না?' এরিক বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল। 'নিজে বিপদে পড়ে যাবেন তো!'

'সে সুযোগ আমি দিলে তো!' বলল মোফাট। 'শুধু মুখের কথায় কারও চাকরি যায় না, সবকিছুর নিয়ম আছে। প্রথমে সাসপেনশন আর প্রিলিমিনারি হিয়ারিং, তিন মাস পর রিভিউ বোর্ড, সবশেষে হলো চাকরি যাওয়া—বুঝেছ?'

'এখন তা হলে কী হবে?'

'আপাতত সাসপেন্ড করছি তোমাকে। কিছুদিনের জন্য কোথাও চলে যাও। হিয়ারিঙে হাজির থেকো, বাকিটা যখন রিভিউ বোর্ড হবে, তখন দেখা যাবে।'

নিঃশব্দে মোফাটকে কৃতজ্ঞতা জানাল এরিক, তারপর বেরিয়ে এল।

রেকর্ডস্ সেকশনে গিয়ে হাজির হলো ও, সাসপেনশন সংক্রান্ত ফর্মালিটি পূরণ করার জন্য। ওকে দেখেই লিসা ক্র্যামারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, পরমুহূর্তে হাসল সে।

'এজেন্ট স্টার্ন! তোমাকেই তো খুঁজছিলাম মনে মনে। কখন ফিরেছ আরকানসাস থেকে?'

'কাল রাতে,' এরিকও পাল্টা হাসল। 'কেমন আছ তুমি, লিসা?'

'ভাল। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে

শুনলাম, মাসুদ রানা জিম্মি করেছিল।'

'চেহারা-সুরত আর ব্যান্ডেজ দেখে বুঝতে পারছ না?'

'তা পারছি।'

'আমাকে খুঁজছিলে কেন?' জানতে চাইল এরিক।

'তোমার একটা জিনিস আছে আমার কাছে,' লিসার মুখে দুষ্টু হাসি। 'এমন কিছু, যেটা পেলে তুমি খুশি হবে।'

'খুশি হব?'

মাথা ঝাঁকাল লিসা। বলল, 'জিনিসটা অপ্রত্যাশিত কিনা!'

ভুরু কোঁচকাল এরিক, লিসার কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। মেয়েটার মনে যে ওর জন্য কিছুটা দুর্বলতা আছে, সেটা অনেক আগেই টের পেয়েছে, যদিও এ প্রসঙ্গে কখনও কথা হয়নি। আজ কি আভাসে-ইঙ্গিতে সেরকম কিছু বলতে চাইছে সে?

'লিসা, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ল্যাঙলিতে একটা ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলে, মনে আছে?'

'আছে, তবে আমার ক্লিয়ারেন্স না থাকায় জিনিসটা আসেনি।'

'যদি বলি ক্লিয়ারেন্স জোগাড় করে দিয়েছি?' লিসা রহস্য করছে।

'কীভাবে? মরে গেলেও বুলডগ ওটা সই করবে না।'

'আরকানসাসে যাবার আগে ভদ্রলোক এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, কীসে সই করছেন,, তাকিয়েও দেখেননি। ওই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছি আমি।'

'তুমি...তুমি আমার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বুলডগকে দিয়ে সাইন করিয়েছ?' এরিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'শুধু তাই না,' বলল লিসা। 'সেটা সিআইএ হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে ফাইলটা আনিয়েও নিয়েছি। কাল রাতেই এসেছে ওটা।'

'লিসা, তুমি একটা অবিশ্বাস্য মেয়ে!'

'এই অবিশ্বাস্য মেয়েটাকে কি তা হলে একবার ডিনারে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

'যদি ফাইলটা এখুনি দাও।'

হেসে ড্রয়ার থেকে একটা বিশাল প্যাকেট বের করে দিল লিসা। সেটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলল এরিক। মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না জিনিসটা।

ফাইলটা র‍্যামডাইনের।

পাঁচ

নিজের অফিসে একাকী বসে আছে কর্নেল অল্ডেন। সারা দেহ কেমন একটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যেন দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে ক্লান্ত সৈনিক, মেডিক্যাল সায়েন্সে একে বলে পোস্ট-কমব্যাট স্ট্রেস সিনড্রোম। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ অনেকদিন হলো এই অনুভূতিটার সঙ্গে শেষবার মুখোমুখি হয়েছে সে। সেনাজীবনের শুরুতে একেকটা মিশনশেষে এমনটা হত, কিন্তু যত দিন গেছে, পরিণত হয়ে উঠেছে তার দেহ-মন। সফল হোক বা ব্যর্থ, প্রতিটা কাজ তার শরীরে পরেরটার জন্য উদ্যম জুগিয়েছে। অবসাদ কী তা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ আজ

মাসুদ রানার মৃত্যু সেই অনুভূতিটা আবার ফিরিয়ে এনেছে, লোকটা সত্যিই দারুণ ভুগিয়েছে তাকে। তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আনন্দেই শরীরটা যেন কয়েকদিনের জন্য ছুটি চাইছে।

টেবিলের ওপর ওর সামনে একটা ফোল্ডারে রয়েছে অকাট্য প্রমাণ—আরকানসাস থেকে নিয়ে এসেছে মেজর রাইস, মাসুদ রানার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ডেন্টাল রেকর্ড। লাশটা নিয়ে এখন যে যা খুশি করুক, কিছু আসে যায় না তার। মুক্তি মিলেছে জীবন্ত অভিশাপ থেকে, সেইসঙ্গে যবনিকাপাত ঘটেছে প্রায় দেড় দশকের পুরনো একটা অধ্যায়ের। এবার অল্ডেন নিশ্চিন্তমনে অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারে।

হঠাৎ করে লাল রঙের বিশেষ টেলিফোনটা বেজে ওঠায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বিরক্ত চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল কর্নেল কয়েক সেকেন্ড, তারপর তুলে নিল।

'হ্যালো।'

'কর্নেল, অ্যালান বেনেট বলছি।'

'বলুন, মি. বেনেট।'

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে...'

ফোল্ডারের ওপর মোটা অক্ষরে লাল রঙের সতর্কবাণী:

ল্যান্সার ক্লিয়ারেন্স অত্যাবশ্যক।

আপনি যদি ল্যান্সার ক্লিয়ারেন্সভুক্ত ব্যক্তি না হয়ে থাকেন, তা হলে অনতিবিলম্বে এই ফাইল যেখান থেকে পেয়েছেন, সেখানে ফেরত দিন। আপনি যদি নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতিতে এই ফাইল পেয়ে থাকেন, তা হলে বাধ্যতামূলকভাবে ল্যান্সার কমিটিতে রিপোর্ট করুন।

বোকার মত লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল এরিক। জীবনে

অদ্ভুত অনেক ধরনের সতর্কবাণী দেখেছে ও, কিন্তু এটা একেবারেই নতুন। চোখ পিটপিট করল, যেন তাতেই উধাও হবে লেখাটা। কিন্তু না, সেটা এখনও আগের মতই জ্বলজ্বল করছে। আক্ষরিক অর্থেই সারাজীবন আইন মেনে চলেছে এরিক, কখনও কোনও নিয়মভঙ্গ করেনি। আজ প্রথমবারের মত তা করতে গিয়ে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে, একই সঙ্গে অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহলও সংবরণ করতে পারছে না।

বাড়ির বেজমেন্টে বসে আছে ও, সময়টা রাত ন'টা। সারাদিন দমবন্ধ করা উত্তেজনায় কেটেছে, সারাক্ষণ মনে হয়েছে এই বুঝি ফোন করে লিসা ফাইলটা ফেরত চায়। জিনিসটা হাতে পাবার পর ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে এরিক, লিসাকে সাসপেশনের ব্যাপারটা জানায়নি, সে সংক্রান্ত ফর্মালিটিও সম্পন্ন করেনি। বরং ফাইলটা নিয়ে দ্রুত ফিরে এসেছে বাসায়। বুক ধুকপুক করছিল, ওটা নিয়ে বসার মত মনের জোর পাচ্ছিল না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেয়েছে, শেষ পর্যন্ত এসে ঢুকেছে বেজমেন্টে—নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কামরাটাতে। চেয়ার-টেবিলে বসে ফাইলটা পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।

ল্যান্সার। লম্বা শ্বাস টেনে ভাবনায় ডুবে গেল এরিক, শব্দটা একেবারে অপরিচিত নয় ওর কাছে। একটু চিন্তা করতেই বুঝে গেল সতর্কবাণীটার তাৎপর্য।

সিআইএ বা সরকারী বিভিন্ন সংস্থা মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করতে বাধ্য হয়, যা প্রচলিত আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এসব বেআইনী কাজ যেন বিচারের কাঠগড়ায় না ওঠে, সেটা নিশ্চিত করে একদল বিশেষ মানুষ। এদেরকে ল্যান্সার কমিটি বলে। আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের এ ব্যাপারে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। ধরা যাক কোথাও একটা খুন হলো,

স্থানীয় পুলিশ যদি তদন্ত করার সময় ল্যাঙ্গার কমিটির ফোন পায়, তা হলে বুঝতে হবে যে দেশের স্বার্থেই মানুষটাকে হত্যা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে না। কেন বা কী উদ্দেশ্যে এই অপকর্মটা ঘটানো হয়েছে, তা শুধু ল্যাঙ্গার কমিটিই জানবে।

র‍্যামডাইনের ফাইলে ল্যাঙ্গার ক্লিয়ারেন্সের উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে, গোপনীয় অনেক তথ্য আছে এর ভিতরে। ভ্যালেন্টিন মোলিনার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানা যাবে কী? বলা কঠিন, কারণ এফবিআই বা লোকাল পুলিশের কাছে এই মার্ডার কেসটার বিষয়ে কোনও ল্যাঙ্গার নোটিফিকেশন আসেনি। তার মানে দাঁড়ায়, হয় ঘটনাটা র‍্যামডাইন ঘটায়নি, নয়তো এটা তারা করেছে কাউকে না জানিয়ে। ফাইলটা না পড়া পর্যন্ত নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই।

মলাট উল্টে পড়তে শুরু করল এরিক।

র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের সূচনা হয়েছে আজ থেকে বিশ বছর আগে। মূলত সিআইএ-র গোপন সামরিক অপারেশনগুলো পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে সংস্থাটা। গত বিশ বছরে কোথায় কোথায় তারা সামরিক অভিযান চালিয়েছে বা অস্ত্রশস্ত্রের চালান দিয়েছে, পড়তে পড়তে চোখ কপালে উঠে গেল এরিকের। বর্তমানে সংস্থাটার কর্ণধার কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন নামে এক প্রাক্তন আর্মি অফিসার। উনিশশো উনসত্তর সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত হয়, দ্রুত পদোন্নতি পেতে থাকে। উনিশশো ছিয়াশিতে যুক্তরাষ্ট্রের লিবিয়া আক্রমণের সময় স্পাই সন্দেহে চারজন নিরীহ লিবিয়ান নাগরিককে হত্যার দায়ে কোর্ট মার্শালে চাকরিচ্যুত হয় অল্ডেন আর তার সঙ্গী মেজর জাস্টিন বাইস. লোকটা তার অ্যাডজুটেন্ট ছিল। চাকরি গেলেও দুঃসাহসী

মনোভাব আর নিয়মের বাইরে কাজ করার প্রবণতা দেখে তাদের দুজনকে সিআইএ রিক্রুট করে। র‍্যামডাইনে যোগ দেবার পর থেকে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাতে থাকে অল্ডেন। শেষ পর্যন্ত নব্বুইয়ে সংস্থাটার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয় তার কাঁধে। বর্তমানে মেজর রাইস তার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

ঢাউস ফাইলটা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এরিক, কিন্তু থামল না। কী এক অজানা আকর্ষণে ওর চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত আটকে আছে পাতাগুলোয়। মাঝামাঝি পৌঁছানোর পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে গেল ও। পৃষ্ঠাটার ওপরে বড় করে শিরোনাম:

মিশন: এল সালভাদর

প্রতিবেদনটাতে যা লেখা আছে, তার সারসংক্ষেপ এরকম—চোদ্দ বছর আগে মধ্য আমেরিকার এই দেশটাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের দাপট অসম্ভব বেড়ে যায়। সালভাদরীয় সরকার তাদের দমনে ব্যর্থ হয়ে পড়ছিল, এমন অবস্থা দাঁড়াচ্ছিল যে বিদ্রোহীরা যে কোনও মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে। নতুন একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না, তাই এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য র‍্যামডাইনকে নির্দেশ দেয় সিআইএ। সালভাদরের মিশন কর্নেল অল্ডেন নিজে পরিচালনা করে। সরকারী বাহিনীকে শুধু অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ নয়, তাদেরকে গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে র‍্যামডাইন। এজন্য নির্বাচন করা হয় জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজের নেতৃত্বাধীন অ্যালকাটল ডিভিশনের ফার্স্ট ব্রিগেডের চতুর্থ ব্যাটালিয়নকে, যেটা প্যান্থার ব্যাটালিয়ন নামে পরিচিত।

ফ্রন্টলাইন অ্যান্টি-গেরিলা ডিউটি থেকে প্রত্যাহার করে আড়াইশো সৈনিককে পাহাড়ের মাঝের একটা গোপন ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। সেখানে র‍্যামডাইনের এক্সপার্টরা

তাদের জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার, অ্যামবুশ, কাউন্টার-অ্যামবুশ, রেইড, পপুলেশন কন্ট্রোল, সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার, ইন্টারোগেশন টেকনিক, স্নাইপিং, কাউন্টার-স্নাইপিং ইত্যাদি বিষয়ে দু'মাসের একটা ক্র্যাশ কোর্স করায়। এর ফলে প্যান্থার ব্যাটালিয়ন অ্যান্টি-গেরিলা ইউনিট হিসেবে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এবং র‍্যামডাইনের মিশন সফল হয়।

প্রতিবেদনের পরের অংশটা শুরু হবার আগে আবারও লাল কালিতে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে: *'রিপোর্টের অবশিষ্ট অংশ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ ল্যান্সার নিরাপত্তা ছাড়পত্রধারীর জন্য। আপনি যদি তা না পেয়ে থাকেন, তা হলে এই মুহূর্তে এই রিপোর্ট যে উৎস থেকে পেয়েছেন, সেখানে ফিরিয়ে দিন।'*

মুচকি হাসল এরিক, ফিরিয়ে দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মজা তো কেবল শুরু, ল্যান্সার নোটিফিকেশনের মত কী ঘটেছে সালভাদরে, তা ওকে জানতেই হবে। পড়া শুরু করে আরেকটা মন্তব্য লক্ষ করল ও: *'রিপোর্টের এই অংশ অসমর্থিত। র‍্যামডাইন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবুও ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য তথ্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় জড়িত বলে তথ্যটির সত্যতা যাচাই করা বা অন্য কোনও পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য ল্যান্সার কমিটি সুপারিশ করছে।'*

রিপোর্টের এই অংশটাতে প্রশিক্ষণশেষে ওই ব্যাটালিয়নের প্রাথমিক অভিযানের বিবরণ পাওয়া গেল। যদিও তাদের কাজ শুধু প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা, তারপরও এসব অভিযানে র‍্যামডাইনের টিম সৈনিকদের সঙ্গী হয় বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে। রিপোর্টটার শেষ পৃষ্ঠায় এসে ল্যান্সার নোটিফিকেশনের মাহাত্ম্য পাওয়া গেল।

ট্রেনিং শেষের পনেরো দিনের মাথায় প্যান্থার ব্যাটালিয়ন

গেরিলাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ওকালুপো উপত্যকায় অভিযানের জন্য যায়। জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে জেনারেল রামিরেজ তথ্য সংগ্রহের জন্য দশজনের একটা রেকনাইস্যান্স টিম স্যামপাল নদীর তীরে কুয়েম্বো গ্রামে পাঠায়। কিন্তু ভাগ্য খারাপ দলটার, গ্রামে তাদের অপেক্ষায় ছিল গেরিলারা, ভিতরে পা দিতেই ক্রসফায়ারে সবাই নিহত হয়। ব্যাটালিয়নের বাকিরা আসার আগেই লাশগুলোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে রেখে গেরিলারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় জেনারেল রামিরেজের ভয়ঙ্কর ক্রোধের শিকার হয় নিরীহ গ্রামবাসীরা। কুয়েম্বোর দু'শো নারী, পুরুষ আর শিশুকে স্যামপাল নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা, সেসব লাশ দিনের পর দিন নদীতে ভাসতে থাকে, ঘটনাটা ধামাচাপা দেয়া হয় গেরিলাদের ওপর দোষ চাপিয়ে। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় যে, র‍্যামডাইনের টিম এই গণহত্যায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে, যদিও তারা এজেন্সিতে এ সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট দাখিল করেনি। তবে এ কলঙ্কজনক ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পারে বলে ল্যান্সার কমিটি এ বিষয়ে আর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকার জন্য সুপারিশ করছে। তবে কমিটি মনে করে, ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে, এবং তা কখনও প্রমাণ হয়, তা হলে দায়ী ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন, কারণ গণহত্যায় অংশ নেবার মত গর্হিত কাজ এজেন্সি কখনও সমর্থন করে না।

এল সালভাদর মিশনের বিবরণ এখানেই শেষ, আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসের নাম উল্লেখই করা হয়নি কোথাও। তা হলে এ ঘটনার সঙ্গে ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক? ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করল এরিক, তারপর ফাইল বন্ধ করে কম্পিউটার অন

করল, লগইন হলো ইন্টারনেটে। সার্চ ইঞ্জিনে জর্জেস ভ্যালেরিয়াস আর স্যামপাল হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অনুসন্ধান করতেই অবাক হয়ে গেল ও। অসংখ্য খবর ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, গত কয়েক মাসে নিজ দেশে রীতিমত আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন আর্চবিশপ, গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্য। দিনের পর দিন মিছিল-মিটিং করেছেন তিনি, অনশনে গেছেন, কথা বলেছেন সব স্তরের রাজনীতিকদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের তীব্রতার কাছে হার মেনেছে সরকার, সেদেশের প্রেসিডেন্ট বলতে বাধ্য হয়েছেন, হত্যাকাণ্ডটার পুনর্তদন্ত করাবেন তিনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক, পুরো রহস্যটা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এবার। ভ্যালেরিয়াসের ধারণাও ছিল না, কার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছেন তিনি। নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য শান্তিবাদী একজন ধর্মযাজককে খুন করতে এরা মোটেও পিছুপা নয়, আর কাজটা করা হয়েছে নিপুণভাবে। দেশের মাটিতে আর্চবিশপ মারা পড়লে আন্দোলনটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠত, সবার দৃষ্টি চলে যেত পুনর্তদন্তের দিকে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বিদেশের মাটিতে, মৃত্যুটা সাজানো হয়েছে দুর্ঘটনার মত করে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর হামলার নাটক আর্চবিশপের মৃত্যুকে গৌন একটা বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে, সালভাদরে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠেনি। মরেছে সাপ, না ভেঙেছে লাঠি। আর এই পুরো খেলায় মাসুদ রানা ছিল স্রেফ একটা বলির পাঁঠা, আর কিছু না। ভ্যালেন্টিন মোলিনা হয়তো এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিল, তাই অ্যামেরিকায় সেটা ঠেকাতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে র‍্যামডাইন।

রানা আর আর্চবিশপের পরিণতির কথা ভাবতেই হতাশা

গ্রাস করল এরিককে। ভয়ঙ্কর একদল লোক ইঁদুরের মত খেলেছে হতভাগ্য এই দুজনকে নিয়ে, তাদের মেরে ফেলেছে... ঠিক কুয়েম্বো গ্রামের দুশো নিরীহ মানুষের মত। সবচে কষ্টের ব্যাপার হলো, এতসব ঘটনার পরও লোকগুলো পার পেয়ে যাচ্ছে, কিছুই করণীয় নেই। যে করতে যাবে, তাকেই আর্চবিশপ বা রানার পরিণতি বরণ করতে হবে।

নিষ্ফল আক্রোশে টেবিলে কিল বসাল এরিক।

জরুরি তলব পেয়ে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কনফারেন্স রুমে হাজির হলো ড. রুডি ডানকান। ভিতরে রীতিমত মাছের বাজার বসেছে, হৈ-হট্টগোলে ভরে গেছে রুমটা, উঁচু গলায় কথা বলছে কর্নেল অল্ডেন আর মেজর রাইস থেকে শুরু করে সবাই।

'কাছে এসো, ডক্টর,' তাকে দেখে ডাকল অল্ডেন।

'আমাকে ডেকেছিলেন, সার?' কম্পিত গলায় জানতে চাইল ডানকান।

'আমাদের একটা কুইক অ্যাসেসমেন্ট দরকার,' কর্নেল জানাল। 'মাসুদ রানার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে তো তুমি যথেষ্ট স্টাডি করেছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ডানকান।

'ব্লু আই থেকে পালাবার সময় সে একজন এফবিআই এজেন্টকে জিম্মি করে, দুজন বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে ছিল। তোমার কি মনে হয়, রানা এই সময়ের ভিতরে আমাদের সম্পর্কে তাকে কিছু খুলে বলেছে?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না ডানকান, তার আগেই প্যাট্রিক ম্যালয় বলল, 'আমার মনে হয় না, উদ্বিগ্ন হবার কিছু আছে। রানা বললেই বা কী আসে যায়, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের লিঙ্ক করার মত কোনও ক্লু নেই।'

'গড ড্যাম ইট, ম্যালয়!' খেপা গলায় বলল কর্নেল। 'যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আমরা এজেন্ট এরিক স্টার্নের কথা বলছি, বুঝতে পেরেছ? এরিক স্টার্ন, যার কাছে এসেছিল ভ্যালেন্টিন মোলিনা।'

'আমি তখনই বলেছিলাম ওকে শেষ করে দেয়া হোক,' রাইস শান্ত গলায় বলল।

ম্যালয় বলল, 'সেটা সম্ভব হলো কই! লোকটা প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি ডিটেইলে ছিল।'

'ওয়েল ডক্টর,' ডানকানের দিকে তাকাল কর্নেল, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'মাসুদ রানা একজন অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিল, সার,' বলল ডানকান। 'ওই অল্প সময়ের মধ্যে এজেন্ট স্টার্নের ওপর যদি তার বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের ব্যাপারে খুলে বলাটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়।'

'আমি বলছি, বলেছে,' রাইস জোর গলায় বলল। 'লাশটা পাবার পর স্টার্নের আচরণের ব্যাপারে তো আগেই জানিয়েছি আপনাদের। এমনভাবে রানাকে নির্দোষ দাবি করছিল, যেন দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার। সবকিছু জেনে না থাকলে এত শিওর হয় কী করে?'

'সমস্যাটা কী, এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না,' ম্যালয় বলল। 'মাথা খারাপ একজন এজেন্টের কথা কে বিশ্বাস করবে?'

গম্ভীর গলায় কর্নেল বলল, 'সমস্যা হলো এই যে, আমাদের এই মাথা খারাপ এজেন্ট সিআইএ হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের অর্গানাইজেশনের টপ সিক্রেট ফাইলটা জোগাড় করেছে। এই মুহূর্তে ওটা তার হাতে আছে বলে ধারণা করছি আমরা।'

'কী!' ম্যালয় চমকে উঠল। 'সেটা কীভাবে সম্ভব? লোকটার

নিশ্চয়ই ল্যাঙ্গার ক্লিয়ারেন্স নেই?'

'স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর ডগলাস বুলকের অফিস থেকে প্রথমে অথরাইজেশন ছাড়া রিকোয়েস্টটা আসে, এ ব্যাপারে কথা বলা হলে তিনি ফাইলটা চাননি বলে জানান। এরপর সবাই যখন আরকানসাসে রানাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখন মি. বুলকের অথরাইজেশনও চলে আসে। এতই ব্যস্ত ছিল, ল্যাংলির লোকেরা সেটা আর ভেরিফাই করেনি, ফাইলটা সোজা পাঠিয়ে দিয়েছে নিউ অর্লিয়েন্সে।'

'পেলই বা ফাইলটা... কী করবে সে, প্রেসের কাছে যাবে? ক্লাসিফায়েড তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের শাস্তি সম্পর্কে তার নিশ্চয়ই ধারণা আছে?'

'সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না,' বলল কর্নেল। 'সমস্যাটা কি তোমরা বুঝতে পারছ না? এরিক স্টার্ন আমাদের সালভাদর মিশন সম্পর্কে জেনে গেছে, ভ্যালেন্টিন মোলিনা তার কাছেই এসেছিল সাহায্যের জন্য; সবচে বড় কথা, মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলেছে সে।'

'সে আমাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল রাইস। 'কী করতে চান?'

সোজা সেকেন্ড ইন কমান্ডের চোখে চোখ রাখল কর্নেল অল্ডেন। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নিউ অর্লিয়েন্সে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করো। সে কী জানে, জানতে চাই আমি। আর সবশেষে... ওকে শেষ করে দাও।'

ছয়

অনেকক্ষণ থেকেই বেজে চলেছে ফোনটা, ব্রেকফাস্টের থালারাসন পরিষ্কার বন্ধ করে রিসিভারটা তুলে নিল এরিক।

'হ্যালো।'

'এরিক?' পরিচিত নারীকণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বলছি।'

'এরিক, আমি রেকর্ডস থেকে লিসা বলছি।'

'খবর কী?'

'তুমি আমাকে অনেক বড় বিপদে ফেলে দিয়েছ।'

'ও হ্যাঁ, ফাইলটা।'

'আমি তো জানতামই না যে তোমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

'তোমার দোষ নেই, আমিই বলিনি। কাজটা অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। কিন্তু কী করব, বলো? ভেবেছিলাম পাম কোর্টের সেই কেসটা সলভ করলে হয়তো আমাকে অন্য চোখে দেখা হবে...'

'এরিক, এই মুহূর্তে ফাইলটা স্পেশাল কুরিয়ারে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'বলো কী! ঝামেলা হয়নি তো?'

'এখনও হয়নি। তবে দেরি করলে অনেক বড় বিপদে

পড়ব। তুমি যে কী না! এ ধরনের ফাইল তো অফিসের বাইরেই নেয়া নিষেধ।'

'অফিসে তো আমার থাকারই অধিকার নেই, বাইরে না এনে উপায় কী বলো? বাদ দাও, আমার কাজ শেষ। এখুনি নিয়ে আসছি ওটা। আমি যে ওটা নিয়ে এসেছিলাম বা পড়েছি, একথা কাউকে বোলো না কিন্তু!'

'মাথা খারাপ! তুমি তাড়াতাড়ি এসো।'

'রওনা হলাম বলে।'

দ্রুত শাওয়ার সেরে নিল এরিক, গায়ে চড়াল বাদামি রঙের একটা সুট। তারপর ফাইলটা নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। খেয়াল করল না, রাস্তার অপরপাশে একটা নীল রঙের ভ্যান থেকে তাকে নজরে রাখা হচ্ছে।

'বেরিয়েছে হারামজাদা,' বলল ভাড়াটে খুনী টনি স্যান্টোস, সদস্য না হলেও র‍্যামডাইনের হয়ে মাঝে মাঝেই কাজ করে সে আর তার সঙ্গীরা।

'হুঁ,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল মেজর রাইস।

'তুলে আনব এখনই?' টনি জানতে চাইল।

'না, অফিসে যাক। ফাইলটা ফেরত দিয়ে আসুক, তারপর দেখা যাবে। আপাতত অন্য কাজ আছে।'

'ফলো করব না?' জানতে চাইল ড্রাইভার লুমিস।

'না,' রাইস মাথা নাড়ল। 'কোথায় যাচ্ছে তো জানিই। আসল কথা হলো ব্যাপারটা আত্মহত্যার মত দেখাতে হবে, সেজন্য স্টার্নের নিজস্ব অস্ত্র লাগবে। বাড়ির ভিতর তল্লাশি চালাতে হবে, ব্যাকআপ হিসেবে যেটা রাখে, সেটা নিশ্চয়ই পাব। একেবারে না পেলে রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি নিয়ে নিতে হবে, যেটাতে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে।'

'কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বলল দলটার শেষ সদস্য

ল্যারি। 'দরজার তালা খোলার কাজ আমার চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না।'

'যাও তা হলে। সাবধান, পিস্তলে আবার তোমার নিজের হাতের ছাপ যেন পড়ে না যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্যান থেকে নামল ল্যারি, একটা বাদামি রঙের ওভারঅল পরে আছে সে, পিঠে পাওয়ার কোম্পানির মনোগ্রাম। টুলবক্স হাতে এরিকের বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলো সে, নক করল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ির পিছনে চলে গেল।

আধঘণ্টা পর ফিরে এল সে, ভ্যানে ঢুকে টুলবক্স থেকে একটা ছোট পার্কারাইজড কোল্ট পিস্তল বের করে দিল। প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে অস্ত্রটা ধরল রাইস, ম্যাগাজিন থেকে একটা বুলেট বের করে দেখল। গ্লেসার সেফটি অ্যামো—শর্ট রেঞ্জে দারুণ কার্যকর জিনিস।

'গুড,' ক্রূর হাসি ফুটল রাইসের ঠোঁটে। 'এবার এজেন্ট স্টার্নকে তুলে আনতে পারি আমরা।

'হাই, লিসা!'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' চোখ তুলল না লিসা। নিচু গলায় বলল, 'আগে ফাইলটা ডেস্কের ওপর রাখো।'

সাবধানে ফোল্ডারটা নামিয়ে রাখল এরিক, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে জিনিসটা ড্রয়ারে চালান করল মেয়েটা।

'আমি দুঃখিত...'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল লিসা, তার চোখের কোণে পানি চকচক করছে, চেহারায় বেদনার ছাপ স্পষ্ট—মিথ্যে বলে এরিক ফাইলটা নিয়ে যাওয়ায় মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে সে। ব্যাপারটা

লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল এরিক, বোকা মেয়েটা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, নইলে এত কষ্ট পেত না। কী আশ্চর্য, পরস্পরকে ঠিকমত চেনে না পর্যন্ত ওরা। ক্ষণিকের আকর্ষণকে লিসা প্রেম ভেবে ভুল করছে, অন্তত এরিক কখনও এধরনের কোনও ইঙ্গিত দেয়নি।

'ফাইলটা কেউ দেখতে পায়নি তো?' কোনমতে নিজেকে সামলে প্রশ্ন করল লিসা।

'না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'লুকিয়ে এনেছি।'

আর কিছু বলল না লিসা, এরিকও কথা খুঁজে পাচ্ছে না, কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিয়ে এরিক বলল, 'আমি দুঃখিত, লিসা। সাসপেনশনের জন্য আসলে মাথা কাজ করছিল না। ফাইলটার সাহায্যে একটা কেস সলভ করে সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাইছিলাম...'

'তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি,' বলল লিসা, হালকা একটা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'সরি, আমার জন্য তোমাকে মিথ্যে বলতে হয়েছে।'

'ওটা কোনও ব্যাপার নয়, ফাইলটা এখনই ফেরত পাঠিয়ে দেব। কেউ জানতেও পারবে না কোনও কিছু।'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব!' এরিক ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। 'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?'

'আজ আমার ডেট আছে।'

'তাই!' এরিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'...কিন্তু কাল আমি ফ্রি।'

হাসল এরিক। 'তা হলে কাল সন্ধ্যায়। সাড়ে সাতটায় তোমাকে আমি নিতে আসব।'

'আমি অপেক্ষায় থাকব।'

অফিস থেকে উৎফুল্ল মনে বেরিয়ে এল এরিক, সমস্ত দুশ্চিন্তা কিছু সময়ের জন্য ঝেড়ে ফেলেছে। রানার জন্য কিছু করার ক্ষমতা নেই ওর, এটা মেনে নিয়েছে। র‍্যামডাইনের বিরুদ্ধে যে কিছু করতে পারবে না, তাও জানে। তা ছাড়া চাকরিটা যে চলেই যাবে, তা একরকম নিশ্চিত; ডোনাল্ড মোফাট যাই বলুক না কেন, নিজের কথার ওজন প্রমাণের জন্য বুলডগ তাকে এফবিআই থেকে বের করে ছাড়বে। ব্যুরোতে যখন শেষ পর্যন্ত থাকাই হচ্ছে না, তা হলে খামোকা রানা আর র‍্যামডাইনের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

জমানো টাকায় খুব বেশিদিন চলবে না, শীঘ্রি নতুন কাজের খোঁজে বের হতে হবে। সেই অবস্থায় পড়ার আগের সময়টা উপভোগ করতে দোষ কী? গত কয়েক বছর এমিলির সেবা করতে করতে আনন্দ কাকে বলে তা ভুলেই গিয়েছিল এরিক। আজ হঠাৎ মনটা কেমন ফুরফুরে লাগছে। গাড়িটা ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের একটা রেস্তোরাঁর সামনে রেখে নিউ অর্লিয়েন্সের শহরতলিতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে থাকল ও।

দুপুর হয়ে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছে এরিক। হঠাৎ ডাক শুনে ফিরে তাকাল।

'এজেন্ট স্টার্ন! এজেন্ট এরিক স্টার্ন!'

টনি স্যান্টোসকে এগিয়ে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল এরিক, নাম মনে না পড়লেও চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল লোকটা।

'থ্যাঙ্ক গড, আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ভালই ঘুরিয়েছেন আমাদের।'

সন্দিহান হয়ে উঠল এরিক, এতক্ষণে খেয়াল করল, হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের প্রাচীন অংশটার একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মানে? আপনাকে

একাই দেখতে পাচ্ছি।'

'বাকিদের দেখতে চান?' টনির মুখে অনাবিল হাসি, মুখে আঙুল পুরে শিস দিল সে।

মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল একটা ভ্যান, দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে একেবারে এরিকের ঠিক পাশে ব্রেক কষল।

'কে আপনি?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল এরিক, কিন্তু জবাব পেল না। ভ্যান থেকে লাফ দিয়ে নামল দুজন লোক, তাকে জাপটে ধরল। নিজেকে ছাড়াবার জন্য মোচড়ামুচড়ি করল ও, কিন্তু একচুল আলগা হলো না বাঁধন, লোকদুটোর শরীরে অসুরের শক্তি।

পকেট থেকে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল টনি, এগিয়ে এসে এরিকের হাতে পুশ করল, মুহূর্তেই অচেতন হয়ে গেল বেচারা। টান দিয়ে অজ্ঞান দেহটা ভ্যানে তুলল লুমিস আর ল্যারি, টনি উঠে বসতেই আবার চলতে শুরু করল গাড়িটা।

জ্ঞান ফিরতেই টের পেল এরিক, ভ্যানের নোংরা মেঝেতে পড়ে আছে ও। অসুস্থ বোধ করল... সারা দেহে যন্ত্রণা, মাথা টনটন করছে, যেন নাকের ফুটো দিয়ে খুলির ভিতর তরল লাভা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ব্যথা অগ্রাহ্য করে কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, থেমে আছে ভ্যানটা। নাকে পানি আর জংলার সোঁদা গন্ধ ঢুকছে। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে হ্যান্ডকাফ থাকায় কাজটা সহজ হলো না।

'রাইস, ওর জ্ঞান ফিরছে,' টনির কণ্ঠ শোনা গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আধশোয়া অবস্থায় আবছা আলোতে বসে থাকা চারটে ছায়ামূর্তি দেখতে পেল এরিক।

'গুড,' অন্ধকারে হাসল রাইস। 'কেমন বোধ করছ, এজেন্ট স্টার্ন? ভাল না লাগলেও কিছু করার নেই. সোডিয়াম

পেন্টাথলের কারণে যন্ত্রণা হবেই।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল এরিক।

'দেশের সেবক বলতে পারো। টনি, আমাদের অতিথিকে বসাও।'

ধরাধরি করে উঠিয়ে বসানো হলো ওকে।

রাইস বলল, 'এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করছিলাম জানো? মুখ খুলতে কতক্ষণ সময় নেবে তুমি। আমার ধারণা, তোমার মত চমৎকার লোক আগ্রহ নিয়েই আমাদের সহযোগিতা করবে। কিন্তু টনি ভাবছে, তুমি একটা গোঁয়ার, সহজে মচকাবে না। আমাদের ভালই যন্ত্রণা দেবে। তা... কার ধারণা ঠিক, বলতে পারো?'

জবাব দিল না এরিক। উল্টো প্রশ্ন করল, 'কী চাও তোমরা?'

'তথ্য। আশা করি ভালয় ভালয় তা দেবে তুমি, নইলে বাঁকা পথ ধরতে হবে আমাকে। একটা কথা জেনে রাখো, পৃথিবীতে কেউই দুর্ভেদ্য নয়। একটা না একটা পর্যায়ে গিয়ে মুখ খুলতেই হয়, আর শেষ পর্যন্ত যখন কথা বলবেই, তা হলে শুরুতে কষ্ট পেয়ে লাভ কী, বলো?'

'ভালই বলেছেন, মেজর,' লুমিস বলল। 'তবে এত সহজে পাখি গান গাইবে কি না সন্দেহ!'

রাইস! মেজর! র‍্যামডাইনের ফাইলটার কথা মনে পড়ে গেল এরিকের। সোডিয়াম পেন্টাথলের প্রভাবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, মনে যা আসছে, তাই বলে ফেলল, 'তুমি মেজর জাস্টিন রাইস, তাই না? স্যামপাল হত্যাকাণ্ডে জড়িত বেজন্মাদের একজন।'

'শুনে খুশি হলাম যে আমাদের এরিক সাহেব আমার নাম জানেন,' রাইসের মুখের ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। 'আমাদের এতবড় একটা কৃতিত্বকে খাটো করে দেখছ তুমি,

এজেন্ট স্টার্ন। সেদিন এক ধাক্কায় দুশো কমিউনিস্টকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমরা, যাতে এই দেশে তোমার মত মানবতাবাদীরা শান্তিতে বাস করতে পারে। এসব নিয়ে যতই মাতামাতি করো, কাজটা আমরা করি দেশের জন্য, বুঝলে?'

'দেশ!' এরিক চেঁচিয়ে উঠল। 'দেশের জন্য নিরীহ নারী-শিশু হত্যা? কোন দেশে বাস করছি আমরা, খুনীর দেশে?'

'তোমার মোটা মাথায় এসব ঢুকবে না, স্টার্ন। দেশের জন্য কঠোর কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেটা বাকিদের চোখে যতই নিষ্ঠুর দেখাক, অত্যাবশ্যক একটা ব্যাপার। আমাদের সেটা করতে হয়। আমরা আসলে রোমান সেঞ্চিউরিয়নের মত, বর্বরদের প্রতিহত করি; কিন্তু নগরের ভিতর বসে থাকা তোমার মত অভিজাতরা তা কখনও টের পায় না।'

'আর এসব কাজ করতে গিয়ে যে তোমরা নিজেরাই বর্বর হয়ে যাচ্ছ, তা বুঝতে পারছ না। মাই গড, রাইস, তোমরা একেকজন সাইকোপ্যাথ ছাড়া আর কিছু না।'

'সাইকোপ্যাথ! আমরা?' উঁচু গলায় হেসে উঠল মেজর, তার সঙ্গে যোগ দিল টনি আর তার সঙ্গীরা। 'কী আর বলব, স্টার্ন, তুমি আমাদের হাসালে।'

'খালি আমার হাতটা খুলে দিয়ে দেখো,' ড্রাগের প্রভাবে এরিকের চোখদুটো জ্বলছে। 'তোমাদের মত কুত্তাদের কীভাবে টুকরো টুকরো করতে হয়, তা আমার ভালই জানা আছে।'

আরও জোরে হেসে উঠল দুর্বৃত্তরা। হতাশা গ্রাস করল ওকে, ভ্যানের জানালা দিয়ে নদীর শাখা দেখতে পাচ্ছে। কোথায় আছে কে জানে, অন্তত ধারেকাছে যে সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই তা ভালই বোঝা যাচ্ছে। সাহায্য পাবার কোনও আশা নেই। বাইরে পার্ক করে রাখা ওর নিজের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে।

মানেটা পরিষ্কার, ওর মৃত্যুটা আত্মহত্যার মত করে সাজানো হবে; কীভাবে এখানে পৌঁছুল, সেটা ব্যাখ্যার জন্যই গাড়িটা আনা।

হাসি থেমেছে রাইসের, বলল, 'যাক গে, এখন বলো ভালয় ভালয় কথা বলবে, নাকি আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে? আমার হাতে কিন্তু সময়ের অভাব নেই, তোমাকে যতক্ষণ খুশি টরচার করতে পারব।'

'কথা বলি আর না বলি, আমাকে তো মেরেই ফেলবে, তাই না?'

'এতটা হতাশ হয়ো না। আমাদের সন্তুষ্ট করলে তোমার প্রাণভিক্ষা দিতে পারি, কে জানে, হয়তো দলেই টেনে নেব। চমৎকার হবে না সেটা?'

'বেজন্মাদের দলে আমি কখনোই যোগ দেব না,' বলে থুতু ছুঁড়ল এরিক, সোজা রাইসের মুখে গিয়ে পড়ল তা।

মুহূর্তেই মেজরের চেহারায় হিংস্রতা ফুটল, যেন এখনই বন্দির গলা চেপে ধরবে। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় রাগটাকে সামাল দিল সে, রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, 'কাজটা ভাল করলে না, স্টার্ন!'

'মেজর,' বলল ল্যারি, 'ব্যাটা এমনি এমনি মুখ খুলবে না। ইনজেকশনটা দেব নাকি?'

'তা তো দিতেই হবে দেখছি।'

নীল রঙের তরলভর্তি একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল টনি। এরিকের শার্টের হাতা গুটিয়ে শিরায় পুশ করল ড্রাগটা। দাঁতে দাঁত চেপে ওষুধটাকে প্রতিহত করতে চাইল ও।

'লাভ নেই, স্টার্ন,' বলল রাইস। 'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড জিনিস দেয়া হয়েছে তোমাকে—ফেনোবারবিটাল-বি। অ্যাডভান্সড কম্পাউন্ড. আজকাল সিআইএ ইন্টারোগেশনে এটাই

ব্যবহার করা হয়। ওষুধটার বিরুদ্ধে লড়াই করে সুবিধে করতে পারবে না, বরং আরও বেশি কথা বলবে। চেষ্টা করেই দেখো।'

প্রথমে কিছু অনুভব করল না এরিক; তারপর যখন করল, ততক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ইচ্ছাশক্তি কর্পূরের মত উবে যেতে শুরু করেছে, রাগ-ঘৃণা বা অন্য কিছু বোধ করল না, নিজের অজান্তেই কথা বলতে শুরু করল।

'দ্যাটস্ গুড, এজেন্ট স্টার্ন,' খুশি খুশি গলায় বলল রাইস। 'এবার তুমি আমাদের গল্প শোনাবে। টেপটা চালু আছে তো, টনি?'

'আছে।'

'নাইস! তো স্টার্ন, বল দেখি র‍্যামডাইনের ব্যাপারে প্রথম তুমি কার কাছে শুনলে?'

অবচেতন মনে নিজেকে ঠেকাবার চেষ্টা করল এরিক, কিন্তু পারল না। মোহাবিষ্টের মত বলল, 'আমি... আমি...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।'

'প্রেসিডেন্টের ভিজিটের আগে একটা সার্ভেইলান্স মিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে...'

অনবরত কথা বলে গেল এরিক। যেন একটা কলের মুখ খুলে গেছে, অঝোর ধারায় পানি পড়ার মত করে মনের ভিতরের সবকিছু উজাড় করে দিল সে—র‍্যামডাইন, ভ্যালেন্টিন মোলিনার হত্যাকান্ড, মাসুদ রানার সঙ্গে ওর সাক্ষাতের বর্ণনা... সব। কিছুই জমা রইল না ভিতরে, এরিক স্টার্নের আদ্যোপান্ত জেনে গেল রাইস আর তার সঙ্গীরা।

ইন্টারোগেশন যখন শেষ হলো তখন ভোর। বাইরে ঝিঁঝি পোকার ডাক থেমে গেছে, আকাশে আলোর ছটা, সূর্য উঠবে এখনই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল এরিক, যতদূর দৃষ্টি যায়

সব সবুজ। নদীটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটাও। ধূলিধূসরিত ডার্ট ট্র্যাকের ওপর থেমে আছে ভ্যান আর ওর নিজের গাড়িটা। প্রচণ্ড অবসাদে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে, ঘুমাতে পারলে কতই না ভাল হত। কিন্তু লোকগুলো ওকে জাগিয়ে রাখছে।

'আমি ঘুমাব,' বিরক্ত গলায় বলল ও।

'না, না,' মাথা নাড়ল টনি। 'তুমি এখন পেচ্ছাপ করবে।'

'আমার ঘুম পেয়েছে,' শিশুর মত জেদ দেখাল এরিক।

'ভারি মুসিবতে পড়লাম তো!'

ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে রাইস, কোট গায়ে দিতে দিতে বলল, 'হাঁটাও হারামজাদাকে। তা হলে যদি করে।'

'আপনি কি চলে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল লুমিস।

'হ্যাঁ, টেপগুলো জায়গামত পৌঁছে দিতে হবে। তোমরা তিনজন এখানেই থাকো। কাজ শেষ করে চলে যেয়ো। পেমেন্ট যথাসময়ে পেয়ে যাবে।'

'যাবার আগে দেখে নিন,' টনি বলল, 'কোনকিছু বাদ পড়ে যায়নি তো? পরে কিন্তু ব্যাটাকে আর পাওয়া যাবে না।'

'চেকলিস্ট মিলিয়ে দেখেছি,' জানাল রাইস। 'সবই জানা গেছে, ওকে আমাদের আর দরকার নেই। কী করতে হবে, জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল টনি। 'প্রথমে পেচ্ছাপ, পরে ঢিসুম!' নিজের রসিকতায় হাসল সে।

'কী করবে তোমরা আমাকে নিয়ে?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল এরিক।

'কী করব, বুঝতে পারছ না?' বলল রাইস। 'ভুল জায়গায় নাক গলিয়েছ তুমি, স্টার্ন। এমন সব তথ্য জেনেছ, যা জানার কোনও অধিকার নেই। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তুমি একটা

হুমকি। আর কিছু বলতে হবে?'

কোনও জবাব দিতে পারল না এরিক, তাকে টেনে মাটিতে নামাল লুমিস আর ল্যারি। রাইস গিয়ে উঠল ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে, স্টার্ট দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। চারপাশে তাকাল এরিক, অন্য যে কোনও সময় হলে জায়গাটাকে সুন্দরই বলা যেত। অনেকটা নদীর খাড়ির মত, বহমান স্রোত ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়াচ্ছে, ঘিরে থাকা জমিটুকুকে করে তুলেছে সজীব, সতেজ আর সবুজ। দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, পরিবেশটা আশ্চর্য রকমের শান্ত।

খামোকাই হাতদুটো খানিকটা মোচড়ামুচড়ি করল ও, একচুল আলগা হলো না ইস্পাতের তৈরি হাতকড়ার বাঁধন—হবার কথাও নয়। হতাশা গ্রাস করল ওকে, বাঁচার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। দৌড় দিতে পারে, কিন্তু যাবে কোথায়? একশো মিটার পার হবার আগেই আবার ওকে ধরে ফেলবে টনি আর তার সঙ্গীরা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অপেক্ষা শুধু প্রস্রাব করার, তারপরই ওকে মেরে ফেলবে এরা। যতক্ষণ না করে থাকতে পারে, ততক্ষণই আয়ু আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকাল এরিক। বলল, 'তোমরা ভুল করছ। আমি কিছু করিনি।'

'কিছু করা না করাটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?' জানাল টনি। 'আসল কথা হলো, তুমি বড্ড বেশি জানো। এখন হয়তো চুপ করে থাকবে, কিন্তু যে সাপ ছোবল দিতে পারে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি ঠিক? সে যাক গে, তৃষ্ণা পেয়েছে? আমাদের কাছে কোক-কফি দুটোই আছে। কোনটা খাবে?'

'কোনটাই না।'

হেসে উঠল টনি। বলল, 'কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ? তুমি অতিমানব না, এরিক ভায়া। এখন হোক বা পরে, পেচ্ছাপ

তোমাকে করতেই হবে। সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম।'

'ব্যাপারটা এত ইম্পরট্যান্ট কেন?' জানতে চাইল এরিক।

'তোমার শরীরে যে ড্রাগটা দিয়েছি, সেটা বের হয়ে যাবার জন্য। যত কিছুই হোক, ময়নাতদন্তের সময় তোমার রক্তে ফেনোবারবিটাল পাওয়া যাক, এটা আমাদের কারও কাম্য নয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' টনি মাথা ঝাঁকাল। 'কিচ্ছু ভেবো না, সকালটা উপভোগ করো। আমাদের হাতে অফুরন্ত সময়।'

'আমার জায়গায় এসে দেখো, কেমন অপূর্ব লাগে।'

কথাটায় ল্যারি আর লুমিস হেসে উঠলেও টনি হাসল না। বলল, 'হয়তো কোনও একদিন আমারও পালা আসবে, এজেন্ট স্টার্ন। কিন্তু সেটা তখন দেখা যাবে। তোমাকে শুধু এটুকুই বলব, দয়া করে কান্নাকাটি বা প্রাণভিক্ষা চেয়ো না। তাতে কোনও লাভ হবে না।'

রাগী গলায় এরিক বলল, 'তোমাদের কাছে আমি কখনও প্রাণভিক্ষা চাইব না।'

'সবাই একই কথা বলে। কিন্তু শেষ মুহূর্তটা অদ্ভুত সময়, তখন আর কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না।'

'আমি রাখব।'

'দেখা যাক।'

নীরবতায় কেটে চলল সময়। অনেকক্ষণ চেপে রইল এরিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল ব্লাডার, বিস্ফোরিত হতে চাইল। ওর অবস্থা দেখে টনি বলল, 'এভাবে নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? এরচে একেবারেই মুক্তি নাও না কেন?'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল এরিক। বলল, 'ঠিক আছে, করব আমি পেচ্ছাপ। হাত খুলে দাও।'

'সেটা হচ্ছে না,' টনি হাসল। 'আমাকে বোকা ভেবো না।

ল্যারি, ওর প্যান্ট খুলে দাও।'

দাঁত বের করে এগিয়ে এল ল্যারি। দক্ষ হাতে এরিকের বেল্ট খুলে প্যান্ট আর আন্ডারঅয়্যার নামিয়ে দিল। ধীরে ধীরে নিজেকে হালকা করল এরিক, এতক্ষণ ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, এবার প্রস্রাব করতে পেরে শান্তিতে ভরে গেল দেহ, খানিক সময়ের জন্য ভুলেই গেল আশুপরিণতির কথা। কাজ শেষে আবারও ল্যারি ওকে প্যান্ট পরিয়ে দিল।

'গুড,' বলল টনি।

'শেষ করো তোমাদের এই ঝামেলা,' রাগী গলায় বলল এরিক।

'ভয় করছে না?'

'করে লাভ কী?'

'ভাল বলেছ,' টনি একমত হলো।

হাঁটিয়ে নদীর ধারের কাদায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, হাঁটু গেড়ে বসানো হলো। চোখের সামনে একটা বড় ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, সেটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

কোমরে একটা বেল্ট পরানো হলো এরিকের, আগের হ্যান্ডকাফটা খুলে দু'হাত আটকানো হলো বেল্টের সঙ্গে শেকল দিয়ে সংযুক্ত আরেকটা হাতকড়ায়, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নাড়াবার আর উপায় রইল না। জিনিসটা দেখে অবাক হয়ে গেল ও—এই কাজের জন্য ওদের আলাদা ইকুইপমেন্টও আছে! কোনও রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া কাজটা করে যাচ্ছে এরা; বোঝা যাচ্ছে, এসব তারা অতীতেও বহুবার করেছে।

এরিকের ডান হাতে একটা পিস্তল গুঁজে দেয়া হলো, বাঁটের পরিচিত স্পর্শে নিজের কোল্টটাকে চিনতে পারল ও। ট্রিগারটার পিছনে কিছু একটা গুঁজে সেটাকে জ্যাম করে রাখা হয়েছে, চেষ্টা

করেও গুলি করতে পারল না। তর্জনীটা ট্রিগারে ঢুকিয়ে অ্যাডহেসিভ টেপ পেঁচিয়ে মুঠিটা আটকে ফেলা হয়েছে, চাইলেও পিস্তলটা ফেলে দেয়া সম্ভব নয়।

'ল্যারি, ওর মাথাটা টেনে ধরো,' নির্দেশ দিল টনি।

খপ্ করে ওর চুল মুঠো করে ধরল ল্যারি, মাথাটা পেছনদিকে এমনভাবে টানল যে ঘাড় ব্যথা করে উঠল। ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে ডানহাতটা হাতকড়া থেকে মুক্ত হলো, অন্যটা আটকে রইল। তবে এই মুক্তি ক্ষণিকের, ডান কবজি আঁকড়ে ধরে হাতটা ওপরদিকে তুলে আনতে শুরু করল টনি।

'টনি, একাজ কোরো না!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক, মৃত্যুভয় কাজ করতে শুরু করেছে ওর ভিতর। 'প্লীজ, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'দুঃখিত, ফ্রেন্ড!' বলল আততায়ী। 'আমাকে আমার কাজ করতেই হবে।'

'তোমরা কেউ রেহাই পাবে না!' উন্মত্তের মত চেঁচাতে থাকল এরিক। 'নিরপরাধ একজন মানুষকে মারার ফল ভোগ করতেই হবে তোমাদেরকে।'

'ব্যাটা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে!' সকৌতুকে বলল লুমিস, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু দূর থেকে দুই সঙ্গীকে অস্ত্র হাতে কাভার দিচ্ছে সে।

'কী হে স্টার্ন, মরার পর ভূত হয়ে জ্বালাতে আসবে নাকি আমাদের?' ল্যারিও হাসছে।

ইচ্ছে থাকলেও টনি হাসতে পারছে না। বন্দি অবস্থায় যতদূর সম্ভব বাধা দিয়ে যাচ্ছে এরিক, হাতটা সরিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে সে। বলল, 'লড়াই করে লাভ নেই, এরিক। যা ঘটার তা ঘটবেই, শুধু শুধু বাধা দিও না।'

এতকিছু মাথায় ঢুকছে না এরিকের, প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ও। পিস্তলের মাজল কিছুতেই খুলিতে স্থির থাকতে দেয়া যাবে না, তা হলেই ট্রিগার জ্যাম করার প্লাগটা সরিয়ে গুলি করে দেবে শত্রু। এক হাতে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করল ও, বার বার চেঁচাচ্ছে 'না! না!' বলে।

'হারামজাদার শক্তি বেশি হয়েছে!' রেগে গিয়ে বলল টনি। 'ওর ব্যবস্থা নাও দেখি!'

পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর একটা রদ্দা বসাল ল্যারি, চোখে অন্ধকার দেখল এরিক, শক্তি হারিয়ে ফেলল। চুলের গোছা আবার টেনে ধরা হলো। টনি বলল, 'হ্যাঁ, ধরে থাকো ওভাবেই। এবার কাজ হবে।'

অচেতনের মত বোধ করছে এরিক, টের পেল পিস্তলটা ওর ডানদিকের খুলির পাশে তুলে আনা হয়েছে। চামড়ায় মাজলের স্পর্শ পেল। প্লাগটা সরিয়ে ট্রিগার গার্ডের ভিতর গ্লাভস পরা হাতের একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে দিল টনি, এরিকের আঙুলের ওপর রেখে চাপ দিতে যাচ্ছে।

'ধরে রাখো আরেকটু,' ল্যারিকে বলল সে। 'এই হয়ে এসেছে...'

কথা আর শেষ হলো না চতুর খুনীর। বজ্রপাতের মত একটা শব্দের সাথে বিস্মিত চোখে তার মাথাটা বিস্ফোরিত হতে দেখল এরিক, রক্ত আর ছিন্নভিন্ন মগজ এসে ওর মুখের একপাশ ভিজিয়ে ফেলল। পরমুহূর্তে আরেকটা আওয়াজ... চুলের ওপর টান আলগা হয়ে গেল, পর পর কাদায় আছড়ে পড়ল টনি আর ল্যারির মৃতদেহ।

গুলির শব্দে নদীতে ভেসে থাকা একঝাঁক বুনোহাঁস ভয় পেয়ে উড়াল দিয়েছে, সোজা হয়ে সেদিকে প্রথমে তাকাল এরিক, তারপর লুমিসের দিকে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেছে, কী করবে বুঝতে পারছে না, বোকার মত তাকাচ্ছে চারদিকে। বন্দিকে সোজা হতে দেখে ঝট করে অস্ত্র তুলল, কিন্তু এরিক তার চেয়ে এগিয়ে আছে।

'জাহান্নামে যা!' বলল ও। হাতটা সোজা করাই ছিল, কোল্ট থেকে নিমেষে দুটো গুলি ছুঁড়ল। লুমিসের বুকে দুটো ক্ষত সৃষ্টি হলো, উল্টে গিয়ে সঙ্গীদের মত কাদায় আছড়ে পড়ল সে।

ধপ করে পাছার ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল এরিক, সারা দেহ ব্যথা করছে, হাতটা সবচে বেশি। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু টেপ দিয়ে আটকানো থাকায় পারল না।

কে করল গুলি? হঠাৎ করে কে ওর জীবন বাঁচাল? অচেনা সাহায্যকারীকে দেখার আশায় চারপাশে চোখ বোলাল এরিক।

নদীর পার ধরে এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল ও। লম্বা-সুঠামদেহী একজন পুরুষ, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং৷ হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের পাতার বাইরের অংশ। পরনে ডেনিম, কাঁধের ওপর একটা রেমিংটন রাইফেল এমনভাবে ধরে রেখেছে, দেখে বোঝা যায় লোকটা এই অস্ত্রটার ব্যবহার খুব ভাল করেই জানে। একেবারে ওর পাশে এসে থামল মানুষটা, চেহারায় খেলা করছে নির্ভয়, নিষ্ঠুরতা আর একই সঙ্গে মমতা। চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, সেদিকে একবার তাকালে অনুভব করা যায়—এই লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না।

'হ্যালো এরিক!' হাসিমুখে বলল মাসুদ রানা।

সাত

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না এরিক, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উদ্ধারকর্তার দিকে, মুখের ভাষা হারিয়েছে।

'দেখার মত দৃশ্য বটে!' রানা এখনও হাসছে। 'তোমাকে কোরবানির গরুর মত লাগছে। ব্যাটারা তো আরেকটু হলে কতল করে ফেলতে যাচ্ছিল।'

এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহগুলো তল্লাশি করল ও। টনি স্যান্টোসের পকেট থেকে একগোছা চাবি বেরুল, সেটা দিয়ে এরিককে হাতকড়া থেকে মুক্তি দিল। তারপর ডানহাতে পেঁচানো টেপটা খুলতে শুরু করল। মুঠি আলগা হতেই কোল্টটা খসে পড়ল মাটিতে, সেটার দিকে বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাকাল এরিক।

অস্ত্রটা ঝুঁকে তুলে নিল রানা। বলল, 'এটা দিয়ে আবার আমাকে গুলি করবে না তো?'

মাথা নাড়ল এরিক। তার হাতে পিস্তলটা ফিরিয়ে দিল রানা।

'রাখো এটা, কাজে লাগবে। এখন হাত লাগাও, লাশগুলো নদীতে ফেলতে হবে। জায়গাটাও পরিষ্কার করা দরকার, পুলিশ পিছনে লাগুক, তা নিশ্চয়ই চাও না?'

রাইফেলটা শুকনো মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা। ঝোঁকার

সময় পিছনে শার্ট উঠে যেতেই ওর ডানদিকে হিপ হোলস্টারে কক করা নিয়োপ্রিন গ্রীপের একটা কোল্ট .৪৫ পিস্তল দেখতে পেল এরিক, বামে স্পার্কস ম্যাগাজিন হোল্ডারে তিনটে স্পেয়ার ক্লিপও আছে। লোকটা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

হাত লাগাল এরিক, দুজনে মিলে একে একে তিন খুনীর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিল। রক্তের ধারা রেখে বেশ কিছুদূর ভেসে গেল মৃতদেহগুলো, তারপর তলিয়ে গেল পানিতে।

'নদীর কুমিরগুলোর জন্য আজ রীতিমত ভোজ হয়ে যাবে,' বলল রানা, তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'কী দেখছ হাঁ করে?'

কথা বলতে পারল না এরিক, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। নিজেকে পুতুলের মত লাগছে তার, শরীরটা যেন নিজের নয়, স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না মস্তিষ্ক। ওকে ওভাবেই রেখে দুর্বৃত্তদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল রানা, দক্ষ হাতে সার্চ করল ভিতরটা, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পেল না। শেষে স্টার্ট দিয়ে নদীর দিকে ছোটাল গাড়িটা, পারের কাছে গিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। ঝোপঝাড় দুমড়ে-মুচড়ে ছুটে গিয়ে নদীতে আছড়ে পড়ল ওটা, ভিতরে আটকে পড়া বাতাসের প্রভাবে ভেসে রইল কিছুটা সময়, তারপর ডুবে গেল একরাশ বুদবুদ্ তুলে।

এরিকের দিকে ফিরল রানা।

'তোমার গাড়িটাও ফেলতে হবে। কোনও প্রমাণ থাকা চলবে না। চিন্তা কোরো না, শীঘ্রি তোমাকে একটা নতুন গাড়ি কিনে দেব আমি, ঠিক আছে?'

চুপ করে রইল এরিক, নীরবে রানাকে একই কায়দায় ওর প্রিয় গাড়িটাও নদীতে ডুবিয়ে দিতে দেখল।

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্ট দেখাল রানাকে। 'ফাইনাল চেক করতে হবে এবার, দেখতে হবে আমাদের কোনও চিহ্ন যেন রয়ে না যায় এখানে। সাহায্য করো আমাকে, আশপাশটা খুঁজে দেখব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, এসো!'

মাথা ঝোঁকাল এরিক, যোগ দিল তল্লাশিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল কাজ।

'চলো এবার কেটে পড়া যাক।'

গাছপালার ভিতর দিয়ে আধমাইলের মত হাঁটল ওরা, তারপর আড়ালে পার্ক করা একটা সাদা পিকআপের দেখা পেল। ড্রাইভিং সীটের পেছন থেকে একটা রাইফেল কেস বের করে তাতে রেমিংটনটা ঢুকিয়ে রাখল রানা, এরিককে উঠে বসতে ইশারা করল।

'সীটবেল্ট বাঁধো,' বলল ও। 'সেবারের মত অ্যাকসিডেন্টে পড়ব বলে আশা করি না, তবে সতর্ক থাকতে দোষ নেই। তাই না?'

চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে এরিক, বিশেষ কোনও কিছু লক্ষ করছে না। জলাভূমি পেরিয়ে এল ওরা, সামনে লুইযিয়ানার দিগন্তবিস্তৃত ফসলের খেত আর চারণভূমিও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে ওরা।

একসময় রানা জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে? সীটের পিছনে স্যান্ডউইচের বাক্স আর কফি আছে। খেয়ে নিতে পারো।'

'ধন্যবাদ, খিদে নেই।'

এই প্রথম কথা বলল এরিক, তাও মাত্র তিনটা শব্দ।

একঘন্টা পর লুইযিয়ানার সীমান্ত পেরিয়ে এল ওদের পিকআপ, আরও কিছুক্ষণ পর অ্যানালিসেল নামে একটা ছোট্ট শহরে পৌছুল। হাইওয়ের পাশে একটা ডাইনারের সামনে গাড়ি থামাল রানা। বলল, 'খিদে পেয়েছে, গরম খাবার দরকার। তুমি

আসবে?'

সম্মতি জানাল এরিক, দুজনে গিয়ে ঢুকল ডাইনারে, এককোণে একটা বুথ দখল করে মুখোমুখি বসল। ওয়েইট্রেসকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিল, নোটবুকে সেটা টুকে নিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। শেষে এরিক বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি, আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'ও কিছু না,' রানা হাসল। 'বরং দেরি করার জন্যে দুঃখিত। আসলে ওরা সংখ্যায় বেশি ছিল তো, তাই সামনাসামনি যেতে পারিনি। রাইফেল দিয়েই কাজ সারতে হয়েছে, আর সেটার জন্যে সকালের আলো ফোটা জরুরি ছিল।'

'এসব অস্ত্র-শস্ত্র কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার মত লোকের কিছু অস্ত্র সবসময়ই লুকানো থাকে।'

'চমৎকার শুটিং করেছেন!' এরিকের কণ্ঠে প্রশংসা। 'এত দ্রুত দুটো শট কীভাবে নিলেন?'

'প্র্যাকটিস।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল এরিক। তারপর বলল, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনাকে আমি মারা যেতে দেখেছি। চার্চটা আমার চোখের সামনে পুড়েছে, লাশটাও দেখেছি।'

'কী যে বলো না! ওইদিন সত্যিকার অর্থে আমি একবার মরতে পারতাম—তুমি যখন পিস্তলটা আমার দিকে তাক করেছিলে, তখন যদি গুলি করতে। এ ছাড়া আর কেউ আমার ধারেকাছেও আসতে পারেনি, সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলাম আমি।'

'কিন্তু লাশটা...'

'বেওয়ারিশ,' রানা জানাল। 'মিউনিসিপ্যালিটির গোরস্থান থেকে একদিন আগে চুরি করে আনি ওটা আমি. গির্জার ভিতর

আগে থেকেই ফেলে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে ডেন্টাল রেকর্ড মিলল কীভাবে?'

'আমার একজন কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ বন্ধুর কল্যাণে, নুমায় কাজ করে সে। ইন্টারনেট চ্যাটরুমে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি, আগে থেকে কোড করা ভাষায়। সিআইএ আমার বন্ধুদের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ মনিটর করলেও সাইবারস্পেসের মনিটরিং সম্ভব নয়। সে সুযোগটাই নিই আমি। বেওয়ারিশ লাশটার দাঁতের ছাপ নিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিই। আর ও দেশের যত কম্পিউটারে আমার ডেন্টাল রেকর্ড ছিল, সেগুলো হ্যাক করে ছাপগুলো নতুনটার সঙ্গে পাল্টে দেয়। কাজটা কঠিন ছিল না।'

'আগুনের হাত থেকে বাঁচলেন কীভাবে? গির্জাটাতে তো আর স্টর্ম ড্রেন ছিল না।'

'তা না থাকুক, এস্কেপ টানেল ছিল—বেশিরভাগ লোকই জানে না তা। আমি জেনেছি এক আর্কিয়োলজিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে, কয়েক বছর আগে। দেড় শতাব্দীর পুরানো মিশনারি চার্চ, রেড ইন্ডিয়ানদের হামলার হাত থেকে বাঁচার জন্য পাদ্রিরা গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। থারমাল ক্যামেরায় আমাকে পালাতে দেখা যাবে বলে আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর টানেল ধরে বেরিয়ে যাই। তোমরা যখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত, আমি তখন পাঁচ মাইল দূরে বসে আরসি কোলা খাচ্ছি।'

'আপনি তো অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন। চার্চে যদি আগুন না লাগত? এস্কেপ টানেলটা যদি কেউ খুঁজে বের করে ফেলত?'

'গুলিতে আগুন না ধরলে আমি নিজেই ধরাতাম, আর টানেলের ব্যাপারটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক ছিল। আমার ধারণা ছিল, লাশ পাওয়া গেলে কেউ আর টানেলের খোঁজ করবে না। বাস্তবেও তাই ঘটেছে।'

'মাই গড!' মাথায় হাত দিল এরিক। 'আপনার প্ল্যানিঙের তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু এতকিছুর মূল উদ্দেশ্যটা কী? কেন নিজের মৃত্যু সাজাতে গেলেন?'

'যাতে আমার পিছনে লেগে থাকা মানুষগুলো ঘরে ফিরে যায়। আমি যেন নির্বিঘ্নে সত্যিকার অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারি। নিজেই চিন্তা করো, নাটকটা না সাজালে এই মুহূর্তে কি এত শান্তিতে এখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পারতাম? এই দেখো না—কেউ আমার চেহারার দিকে তাকাচ্ছে না, তাকালেও চেনার চেষ্টা করছে না!'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,' এরিক একমত হলো। 'কিন্তু আমাকে বাঁচাতে হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলেন? কীভাবে জানলেন, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'খাবারটা আগে আসতে দাও, তারপর সবই বলব... একেবারে গোড়া থেকে,' রানা হেলান দিল। 'কারণ, এরিক, এই মুহূর্তে তোমার সাহায্য চাই আমি।'

'সাহায্য! আমার কাছে!' এরিক অবাক। 'কিন্তু আপনি তো আমাকে ঠিকমত চেনেনই না। কেন আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন?'

'কারণ তুমিই একমাত্র লোক, যে সুযোগ পেয়েও আমাকে গুলি করেনি।'

খাওয়াশেষে আবার পিকআপে চড়ে বসল ওরা, উত্তরমুখী রাস্তায় গাড়ি ছোটাল রানা। চলতে চলতে পুরো ঘটনা খুলে বলল, লিটল রকের হোটেলে মেজর রাইসের আবির্ভাব থেকে শুরু করে সব। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেল এরিক।

'আমার মনে হচ্ছিল আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে মারার জন্যই ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছিল,' রানা বলল। 'তাই র‍্যামডাইনের সঙ্গে

কানেকশনটা বের করার জন্য সালভাদরে আমার নিজস্ব কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে আমাকে প্যান্থার ব্যাটালিয়ন নামে আর্মির একটা ইউনিট সম্পর্কে জানায়। শুনলাম সেখানে ইনফিলট্রেট করেছিল ভ্যালেন্টিন মোলিনা নামে ওদের একজন স্পাই, লোকটা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে খুন হয়ে গেছে। ধারণা করলাম, পুরো ষড়যন্ত্রটা সম্পর্কে সে হয়তো কিছু জানতে পেরেছিল, তোমাকেও হয়তো জানিয়েছে, তাই দেখা করার সিদ্ধান্ত নিই।

'গতকাল সকালে তোমার বাসার সামনে গিয়ে র‍্যামডাইনের ভ্যানটা নজরে পড়ে আমার, মেজর রাইস ছিল ওটার ভিতরে। একজনকে দেখলাম বাসার ভিতর থেকে কিছু একটা আনতে। বুঝলাম তুমি নেই ওখানে। ভ্যানটাকে এরপর ফলো করা শুরু করি। ওদের তোমাকে কিডন্যাপ করতে দেখলাম, পিছু নিয়ে নদীর ধারে গেলাম... বাকিটা তো তুমি জানোই।'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। 'বুঝলাম সবই, কিন্তু আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। মোলিনা আমার কাছে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পায়নি। তার আগেই মারা পড়েছে। আমার কাছেই যে লোকটা কেন এল, তাই বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো পরিচিত কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না,' রানা আন্দাজ করল। 'তার সঙ্গে কথা না হোক, লাগেজ বা অন্য কোনও জিনিসপত্র থেকেও কি কোনও সূত্র পাওনি?'

'নাহ্,' এরিক মাথা নাড়ল। 'তবে মরার সময় মেঝেতে রক্ত দিয়ে একটা কথা লিখে রেখে গেছে সে—রম ডু।'

'রম ডু?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'মানে কী এর?'

'আমার কোনও ধারণা নেই।'

'নিশ্চয়ই গুরুত্ব আছে লেখাটার। মরার সময় মানুষ অর্থহীন

কথা লেখে না। সে যাক গে, রাইস আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছিল কেন?'

'কারণ মি. বুলকের ক্লিয়ারেন্স ভাঙিয়ে আমি ল্যাঙলি থেকে র‍্যামডাইনের ক্লাসিফায়েড ফাইলটা নিয়ে এসেছিলাম। ওটা পড়েও দেখেছি।'

'কী জানতে পারলে?'

'র‍্যামডাইন সংস্থাটা সিআইএ-র সৃষ্টি হলেও ওটা এখন স্বায়ত্বশাসিত বলা যায়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে ইচ্ছেমত কাজ করে ওরা, কাউকে জবাবদিহি করে না। সংস্থাটা চালাচ্ছে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেন নামে এক প্রাক্তন আর্মি অফিসার। মেজর রাইস তার ডানহাত।'

'দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছে আমার।'

'সালভাদরের স্যামপাল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানেন?'

'আমার কন্ট্যাক্ট কিছুটা আভাস দিয়েছে।'

'র‍্যামডাইন এতে সরাসরি জড়িত। ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন হলো আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াস ঘটনাটার পুনর্তদন্তের জন্য আন্দোলন করছিলেন। প্যান্থার ব্যাটালিয়ন আর র‍্যামডাইনের কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে বলেই তাঁকে মরতে হয়েছে।'

'ফাইলটা তোমার কাছে আছে?' জানতে চাইল রানা।

'না, অফিসে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'তারমানে আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই।'

'না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'আমার পরিচিত কিছু বন্ধু আছে, তারা হয়তো সাহায্য করতে পারবে...'

মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ডিয়ার এরিক, তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না, কার বিরুদ্ধে নেমেছি আমরা? কারও সাহায্য নিতে পারব না আমরা, যে সাহায্য করতে চাইবে,

তাকেও মেরে ফেলা হবে। এরা সাধারণ কোনও ক্রিমিনাল নয়, এরা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত দাবার গুটির মত ব্যবহার করে। যা করার আমাদেরই করতে হবে, বুঝেছ?'

'সেটা কি আদৌ সম্ভব?' এরিকের কণ্ঠে হতাশা। 'এত শক্তিশালী একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে আমরা দুজন মাত্র লোক কী-ই বা করতে পারব! আপনার মত অভিজ্ঞ একজন স্পাইকে পর্যন্ত ফাঁদে ফেলে দিয়েছে ওরা।'

'কথাটা ভুল বলোনি। দোষটা আসলে আমারই, বেশি লোভী হয়ে উঠেছিলাম। পিওতর ভসকভ নামে এক স্নাইপারকে খুঁজছি আমি কয়েক বছর ধরে। আমরা তখন কলাম্বিয়ার ড্রাগ-ট্রাফিক বন্ধ করবার জন্যে কাজ করছিলাম। ড্রাগলর্ডদের নির্দেশে ওই ভসকভ হাজার গজ দূর থেকে আমার বন্ধুকে খুন করেছিল, আমাকে মারাত্মক জখম করেছিল। তাকে ধরার যখন টোপ দিল র‍্যামড়াইন, আমার মাথা আর কাজ করেনি। সবকিছু ভুলে গিয়ে ওদের জালে পা দিয়েছি।'

'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার,' এরিক বলল। 'সিআইএ আজকাল সাইকিয়াট্রিস্টদের সাহায্য নেয় শুনেছি। ওরা নিশ্চয়ই আপনার ওপর তেমন কাউকে দিয়েই রিসার্চ করিয়েছে, তাই জানত কী টোপ দিলে কাজ হবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'প্রেসিডেন্টের ওপর শটটা কি এই ভসকভই নিয়েছে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তবে না হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই হয়তো ওর নামটা বলা হয়েছে, গুলি করেছে অন্য কেউ। তবে এসব সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধের পালা শেষ হয়েছে। এবার আর আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবে না কেউ। র‍্যামডাইনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

'ভুলে যাচ্ছেন, আপনার নামে হুলিয়া আছে। ওদের কিছুই

করতে হবে না, আপনি বেঁচে আছেন—এটা শুধু প্রচার করে দিলেই হয়। বাকিটা এফবিআই আর সিক্রেট সার্ভিসই করে দেবে। আমার তো মনে হয়, সুযোগ থাকতেই গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত আপনার।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'শুনে রাখো, এরিক, এই মুহূর্তে আমাকে যদি নির্দোষ ঘোষণা করাও হয়, তাও এদেরকে ছেড়ে দেব না আমি। এরা মানুষ না, পশু। সালভাদরের ওই নিষ্পাপ নারী আর শিশুদের কথা ভাবো। আমরা যদি এখন ওদের ছেড়ে দিই, তা হলে ওরা আবার একই রকম কাণ্ড ঘটাবে। নিরীহ মানুষ মেরে বেড়াবে অল্ডেনের দল, কেউ ওদের শাস্তি দেবে না, এটা হতে দেব না আমি কিছুতেই। আমার জন্য এটা ন্যায়ের যুদ্ধ।'

'কিন্তু এটা একবিংশ শতাব্দীর অ্যামেরিকা!' এরিক প্রতিবাদ করল। 'এখানে আপনি যুদ্ধ বাধাতে পারেন না। কেউ সেটা মেনে নেবে না।'

'যুদ্ধটা তো ওরাই শুরু করেছে। আমি শুধু সমাপ্তি টানব। এখন ভেবে দেখো, আমার সঙ্গে থাকবে কিনা। একটা কথা শুধু জেনে রাখো, কাজটা একাকী আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে।'

মেজর রাইসের কথা মনে পড়ল এরিকের, মনে পড়ল ইন্টারনেটে দেখা স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের লাশগুলোর করুণ ছবি। রানার কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও—লড়াইটা মানুষ নয়, পশুর বিরুদ্ধেই বটে। এদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না।

'ঠিক আছে,' শান্ত গলায় বলল এরিক। 'আছি আমি আপনার সঙ্গে। মরব যখন, ভাল কিছুর জন্যই মরি।'

'চমৎকার,' রানা হাসল।

'এখন তা হলে আমাদের করণীয় কী?' জানতে চাইল

এরিক।

'তোমার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই?'

'মেরিল্যান্ডের ওই শুটিং রেঞ্জে গেলে কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে...'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমি খোঁজ নিয়ে ফেলেছি, রেঞ্জটা অল্প কিছুদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিল ওরা, এখন ছেড়ে দিয়েছে। ওখানে পাওয়া যাবে না কিছুই।'

'তা হলে? র‍্যামডাইনের অফিস আছে সম্ভবত ওয়াশিংটনে। ওখানে হানা দিতে চান?'

'ব্যবসায়িক কাভার মেইনটেন করার জন্য লোক দেখানো অফিস ওটা, অল্ডেন বা রাইসকে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তা ছাড়া ওদেরকে পেলেই যে সব দোষ স্বীকার করে নেবে, তা-ও তো নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এরিক, চিন্তা করছে। শেষে বলল, 'আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।'

'রিল্যাক্স, এরিক,' রানার মুখে রহস্যময় হাসি। 'আমার হাতে ছোট্ট একটা সূত্র আছে। চলো, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

আট

ভুরু কুঁচকে খবরটার দিকে তাকিয়ে আছে কর্নেল অল্ডেন, পত্রিকার প্রথম পাতায় গুরুত্বের সঙ্গেই ছাপা হয়েছে সেটা:

নদী থেকে আংশিক মৃতদেহ উদ্ধার

॥নিজস্ব সংবাদদাতা॥

গতকাল লাফায়েত প্যারিশের অন্তর্গত স্পেনসারভিলের নিকটবর্তী নদী থেকে একটি আংশিক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ডেপুটি শেরিফের দেয়া বিবৃতি থেকে জানা যায়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তাঁরা লাশটি জনৈক টনি স্যান্টোসের বলে সনাক্ত করেছেন। মৃতদেহের বুক হতে নীচের অংশ কুমির খেয়ে ফেললেও মৃত্যুর কারণ মাথায় একটি গুলির আঘাত।

মৃত টনি স্যান্টোসের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সে একজন কিউবান অভিবাসী এবং নিউ অর্লিয়েন্স আন্ডারওয়ার্ল্ডের সক্রিয় সদস্য ছিল। তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে, তবে রহস্যজনক কারণে তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল না। যদিও পুলিশ কমিশনার তাকে পলাতক ছিল বলে দাবি করছেন, তবে অনেকের ধারণা, উঁচু মহলের নিষেধাজ্ঞার কারণে স্যান্টোসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

স্থানীয় পুলিশের ধারণা, এটি একটি মাদক সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ড। লাফায়েত প্যারিশ এলাকা মধ্য আমেরিকা থেকে আসা ড্রাগ পাচারের একটি রুট বলে পরিচিত। এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাতে প্রায়শই যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটে, এটি তারই একটি ধারাবাহিকতা বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মৃতদেহের মাথায় পাওয়া ক্ষতটি একটি বড় ক্যালিবারের রাইফেলের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। লাফায়েত প্যারিশের করোনার এডওয়ার্ড হার্টিগানের মতে উভ চ্যানেল এবং টিস্যু ড্যামেজের পরিমাণ বলছে .৩০ ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার করেছে আততায়ী। ইতিপূর্বে প্যারিশের বিভিন্ন মাদক-সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর তুলনায়

এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধারণা করা হচ্ছে, আন্ডারওয়ার্ল্ডে একজন নতুন খুনীর আবির্ভাব ঘটেছে...

আর পড়ল না কর্নেল, কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তার মাথায় যেন আগুন লেগেছে, গরম চোখে তাকাল সামনে বসা ড. রুডি ডানকানের দিকে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল বেচারা।

'নতুন খুনী!' খেপাটে গলায় বলল অল্ডেন। 'কীসের নতুন খুনী? এক ও অদ্বিতীয় মাসুদ রানার কাজ এটা।'

'কিক্...কিন্তু কীভাবে?' ডানকান তোতলাচ্ছে। 'আমরা নিজের চোখে ওকে পুড়ে মরতে দেখেছি। মেজর রাইস ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন...'

'ডাক্তার! আমার দিকে তাকাও।'

ভয়ে ভয়ে কর্নেলের ভাটার মত জ্বলতে থাকা চোখে চোখ রাখল ডানকান, শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

'টনি স্যান্টোস একজন ফ্রি-ল্যান্সার ছিল, যাকে আমরা দক্ষিণাঞ্চলের কাজকর্মে ব্যবহার করতাম। তাকে যখন রাইস রেখে আসে, তখন সে এজেন্ট এরিক স্টার্নকে খতম করতে যাচ্ছিল। অথচ নদীতে স্টার্নের বদলে এখন ওর লাশ ভেসে উঠেছে, মাথায় স্নাইপার বুলেট নিয়ে। এর অর্থ বুঝতে পারছ?'

ঢোঁক গিলল ডানকান, মাথা ঝাঁকাল।

'মাসুদ রানা বেঁচে আছে,' বলল অল্ডেন। 'কীভাবে, আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। আসল কথা হলো, এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে এরিক স্টার্ন আছে... সেই লোক, যে আমাদের ফাইল দেখেছে। তার মানে আমাদের সম্পর্কে সবই জেনে ফেলেছে রানা। র‍্যামডাইনের ইতিহাসের সবচে ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হয়েছে সে। আমি জানতে চাই, এবার কী করবে সে।'

'মাসুদ রানার ফাইল যা বলে,' ঘন ঘন ঢোঁক গিলল

ডানকান। 'সে আমাদের মোকাবিলা করতে আসবে, সার। র‍্যামডাইনের সবাইকে নিজ হাতে শেষ করবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কর্নেল। বলল, 'সেক্ষেত্রে আগে ওকেই আমরা শেষ করে দেব। আমি নিজ হাতে ওর কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করব। সেজন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন, ডাক্তার।'

'আমি...আমি কী করব?'

'মাসুদ রানা আর এরিক স্টার্নের ফুল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট চাই আমি। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, জানাও আমাকে।'

'এরিক স্টার্নের দিকটা সম্ভব হতে পারে,' ডানকান বলল। 'কিন্তু রানা আনপ্রেডিক্টেবল একজন মানুষ। ও যে কোন্ পথে এগোবে, বলা খুব কঠিন।'

'আমি এসব শুনতে চাই না। কখনও শিকার করেছ?'

মাথা নাড়ল ডানকান। 'না।'

'তা হলে তোমার অভিষেক হয়ে যাক। রানাকে শিকার করবে তুমি, ডাক্তার। ওকে খুঁজে বের করবে। খুনোখুনির দিকটা আমি সামলাব, কিন্তু শিকারকে আমার হাতের মুঠোয় এনে দিতে হবে তোমাকে। বুঝেছ?'

মাথা ঝোঁকাল ডানকান। এই প্রথম একটা জিনিস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে... কর্নেল অল্ডেন ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়।

'পৌঁছেছি তা হলে?' জানতে চাইল এরিক।

পশ্চিম ওকলাহোমার পোর্ট সাপ্লাইয়ের সামান্য দূরে বিরানভূমির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুরনো র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে এসে পিকআপ থামিয়েছে রানা। এর মধ্যে তিন দিন কেটে গেছে. পালা করে এ ক'দিন গাড়ি চালিয়েছে

ওরা দুজন। রাত কাটিয়েছে হাইওয়ের পাশের কোনও সস্তাদরের মোটেলে। শেষদিকে কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল এরিক, যাত্রা শেষ হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'কথা যা বলার আমি বলব,' স্টার্ট বন্ধ করতে করতে বলল রানা। 'তুমি নাক গলিয়ো না।'

'আমাকে কি নাক গলানোর মত মানুষ মনে হচ্ছে আপনার?'

রানা হাসল। 'তা হচ্ছে না, তবে আগে থেকে সাবধান করে রাখা আর কি। বুদ্ধি করে কথা বলতে হবে। বুড়ো ভীষণ বদমেজাজি, এমনি এমনি তথ্য দেবে না। বিরক্ত হয়ো না; কারণ দেখতে যাই মনে হোক, এই লোক বন্দুক সম্পর্কে পৃথিবীর যে কারও থেকে বেশি জানে।'

পিকআপ থেকে নামল রানা। ডেনিমের শার্টের ওপর একটা খয়েরি রঙের চামড়ার জ্যাকেট চড়িয়েছে ও, মাথায় দিয়েছে খড়ের স্টেটসন হ্যাট... দেখতে ওয়েস্টার্ন ছবির কাউবয়ের মত লাগছে ওকে। বাড়ির দিকে এগোল ও, এরিক পিছু নিল।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বারান্দায় একটা রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে এক বৃদ্ধা, হাতপাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে, পোর্চের তলার সিঁড়ি দিয়ে দুই অতিথিকে উঠে আসতে দেখে বিরক্ত চোখে তাকাল। মোটেই খুশি দেখাচ্ছে না তাকে।

'গুড আফটারনুন, ম্যা'ম,' টুপি খুলে অভিবাদন জানাল রানা।

'কী চাই?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বৃদ্ধা।

'কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' জানাল রানা।

'কর্নেল কারও সাথে দেখা করেন না।'

'কী বলছেন! আমার কাছে একটা বিখ্যাত চৌষট্টি সালের .২৭০ আউন্স সেভেন্টি মডেলের রাইফেলের খবর আছে। কর্নেল নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন।'

'কর্নেলের কাছে যথেষ্ট বন্দুক আছে।'

'না, ম্যা'ম,' রানা হাসল। 'একজন কালেক্টরের জন্য যথেষ্ট বলে কোনও পরিমাণ নেই।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধা, কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। শেষে উঠে দাঁড়াল। পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না হলেও আগন্তুকরা যে কোনও ক্ষতি করতে আসেনি, এটা বুঝতে পেরেছে।

'হ্যারি!' দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিল বৃদ্ধা। 'মডেল সেভেন্টির খবর নিয়ে দুটো লোক এসেছে।'

'তাই নাকি?' বাড়ির ভিতর থেকে কণ্ঠ ভেসে এল। 'জলদি পাঠাও ওদের।'

দরজা খুলে ধরল বৃদ্ধা, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা আর এরিক।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল একটা বিশাল লিভিংরুমে পৌঁছেছে ওরা। ঘরের চারদিকের দেয়ালজুড়ে তৈরি করা হয়েছে শো'কেস আর শেলফ। তাতে শোভা পাচ্ছে অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র আর বই, সংখ্যায় অগণিত। একই সঙ্গে এত বই আর বন্দুক আগে কখনও দেখেনি এরিক। পৃথিবীর বুকে যত বড় আর বিপজ্জনক প্রাণী আছে, তার সবই সম্ভবত এককালে শিকার করেছেন এই ঘরের মালিক। শেলফ আর শো'কেসগুলোর ওপরের দেয়ালে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে স্টাফ করে ঝুলিয়ে রাখা অসংখ্য জন্তুর মাথা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রাণহীন চোখগুলো তাকিয়ে রয়েছে শূন্যের দিকে, দেখলে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। ঘরের একপ্রান্তে গদিমোড়া একটা বড় সোফায় বসে আছেন এদের শিকারী... সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ, পা তুলে রেখেছেন সামনে রাখা টিপয়ের ওপর, কোলের ওপর একটা কম্বল বিছানো, হাতে একটা বই।

'পরিচয় জানতে পারি?' প্রশ্ন করলেন ভদলোক, একই সঙ্গে

সরিয়ে ফেলেছেন কম্বলটা। কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সিক্সশুটারটা বেরিয়ে পড়ল—চকচকে মসৃণ চেহারা ওটার, ব্যারেলটা সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা, ভীতি জাগানোর মত। বৃদ্ধের নিজের চোখও নির্ভয়, যে কোনও বিপদ সামলাতে তৈরি আছেন তিনি।

'আমার নাম মাসুদ কায়সার,' বলল রানা, 'অ্যান্টিক ফায়ারআর্মসের ব্যবসা করি। জাতীয়তায় বাংলাদেশী। ইনি আমার পার্টনার, মি. জেরেমি টাকার।' এরিককে দেখাল ও।

'অ্যান্টিক ফায়ারআর্মস ডিলার সবাইকেই আমি চিনি,' বৃদ্ধের গলায় সন্দেহ। 'তোমার নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'নতুন ব্যবসা শুরু করেছি তো!' রানা হাসল। 'আপনার মত লোককে ক্লায়েন্ট হিসেবে পেলে নামডাক হয়ে যাবে, তাই এসেছি।'

'আগে কীসের খবর এনেছ, সেটা তো বলো!'

'মাসুদ রানার নাম শুনেছেন তো?'

'প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছিল, ওই ছেলেটা তো? কে না শুনেছে!'

'ওর একটা চৌষট্টি সালের .২৭০ আউন্স মডেল সেভেন্টি উইনচেস্টার রাইফেল ছিল। চমৎকার জিনিস, ডগলাস রিব্যারেলড্, স্টকটা কিজহোমের লরেন একল্‌সের ইংলিশ ওয়ালনাট দিয়ে রিপ্লেস করা। সিরিয়াল নাম্বার ১২৩৪৫৩। ক্লাসিক একটা, কী বলেন?'

'তা তো বটেই। কিন্তু এই জিনিস তুমি পাবে কোত্থেকে?'

'ওফফো, বলতেই ভুলে গেছি। রানা আমার খালাতো ভাই ছিল, আমিই ওর একমাত্র জীবিত আত্মীয়। রাইফেলটা এই মুহূর্তে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে এফবিআইয়ের হেফাজতে

আছে, তবে রানা মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকারী হিসেবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার হাতে চলে আসবে।'

'তুমি ওর কাজিন?'

'কেন চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? ছোটবেলায় তো লোকে আমাদের যমজ বলত। গত কিছুদিন যে কী যন্ত্রণা গেছে! পুলিশ ভুল করে কয়েকবার আটক করেছিল।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখলেন বৃদ্ধ, তারপর বললেন, 'হুঁ, ভালই মিল আছে চেহারায়। পুলিশের আর দোষ কী, এত মিল থাকলে তো ধরবেই।'

'যাক, এবার বলুন সার, আপনি কি আগ্রহী?'

'আসল মতলবটা কী, বলো দেখি? মাসুদ রানার রাইফেল যখন হাতে পাচ্ছ, তোমার তো সোজা নিলামঘরে ছোটার কথা। এই জিনিস পাবার জন্য লোকে পাগল হয়ে যাবে, টাকার মায়া করবে না।'

'টাকার লোভে আসিনি, সার,' রানা বলল। 'এসেছি শ্রদ্ধা করি বলে। হাজার হোক, আপনি হচ্ছেন কর্নেল হ্যারিসন র‍্যাটনার, বিখ্যাত শিকারী, আগ্নেয়াস্ত্রের বিষয়ে জীবন্ত বিশ্বকোষ। রাইফেল আর শুটিঙের ওপর পাঁচটা বই লিখেছেন আপনি, শুটারদের বাইবেল সেগুলো। আপনার মত গুণী আর যোগ্য লোকের কালেকশনেই মানাবে মাসুদ রানার রাইফেল।'

তোষামোদে খুশি মনে হলো কর্নেল র‍্যাটনারকে। জানতে চাইলেন, 'কত দাম চাও রাইফেলটার?'

'টাকার কথা বলে লজ্জা দেবেন না, সার। ওটা আপনাকে আমি এমনিতেই উপহার দেব। আমি খুব খুশি হব, আপনি যদি আমাকে বিনিময়ে সামান্য তথ্য দেন।'

'তথ্য!' কর্নেল বিস্মিত।

'জী, সার। একটা রাইফেল সম্পর্কে জানতে চাই।'

'কী এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে মাসুদ রানার রাইফেল বিনে পয়সায় ছেড়ে দিতে চাইছ?'

'দশম ব্ল্যাক কিং,' শান্তস্বরে বলল রানা।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন র‍্যাটনার, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর সোফায় হেলান দিলেন। তাঁর আচরণ দেখে বিস্মিত বোধ করল এরিক, ব্যাপারটা কী!

'মাই সান,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কর্নেল, 'দশম ব্ল্যাক কিং একটা রহস্য।'

রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে ড. রুডি ডানকানের। গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে খেটে চলেছে সে। রানার ডোশিয়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে, পুরানো যেসব মিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তারও খুঁটিনাটি গবেষণা করেছে—টার্গেটের কাজের ধারা বোঝার জন্য। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হতাশা। মাসুদ রানা কঠিন চিজ, একই পদ্ধতিতে কাজ করে না সে কখনও। ধুরন্ধর এসপিয়োনাজ এজেন্ট লোকটা, নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ বোঝার কোনও সুযোগ রাখে না। কখনও ভয়ানক আক্রমণাত্মক, আবার কখনও একেবারেই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কাজ করে সে। এ কারণে একবার মনে হচ্ছে, কোনও কিছুর পরোয়া না করে র‍্যামডাইনের ওপর সশস্ত্র হামলা চালাবে; আবার বিকল্প কিছু ঘটাবে, এই শঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত যখন আসেনি, তখন দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সত্যি হবার সুযোগ বেশি। কিন্তু সেটা বের করা আরও জটিল, কী যে করছে লোকটা কে জানে!

নিজের ছোট্ট অফিসকক্ষে আর বসে থাকতে পারছে না ডানকান, দেয়ালগুলো মনে হচ্ছে চেপে ধরবে তাকে, চিন্তা-চেতনা কাজ করছে না একদমই। পরিষ্কার বাতাসে মাথা

ঠাণ্ডা করার জন্য র‍্যামডাইন কমপ্লেক্সের খোলা মাঠে হাঁটতে শুরু করল সে। অবচেতন মনকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিচ্ছে, সচেতনভাবে যেটা সম্ভব হচ্ছে না, সেটা মনের গভীর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসতে পারে।

কমপ্লেক্সটা র‍্যামডাইনের হলেও বাইরের সাইনবোর্ড বলছে অন্য কথা—মাদকসেবীদের নিরাময় কেন্দ্রের কাভার নেয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে অল্প কয়েক মাইল দূরে জায়গাটা, কিছুক্ষণ পরপরই কান ফাটানো গর্জনে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বিমানগুলো।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের একপ্রান্তে করোগেটেড টিনের তৈরি একটা শেডের কাছে এসে পৌঁছুল ডানকান, গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছাউনিটা। কেন জানে না, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে।

তীব্র রোদ থেকে ছায়ায় এসে প্রথমে সব অন্ধকার লাগল, চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি মানিয়ে নিল ডানকান। কয়েকটা গাড়ি আছে ভিতরে, তবে সেগুলো ছাড়িয়ে তার চোখ চলে গেল ছাউনির মাঝামাঝি জায়গায়—বেঞ্চে বসে সেখানে বেশ কয়েকজন লোক মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। বাতাসে গ্যাসোলিন, গ্রিজ আর কেমিক্যাল সলভেন্টের গন্ধ ভাসছে, কানে আসছে ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রাংশের জোড়া দেয়ার ক্লিক ক্লিক শব্দ। পায়ের আওয়াজ শুনে কয়েকজন চোখ তুলে তাকাল, তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ল ডানকান। দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটল, কোনও কথা না বলে আবার কাজে মন দিল লোকগুলো।

কয়েক পা এগোতেই সারি সারি মেশিনগান আর অ্যাসল্ট রাইফেল দেখতে পেল ডানকান। টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে অস্ত্রগুলো, তেল-গ্রীজ দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে প্রতিটা

অংশ, তারপর আবার জোড়া দেয়া হচ্ছে। একপাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে বুলেটের বেশ কয়েকটা ক্রেট, পরিষ্কার করা অস্ত্রগুলোতে সেখান থেকে গুলি লোড করছে আলাদা দুজন।

কর্মরত লোকগুলোর চেহারা কাঠিন্যে ভরা; তাদের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত, সেখানে হাজারো ক্ষতের দাগ দেখা যাচ্ছে। কাজ করতে করতে সিগারেট ফুঁকছে তারা, মাঝে মাঝে মেয়ে সংক্রান্ত নোংরা রসিকতা করছে, একই সঙ্গে যন্ত্রের মত চলছে হাত। জাতযোদ্ধা এরা, মনে মনে ভাবল ডাক্তার, অস্ত্রগুলো ওদের সত্তারই একটা অংশ। ঠিক মাসুদ রানার মত।

মন দিয়ে কিছুক্ষণ লোকগুলোর কথাবার্তা শুনল সে, তাদের সাইকোলজি বোঝার চেষ্টা করছে। কী চিন্তা করে লড়াকু মানুষেরা, কোন্ কোন্ জিনিস তাদের আকৃষ্ট করে... ভাবতে ভাবতে হঠাৎই জবাবটা পেয়ে গেল ডানকান।

হ্যাঁ, আর কোনও সন্দেহ নেই। তুখোড় সাইকিয়াট্রিস্ট বুঝে ফেলেছে এদের মনস্তত্ত্ব। সে জানে কীসের টানে ছুটে আসবে রানা।

'আমি বলব তুমি একটা মরীচিকার পিছনে ছুটছ,' গম্ভীর গলায় বললেন কর্নেল র‍্যাটনার। 'রাইফেলটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে, ওটা আর কখনও কেউ চোখেও দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

রানার খুব ইচ্ছে হলো বলতে—এই কয়েকদিন আগেই মেরিল্যান্ডে অস্ত্রটা দিয়ে প্র্যাকটিস করেছে ও।

'ব্যাপারটা গোড়া থেকে খুলে বলবেন, প্লীজ?'

সামান্য বিরতি নিয়ে পাইপ ধরালেন কর্নেল, তারপর আয়েশ করে টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'ব্ল্যাক কিং হচ্ছে উইনচেস্টারের মডেল সেভেন্টি রাইফেলের সবচেয়ে নিখুঁত আর

উন্নত একটা সংস্করণ। বেসিক্যালি মডেলটাকে আগে বুল গান বলা হত, তবে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে কোম্পানি ওটাকেই কিছুটা পরিশীলিত করে প্রেজেন্টেশন রাইফেল হিসেবে বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরীক্ষামূলকভাবে দশটা রাইফেল তৈরির পর কোনও একটা রহস্যজনক কারণে প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেয়া হয়। যাই হোক, রাইফেলগুলোর ব্যারেল ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ভারী আর দৈর্ঘ্য ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি, বাটটা তৈরি করা হয়েছিল অরিগনের সালেম থেকে আনা একটা অ্যামেরিকান ওয়ালনাট গাছের কাণ্ড দিয়ে। কোনও এক বিচিত্র কারণে কাঠটার রং ছিল কুচকুচে কালো, আর এ কারণেই আদর করে রাইফেলগুলোর নাম রাখা হয় ব্ল্যাক কিং। সাকুল্যে ওই দশটাই তৈরি হয়েছিল এই রাইফেল... সিরিয়াল নাম্বার ৯৯৯৯১ থেকে ১০০০০০ পর্যন্ত। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এর কয়েকটা দিয়ে প্র্যাকটিস করার; সত্যি, রাইফেলের জগতে রাজাই ওগুলো।'

'বানানোর পর কী ঘটল ওগুলোর ভাগ্যে?' জানতে চাইল এরিক।

'পাবলিসিটির জন্য সেই আমলের বিশ্বসেরা কয়েকজন শুটারকে বন্দুকগুলো উপহার দেয় উইনচেস্টার কোম্পানি। এখন অবশ্য ওগুলোর সবই মিউজিয়াম, নয়ত প্রাইভেট কালেক্টরের শোকেসে শোভা পাচ্ছে। শুধু শেষেরটা ছাড়া... নাম্বার ১০০০০০, দশম ব্ল্যাক কিং।'

'কাকে দেয়া হয়েছিল ওটা?' জানতে চাইল এরিক।

'কোম্পানির একজন স্টাফকে, লোকটার নাম জোনাস ফাউলার, অসাধারণ এক শুটার। অনেক বছর থেকেই উইনচেস্টারের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জড়িত ছিল সে, বিভিন্ন মডেলের অ্যাকিউরেসি টেস্ট করত, ব্ল্যাক কিং উপহার দেয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটা তার অবদানের স্বীকৃতি দেয়। তবে সেটা শুধু

কৃতজ্ঞতার জন্যই নয়, বড় মাপের শুটার ছিল ফাউলার। দুবার উইম্বলডন কাপ জিতেছে সে, ইংল্যান্ডের বীসলিতে থাউজ্যান্ড ইয়ার্ড ম্যাচেরও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একবার, এন.আর.এ. তাকে শুটার অভ দ্য ইয়ার ঘোষণা করে উনিশশো চৌষট্টি সালে। সেই আমলের সেরা শুটারদের একজন ছিল ফাউলার—এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।'

'দশম ব্ল্যাক কিঙের কথা বলুন,' রানা বলল। 'আপনার লেখা বইগুলো পড়েছি আমি, কোথাও ওটার বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য নেই। কারণ কী?'

'কারণ বইগুলো টেকনিক্যাল সাবজেক্টের ওপর লেখা, সেখানে ইতিহাস বর্ণনার সুযোগ নেই।'

'ইতিহাস!'

'কারেক্ট,' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন র‍্যাটনার। 'জোনাস ফাউলারের জীবন নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে। সেখানে যেমন আছে আনন্দ আর বীরত্বের ঘটনা, তেমন আছে করুণ দুঃখের কাহিনি।'

'খুলে বলবেন, প্লীজ?'

'ফাউলারের শুরুটা বেশ রহস্যময়, হঠাৎ করেই শুটিঙের জগতে উদয় হয় সে, পঞ্চাশের দশকের শেষে, বয়স নিতান্ত কম নয় তার তখন। আগে কখনও তার নাম শোনা যায়নি, ছাপ্পান্নো সালে একটা কম্পিটিশনে যোগ দিয়ে সবার নজরে আসে। এর পরের কয়েক বছর শুটিং জগতে রাজার মত কাটায় সে, নামডাক করে ফেলে। ব্ল্যাক কিং-টা পাবার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সেটা ব্যবহার করে ফাউলার, বেশ কিছু ট্রফিও জেতে। দশটা ব্ল্যাক কিঙের মধ্যে তারটাই নিয়মিত কম্পিটিটিভ শুটিঙে ব্যবহার হয়েছে, আর তা শুধু জোনাসের হাতে নয়। বয়স হয়ে গিয়েছিল, বন্দকটা হাতে তুলে নেয় তারই ছেলে টমাস, বাবার পথ ধরে

কম্পিটিটিভ শুটিঙে নাম লেখায়। আমি দেখেছি তাকে একবার—চমৎকার ছেলে, সত্যিই প্রতিভাবান, বাবার যোগ্য উত্তরসূরি। হার্ভার্ড ল' স্কুলে আইন পড়ছিল টমাস, একই সঙ্গে শুটিঙের নতুন প্রতিভা হিসেবে নামডাক হচ্ছিল, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামনে... এমন সময় ঘটল দুর্ঘটনাটা।

'সালটা সম্ভবত ছিল ১৯৭২, টমাস তখন সবে ন্যাশনাল থাউজ্যান্ড-ইয়ার্ড কম্পিটিশনে দ্বিতীয় হয়েছে। এক বিকালে বাপ-বেটা শিকারে গেল। বন্দুকের একটা অভিশাপ আছে, যখনই ভাববে তুমি জিনিসটার নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছ, তখনই ওটা তোমাকে শাস্তি দেবে। ওদের বেলায়ও তাই ঘটল। গানকেসের মধ্যে রাখার সময় অসাবধানে জোনাসের ব্ল্যাক কিং থেকে একটা গুলি বের হয়ে গেল, আর সেটা গিয়ে লাগল টমাসের মেরুদণ্ডে। প্রায় দু'বছর হাসপাতালে কাটাল ছেলেটা, ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। চিরদিনের জন্য দেহের নীচের অংশ প্যারালাইজড় হয়ে গেল তার, হুইলচেয়ারে ঠাঁই হলো বাকি জীবনটা। এক মুহূর্তের অসাবধানতায় টমাসের ভবিষ্যৎ তছনছ হয়ে গেল। এর জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি জোনাস, মাসখানেক পর ভারমন্টের ফ্যামিলি কেবিনে আত্মহত্যা করে সে, মুখে বন্দুক ঠেকিয়ে। কিছুদিন পর তার মা-ও হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। ভাইবোন ছিল না টমাসের, একেবারেই একা হয়ে পড়ে সে।'

'আর ব্ল্যাক কিং? সেটা নিয়ে কী করা হলো?'

'টমাস নিজের কাছে রেখে দেয় ওটা। ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? যেটার কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, অন্য কেউ হলে সেটা হয় নষ্ট করে ফেলত, নইলে বিক্রি করে দিত। কিন্তু টমাস ফাউলার অন্য ধাতের মানুষ, রাইফেলটাকে দোষ দিল না সে। তার মতে ভুলটা হয়েছিল মানুষের, আর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

করতে ব্ল্যাক কিঙের সবচে দক্ষ ব্যবহারকারী হবার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কয়েক বছর বিরতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় ফিরে আসে সে, বেঞ্চরেস্ট শুটার হিসেবে, পঙ্গুত্বের কারণে অন্য কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। নিজের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সে, পরপর দু'বছর বেঞ্চরেস্টে চ্যাম্পিয়ন হয় সে... '৭৬ আর '৭৭ সালে। সত্যিই অসাধারণ দক্ষ হয়ে উঠেছিল সে—আমি তো বলব, আজ পর্যন্ত যত লোক ব্ল্যাক কিং ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে সে-ই সেরা।'

'এতই ভাল ছিল সে?'

'কী বলছি! সে-ই প্রথম শুটার যে কিনা মাইক্রো-অ্যাকিউরেসি অর্জন করে, হ্যান্ডলোড বুলেটের প্রিসিশান লোডিঙে নেকটার্নের বিষয়ে তার চেয়ে ভাল আর কেউ জানত না। সাতাত্তরে শেষ প্রতিযোগিতাটায় এক হাজার গজে ওর গ্রুপিং কত ছিল, জানো? মাত্র .২৮৯ মিনিট অভ অ্যাঙ্গেল। ওই রেকর্ড টানা তেরো বছর ভাঙতে পারেনি কেউ।'

'হুঁ,' রানাকে গম্ভীর দেখাল। 'টমাস ফাউলার এখন কোথায়?'

'একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।'

'মানে?'

'মানে হলো, হারিয়ে গেছে। সাতাত্তরের সেই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গায়েব হয়ে গেছে। কেউ জানে না কোথায় গেছে। পৃথিবীর চোখে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে, করেছেও। তারপর চলে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। আর কখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'কিছুই জানা যায়নি?'

'সবই গুজব। কেউ কেউ বলে সিআইএ-তে যোগ দিয়েছে টমাস। একবার আবার শুনলাম, সে নাকি ভাড়াটে খুনীদের

খাতায় নাম লিখিয়েছে। তবে এসবের কোনও সত্যতা নেই। আমার ধারণা, সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে গেছে লোকটা, যদি এখনও বেঁচে থাকে আর কী। তবে হ্যাঁ, দশম ব্ল্যাক কিং তার কাছেই আছে। ক্লাসিক রাইফেল, কালেক্টররা অন্তত এক মিলিয়ন ডলার খরচ করবে ওটার পিছনে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, কর্নেল,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে। মাসুদ রানার রাইফেলটা যেন আপনি পান, সেটা আমি অবশ্যই নিশ্চিত করব।'

'হ্যাঁ, মাসুদ রানা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন র‍্যাটনার। 'লোকটা রীতিমত রহস্য আমার কাছে। হিরো বলে ভাবতাম, অথচ কী ভয়ানক অধঃপতন! ওথেলো পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'রানা আমাকে ওথেলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃসাহসী যোদ্ধা, অতুলনীয় বীর, অথচ কী করুণ পরিণতির শিকার হলো বেচারা!'

'ওথেলোকে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়েছিল ইয়াগো, এটা মনে আছে তো?' বলল রানা। 'সার, রানাকে নিয়েও তেমন কেউ চক্রান্ত করে থাকতে পারে, এটা আপনার মনে হয়নি?'

'কী জানি, সবই সম্ভব।'

'এটুকু জানুন, সার, এ যুগের ইয়াগোদের কখনই সফল হতে দেয়া হবে না।'

'তাই যেন হয়।'

কর্নেল র‍্যাটনারের বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছে ওরা। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল এরিক, 'এতক্ষণ কী ঘটল, জানতে পারি? শুধু শুধু কেন তিনদিনের জার্নি করে আমরা একটা হারানো

রাইফেলের গল্প শুনতে এলাম, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'সর্বকালের সেরা বেঞ্চরেস্ট শুটারদের একটা লিস্ট জোগাড় করেছি আমি,' রানা বলল। 'তাদের কেউ একজনের সঙ্গে ব্ল্যাক কিঙের কানেকশন বের করা জরুরি ছিল। সেজন্যই ভদ্রলোকের কাছে আসা।'

'আমি বুঝতে পারছি না,' এরিক কাঁধ ঝাঁকাল।

'র‍্যামডাইনের পিছনে আমরা ছুটে সুবিধে করতে পারব না, এরিক। তাই চাইছি আসল স্নাইপারকে ধরতে, নিউ অর্লিয়েন্সে আর্চবিশপকে যে গুলি করেছে। শটটা অসাধারণ ছিল, পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকজন শুধু ওটা নিতে পারে। বিনকিউলারে একটা শুটিং বেঞ্চ আর ব্ল্যাক কিং দেখতে পেয়েছিলাম আমি, তাতেই বুঝলাম কাজটা একজন বেঞ্চরেস্ট শুটারের। এখন শুধু জানা বাকি ছিল, পৃথিবীর সেরা বেঞ্চরেস্ট শুটারদের মধ্যে কার কাছে দশম ব্ল্যাক কিঙটা আছে। সেটাও জেনে গেছি।'

'টমাস ফাউলার?'

'কারেক্ট, লিস্টে তার নাম আছে।'

'কিন্তু এই রাইফেলটার ব্যাপারটা কী?'

'মেরিল্যান্ডের রেঞ্জে ওটা দিয়ে প্র্যাকটিস করানো হয় আমাকে, সিরিয়াল নাম্বারটা তখনই দেখেছিলাম। নিউ অর্লিয়েন্সে ওটা দিয়েই গুলি করা হয়েছে, আমি দেখেছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন, আসলে টমাস ফাউলারই আমাদের স্নাইপার?' এরিক ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু সে তো একজন প্যারালাইজড লোক, তার পক্ষে কীভাবে এতসব করা সম্ভব? গুলি করা মানে শুধু বেঞ্চে শুয়ে ট্রিগার চাপা নয়। লোকেশন বাছাই থেকে শুরু করে অনেক ধরনের রিসার্চ করতে হয় তার জন্য... এসব একটা পঙ্গু লোক কীভাবে করেছে?'

'ও করেনি, করেছি আমি,' বলল রানা। 'ফাউলারের হয়ে

প্রাথমিক সব কাজ করে দিয়েছি আমি, এজন্যই আমাকে টেনে আনা হয়েছে এর ভিতরে। ওদের আরেকজন স্নাইপার প্রয়োজন ছিল, যে তার জন্য শট সিলেকশন করে দিতে পারবে, যাকে একই সঙ্গে ফাঁসানোও যাবে। প্রেসিডেন্ট কার্লটনের সঙ্গে বিবাদ থাকায় আমার নামটাই লিস্টে সবার ওপরে চলে আসে।'

'বুঝলাম। এখন তা হলে আপনি ফাউলারকে খুঁজে বের করবেন, তাই না?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'লোকটা ত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ, আদৌ কি পাওয়া যাবে তাকে?'

'যাবে। জাত-শুটার কখনও শুটিঙের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না, আর এই জগৎটা খুব একটা বড় নয়। কোথাও না কোথাও সূত্র আছেই, আমি বের করে ফেলতে পারব।' রানার মুখে হাসি ফুটল। 'আর ওকে পেলে র‍্যামডাইনও আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তুমি শুধু বসে বসে মজা দেখো!'

নয়

পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিউজপ্রিন্টের কালিতে ড. ডানকানের আঙুলের ডগা কালো হয়ে গেছে। রাত বেশ গভীর হয়েছে, কিন্তু সময়ের দিকে খেয়াল নেই তার, চারপাশে

ম্যাগাজিনের স্তূপ নিয়ে কাজে মগ্ন হয়ে আছে। সস্তা কাগজ আর কালিতে ছাপা পত্রিকাগুলো, ভাষাও অপরিণত... তবে আগাগোড়া তথ্যে ভরা। লেআউট বা কোয়ালিটির দিকে নজর দেয়নি প্রকাশক, শুধু চেষ্টা করেছে অল্প খরচে কীভাবে প্রচুর উপযোগী তথ্য জানানো যায়।

পত্রিকার নাম—*দ্য শটগান নিউজ*। তবে সেখানে শুধু শটগান নয়, সব ধরনের অস্ত্রেরই খবরাখবর আছে। আরও আছে বিজ্ঞাপন... প্রাতিষ্ঠানিক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পর্যন্ত। কেউ অস্ত্র বিক্রি করতে চায়, কেউ চায় কিনতে। নানা রকম, নানা ধরনের অস্ত্রের খবরে প্রতিটা পাতা ভরা—শুটিঙের জগতের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে পত্রিকাগুলোয়, এ যেন আরেক সংস্কৃতি।

যতই দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে ডানকান। প্রত্যেকটা ম্যাগাজিনে শুধু অস্ত্র আর অস্ত্র। বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র। সস্তা যেমন আছে, আছে দামিও; নিষ্পাপ চেহারার যেমন আছে, তেমনি আছে ভয় ধরানো অস্ত্রও। এই জগতের মানুষগুলোর কথা ভাবল ডানকান, তাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছে। ইস্পাতের তৈরি এই ভয়ঙ্কর বস্তুগুলোর প্রতি তাদের আকর্ষণটা কীসের!

প্যাশন একটা কারণ হতে পারে। পার্টস, ইউনিট আর সিস্টেমের খুচরা যন্ত্রাংশ গান-কালচারের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা পুরো অস্ত্র তৈরি করে না, শুধু খুচরা যন্ত্রাংশ বানায়। এসব ভাঙা ভাঙা জিনিস একত্রে জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র তৈরি করা কারও কারও জন্য নেশা হতে পারে।

কিন্তু শুধুই কি তাই? একটা অস্ত্র কি একজন মানুষের মধ্যে অপরিসীম ক্ষমতা এনে দেয় না? ট্রিগারের ওপর একটা চাপ

তাকে মুখোমুখি দাঁড়ানো অন্য মানুষটার জীবনমরণের নিয়ন্ত্রক বানিয়ে দেয়। এই আকর্ষণ কে এড়াতে পারে?

কিছু কিছু অস্ত্রের সৌন্দর্যও আবার আকৃষ্ট করার মত। বিশেষ করে ল্যুগার আর নিউ ফ্রন্টিয়ার সিঙ্গল অ্যাকশন মডেলের ছবি দেখে মুগ্ধ হলো ডানকান। ব্যবহার জানুক আর নাই জানুক, এই জিনিস হাতে পেতে মন চায়।

এরপর আসে স্বাধীনতার ব্যাপারটা। যদিও সেটা একটা মিথ্যে মরীচিকা, তারপরও অস্ত্রহাতে মানুষ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে। যেন আর কোনও নিয়মের শৃঙ্খল নেই, কেউ কিছু করতে পারবে না, নিজেই নিজের মালিক... এমন একটা চিন্তা খেলতে শুরু করে মনের ভেতরে।

সবশেষে আসে পৌরুষের প্রশ্ন। আগ্নেয়াস্ত্র হচ্ছে সত্যিকার পৌরুষের প্রতীক, এর মাঝে কোমলতার কোনও স্থান নেই। বন্দুক হলো কঠিন, কঠোর আর নিষ্ঠুর এক বস্তু, যা কেবল পুরুষদের হাতেই শোভা পায়। তবে শুধুমাত্র নিজের পুরুষত্ব জাহিরের জন্য যারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাদের আসলেই দুর্বলতা আছে।

একটা জিনিস সত্যি, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যারা ফ্যাসিনেশনে ভোগে, তাদের জন্য এই ম্যাগাজিনগুলো তীব্র আকর্ষণের একটা আধার। শুটিং জগতের সংবাদপত্র এগুলো, খবর আর তথ্যে ঠাসা। আর এর মধ্যেই পাওয়া যাবে তার কাঙ্ক্ষিত টার্গেটে পৌঁছার উপায়।

সময় গড়াতে থাকে, রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। পাতার পর পাতা উল্টাতে থাকে ড. ডানকান।

জঙ্গলের ভেতর একটা বহুদিনের পুরনো জীর্ণ হান্টিং কেবিনে এসে আশ্রয় নিয়েছে রানা আর এরিক।

'এবার কোথায় নিয়ে এলেন?' জানতে চাইল এরিক।

'সেফ হাউস বলতে পারো,' রানা বলল। 'নিরাপদে লুকিয়ে থাকার চমৎকার জায়গা।'

'এরকম কতগুলো সেফ হাউস আছে আপনার, জানতে পারি?'

জবাব না দিয়ে রানা শুধু হাসল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এরিক বলল, 'এখানে কেন এলাম?'

'কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তুমি-আমি কেউই যে মরিনি, সেটা বুঝতে র‍্যামডাইনের বেশি সময় লাগবে না। পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজবে ওরা। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আবার মাঠে নামব।'

'কতদিন থাকতে হবে এখানে?'

'দু-এক সপ্তাহ তো বটেই।'

'হুঁ, তো এই সময়টা আমরা কী করব?'

'বিশ্রাম,' জানাল রানা। 'তা ছাড়া পরবর্তী প্ল্যান-প্রোগ্রামও ঠিক করা দরকার। টমাস ফাউলারের শুধু নামটা পেয়েছি আমরা। এবার তাকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা সহজ হবে না, আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হবে আমাদের।'

'আমি বলব আপনি একটা ভূতের পিছনে ঘুরছেন। যে লোক ত্রিশ বছর ধরে নিখোঁজ, তাকে কীভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব? বিশেষ করে সে যখন র‍্যামডাইনের সঙ্গে জড়িত, তাকে ট্রেস করার মত সব সূত্র নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।'

'সব নিশ্চিহ্ন করা কখনও সম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও তার হদিস রয়ে গেছে। আমাকে শুধু সেটা খুঁজে বের করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবতে দাও, উপায় ঠিকই বের করে ফেলব।'

রুমটার সামনে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ড. রুডি

ডানকান, ঢোঁক গিলল কয়েকবার—সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। দুরু দুরু বুকে নক করল দরজায়।

'কে ওখানে?' ভিতর থেকে কর্নেল অল্ডেনের বাজখাঁই গলা ভেসে এল।

পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা গলাল ডানকান। 'আসতে পারি, সার?'

'ডাক্তার নাকি? এসো।' অনুমতি দেয়া হলো।

ভিতরে পা দিয়ে অল্ডেন আর রাইসকে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখল ডানকান, জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিল তারা, ডাক্তারের আগমনে তাতে ছেদ পড়েছে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাওয়া হলো।

'ইয়ে... আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে,' কাঁচুমাচু গলায় বলল ডানকান।

চোখ ছোট ছোট করে তার দিকে তাকাল র‍্যামডাইনের দুই শীর্ষব্যক্তি। দৃষ্টিতে অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট।

'বোসো,' ইঙ্গিতে চেয়ার দেখাল অল্ডেন। 'বলো কী বুদ্ধি এঁটেছ।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে কর্নেলের মুখোমুখি বসল ডানকান। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'মাসুদ রানাকে শুরু থেকেই আমরা আন্ডার-এস্টিমেট্ করে ভুল করেছি, সার। সে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়।'

'তা তো নয়ই,' বিরক্ত গলায় বলল রাইস। 'যে লোক ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেয়েও মরে না, সে সাধারণ হয় কী করে?'

'আমি সেটা বলতে চাইছি না,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'আমরা তার বুদ্ধিমত্তা আর স্পাই হিসেবে অসাধারণ যোগ্যতাকে অবজ্ঞা করেছি। বিশেষ করে সে নিউ অর্লিয়েন্স থেকে পালিয়ে যাবার পর আমাদের আরও সতর্কতার সঙ্গে এগোনো উচিত

ছিল। তা হলে অন্তত আরকানসাসে তাকে ধরা সম্ভব হত। রানা কী ধরনের প্ল্যান করতে পারে, সেটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন। 'তোমার পয়েন্টটা কী?'

'রানা অসম্ভব ধৈর্য নিয়ে আমাদের পিছনে লেগেছে। তাড়াহুড়ো করছে না একদম। সরাসরি আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে না, সেটা করবে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে করছেটা কী সে?'

'সেটা বলা সম্ভব নয়,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'তার পদক্ষেপ আঁচ করা কঠিন। আমার মনে হয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করছে সে, তবে কোন্ পদ্ধতিতে এগোচ্ছে... এটা বলতে পারব না।'

'তা হলে বলতে এসেছ কী!' রাইস রাগী গলায় জানতে চাইল।

'সিম্পল, সার। ফাঁদ... একটা ফাঁদ পাততে হবে আমাদের। যেহেতু তার পরের চালটা আমরা আন্দাজ করতে পারছি না, তাই আমাদের সুবিধামত একটা চাল দিতে বাধ্য করতে হবে তাকে, যার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব। দাবা খেলেছেন নিশ্চয়ই, সার। রাজাকে যদি ফাঁকা রেখে দেন, তা হলে প্রতিপক্ষ চেক দেবার জন্য আসতে বাধ্য। আমাদের এমনভাবে বাকি গুটিগুলো সাজাতে হবে, যাতে চেক দিতে আসলেই কাটা পড়ে প্রতিপক্ষ।'

'এসব রূপক ছাড়ো, ডাক্তার,' অল্ডেন বলল। 'যা বলার সরাসরি বলো।'

'টোপ, সার। রানার সামনে একটা টোপ দেব আমরা, যাতে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে সে।'

'আমাদের কাউকে ওর সামনে পড়তে বলছ?'

'না। সবকিছু ভুলে আপনাদের মারতে ছুটে আসবে না রানা, চাইলে এতদিনে এসে যেত। ওর সামনে এমন একটা টার্গেট দিতে হবে, যেটাকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

'কীসের কথা বলছ?'

'আরেকজন ভসকভের, সার। প্রথমবার যেভাবে সবকিছু ভুলে ছুটে এসেছিল, এবারও সেভাবেই আসতে বাধ্য হবে রানা।'

'আরেকজন ভসকভ কোথায় পাব?' রাইসের মাথায় কিছু ঢুকছে না। 'কী বলছ যা-তা!'

'নিউ অর্লিয়েন্সের আসল স্নাইপার, কর্নেল। লোকটা কে ছিল, জানি না আমি। তবে সে যে একজন অসাধারণ শুটার, এটা বুঝতে পারছি। রানাও পারছে, একজন স্নাইপার হিসেবে শটটায় সে মুগ্ধ হতে বাধ্য। অবচেতন মনে সে নিশ্চয়ই লোকটার পরিচয় জানতে ব্যাকুল হয়ে আছে, কে জানে হয়তো চেষ্টাও করছে। কৌশলে নামটা ফাঁস করে দেব আমরা, রানা সেটা দেখে পাগলের মত ছুটে যাবে এই স্নাইপারের মুখোমুখি হতে। আর তখনই ফাঁদ পাতব আমরা।'

'মন্দ নয় পরিকল্পনাটা,' কর্নেল স্বীকার করল। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, লোকটার নাম আমি নিজেই জানি না। এই দিকটা মি. বেনেট নিজের হাতে রেখেছেন।'

'নামটা আমাদের জানতে হবে, সার। কারণ শুটারের পরিচয়টা অথেনটিক হতে হবে, নইলে রানা সন্দেহ করে বসবে।'

'আচ্ছা, সেটা জেনে নেয়া যাবে। কিন্তু নামটা ফাঁস করবে কীভাবে? ঢাকঢোল নিশ্চয়ই পেটানো যাবে না, তা ছাড়া নামটা পেয়েই বা রানা সন্দেহ করবে না কেন?'

'এখানেই আমাদের কৌশল খাটাতে হবে,' ডানকান বলল।

'সেই রাইফেলটা, সার। রানাকে যেটা আমরা মেরিল্যান্ডে প্র্যাকটিস করতে দিয়েছিলাম, আমার জানামতে সেটার মালিকই আসল শুটার, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অল্ডেন মাথা ঝাঁকাল। 'মালিকের নাম জানানো হয়নি, তবে কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছিল রাইফেলটা।'

'ওই রাইফেলটা দিয়েই যে নিউ অর্লিয়েন্সে গুলি চালানো হয়েছে, রানার মত বুদ্ধিমান লোকের তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়া ওর হাতে বিনকিউলার ছিল, জিনিসটা দেখেও থাকতে পারে। আমাদের এখন যা করতে হবে, তা হলো পত্রিকায় একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয়া। এই বিশেষ রাইফেলের ওপর একটা গবেষণাগ্রন্থ বেরুবার ঘোষণা থাকবে ওটাতে, তথ্য পাবার আশায় লেখকের কাছে আসবে রানা। ঠিকানাটা হবে আমাদের সুবিধামত একটা জায়গায়...'

'পাহাড়ের মাথায়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল উল্লসিত রাইস। 'হারামজাদাকে পাহাড়ের ওপরে ওঠাব আমরা, ঘিরে ফেলব চারপাশ থেকে। সংখ্যায় এত বেশি থাকব যে, কুত্তাটা সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না।'

'সাউন্ডস্ লাইক আ প্ল্যান!' কর্নেলের মুখে মৃদুহাসি ফুটল।

'কিন্তু লোক লাগবে আমাদের,' রাইস বলল, 'প্রচুর লোক।'

'সেই চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল অল্ডেন, ডানকানের দিকে ফিরল, মুখে হাসি ফুটেছে। 'ওয়েল ডান, ডাক্তার। চমৎকার তোমার প্ল্যান। রানা এবার আমাদের।'

সন্ধ্যা নামার পর কেবিনের বাইরে বসে ছিল ওরা, ছোট একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে। এরিক উপলব্ধি করল, একাগ্রতা শব্দটার অর্থই জানত না সে... একজন স্নাইপারের একাগ্রতার মত আর কোনও একাগ্রতা হয় না। এই যে সামনেই বসে আছে রানা,

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে... অপলক চোখে, হঠাৎ ভ্রম হতে পারে যে সে বোধহয় নিজের মনে হারিয়েই গেছে। কিন্তু যখনই শুকনো ডালগুলো পটপট শব্দে ফাটছে, সূক্ষ্ম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে দৃষ্টিতে, শরীর নড়ছে না একটুও, তবু বোঝা যাচ্ছে, চারপাশ সম্পর্কে সে খুব ভালই সচেতন; তাই বলে তার মনোযোগে ফাটল ধরছে না সামান্যতমও।

নেচে ওঠা আগুনের শিখায় রানার কঠিন মুখটা অদ্ভুত শীতল দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেল এরিক। মোলিনার মৃত্যুর রহস্য পরিষ্কার হয়েছে বটে, কিন্তু সে নিশ্চয়ই তথ্যপ্রমাণ ছাড়া ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। কিছু একটা ছিল লোকটার কাছে, হতে পারে খুনীরা নিয়ে গেছে সেটা, কিন্তু 'রম' ডু' কথাটার নিশ্চয়ই অর্থ আছে কোনও। কী হতে পারে তা?

বুলডগ এ মুহূর্তে কী করছে জানতে ইচ্ছে হলো এরিকের। রানার মিথ্যে মৃত্যুর কৃতিত্ব নিতে লোকটা ব্যস্ত নিশ্চয়ই। এরিক যে নিখোঁজ হয়েছে, তা কি টের পেয়েছে সে? মনে হয় না। ওর অভাব অনুভব করার মত কেউ নেই পৃথিবীতে। এমিলির কথা মনে পড়ল এরিকের; স্ত্রীকে কেন যেন মিস করছে বেচারা। এই মাটির পৃথিবীতে অসুস্থ মেয়েটাই তার শেষ পিছুটান ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

'এরিক!' হঠাৎ ডাকল রানা।

'বলুন।'

'একটু খাটাখাটনি করতে পারবে?'

'কী ধরনের খাটাখাটনি?'

'বাজে...বিচ্ছিরি ধরনের, যেমনটা কেউ করতে চায় না। পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে দরকারি তথ্য বের করা, সেটা আবার ভেরিফাই করতে হবে। সরকারি অফিসের কেরানির মত কাজ

করতে হবে... প্রতিদিন বারো থেকে আঠারো ঘণ্টা, প্রায় এক সপ্তাহ।'

'বেতন কত পাব?' হেসে জানতে চাইল এরিক।

'শূন্য,' হাসিটা রানার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, 'তবে একজন খুনীকে খুঁজে বের করার আনন্দটা বোনাস হিসেবে থাকবে।'

'ফাউলারকে খুঁজে পাবার বুদ্ধি পেয়েছেন মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বলল, 'একটু খাটুনি যাবে, তবে লোকটাকে পাওয়া যাবে। কাল থেকেই কাজে নামব আমরা।'

প্রাচীন গ্রীকরীতিতে তৈরি করা একটা ঘরের ভিতর মার্বেলে খোদাই করা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সিংহাসনে বসে আছেন, মুখে একটা সৌম্যভাব... তাতে ফুটে রয়েছে জ্ঞান আর প্রজ্ঞার ছটা। তাঁর পায়ের কাছে মেঝেতে শব্দ তুলছে দুই শ' জোড়া জুতো, মূর্তিটার মাথার ওপরের গম্বুজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা—বাচ্চাদের একটা স্কুলের ভিজিট চলছে আজ ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে। বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে জায়গাটার পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যে নিঃশব্দতায় মৃত রাষ্ট্রপতিকে সম্মান দেখানো দরকার, তার ছিঁটেফোটাও নেই।

'কমবয়সী একটা বাচ্চার সঙ্গে আফ্রিকার একজন অসভ্যের তেমন কোনও পার্থক্যই নেই, কী বলো? শিষ্টতা কী জিনিস, দুজনের কেউই জানে না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল অ্যালান বেনেট, মুখ দিয়ে ভকভক করে পাইপ থেকে টানা ধোঁয়া ছাড়ছে।

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না কর্নেল অল্ডেন, খবরটা কীভাবে বেনেটের কাছে ভাঙবে সে-চিন্তা করছে।

'একটা রিমোট কন্ট্রোল থাকলে ভাল হত,' বলল বেনেট.

'যেটা টিপে বাচ্চাদের এক মুহূর্তের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া সম্ভব, কী বলো?'

'কী জানি!' নিস্পৃহ গলায় বলল অল্ডেন, বিরক্ত বোধ করছে সে।

'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে,' ভুরু কোঁচকাল বেনেট। 'কী হয়েছে?'

গলা খাঁকরি দিল অল্ডেন। বলল, 'ঝামেলাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল ভেবেছিলাম। দেখা যাচ্ছে হয়নি।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, মাসুদ রানা মরেনি। সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, আমাদের তিনজন লোককে খুন করে এজেন্ট এরিক স্টার্নকে ছাড়িয়েও নিয়ে গেছে।'

'হোয়াট দ্য হেল!' বেনেটের চোখে শংকার মেঘ ঘনাল, নার্ভাস ভঙ্গিতে পকেট থেকে ছোট একটা মদের বোতল বের করল সে, কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ড্রিঙ্ক?'

মাথা নাড়ল কর্নেল।

কাঁপা কাঁপা হাতে মুখ খুলে বোতলে চুমুক দিল বেনেট, ঝিম ধরে সিঁড়ির মাথায় বসে রইল কয়েক সেকেন্ড, খবরটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে।

দুষ্টু কয়েকজন বাচ্চাকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে শিক্ষকেরা, সেদিকে তাকিয়ে বেনেট বলল, 'দিস ইজ টোট্যালি আনঅ্যাক্সেপটেবল। পুরো ব্যাপারটা লেজেগোবরে হয়ে যাচ্ছে। বাঁচল কীভাবে? লোকটা মানুষ না প্রেতাত্মা?'

'রানা কীভাবে বেঁচেছে, সেটা ভাবার সময় নেই আমাদের,' অল্ডেন বলল। 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই কিছু করতে হবে আমাদের।'

'শুরু থেকে তো সে চেষ্টাই করছ তুমি. লাভ হয়েছে

কোনও?' রাগী গলায় বলল বেনেট। 'আই অ্যাম সরি, কর্নেল। তবে তোমার যোগ্যতা নিয়েই এখন প্রশ্ন জাগছে আমার মধ্যে। মনে হচ্ছে র‍্যামডাইন চালানোর জন্য নতুন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে,' কঠিন গলায় বলল কর্নেল। 'এবার আর কোনও ভুল হবে না।'

'যথেষ্ট সুযোগ কি পাওনি তুমি?' বেনেট বলল। 'ফলাফল তো ঘোড়ার ডিম হয়েছে। এবার যে সফল হবে তার নিশ্চয়তা কী?'

'আপনি শুধু বসে বসে দেখুন আমি কী করি। যে প্ল্যান এঁটেছি, তাতে এবার রানার আর রেহাই নেই। আর কোনও চান্স নেব না আমরা। হারামজাদার মরণ তো নিশ্চিত করবই, ওর কল্লাটাও আপনাকে এনে দেখাব।'

'ঠিক আছে, দিলাম শেষ সুযোগ। খুঁজে বের করো ব্যাটাকে, খতম করো! আর কোনও ভুল আমি সহ্য করব না।'

'দেখুন না শুধু!' কর্নেল বলল। 'তবে দুটো বিষয়ে আপনার সাহায্য লাগবে আমার।'

'দুটো?'

মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন।

'বলো কী করতে হবে,' জানতে চাইল বেনেট।

'প্রথমেই দরকার ম্যানপাওয়ার,' জানাল কর্নেল। 'রানাকে কোণঠাসা করব আমরা। ওই অবস্থায়ও আমাদের বিশ থেকে পঞ্চাশজনকে শেষ করতে পারে সে। তাই কোনও ঝুঁকি নেব না আমি, এত বেশি লোক মাঠে নামাব যে রানা মেরে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।'

'কত লোক নেবে বলে চিন্তা করছ?'

'কমপক্ষে একশো, সম্ভব হলে আরও বেশি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' খ্যাপা গলায় বলল বেনেট। 'এ অবস্থায় নতুন লোক কোত্থেকে রিক্রুট করব আমি?'

'লোক আমার হাতেই আছে,' বলল কর্নেল। 'তাদেরকে গোপনে আনা এবং ফেরত পাঠানোতেই যত সমস্যা। আমার শুধু একটা পারমিট লাগবে—হারকিউলিস বিমানে করে লোকগুলোকে দেশের বাইরে থেকে আনা-নেয়ার জন্যে, বিমানটা যাতে কেউ চেক না করে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল বেনেট, 'সেটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু লোকগুলো কারা?'

'আমাদের নিজেদেরই লোক—প্যান্থার ব্যাটালিয়নের কাউন্টারইনসার্জেন্সি ইউনিট, যাদের আমরা নিজহাতে ট্রেনিং দিয়েছি।'

'এল সালভাদর থেকে আনবে?'

'হ্যাঁ। জঞ্জালটা ওদের, পরিষ্কারও ওদেরই করতে হবে।'

'ওকে। দ্বিতীয় বিষয়টা কী?'

'ইয়ে...' অল্ডেন ইতস্তত করল।

'কী হলো, বলো!' বেনেট তাড়া দিল।

'নিউ অর্লিয়েন্সের সেই শুটার,' অল্ডেন বিব্রত গলায় বলল, 'তাকে আমাদের লাগবে।'

'মানে?'

'লোকটাকে আমরা কেউ চিনি না, তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও হয়নি, এই দিকটার সব আপনিই সামলেছেন। কিন্তু এখন আমাদের তার পরিচয় জানতে হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'তার নামটা দিয়েই ফাঁদ পাতব আমরা, রানাকে বাধ্য করব তার কাছে আসতে।'

'আসল পরিচয়ের দরকার কী? যে কোনও একটা নাম দিয়ে

টোপ দাও না।'

'সম্ভব নয়,' অল্ডেন মাথা নাড়ল। 'রানা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। অথেনটিক টোপ না দিলে সে গিলবে না।'

'কিন্তু...'

'লোকটাকে সশরীরে দরকার নেই আমাদের,' অল্ডেন বোঝাল; 'দরকার শুধু নামটা।'

'বুঝেছি,' বেনেট বলল। 'এ মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। ভদ্রলোকের অনুমতি নিতে হবে আমাকে।'

'ভদ্রলোক! অনুমতি!' কর্নেল খানিকটা অবাক।

'হ্যাঁ,' বেনেট বলল। 'ভদ্রলোক কোনও সাধারণ এজেন্ট বা খুনী নন। তিনি একজন ফ্রিল্যান্সার, কাজ করেন যথেষ্ট গোপনীয়তার মধ্যে। তাঁর বয়সও অনেক। আমি তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, বহুবার আমাদের বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন তিনি।'

'কিন্তু তার নামটা যে লাগবেই।'

'আমি জিজ্ঞেস করে জানাব,' উঠে দাঁড়াল বেনেট। 'তুমি তোমার প্রস্তুতি নিতে থাকো।'

দশ

সাইরাকিউজ, নিউ ইয়র্ক।

সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে বাড়িটার সামনে এসে থামল ভাড়া

করা বুইক গাড়িটা। দরজা খুলে নামল রানা আর এরিক, দুজনেই গায়ে নতুন কেনা সুট চড়িয়েছে। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক।

'কী ভাবছ এত?' জানতে চাইল রানা। 'সামান্য একটা কাজ করতে এসেছি আমরা, কোনও ঝুঁকিই নেই এতে।'

'কাজটা সামান্য হতে পারে,' এরিক বলল, 'কিন্তু অপরাধটা গুরুতর।'

'অপরাধ!'

'অবশ্যই। নিজেকে ফেডারেল এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিতে যাচ্ছি, যেখানে চাকরিই নেই আমার। ফেডারেল কোডের আটাশ নম্বর আইনের পরিপন্থী কাজটা। ক'বছরের সাজা হতে পারে, জানেন?'

হেসে উঠল রানা। বলল, 'জানি না, জেনে কাজও নেই। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল এরিক, মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গালমন্দ করল, তারপর রানার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল।

কলিংবেলের শব্দে একটা অল্পবয়েসী মেয়ে দরজা খুলল। পকেট থেকে নকল পরিচয়পত্র বের করে তার সামনে ধরল এরিক, বলল, 'হাই! আমার নাম এরিক স্টার্ন, স্পেশাল এজেন্ট, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন। তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভিতরে চলে গেল মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর কার্ডিগানপরা একজন মাঝবয়েসী লোক দরজায় উদয় হলো।

'মি. অ্যান্টনি গ্যাভিলান?' জানতে চাইল এরিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা।

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই,' আবার আই.ডি. দেখাল ও। 'আর ইনি হচ্ছেন স্পেশাল এজেন্ট রুডি

স্যালমোনিয়াস।' রানাও একটা পরিচয়পত্র দেখাল।

'জী, আমি কি কোন...' গ্যাভিলানের চোখে দুশ্চিন্তা ভর করল।

'না, না, চিন্তার কিছু নেই,' এরিক তাকে আশ্বস্ত করল। 'আমাদের পাওয়া তথ্য অনুসারে আপনিই হলেন বেঞ্চরেস্ট শুটিং বিষয়ক ম্যাগাজিন *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* সম্পাদক ও প্রকাশক, ঠিক কিনা?'

'জী,' গ্যাভিলান বলল। 'কাজটা নিছক শখের বশে করি, পেশায় আমি একজন ইন্স্যুরেন্স এক্সিকিউটিভ। গত পনেরো বছর ধরে বেঞ্চরেস্ট শুটিং করছি অবসর কাটানোর জন্য।'

'আর পত্রিকাটা?'

'আমি দায়িত্ব নিয়েছি বছরদশেক হলো, তবে ওটা আরও পুরানো। আগে অন্য আরেকজন সম্পাদনা করতেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী, বলবেন?'

'আমরা একজন ভয়ঙ্কর খুনীকে খুঁজছি। তথ্যপ্রমাণ বলছে, সে একজন বেঞ্চরেস্ট শুটার।'

'হতেই পারে না। বেঞ্চরেস্ট শুটিং একটা খেলা ছাড়া আর কিছুই না। সমসাময়িক সবাইকেই চিনি আমি, তারা কেউ খুন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমাদের কাছে জোরালো প্রমাণ আছে। তা ছাড়া সবখানেই মন্দলোক থাকে, মি. গ্যাভিলান... আপনাদের এই বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের জগতেও, তাদের সহজে চেনা যায় না।'

- 'ভয়ানক কথা বলছেন তো! খবরের কাগজঅলারা যদি একথা জানতে পারে, তা হলে সর্বনাশ! আমাদের এই নিছক খেলাটাকে মানুষ মারার ট্রেনিং নাম দিয়ে ছাড়বে...'

'আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই,' রানা আশ্বস্ত করল। 'আমরা প্রেসের কাছে যাচ্ছি না। আমাদের ইনভেস্টিগেশন

অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল। তবে আপনার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।'

'বলুন কী করতে পারি?'

'আপনার সাবস্ক্রিপশন লিস্টটা দেখব আমরা। আমাদের গবেষণায় বলছে, আমাদের টার্গেট একজন বয়স্ক লোক, পোড় খাওয়া শুটার। সে সম্ভবত আপনার ম্যাগাজিনের একজন পুরানো গ্রাহক। আফটার অল, বেঞ্চরেস্ট শুটিঙের সেরা শুটাররা নিশ্চয়ই ওটা নিয়মিত পড়ে, তাই না?'

'তা তো বটেই।'

'গুড। আমাদের তথ্যমতে আপনার পত্রিকাটা সত্তরের দশকের শেষদিক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই না? সেই সময় থেকে শুরু করে সব গ্রাহকের নাম দরকার হবে আমাদের।'

'শুধু গ্রাহকের নাম থেকে কীভাবে খুনীকে খুঁজে বের করবেন?'

'আমাদের কাছে আরও তথ্য আছে। সবকিছু ক্রস-রেফারেন্স করলে নিশ্চয়ই পাব বলে আশা করছি। ভয়ের কিছু নেই, আপনি যে আমাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তা কেউ জানতে পারবে না। তা... করবেন সাহায্য?'

'নিষেধ করার উপায় তো কিছু নেই,' গ্যাভিলান বলল। 'রাজি না হলে আপনারা নিশ্চয়ই কোর্টঅর্ডার নিয়ে আসবেন।'

'আপনার ওপর নির্ভর করছে সেটা,' রানা বলল। 'চাইলে উকিল ডেকে পরামর্শ করে নিতে পারেন, আমরা অপেক্ষা করব। তবে বলে রাখছি, এটা স্রেফ একটা ফ্রেন্ডলি ভিজিট, আপনি আমাদের সাহায্য করলে আমরাও ভবিষ্যতে আপনাকে সাহায্য করব।'

'এতসব ফর্মালিটি বাদ দেয়াই ভাল,' দরজা ছেড়ে পথ করে দিল গ্যাভিলান। 'আসুন, ভিতরে আসুন আপনারা।'

বাড়ির মালিককে অনুসরণ করে একটা স্টাডিতে পৌঁছুল রানা আর এরিক। টেবিলের ওপরে একটা আইবিএম কম্পিউটার আর পাশে একটা প্রিন্টার দেখা গেল, এখানে বসেই ম্যাগাজিনের কাজ করে গ্যাভিলান। রুমটায় অনেকগুলো শেলফ আছে, সেগুলো শুটিং সংক্রান্ত হাজারো বইয়ে ঠাসা, একটা শেলফ আবার *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* পুরানো সংখ্যাতে বোঝাই।

'কফি খাবেন আপনারা?' জানতে চাইল গ্যাভিলান।

'না, থ্যাঙ্ক ইউ,' মাথা নাড়ল রানা, ওর দেখাদেখি এরিকও।

'আপনার কম্পিউটারটা তো বেশ পুরানো হয়ে গেছে,' বলল এরিক।

'হ্যাঁ, বছরচারেকের মত,' গ্যাভিলান মাথা নাড়ল। 'নতুন একটা নেব নেব করে আর নেয়া হয়নি। এটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। এর আগে অবশ্য টাইপসেটিঙে কাজ করতাম, কী যে কষ্ট হত! এখন তো অনেক সহজ হয়ে গেছে কম্পিউটার থাকায়।'

'একাই সব করেন?'

'না, না, তা কেন? বেশ ক'জন ভলান্টিয়ার আছে, আমার স্ত্রীও প্রচুর সাহায্য করে।'

'হুঁ।'

'এনিওয়ে, এ মুহূর্তে আমার পত্রিকার প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার নিয়মিত গ্রাহক আছে,' জানাল গ্যাভিলান। 'সবার নামই প্রিন্টআউট করে দেব, নাকি স্পেসিফিক কোনও চাহিদা আছে আপনাদের?'

'ক্রনোলজিক্যালি দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল এরিক, 'সবচে পুরানো গ্রাহক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত? আমাদের স্থির বিশ্বাস, লোকটা প্রথম দিকের একজন গ্রাহক।'

'সরি,' দঃখ প্রকাশ করল গ্যাভিলান। 'আমার তালিকাটা

অ্যালফাবেটিক্যালি করা। ডেট অনুসারে সাজানোর কোনও সিস্টেমও রাখিনি।'

'কেন, গ্রাহকদের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার জাতীয় কিছু রাখেননি?'

'তা আছে, তবে সেটা শুরু করা হয়েছে অনেক পরে। আগে তো সার্কুলেশন খুব বেশি ছিল না, অল্পক'জন গ্রাহক—নাম দিয়েই চেনা যেত। পরে যখন সংখ্যা সাত-আট হাজার হয়ে গেল, তখন নাম্বার দেয়া শুরু করা হয়েছে। প্রথমদিকের সবাই পেয়েছে একটা, তবে তার কোনও ধারাবাহিকতা নেই।'

'তা হলে অন্য কোনও কায়দায় লিস্টটা ছোট করতে হবে,' বলল রানা। 'আপনার পত্রিকা নতুন গ্রাহক পায় কীভাবে?'

'দু'তিনটা সমসাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিই আমরা,' গ্যাভিলান বলল। 'তা ছাড়া *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রত্যেক সংখ্যায় গ্রাহক হবার একটা করে ফর্ম তো থাকেই।'

'না, আমি জানতে চাইছি শুরুর দিকে... সেই ১৯৭৮ সালে, যখন পত্রিকাটা প্রথম বের হলো, তখন লোকজন কীভাবে গ্রাহক হত?'

'সত্যি বলতে কী, শুরুটা কিন্তু আরও আগেই হয়েছে। প্রথমে *অ্যাকিউরেসি শুটিং* সাধারণ একটা নিউজলেটার ছিল—বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল, আর মাঝেমধ্যে একটা-দুটো টেকনিক্যাল আর্টিক্যাল ছাপা হত। বেঞ্চরেস্ট শুটিং জগতের একমাত্র মুখপত্র হিসাবে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় আটাত্তরে ম্যাগাজিন আকারে প্রথম প্রকাশ করা হয় ওটা। সেসময় চিঠি লিখে *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* গ্রাহক হবার জন্য আবেদন করতে হত।'

'সেই চিঠিগুলো... আছে এখনও?'

'ফেলেই দিলাম কিনা...' চিন্তিত গলায় বলল গ্যাভিলান।

'আসলে... আমার আগের সম্পাদক কার্টনে ভরে অনেক পুরানো জিনিস পাঠিয়েছিল, নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মধ্যে অনেককিছু ফেলে দিতে হয়েছে কয়েক বছর আগে।'

'নাও তো ফেলতে পারেন,' বলল এরিক। 'বাকি জিনিসগুলো কোথায়?'

'গ্যারাজে আছে, আসুন।'

সম্পাদকের পিছু পিছু বাড়িটার সঙ্গে লাগোয়া গ্যারাজে গেল ওরা। পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে থরে থরে সাজানো অনেকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স দেখা গেল, সংখ্যায় চল্লিশ-পঞ্চাশটার কম হবে না। দেখেই দমে গেল গ্যাভিলান।

বলল, 'আছে কিনা তা-ই শিওর না, তার ওপর এতগুলো বাক্স...'

'আপনার কষ্ট করতে হবে না, আমরাই খুঁজে দেখছি,' বলল রানা। 'তবে একটু কফি পেলে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর ছুটে গেল গ্যাভিলান।

'দেরি করে লাভ কী,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এরিক। 'আসুন শুরু করে দিই।'

কোট খুলে ভাঁজ করে রাখল, তারপর শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। রানাই খাটল বেশি, যন্ত্রচালিতের মত একটার পর একটা বাক্স খুলে ভিতরের সবকিছু বের করে ঘেঁটে দেখতে থাকল। মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দেয়ার জন্য সামান্য বিরতি নিচ্ছে, তারপর আবার মগ্ন হয়ে যাচ্ছে কাজে।

সময় গড়িয়ে চলল, শেষ পর্যন্ত একটা বাক্সে কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো আবিষ্কার করল ওরা, পেল রানাই—*অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রথম এক হাজার সাবস্ক্রিপশন রিকোয়েস্ট। বয়সের

ভারে হলদেটে হয়ে এসেছে কাগজগুলো। ওগুলোর বেশিরভাগই চিঠি, সঙ্গে চেক বা মানিঅর্ডার ছিল, এখনও স্ট্যাপলারের ফুটো বা পেপারক্লিপের ছাপ আছে। কিছু কিছু আবার পোস্টকার্ড, অল্প কয়েকটা হলো সত্যিকারের সাবস্ক্রিপশন ফর্ম। ধুলোয় ভরে রয়েছে বাক্সটা, এক নজরে তাকিয়ে ভাবতে কষ্ট হয় যে, অতীতের চিঠি আর কাগজে বোঝাই এই বস্তুটাই সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসের হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পর পর এসে কাজের অগ্রগতি দেখে যাচ্ছিল গ্যাভিলান, এই দফা সে চমৎকৃত হলো। বলল, 'বাহ্, আপনারা দেখি সত্যি খুঁজে বের করে ফেলেছেন জিনিসগুলো! আমি তো এগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'মি. গ্যাভিলান, বাক্সটা আমরা নিয়ে যাব,' জানাল এরিক। 'একটা রিসিট দিয়ে যাচ্ছি, তদন্তশেষে যাতে সবকিছু ঠিকমত ফেরত পান।'

'বাদ দিন তো,' সম্পাদক হাত নাড়ল। 'যে জঞ্জাল, আমি পেলে এমনিতেই ফেলে দিতাম। আপনাদের যে কাজে লাগছে, তাই ঢের। রিসিট-টিসিট লাগবে না, নিয়ে যান। ফেরত দিলে ভাল, না দিলেও আমি দাবি করব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

ভার্জিনিয়া হয়ে নর্থ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত একা গাড়ি চালিয়ে যেতে হচ্ছে কর্নেল রেমন্ড অল্ডেনকে, অনুসরণ করতে হচ্ছে একটা জটিল পথনির্দেশ। সঙ্গে কাউকে আনার অনুমতি দেয়া হয়নি। রাজ্যসীমান্ত পেরিয়ে মাইলখানেক এগোতেই একটা সাইডরোড পাওয়া গেল, সেটা ধরে আরও এক মাইল যেতে হলো।

এতক্ষণে একটা প্রাইভেট এস্টেটের সামনে এসে পৌঁছুল গাড়িটা, জায়গাটা ব্লু রিজ মাউন্টেনের পাদদেশে।

সামনেই একটা ইলেকট্রনিক ফটক শোভা পাচ্ছে, রাস্তার পাশে একটা কনসোল রয়েছে। বাযার টিপে ইন্টারকমে সঙ্কেত দিল কর্নেল।

'ইয়েস?' স্পীকারে একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমার নাম অল্ডেন,' জানাল কর্নেল।

'ঠিক আছে, ভিতরে আসুন।'

মৃদু একটা গুঞ্জন করে খুলে গেল পাল্লা, প্রবেশপথ ধরে ড্রাইভ করে আরও দুশো গজের মত এগোল অল্ডেন। সেখানে, তিনশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের ছায়ায় চমৎকার একটা র‍্যাঞ্চহাউস দেখা গেল।

বাড়িটা দেখে কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তি হারাল কর্নেল। ছবির মত সুন্দর সেটা, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে যেন শিল্পীর তুলিতে এঁকে সেটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সারাজীবন অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেছে অল্ডেন, কখনও প্রকৃতির মাঝে বাস করার কথা ভাবেনি, ইচ্ছেও হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, রিটায়ার করার পর ঠিক এরকম একটা জায়গাতেই বাকি জীবনটা কাটাতে চায় সে। তবে এমন একটা পরিবেশ আর বাড়িতে থাকতে চাইলে প্রচুর টাকা প্রয়োজন, এই র‍্যাঞ্চমালিকের নিশ্চয়ই সেটা আছে।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করে একটা সিমেন্টের স্লোপ ধরে সদর দরজা পর্যন্ত উঠে এল সে, এই বাড়িতে কোনও সিঁড়ি নেই। দরজাটা হাট করে খোলা, ভিতরে পা রাখল অল্ডেন।

'পিছনের উঠোনে আসুন,' লুকানো একটা স্পীকার থেকে আওয়াজ শোনা গেল।

সোজা এগিয়ে সুন্দর করে সাজানো কয়েকটা রুম পেরুল

কর্নেল, শেষে একটা খোলা দরজা পেরিয়ে পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে এল। উঠোনটা পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে মিলেছে, সেখানে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা রাইফেল রেঞ্জ দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে বসানো হয়েছে সাদা রঙের টার্গেট। রেঞ্জের অন্য প্রান্তে বারান্দাটার ঠিক নীচেই হুইলচেয়ারে বসে আছেন এক সুদর্শন বৃদ্ধ, হাতে ধরা একটা রাইফেল পরিষ্কার করছেন।

'হ্যালো, কর্নেল অল্ডেন।'

'হ্যালো, মি. ফাউলার।'

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন এখানে।'

বারান্দা ছেড়ে ঘাসে পা রাখল কর্নেল, ফাউলারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বয়স কম হয়নি লোকটার, মাথার সব চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। চেহারা ভারি চোখা তার, দেখে বনেদি বংশের মানুষ বলে মনে হয়। চোখের দৃষ্টি গভীর, হাত আর কাঁধ পেশিবহুল, বয়স সেখানে নিজের ছাপ ফেলতে পারেনি। তবে প্রশংসা করার মত অংশ এটুকুই। ফাউলারের শরীরের বাকি অংশ বীভৎস রকমের বিকৃত। শিরদাঁড়াটা ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে, পিঠে সেজন্য একটা কুঁজের মত সৃষ্টি হয়েছে। শীর্ণ পাদু'টো শরীরের নীচে নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বিশ্রীভাবে ঝুলছে।

গা শিরশির করে উঠল অল্ডেনের, তবে চেহারায় কোনও ভাব ফুটতে দিল না। কিন্তু ফাউলারের দৃষ্টি দারুণ প্রখর, সামান্যতম কিছু হয়তো ছিল আগন্তুকের মধ্যে, তা বুঝে ফেলল নিমেষেই।

'জঘন্য দৃশ্য, তাই না?' বলল ফাউলার। 'তরতাজা একজন যুবকের মেরুদণ্ডে বুলেট ঢুকলে কী ঘটতে পারে, নিজের চোখেই দেখুন।'

'না, না, আমি সেসব কিছু ভাবছি না...'

'ভণিতার কোনও প্রয়োজন নেই,' বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখা

গেল। 'যে কাজে এসেছেন, সেটাই করুন। আমার বন্ধু অ্যালান বেনেট বলল, আপনার কাছে দুঃসংবাদ আছে।'

'ঠিক দুঃসংবাদ নয়, আমাদের নিউ অর্লিয়েন্স অপারেশনের একটা ছেঁড়া সুতো বলতে পারেন। এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল।'

'আন্ডার কন্ট্রোল হলে আমার কাছে এসেছেন কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল ফাউলার।

'আপনার ছোট্ট একটা সাহায্য প্রয়োজন...'

'ব্যাপারটা সেই বাঙালি ছোকরাকে নিয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল অল্ডেন। 'সে এখনও বেঁচে আছে।'

'মিরাকিউলাস ব্যাপার!'

'তা তো বটেই, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেয়েও মরেনি সে। মিরাকল ছাড়া আর কী বলব?'

'শুধু সেটাই নয়,' ফাউলার যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। 'অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে মাসুদ রানার। আজরাইল কেন যেন ওর জান কবচ করতে চায় না।'

'আপনি চেনেন তাকে?' অল্ডেন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'কিছুটা,' ফাউলার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। 'অন্তত এটুকু জানি, রানাকে ফাঁদে ফেলতে হলে অসম্ভব ধূর্ত এবং নিখুঁত একটা প্ল্যান দরকার হবে আপনার। অ্যালান এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই বলতে পারল না। সেজন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'মি. বেনেটকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাইনি,' অল্ডেন বলল। 'তবে সেটা নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র, আপনি নিশ্চিন্ত

থাকতে পারেন।'

'খুলে বলুন আমাকে।'

শ্রাগ করল কর্নেল। বলল, 'আমাদের সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস বলছে, আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রানা, পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। একটাই সূত্র আছে তার কাছে—আপনার সেই বিখ্যাত রাইফেলটা। এই সূত্রটা ধরেই তাকে ফাঁদে ফেলব আমরা। কৌশলে আপনার নামটা ফাঁস করে আপনার খোঁজে তাকে একটা নির্জন জায়গায় আসতে বাধ্য করব। প্রচুর লোক থাকবে আমাদের সঙ্গে, রানাকে ঘেরাও করে একটা পাহাড়ের ওপর তুলে ফেলব, যেখান থেকে নামার উপায় থাকবে না। ব্যস, তারপর আর কী... শুধু একটু সময় ব্যয় হবে, তবে ওকে আমরা ঠিকই খতম করতে পারব।'

'মন্দ নয় প্ল্যানটা,' ফাউলার স্বীকার করল। 'আমার নামটা ফাঁস করার দরকার কী? যে কোনও একটা টোপ দিলেই কি চলে না?'

'লোকটা দারুণ চালু। রাইফেলটার ব্যাপারে কিছু তথ্য সে নিশ্চয়ই সংগ্রহ করে ফেলেছে। ভুয়া নাম দিলে ঠিকই সন্দেহ করবে। এনিওয়ে, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। যা করার আমরাই করব। মি. বেনেট শুধু আপনার নামটা ব্যবহারের অনুমতি নিতে বলেছেন।'

'কিন্তু শুধু অনুমতি দিয়েই তো আমি ক্ষান্ত হব না,' ফাউলার বলল। 'টোপ যদি দিতে হয় তো মানুষটাকেই দিন।'

'মানে!' অল্ডেন অবাক।

'আমি এই অপারেশনটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে চাই। আমার র‍্যাঞ্চটাই ব্যবহার করতে পারেন আপনারা—নির্জন জায়গা এটা, পাহাড়ও আছে... সবচে বড় কথা, এটা আমার অথেনটিক ঠিকানা। রানা সন্দেহই করতে পারবে না।'

'কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক...' অল্ডেন প্রতিবাদের চেষ্টা করল।

'বিপজ্জনক একটা পেশাতেই আমি আছি, কর্নেল। বিপদের ভয় করি না। তা ছাড়া মাসুদ রানার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে, আমি তার শেষ দেখতে চাই।'

'ব্যক্তিগত!' অল্ডেন বুঝে উঠতে পারছে না।

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে। এনিওয়ে, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি তো?'

'বিকল্প তো দেখছি না,' অল্ডেন বলল। 'তা ছাড়া আপনার এই জায়গাটা ব্যবহার করতে পারলে আমাদেরও সুবিধে হবে অনেক। আমি রাজি।'

'গুড,' ফাউলার হাসল। 'কিন্তু রানাকে এখান পর্যন্ত আনছেন কী করে? প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একটা ছদ্মপরিচয়ে আছি, র‍্যাঞ্চটা কিনেছিও সেই নামে।'

'ডোন্ট উওরি,' কর্নেলের মুখে চতুর হাসি ফুটল। 'রানা যাতে ছদ্মপরিচয়ের আড়ালে আসল লোকটাকে চিনতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হবে।'

'ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে মাসুদ রানা,' আঙুল তুলে শুটিং রেঞ্জের পিছনের পাহাড়টা দেখাল টমাস ফাউলার। 'মজার ব্যাপার কী জানেন, পাহাড়টার নাম রেখেছি আমি ডেথ হিল। আয়রনিক, তাই না?'

এগারো

পুরানো কাগজের স্তূপ হাতে নিয়ে এরিক প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'এবার কী? এখানে অন্তত এক হাজার নাম আছে, তার মধ্যে কোনওটা টমাস ফাউলার নয়। না হবারই কথা, পত্রিকাটা বের হচ্ছে লোকটা গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে। যদি গ্রাহক হয়ে থাকে, ছদ্মনামে হয়েছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' রানা বলল।

'ছদ্মনাম থেকে আসল লোকটাকে বের করব কীভাবে? ভেরিফাই করা কি আদৌ সম্ভব? ঠিকানাগুলো আজ থেকে ত্রিশ বছরের পুরানো।'

'একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ,' রানা মনে করিয়ে দিল, 'সে নিজের নাম বদলাতে পারে, চেহারা বদলাতে পারে, কিন্তু পঙ্গুত্ব লুকোতে পারে না।'

'স্বীকার করছি,' বলল এরিক। 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, পঙ্গুদের এমন কোনও ডাটাবেজ নেই যে তা থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই নামগুলো আমরা মিলিয়ে দেখব।'

'আছে,' রানা হাসিমুখে একটা কোকের ক্যান খুলে তাতে চুমুক দিল।

'কোথায় আছে?' এরিক বুঝতে পারছে না।

'ডিপার্টমেন্ট অভ মোটর ভেহিকলস,' বলল রানা।

'আমাদের শুধু নামগুলো স্টেট অনুসারে সাজিয়ে নিতে হবে। তারপর প্রত্যেক স্টেটের ডি.এম.ভি. থেকে খোঁজ নিতে হবে, এদের মধ্যে কার কার নামে হ্যান্ডিক্যাপড্ লাইসেন্স প্লেট আছে। কম্পিউটার থেকে তথ্য পেতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয়, কী বলো?'

'ইউ আর গড ড্যাম রাইট!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল এরিক। 'মাত্র পঞ্চাশটা ফোন কল দিয়ে এক হাজার লোকের খোঁজ নিতে পারব আমরা। এর মধ্যে কতজনই বা আর পঙ্গু হবে! তাদের ফিজিক্যালি ভেরিফাই করতেও খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'এই তো ঠিক লাইনে ভাবতে শুরু করেছ। এভাবে এগোলে টমাস ফাউলারের খোঁজ পেতে আমাদের বেশি দেরি হবে না।'

পরদিন থেকেই কাজে নামল ওরা। পুরানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে দুটো টেলিফোন কানেকশন নিল—একটা কল করার জন্য, অন্যটা রিসিভ করার জন্য। স্টেট অনুসারে নামগুলো ভাগ করাই ছিল, এরিক নিজের এফবিআইয়ের আইডেন্টিফিকেশন কোড নাম্বার ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টেটের ডি.এম.ভি-তে সার্চ শুরু করিয়ে দিল, সৌভাগ্যক্রমে কোডটা এখনও বাতিল করা হয়নি। অন্য ফোনটাতে রানা তথ্যগুলো রিসিভ করছে।

একঘেয়ে, কষ্টকর এবং বিরক্তিকর একটা কাজ, তারপরও হাল ছাড়ল না ওরা। তিনদিন পরে শেষ হলো সেটা। ফলাফল হিসেবে *অ্যাকিউরেসি শুটিঙের* প্রথম এক হাজার গ্রাহকের মধ্যে সাতজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর নাম পাওয়া গেল।

'যাক, শেষ হয়েছে কাজটা,' বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল এরিক।

'এখনও হয়নি, বাছা,' বলল রানা। 'এই সাতজনের মধ্যে

থেকে ফাউলারকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'এখন ব্যুরোতে থাকলে কতই না ভাল হত!' আক্ষেপ করল এরিক। 'ফিল্ড অফিসে একটা করে ফোন করলে আধঘণ্টার মধ্যে সবার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে যেতাম।'

'সেটা যখন সম্ভব না, ভেবে কী লাভ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সবখানে গিয়ে আমাদেরই খোঁজ নিতে হবে।'

'তাও লাগবে না,' রানা মাথা নাড়ল। 'লিস্টটা আরও ছোট করে আনতে পারি আমরা।'

'কীভাবে?'

'এই সাতজনের বয়স জানতে হবে প্রথমে। যাদেরটা ফাউলারের কাছাকাছি হবে, তাদের রেখে বাকিদের ছাঁটাই করে দেব। তা ছাড়া ১৯৭৮ সালের পরে এদের মধ্যে কেউ যদি পঙ্গুত্ব বরণ করে থাকে, তা হলে সে-ও বাদ, কারণ ফাউলার তখন অলরেডি পঙ্গু ছিল।'

'হুঁ, মন্দ নয় বুদ্ধিটা।'

'শিওর হবার আরও একটা উপায় আছে,' রানা বলল। 'আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি, সিআইএ ফাউলারকে একটা নতুন পরিচয় দিয়েছে। ওরা কীভাবে কাজ করে, জানা আছে আমার। সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত কোনও আইডি দেয় না, নিখুঁত কাভারের জন্য সত্যিকার অস্তিত্ব আছে এমন একজন মানুষের পরিচয় চুরি করে। এক্ষেত্রে সেরা উপায় হচ্ছে, মৃত কোনও শিশুর পরিচয় নেয়া। অনেক বাচ্চাই জন্মের পর পর মারা যায়, সাবজেক্টের জন্মতারিখের কাছাকাছি সেরকম একটা বাচ্চা খুঁজে বের করে ওরা, তার নামে একটা নতুন সার্টিফিকেট নিয়ে গছিয়ে দেয় সাবজেক্টকে। ব্যস, হয়ে গেল অথেনটিক জন্মপরিচয়অলা একজন নতুন মানুষ। বার্থ সার্টিফিকেট আর ডেথ সার্টিফিকেট

কখনও মিলিয়ে দেখা হয় না বলে এরা ধরাও পড়ে না।'

'আমরা তা হলে কী করব?' এরিক জানতে চাইল।

'এই সাতজনের কাউন্টিতে যোগাযোগ করব আমরা, খুঁজে দেখব এদের কারও নামে একটা ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা।'

'মি. রানা,' এরিকের গলায় নিখাদ প্রশংসা ঝরল, 'আপনি একটা জিনিয়াস।'

'বিজ্ঞাপনটা আজ বের হবে,' ঘোষণা করল ড. রুডি ডানকান। 'একসঙ্গে তিনটে পত্রিকায় দেবার ব্যবস্থা করেছি। কয়েকদিন পর পর রিপিট করা হবে, রানার সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত।'

'দেখি কী লিখেছ?' হাত বাড়াল কর্নেল অল্ডেন।

কম্পিউটারে প্রিন্টআউট করা এক পাতা কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিল ডানকান। তাতে লেখা:

জোনাস ফাউলার: অ্যামেরিকান শুটার। ষাটের দশকের বিখ্যাত মার্কসম্যানের সত্যিকারের জীবনকাহিনি নিয়ে এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে আছে তাঁর শুটার হয়ে ওঠার ইতিহাস, পরিবারের ইতিবৃত্ত, না জানা অনেক ঘটনা। আরও পাবেন তাঁর বিখ্যাত দশম ব্ল্যাক কিঙসহ প্রিয় সব অস্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ ও বর্তমান সংগ্রাহকদের ঠিকানা। পারিবারিক আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত অসংখ্য ছবি আর তথ্যে ঠাসা এ বইটি কিনতে ভুলবেন না। মূল্য মাত্র ৪৯.৫০ ডলার। অর্ডার করুন: ড্যানিয়েল ব্যারি এনরাইট, পি.ও. বক্স ৫১১, নিউটস্‌ভিল, এন.সি. ২৮৭৭৭, ফোন: ৭০৪-৫৫৫-০৯৬৭; ভিসা ও মাস্টারকার্ড গ্রহণ করা হয়

'কী লিখেছ এটা?' অল্ডেনের গলায় বিরক্তি। 'টমাস ফাউলারের তো নামই নেই এখানে।'

'মি. এনরাইটই তো মি. ফাউলার, তাই না?' বোঝানোর চেষ্টা করল ডানকান।

'সেটা কি আর রানা জানে?'

'জানার দরকারও নেই,' ডানকান আশ্বস্ত করল। 'এমনিতেই সে ছুটে আসবে, বেশি কথা লিখতে গেলে বরং সন্দেহ করে বসবে—ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনে এত তথ্য কেন?'

'কিন্তু এটা যে ওর চোখে পড়বে, তার নিশ্চয়তা কী?' কর্নেলের পাশে বসা মেজর রাইস প্রশ্ন করল।

'টেনথ ব্ল্যাক কিং আর টমাস ফাউলারের খোঁজ করছে সে,' ডানকান বলল। 'রেফারেন্স হিসেবে গান-ম্যাগাজিনের সাহায্য নিতেই হবে তাকে। নিশ্চিত থাকুন, চোখে না পড়লেও অন্য কেউ তাকে এ বিজ্ঞাপনটার কথা বলবে।'

'আচ্ছা নাহয় ধরলামই বিজ্ঞাপনটা সে দেখেছে, তারপর কী হবে?'

'ছদ্মনামে অর্ডার প্লেস করবে, লেখকের সঙ্গে দেখাও করতে চাইবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে তাকে... যথাসময়ে আমরা অপেক্ষা করব তার জন্য।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেকেই চাইতে পারে। কোনটা রানা, কীভাবে বুঝবে?' জানতে চাইল কর্নেল।

'সে আর এজেন্ট স্টার্ন—দুজনেরই পুরনো গলার স্বর রেকর্ড করা আছে আমাদের কাছে। বিজ্ঞাপনে দেয়া ফোন নাম্বারে যত কল আসবে, তার সবকটা রেকর্ড করে রাখব। পরে সবগুলোর ভয়েসপ্রিন্ট ম্যাচ করা হবে। রানা বা এজেন্ট স্টার্ন কল করলে তা আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধে হবে না।'

'ক্লেভার প্ল্যান,' স্বীকার করল কর্নেল। 'তা কত সময় লাগতে পারে বলে আশা করছ?'

'অন্তত এক সপ্তাহ,' বলল ডানকান। 'বেশিও হতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে,' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল অল্ডেন, 'জেনারেল রামিরেজকে খবর দিয়ে রাখাই ভাল।'

*

প্রায় এক সপ্তাহ টেলিফোনের পাশে কাটাল রানা আর এরিক। অনেকগুলো তথ্য ভেরিফাই করতে হচ্ছে ওদের, কিন্তু লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছে না কিছুতেই। ফাউলারের চিহ্ন বেশ ভালমতই লুকিয়েছে সিআইএ, তাকে খুঁজে বের করা যতটা সহজ মনে হয়েছিল, কাজে নেমে দেখা গেল তা মোটেও নয়।

সাইরাকিউজ-এর সেই পুরনো অ্যাপার্টমেন্টে কাটল ওদের পুরোটা সময়, একেক সময় অধৈর্য বোধ করল। প্রতিটা মুহূর্তে আশা করল এই বুঝি কোনও খবর আসে, কিন্তু এল না। রানা ভাবতে শুরু করল, ওর থিয়োরিতে কোথাও ফাঁক আছে। কারণ সন্দেহভাজন সাতজনের কারও নামেই ডেথ সার্টিফিকেট নেই। তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা অন্যান্য সূত্র ধরে এগোতে, কিন্তু বিশেষ লাভ হচ্ছে না। ত্রিশ বছরের পুরানো সূত্র ধরে কারও সত্যিকার পরিচয় খুঁজে বের করা সত্যি কঠিন।

সময় কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকা কিনে আনে রানা, তার মধ্যে গান-ম্যাগাজিনও আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটা খবর পড়ে, বলা যায় না নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'ভাবছি, হুইলচেয়ারের জীবনটা কেমন হতে পারে?' একরাতে আনমনে বলে উঠল রানা।

'কেন জানতে চাইছেন?' প্রশ্ন করল এরিক।

'ফাউলারের মনের ভেতরটা বুঝতে চাই,' রানা বলল। 'ও কেন খুনীদের খাতায় নাম লেখাল?'

'কেন আর... বিতৃষ্ণা থেকে। শারীরিক ত্রুটির কারণে জীবনের যেসব সুযোগ-সুবিধা আর আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত, তার অভাব পূরণ করতে এপথ ধরেছে।'

'তোমার স্ত্রীও তো পঙ্গু ছিল সে নিশ্চয়ই হোমিসাইডাল

ম্যানিয়াকে পরিণত হয়নি।'

'তাকে তো আর তার বাবা পঙ্গু করে দেয়নি। তা ছাড়া, একেকটা দুর্ঘটনা একেকজন মানুষকে একেকভাবে প্রভাবিত করে।'

'তা-ও অবশ্য ঠিক।'

যতই দিন গেল, সাফল্যের আশা ততই ফিকে হতে থাকল। অষ্টম দিন সকালে সদ্য কিনে আনা *দ্য শটগান নিউজের* নতুন সংখ্যাটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে রানা বলল, 'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে আমাদেরই গিয়ে সশরীরে এই সাতজনের পিছে লাগতে হবে।'

'আরেকটা কাজ করতে পারি,' এরিক বলল। 'আমার অফিসের রেকর্ডস সেকশনের লিসা ক্র্যামার মেয়েটা খুব ভাল, আমাকে পছন্দও করে। তাকে গিয়ে ধরলে হয়তো গোপনে এই সাতজনের ডোশিয়ে জোগাড় করে দিতে পারবে।'

'শুধু শুধু একটা নিরীহ মেয়েকে বিপদে ফেলো না তো!' রানা মাথা নাড়ল। 'র‍্যামডাইন টের পেলে ওকে বাঁচাবে কে?'

'একটু যদি সতর্ক থাকে তা হলে...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। রিসিভার তুলে জবাব দিল, 'এজেন্ট স্টার্ন।'

'মি. স্টার্ন, আমি অ্যামেলিয়া ওয়ারেন বলছি, ক্লার্ক কাউন্টি, নর্থ ক্যারোলাইনার রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে।'

'ও...হ্যাঁ, মিসেস ওয়ারেন, মনে পড়েছে। আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল কয়েকদিন আগে, সাতটা নামের ব্যাপারে। আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেননি।'

'ঠিক, সাতটা নামের মধ্যে কোনটারই ১৯৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে ডেথ সার্টিফিকেট ছিল না।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি, মি. স্টার্ন। ভাল করে ঘাঁটতে শুরু করলাম। সাতজনের মধ্যে এনরাইট নামে একজন ছিল, ডেথ সার্টিফিকেটেও একজন এনরাইট ছিল, তবে ফার্স্ট নেম ভিন্ন। আপনি চেয়েছেন ড্যানিয়েল এনরাইট, মারা গেছে পিটার এনরাইট। দুজনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা বের করার চেষ্টা করেছি, কী পেয়েছি জানতে পারলে অবাক হয়ে যাবেন।'

'কী পেয়েছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল এরিক।

'মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, মি. স্টার্ন! বাহান্ন সালে মরে যাওয়া পিটার এনরাইট ১৯৭৮ সালের মার্চে কোর্টে আবেদন করে নিজের নাম পাল্টেছে। সে এখন ড্যানিয়েল ব্যারি এনরাইট! এসবের মানে কী?'

'মানে হচ্ছে আপনি একজন অসাধারণ মহিলা, মিসেস ওয়ারেন,' এরিক খুশিটা চাপা দিতে পারছে না। 'পারলে এক্ষুণি আপনার গলায় একটা গোল্ড মেডেল পরিয়ে দিতাম।'

'সো নাইস অভ ইউ,' হেসে লাইন কেটে দিল ভদ্রমহিলা।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল এরিক, আনন্দে চোখ জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'আমি ওকে খুঁজে পেয়েছি, ফাউলারকে আমি খুঁজে পেয়েছি।'

'আমিও পেয়েছি,' বিরস গলায় বলল রানা। 'ড্যানিয়েল এনরাইট, তাই না?'

'আপনি জানলেন কী করে?' এরিক বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল।

পত্রিকাটা এরিকের দিকে তুলে ধরল রানা। 'হারামজাদা একটা বই লিখেছে!'

টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কমিউনিকেশন সেন্টারে। বিজ্ঞাপনে দেয়া ফোন নাম্বারটা এখানে

ফরোয়ার্ড করে নেয়া হয়েছে, প্রতিটা কল রিসিভ করছে র‍্যামডাইনের কয়েকজন অপারেটর। এত বেশি সাড়া পাওয়া যাবে, আশা করেনি কেউ, প্রথম সাতদিনেই প্রায় সাড়ে তিনশো আগ্রহী ক্রেতা যোগাযোগ করল। কল রিসিভ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে ভয়েসপ্রিন্ট ম্যাচ করা হচ্ছে, কিন্তু এখনও যোগাযোগ করেনি রানা বা এরিক।

'কাজ হচ্ছে বলে তো মনে হয় না,' মন্তব্য করল মেজর রাইস।

'হবে,' জোর দিয়ে বলল ড. ডানকান। 'অনেকদিন থেকেই রানাকে স্টাডি করছি আমি। যোগাযোগ সে করবেই, শুধু বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তে দিন।'

এভাবে আরও দুদিন কাটল। সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় বসে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল ডানকান, এমন সময় এল খবরটা।

'ড. ডানকান?' টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন করা হলো।

'বলছি।'

'আমি ফোন-ওয়াচের অপারেশন্স অফিসার বলছি, সার। সাত মিনিট আগে একটা কল পেয়েছি যেটাতে নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট পজিটিভ আই.ডি. করা গেছে। ভয়েসপ্রিন্ট অ্যানালাইসিস বলছে গলার স্বরটা স্টার্নের।'

'কী নামে ফোন করেছিল সে?'

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, এফবিআই।'

'আমার নাম স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন; মি. এনরাইটকে চাইছি। তদন্তের স্বার্থে মি. জোনাস ফাউলারের ছেলে টমাস ফাউলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের জন্য। আপনার কাছে তার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা থাকলে তা ৪৪২-৩১২৩০৮ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ করছি। এটা একটি অফিশিয়াল নোটিস, অসহযোগিতা করলে ফেডারেল কোড ৮৬ উপধারা খ অনুসারে তা *অবস্ট্রাকশন অভ জাস্টিস* হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

র‍্যামডাইন হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুম, রাত নয়টা বাজে। টেপ রেকর্ডারে বাজতে থাকতে থাকা এরিকের মেসেজটা টানা দশমবারের মত শুনল কর্নেল অল্ডেন। তার মুখে সন্তুষ্টির রেখা ফুটে উঠেছে।

'কনগ্রাচুলেশন্স, ডক্টর,' বলল সে। 'তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

ডানকান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কোনমতে শুধু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, সার।'

'এবার আমাদের কী করণীয়?'

'কলব্যাক করতে হবে, তা তো বুঝতেই পারছেন,' ডানকান বলল। 'তবে কথা বলতে হবে খুব সাবধানে। মাসুদ রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুবই চোখা। কথাবার্তায় সামান্যতম এদিক-সেদিক হলেও সে বুঝে ফেলবে, এটা একটা ফাঁদ। কাজেই আলাপ করতে হবে খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে। আর শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেই কাজ শেষ নয়, আমাদের সেটআপে না পৌছা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কাউকে কোনও রকম অফেন্সিভ বা অ্যাগ্রেসিভ অ্যাকশন নিতে দেয়া যাবে না।'

'মানে?' মেজর রাইস প্রশ্ন করল।

'মি. এনরাইটের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে যে নর্থ ক্যারোলাইনায় আসবে, তা তো আমরা জানিই। গর্ত থেকে মাথা

বের করছে রানা, তাকে হয়তো স্পট করা যাবে, কিন্তু তাই বলে কেউ যেন তাকে মারার চেষ্টা না করে। তাতে সফল হবার সম্ভাবনা যেমন কম, তেমনি আমাদের এত কষ্ট করে সাজানো ফাঁদটা মাঠে মারা যাবে। ভবিষ্যতে তাকে আর ফাঁদে ফেলা যাবে না।'

'বুঝলাম,' অল্ডেন বলল। 'ফাউলারের র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর আগে রানার গায়ে ফুলের টোকাও দেয়া যাবে না, এই তো?'

'কারেক্ট।'

'আমরা অন্তত সার্ভেইলান্স তো রাখতে পারি।'

'তা পারেন, কিন্তু সীমিত আকারে। ইকুইপমেন্ট খুব সামান্য ব্যবহার করবেন, লোক দেবেন এক-দুজন। রানা যেন টের না পায়, নইলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে।'

'বুঝলাম,' কর্নেল অল্ডেন বলল। 'এবার তা হলে ওকে ফোন করা যাক, কী বল?'

'এখনই না,' ডানকান মাথা নাড়ল। 'অন্তত দুদিন যাক। ভাল কথা, ফোনটা কে করবে?'

'তুমি,' হাসল ধুরন্ধর কর্নেল।

রিং বাজছে।

'অবশেষে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগোক্তি করল এরিক।

'তোলো ওটা,' রানা টেলিফোনের দিকে ইশারা করল।

'ওকে!' ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল এরিক। বলল, 'এজেন্ট স্টার্ন।'

'হ্যালো, আমি ড্যানিয়েল এনরাইট বলছি। আপনার মেসেজটা আজই পেলাম, মি. স্টার্ন। বলুন কী করতে পারি?'

'কলব্যাক করার জন্য ধন্যবাদ, মি. এনরাইট,' বলল এরিক, ইতোমধ্যে ফোনের সঙ্গে লাগানো স্পীকারটা অন করে দিয়েছে.

যাতে রানা সব কথা শুনতে পায়। 'আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি টার্গেট শুটার জোনাস ফাউলারকে নিয়ে একটা বই লিখেছেন।'

'জী, জোনাসের সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতার সময় পরিচয় হয়েছিল। আমি নিজেও একজন শুটার ছিলাম...'

'কেমন পরিচয় ছিল আপনাদের?'

'ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলা যাবে না, তবে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমাদের। রিসার্চার হিসেবে বই লিখতে গিয়ে তাই ওকেই বেছে নিই।'

'আমরা ধারণা করছি, মি. ফাউলারের একটা বিখ্যাত রাইফেল, যেটা তাঁর ছেলে টমাস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, একটা গুরুতর ফেডারেল অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'টমাস তো একটা ছাড়া জোনাসের সমস্ত রাইফেলই বিক্রি করে দিয়েছিল।'

'কোনটা বিক্রি করেনি?'

'টেনথ ব্ল্যাক কিং।'

'ওটাই।'

'বলেন কী! কোথায় আছে ওটা?'

'আমরা ভাবছিলাম হদিসটা আপনার কাছেই পাওয়া যাবে।'

'সরি, সার। আমি জানলে তো কাজই হত। দাম কত ওটার এখন, জানেন?'

'জী না, তবে মি. টমাস ফাউলারকে প্রয়োজন আমাদের। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'তাও বলতে পারছি না, টমাসের সঙ্গে আমার তেমন একটা পরিচয় ছিল না। যোগাযোগ রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'হুঁ,' চিন্তিত স্বরে বলল এরিক। 'আপনার অ্যাডে দেখলাম

পারিবারিক আর্কাইভের কথা লিখেছেন...'

'বিজ্ঞাপনের ভাষা, বোঝেনই তো!'

'তারমানে পুরোটাই ভুয়া?'

'ঠিক ভুয়া নয়, বছর পনেরো আগে ফাউলার এস্টেটের সমস্ত জিনিসপত্র নিলাম হয়েছিল। আমি বেশকিছু মালামাল কিনেছিলাম—বইখাতা, পুরানো অ্যালবাম, কিছু ফার্নিচার, এই আরকী। সেখান থেকে কিছু ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেছি বই লেখার সময়... এগুলোকেই আর্কাইভ বলেছি।'

'কে করেছিল নিলামটা, টমাস?'

'না, না, সে তো তার বহু আগে থেকেই নিখোঁজ। ব্যাংকের কাছে বন্ধক ছিল বাড়িটা, ওরাই বিক্রি করেছে।'

'তা, আপনার সেই আর্কাইভের জিনিসপত্রগুলো এখন কোথায়?'

'আছে আমার কাছেই।'

'আমরা দেখতে পারি? হয়তো টমাস কোথায় নিরুদ্দেশ হলো, তার কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। কখন দেখতে চান?'

'আগামী বৃহস্পতিবার হলে কেমন হয়? এই ধরুন সকাল সাড়ে ন'টা?'

'আমার কোনও সমস্যা নেই, চলে আসুন।'

ড্যানিয়েল এনরাইটের বাড়িতে পৌছানোর পথনির্দেশ নিল এরিক, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয়, লোকটা সন্দেহ করেছে কিছু?'

'আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তৈরি হও,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল রানা। 'আমরা নর্থ ক্যারোলাইনায় যাচ্ছি।'

কয়েকশো মাইল দূরে ড. ডানকান আর কর্নেল অল্ডেনের মধ্যেও ঠিক একই ধরনের আলোচনা হচ্ছে।

'মাছ টোপ গিলেছে,' ডানকান বলল।

'এখন শুধু শিকার করার অপেক্ষা,' কর্নেলের মুখের ভয়ঙ্কর হাসিটা বিস্তৃত হলো।

বারো

প্রতীক্ষার প্রহর কাটানো হচ্ছে মেজর রাইসের জন্য সবচে কঠিন কাজ। অ্যাকশনে থাকতে পছন্দ করে সে, কাজ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে অভ্যস্ত, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাটা তার চরিত্রের মধ্যে নেই। কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় এই মুহূর্তে সেটাই করতে হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে তার।

অবশ্য যে কাজটা অন্তর্বর্তী সময়ে তাকে করতে দেয়া হয়েছে, তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়ায় র‍্যামডাইনের ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটিতে পাঠানো হয়েছে রাইসকে, প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন এবং তাদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য। ইতোমধ্যে এল সালভাদর থেকে এসে পড়েছে একশো বিশজন তরুণ সৈনিকের চৌকস একটা দল।

একটা শেডের নীচে বসে সৈনিকদের অ্যাসল্ট প্ল্যান মনিটর করছে রাইস। সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো দ্রুততার

সঙ্গে চড়ে বসছে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মে স্থাপন করা কয়েকটা হেলিকপ্টারের ডামিতে, কিছুক্ষণ পর র‍্যাপলিং করে ডেপ্লয় হচ্ছে। ডেথ হিলের একটা কৃত্রিম সংস্করণের দিকে ক্রল করে এগোচ্ছে, আক্রমণ করছে চূড়ায় বসা একজন নিঃসঙ্গ প্রতিপক্ষকে। যান্ত্রিক দক্ষতা দেখা যাচ্ছে এদের কাজে, ভুল-ত্রুটি নেই খুব একটা... যে কোনও সমরনায়কই এদের নিয়ে গর্ববোধ করবে। গর্বের একটা অংশ মেজরের নিজেরও—এই লোকগুলোকে এককালে সে নিজেই ট্রেনিং দিয়েছে।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, ঘাড় ফিরিয়ে জেনারেল ফ্রান্সিসকো রামিরেজকে এগিয়ে আসতে দেখল রাইস। লোকটা নিজেও এই অপারেশন প্রত্যক্ষ করতে দলটার সঙ্গে এসেছে।

'কেমন চলছে ট্রেনিং?' জানতে চাইল রামিরেজ।

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রাইস।

'হবারই কথা,' জেনারেলের কণ্ঠে অহঙ্কার ফুটল। 'এদের অপারেশনাল রেডিনেস মেইনটেনের ব্যাপারে আমি কোনও আপস করি না।'

'তাই তো দেখছি।'

একটা চেয়ার টেনে শেডের নীচে বসল রামিরেজ। বলল, 'কিন্তু মেজর, পুরো ব্যাপারটা মশা মারতে কামান দাগার মত হয়ে যাচ্ছে না? একজন মাত্র মানুষকে মারতে গোটা একটা কোম্পানি ডেকে আনা!'

'ওরা দুজন।'

'ওই এফবিআই এজেন্টকে আমি গোনায় ধরি না। হ্যাঁ, মাসুদ রানা একজন প্রতিপক্ষ হতে পারে। বাট হি ইজ ওনলি ওয়ান ম্যান! আমার এই কোম্পানি দিয়ে আমি অ্যাট এ টাইম তিনশো গেরিলাকেও ঠেকিয়ে দিয়েছি।'

'আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছি না, জেনারেল।'

'তারপরও বলব, দিস ইজ টু মাচ! এলিমেন্ট অভ সারপ্রাইজ থাকছে আমাদের পক্ষে, লোকটার কাছে শুধু একটা সাইডআর্মস... সম্ভবত পিস্তল থাকবে। কী দিয়ে লড়াই করবে সে? অফুরন্ত অ্যামিউনিশন থাকলেও রেঞ্জের কারণে আমাদের অ্যাসল্ট রাইফেল, উজি আর এলএমজির কাছে হেরে যাবে। আমার তো মনে হয়, বিশজনই তাকে সামাল দিতে পারত।'

'হতে পারে, কিন্তু আমরা তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে চাই। মরার আগে রানা দেখুক, কাদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল সে।'

পরিকল্পনাটা আহামরি কিছু নয়, চমক রয়েছে বিশালতায়। প্যান্থার ব্যাটালিয়নের একশো বিশজন সৈন্য তিনটা প্লাটুনে ভাগ হয়ে ফাউলারের র‍্যাঞ্চের সাত মাইল দূরে একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করবে, সঙ্গে থাকবে চারটা হেলিকপ্টার, প্রতিটাতে আটজন চড়তে পারে। রানা আর এরিক র‍্যাঞ্চে পৌঁছামাত্র ফাউলারের ডামি, সে যেই হোক না কেন, একটা ফটোসেনসেটিভ সেন্সরের সামনে হাত নাড়বে; সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে সিগনাল পৌঁছে যাবে এয়ারস্ট্রিপে, বত্রিশজনের প্রথম দলটা র‍্যাঞ্চে পৌঁছাবে ঠিক দু'মিনিট পর, ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় বত্রিশজন আনতে সময় লাগবে আরও চার মিনিট, এভাবে পুরো একশো বিশজন না আসা পর্যন্ত ট্রিপ চলতে থাকবে। এরমধ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা বাড়ির সামনে থেকে আক্রমণ চালাবে। এরিক আর রানাকে পিছু হটে ডেথ হিলে উঠতে বাধ্য করবে, চারপাশে পজিশন নিয়ে বন্ধ করা হবে নামার রাস্তা। সব সৈন্য আসার পর একসঙ্গে অ্যাসল্টে যাবে প্লাটুনগুলো, মিনিটে দশ হাজার রাউন্ড রেটে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে ডেথ হিলের চূড়া—রানা আর এরিক আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পাবে না।

নিখুঁত একটা প্ল্যান। মনে মনে হতভাগ্য দুই টার্গেটের জন্য করুণাই অনুভব করল জেনারেল রামিরেজ।

টমাস ফাউলারের একগুঁয়েমির সঙ্গে পেরে উঠছে না কর্নেল অল্ডেন, কিছুতেই মচকাচ্ছে না লোকটা।

'মি. ফাউলার, বোঝার চেষ্টা করুন,' শেষবারের মত বলল সে। 'এ ধরনের কাজের জন্য আমাদের অসংখ্য যোগ্য লোক আছে। আপনার ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানেই হয় না।'

'আমার বাড়িতে আমার নামে টোপ দিচ্ছেন,' একরোখা গলায় বলল ফাউলার। 'মানুষটাও আমিই হব।'

'হুইলচেয়ারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রানা বুঝে ফেলবে আপনি কে।'

'বুঝুক, সমস্যা কী? আমি তো ওর মুখোমুখিই হতে চাইছি।'

'যদি গুলি করে বসে?'

'করলেও অসুবিধে নেই; কম তো আর বাঁচলাম না! আর কত? অবশ্য এ ধরনের কিছু ঘটবে না।'

'কেন?'

'মাসুদ রানা আর যাই হোক, ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। আমার মনে হয় না তার পক্ষে হুইলচেয়ারে বসা একজন নিরস্ত্র পঙ্গু মানুষকে গুলি করা সম্ভব।'

'রানাকে আপনি চেনেনই না, মি. ফাউলার। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'কথাটা ঠিক নয়, কর্নেল,' ফাউলার মৃদু হাসল। 'তাকে আমি আপনার চেয়ে বেশি চিনি।'

'কীভাবে?'

'দ্যাটস্ নট ইম্পরট্যান্ট। আমি এখানেই ওর জন্যে অপেক্ষা করব—এটাই ফাইনাল।'

'কিন্তু আপনি এভাবে গোঁ ধরছেন কেন, তা-ই আমি বুঝতে পারছি না।'

'আছে একটা ব্যাপার, আপনার না জানলেও চলবে। আমি শুধু রানাকে শেষ দেখা দেখতে চাই। মরার আগে সে জানুক, কে তার জীবন তছনছ করে দিয়েছে; কে তার মরণ ডেকে এনেছে।'

হাল ছেড়ে দিল অল্ডেন। বলল, 'ঠিক আছে, মি. ফাউলার। আপনিই থাকুন, কিন্তু দয়া করে কোনও স্মার্টনেস দেখাবেন না। রানা ঘরে ঢোকা মাত্র সেন্সরে সিগনালটা দিয়ে লুকিয়ে পড়বেন। বাকিটা প্যান্থার ব্যাটালিয়ন সামলাবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ফাউলার।

সার্ভেইলান্স চলছে অত্যন্ত সংগোপনে, টিমা লয়ে। দুজন করে স্পটার নজর রাখছে টার্গেটের উপর, তাদের শিফট বদল করা হচ্ছে চার ঘণ্টা অন্তর, যাতে বেশিক্ষণ একই লোক টার্গেটের আশপাশে ঘোরাফেরা না করে। অবশ্য চোখে পড়ার মত সুযোগ খুবই কম, রানা আর এরিক সহজে বের হয় না অ্যাপার্টমেন্ট থেকে।

যোগাযোগ করার জন্য ড্যানিয়েল এনরাইটের কাছে যে নাম্বারটা দিয়েছিল, সেটা ট্রেস করে সাইরাকিউজে সহজেই পাওয়া গেছে ওদের। হামলা চালিয়ে শত্রুদের শেষ করে দেবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটা খুবই কষ্ট করে চেপে রাখতে হয়েছে র‍্যামডাইনের কর্তাব্যক্তিদের। রানা কোন্ চমক সাজিয়ে রেখেছে কে জানে, ও যদি আবার বেঁচে যায়, তা হলে সর্বনাশ। তাই ফাউলারের র‍্যাঞ্চে নিজেদের সাজানো মঞ্চে ওকে না তোলা পর্যন্ত কোনও কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

আজ দ্বিতীয় দিন. বর্তমানে সার্ভেইলান্সের দায়িত্বে রয়েছে

প্যাট্রিক ম্যালয়, সঙ্গে মুলার নামে আরেকজন অপারেটর। রানা চেনে ম্যালয়কে, তাই ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে। এই মুহূর্তে রানাদের অ্যাপার্টমেন্টের একশো গজ দূরে আরেকটা বিল্ডিঙে রয়েছে তারা, কানে ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেডের হেডফোন, চেষ্টা করছে রানা আর এরিক কী বলে তা শোনার। শুরু থেকেই একাজ করছে তারা, তবে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত তেমন তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি কেউ, শুধু এটুকুই জানা গেছে যে, বুধবার বিকেলে নর্থ ক্যারোলাইনার দিকে রওনা দেবে ওরা। আর হ্যাঁ, কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা করছে না টার্গেটদের কেউ; বুড়ো একজন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, এতে ঝুঁকিটা কোথায়!

রুমের এককোনায় বসে ডিনার সারছিল ম্যালয়, হঠাৎ মুলারের ডাক শোনা গেল।

'প্যাট্রিক, জলদি এসো। ওরা কিছু নিয়ে আলোচনা করছে!'

তাড়াতাড়ি জানালার পাশে এসে হেডফোন কানে লাগাল ম্যালয়। ইয়ারপীসে এরিকের গলা শোনা গেল।

'...আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এনরাইটের কাছে গিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

'একথা কেন বলছ?' রানা প্রশ্ন করল।

'লোকটার কাছে যা জিনিসপত্র আছে, সবই পনেরো বছরের পুরানো। সেখান থেকে কি আর ফাউলারের এখনকার খোঁজ পাওয়া যাবে?'

'বলা যায় না, যেতেও পারে। না দেখা পর্যন্ত বলি কীভাবে?'

'লং শট! আমি তো বলব নর্থ ক্যারোলাইনায় যাওয়াটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই না।'

'বিকল্প কোনও পথ কি আছে?'

'অবশ্যই আছে। ফাউলারের পিছনে না ঘরে চলুন নিউ

অর্লিয়েন্সে যাই। ওখানে আমার বেশ কিছু কন্ট্যাক্ট আছে, তাদের সাহায্য নিলে র‍্যামডাইনের লোকজনের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। হাজার হোক, ওদের সাথেই তো বোঝাপড়া আমাদের, তাই না?'

'সেটা ঠিক। কিন্তু তোমার কন্ট্যাক্টরা যে সফল হবে, তার গ্যারান্টি কী?'

'গ্যারান্টি তো ড্যানিয়েল এনরাইটের ওখানেও নেই। আমার লোকেরা অন্তত বর্তমানের খোঁজখবর রাখে। আপনি যার কাছে যেতে চাচ্ছেন, তার খবরাখবর সবই পনেরো বছর আগের।'

'নাহ, এনরাইটের কাছে যাবই আমি। জোনাস ফাউলারের জীবনী তো আর এমনি এমনি লেখেনি সে, নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। মুখোমুখি আলাপ করলেই বেরিয়ে আসবে অনেক কিছু।'

'তা হলে অন্তত আমাকে যেতে দিন। চেষ্টা করতে দোষ কী? বলা যায় না, আমি কিছু বের করেও ফেলতে পারি।'

'একা যাবে?'

'অসুবিধে কী? নিউ অর্লিয়েন্স আমার নিজের জায়গা, ওখানে যে কোনও বিপদ সামাল দেবার মত ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব।'

'পরশু যেতে হবে এনরাইটের কাছে। তার আগে ফিরতে পারবে?'

'মনে হয় না, মাঝে তো মাত্র একটা দিন পাচ্ছি। আপনি একাই গিয়ে দেখা করে আসুন না! বুড়ো একটা লোক... বিপদের তো আর ভয় নেই।'

'হুঁ,' নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাও। তবে শুক্রবার রাতের মধ্যে ফিরে এসো এখানে।'

'চিন্তা করবেন না, আমি ঠিকমতই ফিরব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা ফ্লাইট আছে, ওটা ধরতে পারলে আজ রাতেই

পৌঁছে যাব নিউ অর্লিয়েন্সে, কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব।'

'যাও, সাবধানে থেকো।'

'আপনিও।'

মিনিট পনেরো পরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে, তাতে চড়ে এয়ারপোর্টে চলে গেল এরিক। দ্রুত কর্নেল অল্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা জানাল ম্যালয়। জানতে চাইল, 'আমরা কি ফলো করব ওকে?'

'দরকার নেই,' বলে দিল কর্নেল। 'যাক হারামজাদা নিউ অর্লিয়েন্সে। আমাদের বিরুদ্ধে ঘোড়ার ডিম করতে পারবে ওখানে। পরে ওকে খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া রানাকে মারার আগে ওকে তো মারাও যাবে না, রানা খবর পেলেই গা-ঢাকা দেবে।'

'কী করব তা হলে?'

'যেভাবে আছ, সেভাবেই থাকো। এজেন্ট স্টার্নের পিছনে লাগানোর মত বাড়তি লোক নেই আমাদের হাতে। রানা আমাদের প্রাইম টার্গেট, ওর ওপরই নজর রাখো।'

'ইয়েস, সার।'

অফিসে একাকী বসে কাজ করছে ড. ডানকান। যদিও রানাকে খতম করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, তারপরও টার্গেটের কোনও দুর্বলতা আছে কি না, পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে তাকে—ব্যাকআপ প্ল্যান তৈরিতে কাজে লাগবে।

রাত হয়েছে বেশ, কিন্তু চোখে ঘুম নেই ডানকানের। এনরাইট সেজে এরিকের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে খুব একটা বিশ্রামও নেয়নি সে। একটার পর একটা ফাইল উল্টে চলেছে, কাজে লাগাবার মত তেমন কিছু পাচ্ছে না. পাবার কথাও নয়।

এগুলো সব একরকম মুখস্থই তার, রানাকে প্রথমবার ফাঁদে ফেলার সময় স্টাডি করেছিল। এবারকার ঘাঁটাঘাঁটি বৃথাই গেল।

যেসব জিনিস আগে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি, এবার সেগুলো নিয়ে কাজে বসল সে। বেশিরভাগই রানা এজেন্সির ফিনানশিয়াল রেকর্ড, তা থেকে কিছু পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। অলসভাবে ফাইলের পাতা উল্টে চলল সে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ধড়মড় করে উঠে বসতে হলো তাকে। কম্পিউটার অন করে ইন্টারনেটে যুক্ত হলো সে, একটা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকল। সর্বোচ্চ ফেডারেল ক্লিয়ারেন্স আছে তার, সেটা ব্যবহার করে কয়েকটা অ্যাকাউন্টের গত দশ বছরের হিসাব থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য সার্চ করতে শুরু করল।

তথ্য পেতে সময় লাগল দুই ঘণ্টা, সেগুলো ভেরিফাই করতে সারারাত কেটে গেল। সকাল যখন হলো, তখন ঘুমের অভাবে ডানকানের দু'চোখ টকটকে লাল, কিন্তু আবিষ্কারের আনন্দে কোনও দুর্বলতা অনুভব করছে না সে।

সকাল সাতটা। ফাউলার র‍্যাঞ্চের সাত মাইল দূরে পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে খাটানো কমান্ড টেন্টে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে কর্নেল অল্ডেন, এমন সময় তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

'অল্ডেন,' রিসিভ বাটনে চাপ দিয়ে বলল কর্নেল।

'ড. রুডি ডানকান বলছি, সার। আমি মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছি।'

'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, সার। কাজটা অবশ্য সহজ ছিল না। কয়েকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দশ বছরের ট্র্যানজ্যাকশন স্টেটমেন্ট নিতে হয়েছে, সেখান থেকে আবার পারমিউটেশন-কম্বিনেশন করে...'

'ভ্যানর-ভ্যানর না করে আসল কথা বলো,' কর্নেলের গলায়

স্পষ্ট বিরক্তি। 'পেয়েছটা কী তুমি?'

'মাসুদ রানার এমন একজন বান্ধবী, যার নাম কোনও লিস্টে নেই। সে একজন নার্স, অ্যারিজোনার এসপেজোতে থাকে। আমার ধারণা নিউ অর্লিয়েন্সে গুলি খাওয়ার পর রানা তার কাছেই চিকিৎসা নিয়েছে। মেয়েটা যে ক্লিনিকে কাজ করে সেখানেও খোঁজ নিয়েছি, সেসময় অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিয়েছিল সে। সন্দেহজনক, তাই না? তা ছাড়া সেই ফোনকলটার কথা মনে আছে, রানা আরকানসাসে আসছে বলে যে খবর দেয়া হয়েছিল? আমি মোটামুটি শিওর, এই মেয়েটাই ফোনটা করেছিল। দক্ষিণের টান ছিল তার কথায়, এই মেয়েটাও দক্ষিণেরই।'

'কিন্তু পেলে কীভাবে একে?'

'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সার। মাসুদ রানা কয়েক বছর আগে ওর কর্তৃত্বাধীন রেবেকা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মেয়েটাকে প্রায় ষোলো মাস নিয়মিত টাকা দিয়েছে। ব্যাপারটা আমরা কেউ আগে লক্ষ করিনি।'

'গুড জব, ডক্টর। নাম কী মেয়েটার?'

'এমা হেস।'

'এসপেজো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' লাইন কেটে দিল কর্নেল, তারপর বাইরে প্রহরারত সৈনিককে ডেকে বলল, 'মেজর রাইসকে খবর দাও।'

সকাল সাড়ে দশটা, নিউ অর্লিয়েন্স ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ২৪ নম্বর গেটের সামনে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছে এরিক, ভিতরে ঢুকতে দ্বিধা করছে। রাতটা একটা মোটেলে কাটিয়েছে সে,

সকালে চেহারা পাল্টে বাথরুমের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। র‍্যামডাইনের লোকজন যদি নজর রেখেও থাকে, ভাববে মোটেলেই আছে সে। রানার নির্দেশ অনুসারে এখনই তাকে ফিরতি পথ ধরতে হবে, পৌঁছাতে হবে নর্থ ক্যারোলাইনায়। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। ঘড়ির দিকে তাকাল, এখনও তেইশ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। কাজ যেটুকু বাকি আছে, তার জন্য সময়টা যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

এখানে যখন এসেছে, সময়ও আছে, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী! হয়তো ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া রহস্যটা ভেদ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এরিক, উল্টো ঘুরে টার্মিনালের বাইরে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল, সেখানে একসারিতে যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ট্যাক্সিক্যাব। মোলিনার সেদিনের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছে।

লোকটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল এরিক। ধরা যাক এইমাত্র পৌঁছেছে সে, নিশ্চয়ই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এখানেই প্রথম এসেছিল। কী চলছিল তার মনের ভেতর? ভাবতে ভাবতে আরেকটা প্রশ্ন মাথায় উঁকি দিল। লোকটা এয়ারপোর্ট থেকেই ওকে ফোন করল না কেন? কেন মোটেলে ওঠা পর্যন্ত সময় নিল?

কারণ একটাই হতে পারে—তখন পর্যন্ত বিপদের আশঙ্কা করছিল না সে। তাই ফোন নয়, সরাসরি দেখা করেই কথা বলতে চেয়েছিল। তাড়ার মধ্যে ছিল মোলিনা, জানত যে কোনও মুহূর্তে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালাবে শত্রুরা, তার মানে এয়ারপোর্টে নেমে সরাসরিই তার যাওয়ার কথা এরিকের সঙ্গে দেখা করতে।

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল এরিক, তাতে চড়ে বসে

বলল, 'ফেডারেল বিল্ডিঙটা চেনো? সাতশো এক, লয়োলা স্ট্রীট।'

'শিওর, ম্যান!' অল্পবয়েসী ড্রাইভার মাথা ঝাঁকাল। ছেলেটা কালো, ডানদিকের সানশেডের ওপর তার লাইসেন্সটা লাগানো আছে, নামটাও পড়া যাচ্ছে... বিলি গুড।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ট্যাক্সিটা, অ্যাক্সেস রোড ধরে আই-টেনের দিকে ছুটতে শুরু করল। ওটা একটা ফেডারেল হাইওয়ে, নদী আর লেক পনচার্ট্রেইনের মাঝ দিয়ে তৈরি হয়েছে।

'নতুন এসেছেন?' ড্রাইভার জানতে চাইল।

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল এরিক, খোশগল্পে না মেতে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করছে, চারপাশে নজরও রাখছে মোলিনার দৃষ্টিতে কী কী ধরা পড়েছিল, তা জানতে।

অ্যাক্সেস রোডের চারপাশের দৃশ্য বিশেষত্বহীন, অ্যামেরিকার চিরাচরিত প্রকৃতির স্রেফ আরেকটা প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রোডের শেষ মাথায় যখন র‍্যাম্প ধরে ইন্টারস্টেটে উঠতে শুরু করেছে ট্যাক্সিটা, ডানদিকে তাকিয়ে দূরে কতগুলো মোটেল দেখতে পেল এরিক, জায়গাটা ভেটেরানস্ মেমোরিয়াল বুলেভার্ড—জানা আছে তার। পাম কোর্ট মোটেলটাও ওখানেই।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

'অ্যাঁ!' ড্রাইভার বিলি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'স্টপ, ড্যাম ইট! আমি তোমাকে থামতে বলেছি!'

বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল বিলি, তবে একই সঙ্গে ব্রেক চেপে দাঁড় করাল গাড়িটা। জানতে চাইল, 'থামালেন কেন?'

'চুপ করো একটু, আমাকে ভাবতে দাও।'

র‍্যাম্পের মাঝামাঝি একদিকে সাইড করে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিটা. সেটাকে ওভারটেক করে একের পর এক গাড়ি চলে

যাচ্ছে, যাবার পথে কেউ কেউ গালিও দিয়ে গেল এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সেসব গ্রাহ্য করছে না এরিক, ঘটনাটার একটা আভাস পেতে শুরু করেছে ও।

যুক্তি বলে এরিকের কাছে সরাসরি যাবার কথা মোলিনার, কিন্তু বাস্তবে এয়ারপোর্ট থেকে মোটেলে গিয়েছিল সে। কেন? নিশ্চয়ই রওনা হবার পর পিছনে লেগে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেয়েছিল। বুঝেছিল, ফেডারেল বিল্ডিং পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। এ অবস্থায় এরিকও একই কাজ করত—নিরাপদে ফোন করা এবং কিছু সময়ের জন্য গা বাঁচানোর একটা জায়গা বের করা।

এজন্যই মোটেলে উঠেছিল সে! এরিক না আসা পর্যন্ত রুমের দরজাই খুলবে না ভেবেছিল। কোক মেশিনের পাশের রুম নিয়ে ফোন করেছিল সাহায্যের আশায়। কিন্তু ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হানড্রেডের কথা জানত না বেচারা। এরিক সেজে আততায়ীদের একজনই হাজির হয় কামরায়, জীবন দেয় মোলিনা। কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই তার দেয়া তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সঙ্গে কিছু এনেছিল, সেগুলো গেল কোথায়? মোটেলে যাবার পথে ফেলে দেয়নি তো?

'হেই মিস্টার,' ডাকল ড্রাইভার। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। বলল, 'গাড়ি ঘোরাও।'

'ক্...কী!'

'গাড়ি ঘোরাও, ভেটেরানস্ বুলেভার্ডে চল।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো? এটা ওয়ান ওয়ে রোড। গাড়ি ঘোরানো যাবে না।'

'যা বলছি তাই করো। অতিরিক্ত পঞ্চাশ ডলার পাবে।'

'ভারি যন্ত্রণা! পুলিশ ধরলে কী জবাব দেব?'

'আমি পুলিশের বাপ—এফবিআই। তুমি ঘোরাও গাড়ি।'

নিচু গলায় স্বগোক্তি করে পার্কিং ব্রেক রিলিজ করল বিলি গুড, তারপর ইন্ডিকেটর জ্বেলে ঘোরাতে শুরু করল ট্যাক্সি। পিছনে ব্রেকের কর্কশ আওয়াজ হলো, আচমকা রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা দেখে থেমে পড়েছে আসতে থাকা গাড়িগুলো, ড্রাইভারদের চেঁচামেচি শোনা গেল। তাতে গুরুত্ব না দিয়ে একশো আশি ডিগ্রী টার্ন করল ক্যাবচালক, র‍্যাম্পের বামপাশ ঘেঁষে নামতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতলে নেমে এল গাড়িটা, ইন্টারসেকশনে পৌঁছে বামে মোড় নিল, তারপর ছুটতে থাকল ভেটেরানস্ বুলেভার্ডের দিকে।

'আস্তে চালাও,' বিলিকে বলল এরিক। 'আমাকে চারপাশটা দেখতে দাও।'

উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না পথে, পনেরো মিনিটের মধ্যে পাম কোর্ট মোটেলের সামনে পৌঁছে গেল ট্যাক্সিটা, থামার নির্দেশ দিল এরিক।

'এবার কী?' কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে ড্রাইভারের গলায়।

এরিক তার জবাব দিল না। কী যেন একটা খোঁচাচ্ছে মাথার ভিতর, আসি আসি করেও আসছে না। "রম ডু"—মানে কী কথাটার! চারদিকে আবার তাকাল ও, চোখ আটকে গেল সানশেডের ওপর লাগানো ড্রাইভারস্ লাইসেন্সে। বড় হাতের কালো হরফে লেখা নামটা জ্বলজ্বল করছে যেন চোখের সামনে।

"বিলি গুড!"

তক্ষুণি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। মুখে হাসি ফুটল এরিকের, মিটার দেখে ভাড়া মেটাল, সঙ্গে অতিরিক্ত একশো ডলার দিল বকশিশ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার,' টাকা পেয়ে বিলির বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে। 'আপনি দেখছি খুব উদার লোক।'

'উদারতার কিছু নেই,' এরিকও হাসল। 'তুমি আমাকে কত বড় সাহায্য করেছ, তা নিজেও জানো না।'

তেরো

ব্রিফিঙে মাত্র দশ মিনিট সময় নিল কর্নেল অল্ডেন, মেজর রাইস তার পরপরই সার্জেন্ট ল্যান্সকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে রিচমন্ড থেকে টুসন যাবার জন্য একটা জেট চার্টার করা হয়ে গেছে।

ড্রাইভ করে সে যখন এয়ারফিল্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের সকালের পিটি আর ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে। পুরোদস্তুর গিয়ারে তারা আজকের দিনটা শুরু করতে প্রস্তুত। আশা করা যায় আগামীকালের অ্যাকশনের আগে সে নিজেও এদের মধ্যে থাকবে।

যুদ্ধপ্রস্তুতির এই অংশটার সঙ্গে রাইস বেশ অভ্যস্ত। সারাজীবনে অন্তত হাজারখানেকবার এভাবে লড়াইয়ে যাবার জন্য রেডি হতে হয়েছে তাকে। এ মুহূর্তে প্র্যাকটিসের জন্য লোকগুলো পুরোপুরি তৈরি থাকলেও আগামীকাল পরিস্থিতি থাকবে ভিন্ন। অজানা একটা টেনশন আর দমবন্ধ করা উত্তেজনায় আচ্ছন্ন থাকবে এদের মন। তবে ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছে এরা, সে কারণে যুদ্ধে যেতে মুখিয়ে থাকবে। টেনশন আর উত্তেজনার মুহূর্তগুলো সৈনিকেরা কাটাবে নিজেদের মধ্যে

হালকা হাসি-ঠাট্টা আর সিগারেট ধ্বংস করে।

এয়ারফিল্ডের গেটটা ধীরে ধীরে রিয়ারভিউ মিররে মিলিয়ে যেতে দেখে মনের ভিতরে তাড়া অনুভব করল রাইস। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসতে হবে, মাসুদ রানার মরণ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে চায় সে।

টেলিফোনের রিঙের জবাবে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল লিসা ক্র্যামার।

'হ্যালো?'

'হাই লিসা, কেমন আছ?'

'এরিক!' গলা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল সে। 'কোথায় তুমি?'

'তোমার খুব কাছেই আছি।'

'নিউ অর্লিয়েন্সে?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড! এ ক'দিন কোথায় ঘাপটি মেরে ছিলে বল তো?'

'কেন?'

'আবার জিজ্ঞেস করছ? আমাকে ডিনারে নেবে বলে নাওনি। তা ছাড়া গতপরশু তোমার সাসপেশনের হিয়ারিং ছিল। আমরা কোথাও তোমাকে খুঁজে পাইনি।'

'এই ছিলাম আশপাশেই। ডিনারের ব্যাপারে দুঃখিত, পরে পুষিয়ে দেব। তা, কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে শুনানিতে?'

'চাকরি চলেই যেতে বসেছিল, মি. মোফাট তোমার অনুপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে কোনরকমে সেটা ঠেকিয়েছেন। তবে বোর্ড বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছে, নইলে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হবে। তুমি জলদি অফিসে এসে রিপোর্ট করো।'

'সরি, সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না।'

'মানে?'

'জরুরি কাজ করছি, সেটা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যই।'

'কিন্তু হাজিরা না দিলে তোমার চাকরি চলে যাবে!'

'খালি হাতে হিয়ারিং বোর্ডের সামনে গিয়েই বা লাভ কি। তারচে বরং কিছু প্রমাণ একাট্টা করি।'

'দুষ্টুমি করছ?'

'একদম না। সত্যি বলতে কী, প্রমাণ সংগ্রহের জন্যই ফোন করেছি। তোমার সাহায্য লাগবে।'

'হুঁ,' কপট রাগের ভঙ্গি করল লিসা। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। দরকার ছাড়া কী আর তুমি আমাকে ফোন করবে! তা কী লাগবে এবার—হোয়াইট হাউস, নাকি জাতিসংঘের কোনও ফাইল?'

'ওসব কিছু না,' এরিক হেসে আশ্বস্ত করল। 'খুব সামান্য কাজ। ক্ল্যাসিফায়েড কিছু নয়, সময়ও বেশি লাগবে না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' লিসা বাধা দিল। 'কাজ গছানোর আগে বলো বিনিময়ে কী দিচ্ছ। একটা ডিনার কিন্তু অলরেডি আমার পাওনা হয়ে আছে।'

'পুরো একটা সন্ধ্যার ডেট। চলবে?'

'মাত্র একটা?'

'তা হলে দুটো।'

'রাজি। বলো কী করতে হবে।'

'সামান্য কিছু তথ্য চাই। মিউনিসিপাল ডাটাবেজে তোমার অ্যাক্সেস আছে না?'

'তা আছে।'

'ওটার মোটর রেজিস্ট্রিতে ঢুকতে হবে তোমাকে। আমি

একটা নাম বা নম্বর খুঁজছি, যেটার শুরুতে "রম ডু" কথাটা আছে।'

'কী?'

'আর.ও.এম.–রম, ডি.ও.–ডু।'

'বুঝেছি। কিন্তু মোটর রেজিস্ট্রি তো অনেক বড়। আর কোনও স্পেসিফিকস্ দিতে পারো?'

'ট্যাক্সি...ট্যাক্সি সার্ভিসে খোঁজ করো। ড্রাইভারদের লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনে দেখবে—প্রথমে নাম্বারে, তারপর নামের মধ্যে।'

'ব্যাপারটা কী নিয়ে, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে পাম কোর্ট মোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একজন সালভাদরান লোক খুন হয়েছিল, মনে আছে? আমার ধারণা, সে আমার জন্য কিছু একটা রেখে গেছে; আর জিনিসটা লুকানো হয়েছে একটা ট্যাক্সির ভিতরে, অন্য কোথাও যাবার সুযোগই পায়নি সে। মরার আগে বাথরুমের মেঝেতে রক্ত দিয়ে রম ডু লিখে রেখে গেছে লোকটা। আমি নিশ্চিত, কথাটা সেই ট্যাক্সিটাকে আইডেন্টিফাই করার কোনও কোড। লাইসেন্স নাম্বার বা ড্রাইভারের নাম হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করে দেখছি। কখন লাগবে তোমার রেজাল্টটা?'

'এখনই দিতে পারবে না?'

'এখন? ঠিক আছে, তোমার নাম্বারটা বল। আমি সার্চ শেষ হলে রিং দেব।'

মোবাইল ফোনের নাম্বারটা দিয়ে লাইন কেটে দিল এরিক।

বিশ মিনিট পর কলব্যাক করল লিসা।

'হ্যালো,' গলাটা বিশেষ আশাপ্রদ শোনাল না।

'পাওনি কিছু?' জানতে চাইল এরিক।

'সরি, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাজে লাগার মত কিছু বেরিয়েছে বলে মনে হয় না।'

নিষ্ফল হতাশায় ডুবে গেল এরিকের মন। বলল, 'কী পেয়েছ সেটাই বল।'

'লাইসেন্স থেকে কিচ্ছু পাইনি। ওগুলো সব নিউমেরিক্যাল, কোনও অ্যালফাবেট নেই। তারপরও ভাবলাম লেখাটা পড়তে গিয়ে হয়তো আট-কে "আর", শূন্যকে "ডি" মনে হয়েছে; তাই ওগুলো দিয়ে ট্রাই করেছি, বেরোয়নি কিছু।'

'বুঝলাম। আর নাম?'

'রম কোনও ফার্স্ট নেম হয় না, নেইও। ড্রু-য়েরও একই অবস্থা। তাই ভাবলাম দুটোই হয়তো নামের অংশবিশেষ, সেভাবে সার্চ চালিয়েছি। মাত্র দুজন বেরিয়েছে ওভাবে। নামগুলো হচ্ছেঃ রোমান ড্রুলি আর রমুলান ডোভার।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল এরিক। 'এতে হবে না। মোলিনা শুধু শুধু আধা নাম লিখতে যাবে কেন?'

'লিখতে পারে না? সে মারা যাচ্ছিল, হয়তো লিখে শেষই করতে পারেনি।'

'সেটা হলে তো শুধু শেষ শব্দটা অসমাপ্ত হবে।'

'কিন্তু রম শব্দটা কোনও নামই নয়। আমি যত রকম ডাটাবেজ আছে, সব খুঁজে দেখেছি। ভেবে দেখো, হয়তো পড়তে ভুল করেছ...'

'হতেই পারে না, আমার স্পষ্ট মনে আছে সাদা লাইনোলিয়ামের মেঝেতে রক্ত দিয়ে লেখা...' হঠাৎ থমকে গেল এরিক। কিছু একটা মনে পড়ে গেছে।

'কী হলো?' ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল লিসা।

'মাই গড, লিসা! আমি ভুলই পড়েছি!'

'মানে!'

'বাথরুমের মেঝেটা টাইলসের, লিসা! লেখাটা ছিল দুটো টালির জোড়ার ঠিক নীচে। দুটো অক্ষরের মাথা লেগে গিয়েছিল ফাঁকার সঙ্গে, সেখান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে সেগুলোকে।'

'কী!'

'হ্যাঁ, গোটা নামই লিখতে যাচ্ছিল মোলিনা। শেষ করতে পারেনি। লিসা, ইউ আর জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট!'

'আরে, আরে! ব্রিলিয়ান্ট কী করলাম, সেটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।'

'ওই যে বললে, মরার সময় লেখা শেষ করতে পারেনি...'

'কিন্তু যেটুকু লিখেছে সেটাই বা কী?'

'রনি, কোনও এক রনির নাম লিখেছে। "এন" আর "আই"-এর মাথা লেগে গেছে একসাথে—সেজন্যই "এম" মনে হচ্ছিল। আমাদের এই ড্রাইভারের লাস্ট নেম ডি.ও. দিয়ে শুরু।'

'একটা মিনিট অপেক্ষা করো, আমি দেখছি।'

মিনিট পুরো হলো না, তার আগেই কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে লিসা বলল, 'পেয়েছি লোকটাকে। রনি ডমিঙ্গুয়েজ, সান ক্যাব কোম্পানি, ৫৫০৮, সেইন্ট চার্লস অ্যাভিনিউ।'

ছোট্ট কাজটা সারতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না মেজর রাইসকে। পুরো কাজটা এত সহজে সম্পন্ন হলো যে সঙ্গে ল্যান্সকে না আনলেও চলত।

টুসনে নেমে একটা রেন্টাল কার নিল সে, ঘণ্টাখানেক ড্রাইভ করে পৌঁছে গেল এসপেজোতে। বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও সমস্যাই হলো না। রাস্তায় গাড়িটা পার্ক করে সদর দরজায় নক

করল রাইস।

সারারাত ডিউটি করে ভোরে ফিরেছে এমা। ঘুমাচ্ছিল, তাই জবাব দিতে একটু দেরি করল সে। ধৈর্য হারাল না রাইস, সামান্য বিরতি নিয়ে আবার নক করল দরজায়।

ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলল এমা, চোখে একরাশ বিরক্তি। আগ্রহী চোখে তার দিকে তাকাল মেজর, দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটল। মেয়েটার অপরূপ চেহারা আর নিখুঁত দেহ তার মনে কামনা জ্বেলে দিচ্ছে, সারাজীবন টাকার বিনিময়ে যেসব দেহপসারিণীর সঙ্গ পেয়েছে, তাদের কেউ এর নখেরও যোগ্য নয়। এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো; তবে পাক্কা প্রফেশনাল সে, কামনার উদগ্র আগুনটাকে চাপা দিল নিমেষে, রানা মারা যাবার পর যথেষ্ট সুযোগ আসবে একে নিয়ে ফুর্তি করার। প্রতিপক্ষকে হিংসে হলো তার, কী এক সঙ্গিনী জুটিয়েছে লোকটা!

'নার্স হেস?' জানতে চাইল রাইস।

'জী... কী করতে পারি আপনাদের জন্য?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল এমা।

'তুমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলে, তাই না?' শীতল গলায় বলল রাইস। 'চিকিৎসা করে নিজ পায়ে দাঁড় করে দিয়েছ!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলছেন...' এমার ঘুম চটে গেছে।

'ঠিকই বুঝতে পারছ কার কথা বলছি। মাসুদ রানা... যে নিউ অর্লিয়েন্সে আমাদের প্রেসিডেন্টকে মারার চেষ্টা করেছে।'

মুহূর্তে ছাইবর্ণ ধারণ করল এমার সুন্দর মুখটা, অভিনয় জানে না সে। কোনমতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা পুলিশের লোক?'

'নাহে সুন্দরী, তোমার ভাগ্য তত ভাল নয়। আমরা আরও খারাপ লোক।'

ধাক্কা দিয়ে এমাকে সরিয়ে দিল ল্যান্স, গায়ের জোরে দুই দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর, দরজা বন্ধ করে দিল।

পড়ে গেছে মেয়েটা, জামার কলার ধরে তাকে টেনে তুলল ল্যান্স, দেয়ালে ঠেসে ধরল। ওভারকোটের আড়াল থেকে ব্যারেলকাটা একটা শটগান বের করল রাইস, মাজলটা চেপে ধরল বন্দিনীর গোলাপী গালে।

'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে,' এমা কাঁপছে। 'রানা কোথায় আছে, তা আমি জানি না।'

'ওই বেজন্মাটার খোঁজ নিতে তোমার কাছে আসিনি, সুন্দরী! তোমার বয়ফ্রেন্ড কোথায়, তা আমাদের জানাই আছে। অ্যাজ আ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, ওর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও আয়োজন করে রেখেছি আমরা।'

'তা হলে... তা হলে আমার কাছে কী চান আপনারা?'

'ইন্স্যুরেন্স, মাই ডিয়ার। রানা যাতে আমাদের আয়োজনে বাগড়া না দেয়, তুমি সেটার গ্যারান্টি দেবে।'

'মানে!'

'মানে হচ্ছে আমাদের প্ল্যান মোতাবেক যদি কাজ না হয়, তোমার বয়ফ্রেন্ড যদি আমাদের কোণঠাসা করে ফেলে, তা হলে তোমাকে দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা হবে তাকে। যদিও এমন কিছু ঘটা স্রেফ আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু না।'

'এখন তা হলে কী করতে চান?'

'ঠাণ্ডা মাথায় যা বলি, শোনো। বাইরে আমাদের গাড়ি আছে, এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে বিমান। শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে যাবে তুমি, কোনও ঝামেলা করবে না। আমরাও তা হলে কিছু করব না। আগেই বলে রাখছি, তোমার কোনও দরকার আছে বলে আমি মনে করি না, বোঝা টানার কোনও ইচ্ছেও আমার নেই, এসেছি শুধু বসের অর্ডারে। যদি একটুও তেড়িবেড়ি

করেছ, মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিয়ে রাস্তার ধারে বেওয়ারিশের মত ফেলে দিয়ে যাব। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল এমা, মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না। তাকে ছেড়ে দিল ল্যান্স।

'আমি ঘুমানোর পোশাকটা বদলে নিতে পারি?' জানতে চাইল সে।

'শিওর, তবে আমাদের সামনে,' রাইস দাঁত বের করে হাসল। 'লজ্জা পেয়ো না, ডার্লিং। আগামীতে আমরাই তোমার প্রিয়তম হতে যাচ্ছি। মাসুদ রানার দিন শেষ হয়ে এসেছে। সে আর তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

মেজরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল ল্যান্স।

সেইন্ট চার্লস অ্যাভিনিউয়ে সান ক্যাবের কম্পাউন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এরিক। একটা লাল টয়োটা এসে থামল, সেটা থেকে নামল লিসা ক্র্যামার। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওর দিকে।

'তুমি বড্ড নাছোড়বান্দা, এরিক,' কপট রাগের স্বরে বলল সে। 'আমাকে এখানে না আনলে কি চলত না?'

'না,' এরিক জবাব দিল। 'আমি এখন আর এজেন্ট নই। ক্যাবটাকে খবর দিয়ে তুমিই আনাতে পারো।'

'ঠিক আছে, চল ঝামেলা শেষ করি। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরতে হবে।'

কোম্পানির অফিসে গিয়ে ঢুকল ওরা, ডেসপ্যাচারকে নিজের আই.ডি. দেখাল লিসা। বলল, 'আমি এজেন্ট লিসা ক্র্যামার, এফবিআই। আপনাদের এখানে রনি ডমিঙ্গুয়েজ নামে কোনও ড্রাইভার আছে?'

'আছে।' ডেসপ্যাচারকে বোকা বোকা দেখাল। 'কেন, কী

'করেছে সে?'

'সেটা দিয়ে আপনার দরকার কী? সে আর তার ট্যাক্সি এখন কোথায়, তাই বলুন।'

'শিফট চলছে, সে তো বাইরে।'

'ডেকে পাঠান। কুইক!'

রেডিওতে যোগাযোগ করল ডেসপ্যাচার, রনি ডমিঙ্গুয়েজকে দ্রুত ফিরে আসতে বলল। রিঅ্যাকশনটা আরও তাড়াতাড়ি হলো। মিনিটদশেকের মধ্যে চলে এল ট্যাক্সিটা; কাছাকাছিই ছিল, খবর পেয়ে দেরি করেনি।

গাড়ি থেকে নামল মাঝবয়েসী রনি, তার সঙ্গে লিসাকে পরিচয় করিয়ে দিল ডেসপ্যাচার।

'কী ব্যাপার, বলুন তো!' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রনি।

'কিছুদিন আগে একজন প্যাসেঞ্জার উঠেছিল আপনার ক্যাবে,' বলল লিসা। 'বিদেশী, ল্যাটিন অ্যামেরিকান। এয়ারপোর্ট থেকে পাম কোর্ট মোটেলে গিয়েছিল... মনে পড়ে?'

'আধপাগল লোকটার কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল রনি। 'প্রথমে বলল ফেডারেল বিল্ডিঙে যাবে, খানিক পরেই মত পাল্টাল। বলল কোনও একটা মোটেলে নিয়ে যেতে। পাগলের মত আচরণ করছিল, অকারণেই ভয় পাচ্ছিল। ভাড়া না দিয়েই নেমে যাচ্ছিল আরেকটু হলে।'

'মনে হচ্ছে সে-ই।'

'হুঁ, সে তো অনেকদিন হয়েছে। এখন কী চান?'

'লোকটা কিছু ফেলে গিয়েছিল আপনার ক্যাবে? লাগেজ বা অন্য কিছু?'

'না তো! কেন, কমপ্লেন করেছে?'

'ঠিক তা না। তবে ব্যাপারটা ইমপর্ট্যান্ট। রেখে গিয়েছিল কিছু?'

'নাহ্। পেলে নিশ্চয়ই দিয়ে আসতাম।'

'ঠিকমত ভেবে বলুন,' লিসা চাপ দিল।

'দেখুন ম্যাডাম,' রনির মনে হলো আঁতে ঘা লেগেছে। 'আমি আর যা-ই হই, চোর নই। অন্যের জিনিস নেবার অভ্যেস নেই আমার, কেউ কিছু ফেলে গেলে সেটা ঠিকঠাক ফেরত দিই, মালিককে বাই চান্স না পেলে জমা দিই কোম্পানির লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড ডিপার্টমেন্টে।'

'কথাটা ঠিক,' ডেসপ্যাচার তরফদারি করল। 'রনি খুবই সৎ। প্রায় বিশ বছর ধরে আছে আমাদের সঙ্গে, কখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

'আপনাকে সন্দেহ করার জন্য দুঃখিত,' এবার মুখ খুলল এরিক। 'তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ক্যাবটাতে কিছু একটা রেখে গেছে লোকটা... হতে পারে সেটা আপনার অজান্তে।'

'লুকিয়ে রেখেছে বলছেন?' রনি ভুরু কোঁচকাল।

মাথা ঝাঁকাল এরিক।

'অসম্ভব, ক্যাবের ভিতর লুকানোর কোনও জায়গাই নেই।'

'আমি একটু দেখতে পারি?' অনুমতি চাইল এরিক।

'দেখুন যত খুশি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাবের দিকে এগিয়ে গেল এরিক। দরজা খুলে উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সীটে, হাতড়ে হাতড়ে পরখ করতে লাগল ভিতরটা। গাড়িটা ১৯৮৭ মডেলের ফোর্ড ফেয়ারলেন, বেশ পুরানো হলেও ভাল মেইনটেন করা হয়। কিছুক্ষণ সময় ব্যয় হলো তল্লাশিতে, কিন্তু পাওয়া গেল না কিছু।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে, এমন সময় কিছু একটা মাথায় খেলল এরিকের। পিছনের সীটের খাড়া আর শোয়ানো গদিদুটোর সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, ফাঁকা একটা জায়গার মত আছে মনে হলো ওখানে—চেসিস আর

গদির গ্যাপে সৃষ্টি হয়েছে। গদিগুলোর ফাঁক গলিয়ে কিছু একটা ঢুকিয়ে রাখা সম্ভব সেখানে।

ক্যাব থেকে নামল এরিক, দরজা খোলা রেখে প্রথমে টান দিয়ে তুলে ফেলল বসার গদিটা। দেখে আঁতকে উঠল রনি ডমিঙ্গুয়েজ। বলল, 'করছেন কী, করছেন কী!'

'ওকে কাজ করতে দিন,' লিসা তাকে থামাল। 'প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে আপনাকে।'

প্যাসেঞ্জার সীটের পিছনটা নিয়ে এবার মেতেছে এরিক, ক্যাবের ভিতরে শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে সর্বশক্তিতে টানছে ওটা সামনের দিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত হার মানল পুরানো জং ধরা কবজা, বিশ্রী আওয়াজ তুলে ব্যাকরেস্টটা সামনে ঝুঁকল—ফাঁকা জায়গাটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। উঁকি দিয়ে একটা ব্রাউন পেপারের বড় খাম দেখতে পেল এরিক, সাবধানে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল সেটা।

খামটা বিশেষত্বহীন, উপরে কালো কালিতে হাতে লেখা:

"স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের জন্য।"

ভিতরে কাগজপত্রে ভর্তি মোটা একটা ফাইল ফোল্ডার আর একটা ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া গেল।

'ও মাই গড!' বলে উঠল রনি ডমিঙ্গুয়েজ।

চোদ্দো

বৃহস্পতিবার।

ভোর ছ'টায় বিছানা ছাড়ল রানা। সময় নিয়ে দাড়ি কামাল, তারপর শাওয়ার সারল। সার্ভেইলান্স টিমের অপারেটররা সারাক্ষণই ডাইরেকশনাল বুম তাক করে রেখেছে ওর রুমের দিকে, কিন্তু তাতে পানি পড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। রানার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে না, সে আদৌ কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে। বরং নিস্তরঙ্গ নিত্যনৈমিত্তিক আরেকটা দিনের জন্য মানুষ যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, সেভাবেই সকালটা শুরু করেছে সে। কাজের মধ্যে কোনও তাড়া বা অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

গতকাল রাতে ভাড়া করা একটা গাড়ি নিয়ে ভার্জিনিয়া সীমান্তের ড্যানভিলে পৌঁছেছে ও। সস্তাদরের একটা হোটেলের কামরা ভাড়া করে রাতটা পার করেছে।

সকাল সাড়ে সাতটায় রুম থেকে বের হলো রানা, রেস্টুরেন্টে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসল। ডিম, টোস্ট আর কমলার জুস এনে দিল ওয়েইট্রেস, অর্ডার দিয়ে এককপি *ড্যানভিল কুরিয়ার* আনাল ও। খেতে খেতে চোখ বোলাতে লাগল পত্রিকার পাতায়।

চল্লিশ মিনিট ধরে আয়েশ করে নাশতা সারল রানা। খালি

প্লেট নিতে ওয়েইট্রেস এলে কফি চাইল। ইলেক্ট্রোটেক ফিফটি ফোর হান্ড্রেডের মাধ্যমে ওর প্রতিটা কথা শুনছে সার্ভেইলান্সে ব্যস্ত দুই অপারেটর।

'ক্রিম-শুগার দেব?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'নাহ, একদম ব্ল্যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

পরপর দুই কাপ কফি খেল রানা। তারপর রুমে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে লবিতে এল। কাউন্টারে চেকআউট করে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্কে ব্যাগটা রেখে লম্বা করে শ্বাস নিল ও। দিনটা চমৎকার—আকাশে কোনও মেঘ নেই, ঝলমলে রোদ চারপাশটা দারুণভাবে আলোকিত করে রেখেছে; বাতাসটাও নির্মল—সীমান্তের এসব মফস্বল এলাকায় পরিবেশকে কলুষিত করার মনুষ্যসৃষ্ট নিয়ামকগুলো নেই।

ড্রাইভিং সীটে চড়ে বসল রানা, স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

'ব্রাভো সিক্স, দিস ইজ ব্রাভো ফোর,' রিপোর্ট দিল সার্ভেইলান্স টিম লিডার। 'প্যাকেজ রওনা হয়েছে। আই রিপিট, প্যাকেজ রওনা দিয়েছে।'

এয়ারফিল্ডের অপারেশন্স শ্যাকে বসে মেসেজটা রিসিভ করল কর্নেল অল্ডেন। চোখ ফিরিয়ে তাকাল সামান্য দূরে ল্যান্ড করে থাকা চারটে হুয়ি হেলিকপ্টারের দিকে, আপাদমস্তক কালো রং করা হয়েছে সেগুলোর, কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক রাখা হয়নি।

'জেনারেল রামিরেজ, আপনার সার্জেন্টদের বলুন প্রথম চারটে স্কোয়াডকে এখুনি কপ্টারে তুলে ফেলতে,' বলল কর্নেল।

পাশে বসা ল্যাটিন সেনানায়কের মুখে হাসি দেখা গেল। বলল, 'কুত্তাটা তা হলে ফাঁদে পা দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট না করে যা বলছি করুন। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

পিছন দিকে ফিরে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে আদেশ দিল জেনারেল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাজে পরিণত হলো তা। সৈনিকদের চারটে গ্রুপ মার্চ করে উঠে পড়ল পূর্ব-নির্ধারিত চারটে হুয়িতে। তারা সবাই ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, মুখে ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট মেখেছে—চেহারাগুলো তাই ভীতিকর কালো দেখাচ্ছে। কোমরের ওয়েববেল্টে হাতের অ্যাসল্ট ওয়েপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামুনিশন আছে, তারপরও সবার পিঠে বাড়তি অ্যামুনিশনের হ্যাভারস্যাক।

সৈনিকদের লোডিং শেষ হলে মৃদু গুঞ্জনের সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল কপ্টারগুলোর ইঞ্জিন, রোটরের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল, ঘূর্ণায়মান পাখার ঝাপটায় উড়তে থাকল ধুলোবালি।

'যুদ্ধের জন্য চমৎকার একটা দিন,' খুশি খুশি গলায় বলল রামিরেজ। 'আমার ছেলেরা তো মুখিয়ে রয়েছে। ওরা আজ আমার মুখ রক্ষা করবে, দেখবেন আপনি! সমস্ত ঝামেলার জড় আজই শেষ হতে চলেছে, আমি সেটা নিজের ভেতর স্পষ্ট অনুভব করছি।'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন, ঘড়ি দেখল।

আধঘণ্টার মত লাগবে রানার র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে। টমাস ফাউলারকে ফোন করল কর্নেল।

'হ্যালো।'

'মি. ফাউলার, রানা রওনা হয়েছে। আধ ঘণ্টা।'

'ঠিক আছে।'

'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

'চমৎকার। আপনাদের প্রস্তুতি কেমন?'

'আমরা সম্পূর্ণ রেডি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রিপোর্ট বলছে, রানা কোনরকম বিপদের আশঙ্কা করছে না।'

'গুড,' ফাউলার বলল। 'আমি তার সাথে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।'

'উৎসাহে ইতি টানুন, মিস্টার। লোকটা ডেনজারাস, বাড়িতে ঢোকামাত্র সিগনাল দেবেন। দু'মিনিটের মধ্যে প্রথম বত্রিশজন সৈনিক পৌঁছে যাবে, পনেরো মিনিটের মধ্যে বাকিরাও। আমরাই ওকে সামলাব। সাবধান, রানাকে নিয়ে খেলতে যাবেন না!'

'বুঝতে পেরেছি।'

র‍্যাঞ্চের এন্ট্রান্সের একমাইল দূরে একটা পাহাড়ের মাথায় বসানো হয়েছে অবজার্ভেশন পোস্ট—ঢালের গায়ে চারফুট একটা গর্ত কেটে ঢেকে দেয়া হয়েছে ক্যামোফ্লাজে। টেডি মারকাস নামে র‍্যামডাইনের অল্পবয়েসী একজন অপারেটরকে রাখা হয়েছে সেখানে।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে পথটার ওপর নজর রাখছে সে, চোখে ধরা আছে সেলেস্ট্রন-৮ নামে একটা আট ইঞ্চি লম্বা সার্ভেইলান্স টেলিস্কোপ—অত্যাধুনিক, নিখুঁত একটা যন্ত্র; তেতাল্লিশ পাউন্ড ওজনের স্মিথ-ক্যাসেগ্রেইন অপটিক্স আছে এটায়, চারশো আশি গুণ বড় করে দেখাতে পারে যে-কোনও বস্তু। এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ ম্যাগনিফিকেশনেই সেট করা আছে যন্ত্রটা।

স্টীলের ট্রাইপডের উপর বসানো হয়েছে টেলিস্কোপটা, ফাউলার র‍্যাঞ্চের এন্ট্রান্স রোড আর ম্যাকঅ্যাডাম হাইওয়ের ইন্টারসেকশনের দিকে ট্রেইন করে রাখা। মাঝে মাঝে একটা-দুটো কার বা ট্রাক অতিক্রম করছে তেমাথাটা, এতদূর

থেকেও আরোহীদের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মারকাস। লেন্সের দৃষ্টিসীমায় একটু বেশিক্ষণ থাকলে মানুষগুলোর হাতে যদি পেপার থাকে, তাও পড়া যাবে।

একটানা লেন্সের অ্যাপারেচার দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা টনটন করছে মারকাসের, তাই কিছুক্ষণ পরপর চোখ সরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

অবজার্ভেশন পোস্ট থেকে দেখা যাচ্ছে র‍্যাঞ্চহাউসটা। একপাশে সুইমিং পুল আর পিছনের ফায়ারিং রেঞ্জটাও চোখে পড়ে এখান থেকে। আরও পিছনে, তিনশো ফুট উঁচু ডেথ হিল মাথা উঁচু করে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে—নীচের দুই-তৃতীয়াংশ গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়টার, বাকি অংশ সম্পূর্ণ নগ্ন; চূড়ার চাতালটায় পাতলা কিছু ঝোপ আর ছড়ানো-ছিটানো কতগুলো বোল্ডার ছাড়া কিছু নেই। অপারেশন শুরু হলে অবজার্ভেশন পোস্ট ছেড়ে তাকেও চলে যেতে হবে আক্রমণে।

'ব্রাভো থ্রি! ব্রাভো থ্রি! কোথায় তুমি, গড ড্যাম ইট?' ওয়াকি-টকিতে কর্নেলের গলা ভেসে এল।

'আমি পজিশনেই আছি, সার।' তাড়াতাড়ি জবাব দিল মারকাস।

'প্রথম ডাকেই সাড়া দেবে, বলে দিয়েছি না?'

'সরি, সার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এনিথিং টু রিপোর্ট?'

'নেগেটিভ, ব্রাভো সিক্স। প্যাকেজ এখনও এসে পৌঁছায়নি।'

'চোখ-কান খোলা রাখো, যে কোনও মুহূর্তে এসে যাবে।'

'ইয়েস সার,' বলল মারকাস।

আইপীসে ফের চোখ রাখল সে, হাইওয়ে ধরে একটা কোকাকোলার ট্রাক চলে যেতে দেখল। কেটে যেতে লাগল সময়। এক সময় শেষ হলো অপেক্ষার পালা।

প্রথমে শুধু ছাদ দেখা গেল, কয়েক সেকেন্ড পরই ইন্টারসেকশনে টার্ন নিয়ে এন্ট্রান্স রোডে প্রবেশ করল লাল রঙের কারটা। দ্রুত ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল মারকাস, চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল রোদেপোড়া তামাটে রঙের ইস্পাতকঠিন মুখটা। দৃষ্টিতে কোমলতা, একই সঙ্গে খেলা করছে কাঠিন্য। নিজের অজান্তেই নার্ভাস বোধ করল মারকাস।

'হি'জ হিয়ার,' ওয়াকি-টকিতে মেসেজ দিল সে। 'মাসুদ রানা এসে পড়েছে।'

টার্ন নিয়ে একশো গজ এগিয়ে গাড়ি থামাল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সামনে নর্থ ক্যারোলাইনার দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতি দেখতে পাচ্ছে ও—ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা উঁচু পাথর... তারপরও সবই সবুজে ঢাকা। মাথার উপর আকাশ ঘন নীল, যেন তুলি দিয়ে এক পোঁচ রং লেপে দেয়া হয়েছে। সূর্য আস্তে আস্তে মধ্যআকাশের দিকে চড়তে শুরু করেছে, ছড়াচ্ছে কড়া উত্তাপ। দিনটাকে মনে হচ্ছে যেন থমকে আছে—শান্তভাবে, কোনও বৈচিত্র্য ছাড়া। দক্ষ চোখে চারদিক জরিপ করল ও, কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠার মত কিছু চোখে পড়ল না।

আবার গাড়িতে চড়ে বসল রানা, দুপাশ থেকে পপলার গাছে ছাওয়া রাস্তাটা ধরে এগোতে শুরু করল। র‍্যাঞ্চে ঢোকার ফটকটা খোলা, তাই থামতে হলো না। সোজা র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের ড্রাইভওয়েতে গিয়ে থামল ও। সদর দরজার সামনে গিয়ে বেল বাজাল।

'দরজা খোলাই আছে,' দেয়ালে বসানো একটা স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'ভিতরে আসুন, এজেন্ট স্টার্ন।'

হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা খলল রানা, পা রাখল ভিতরে। বড়

একটা হলঘর পড়ল প্রথমে, পাশে একটা খোলা দরজা দেখা গেল। সেই দরজাটা দিয়ে সূর্যালোকিত একটা কক্ষে প্রবেশ করল ও—একপাশের দেয়ালের জায়গায় পুরোটাই কাঁচের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, বাকি তিনপাশের দেয়াল বইয়ের র‍্যাকে ঢাকা। কাঁচের সামনে পিছন দিক করা একটা মোটরাইজড হুইলচেয়ার দেখা যাচ্ছে, তাতে একজন মানুষ বসা।

'মি. এনরাইট?' ডাকল রানা।

মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জনের শব্দে উল্টো ঘুরল হুইলচেয়ার, পঙ্গু এক বৃদ্ধ বসে আছে তাতে।

'হ্যালো, এজেন্ট স্টার্ন!' সম্ভাষণ জানাল সে।

তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটাকে পর্যবেক্ষণ করল রানা—চওড়া কাঁধ, পেশিবহুল হাত আর বিকলাঙ্গ নিম্নাংশ। 'আমার নাম স্টার্ন নয়,' বলল ও।

'জানি,' বৃদ্ধের কণ্ঠ আশ্চর্য রকমের শান্ত। 'আপনি মাসুদ রানা।'

'আর আপনি টমাস ফাউলার।'

'ঠিক ধরেছেন,' ফাউলার হাসল। 'দেখা যাচ্ছে আমরা কেউ কাউকে ধোঁকা দিতে পারব না। বসুন, চা চলবে?'

মুখোমুখি একটা সোফায় বসল রানা। বলল, 'ধন্যবাদ, আপনার অতিথি হতে আসিনি আমি।'

'আপনার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল ফাউলার। 'তা... কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি, জানাবেন?'

'নাটকের পর্ব আমরা পেরিয়ে এসেছি, মি. ফাউলার। আমি এখানে কেন এসেছি, তা আপনি খুব ভাল করেই জানেন।'

'সত্যি বলতে কী, আপনার উদ্দেশ্যটা আসলেই আমার অজানা,' ফাউলার বলল। 'আমার ধারণা, আমার পরিচয় আপনি এখানে আসার আগেই জেনে গেছেন। কাজেই সে সম্ভাবনা

বাদ। আর প্রতিশোধ নেয়াটা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে বসে বসে খোশগল্প করছেন কেন, তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'আমি জানতে এসেছি, কেন আপনি একাজ করতে গেলেন। কেন?'

'মানুষ মারাটা আমার পেশা—এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?'

'না। আমি জানতে চাই, কেন আপনি এই পেশা নিয়েছেন?'

'লুক অ্যাট মি, মি. রানা!' উত্তেজিত স্বরে বলল ফাউলার। 'তিন বেলার খাবার জোগাড়ের জন্য আর কিই বা করতে পারতাম আমি? বেঞ্চরেস্ট শুটিং করে দেখেছি—তাতে শুধু নামডাকই হয়, টাকা হয় না। আমার বাবা নিজ হাতে আমাকে পঙ্গু করে গেছে, অথচ কতগুলো মেডেল আর পুরানো রাইফেল ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি। বাড়ি যেটা ছিল, তাও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ দেয়া। জীবিকার জন্য একটা দক্ষতাই ছিল শুধু আমার—গুলি ছোঁড়ার। সেজন্যই যখন সিআইএ থেকে অ্যালান বেনেট এসে ওদের হয়ে কাজ করার অফার দিল, মানা করতে পারিনি।'

'সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিং অ্যালান বেনেট?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সে তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিল না,' ফাউলার বলল। 'যাই হোক, সিআইএ-র ফুলটাইম্ পে-রোলে যাইনি আমি। আমার বাবা এককালে ওদের হয়ে কাজ করত, এজেন্সি কীভাবে একজন মানুষকে চুষে ছিবড়ে করে ফেলে, জানা ছিল আমার। তাই বিকল্প প্রস্তাব দিই—আমাকে যদি নতুন পরিচয় দেয় ওরা, ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মাঝে মাঝে ওদের হয়ে কাজ করে দিতে পারি। এই অ্যারেঞ্জমেন্টে রাজি হয় ওরা। বাকিটা ইতিহাস।'

'তারমানে ভাড়াটে খুনী হিসেবে কখনও অন্য কোথাও কাজ করেননি আপনি?'

'ওয়েল... প্রস্তাবটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, কে ফেরাতে পারে, বলুন?'

'এবারের কাজটা... প্রস্তাবটা কি বেনেটই নিয়ে এসেছিল?'

'আপনাকে বুঝতে হবে, র‍্যামডাইন সংস্থাটা ওরই ব্রেনচাইল্ড। কোথাকার কোন্ ধর্মযাজক এসে সব গুবলেট করে দেবে, তা সে মেনে নেবে কেন? তা ছাড়া জেনারেল রামিরেজও হুমকি দিচ্ছিল অবস্থা বেগতিক দেখলে ওদের নাম ফাঁস করে দেবে বলে। সেরকম কিছু ঘটলে শুধু র‍্যামডাইন বা বেনেট নয়, পুরো অ্যামেরিকার ইমেজ কোথায় গিয়ে ঠেকত, ভাবতে পারছেন? উই হ্যাড টু ডু সামথিং।'

'আর আমি এখানে বলির পাঁঠা হলাম কীভাবে? কে আমাকে ঢুকিয়েছে এর ভিতরে?'

'আপনি ছিলেন পারফেক্ট মার্ক, কে কী করতে পারে বলুন? আমরা কেউ তো আপনাকে বলিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করতে।'

'আমি স্পেসিফিক একটা নাম চাই।'

ঘড়ির দিকে তাকাল ফাউলার। বলল, 'হুঁ, আপনার জিজ্ঞাসা মেটানো যেতে পারে,' হাসল সে। 'আপনার নাম যে বান্দা সাজেস্ট করেছে, সেই বান্দা আমিই।'

'আপনি!'

'হ্যাঁ। বেনেটকে নামটা বলি আমি, সে র‍্যামডাইনের শর্টলিস্টে ঢোকায় আপনাকে। অবশ্য আমি শুরু থেকে জানতাম, আপনিই সিলেক্ট হবেন। অন্য কোনও ক্যান্ডিডেটের প্রয়োজনই নেই।'

'কিন্তু...কিন্তু কেন?'

'যাতে আপনার এত বছরের সাধনা বৃথা না যায়।'

'মানে!' রানা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

'আমার জীবনের আরেকটা গল্প শুনুন। ষাটের দশকের শেষদিকে আমি যখন সুস্থ ছিলাম, ইস্টার্ন ইউরোপের একটা শুটিং কম্পিটিশনে একজন রাশান শুটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার। খুবই গভীর বন্ধুত্ব, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে সে।'

'কার কথা বলছেন?'

'পিওতর ভসকভ, আর কে?'

'সে...সে মারা গেছে? কবে? কীভাবে? কোথায়?'

'প্রায় দশ বছর আগে, আমার এই বাড়িতেই। ক্যান্সার হয়েছিল, শেষ দিনগুলোর জন্য আমার কাছে এসে আশ্রয় নেয়। এই র‍্যাঞ্চেই শেষ পর্যন্ত কবর হয়েছে তার।'

'ইটস্ ইম্পসিবল! আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। ভসকভ ছয় বছর আগে আমার উপর হিট নিয়েছে।'

হাত তুলে ওকে থামাল ফাউলার। বলল, 'গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। এখানে একটা প্রশ্ন করব, ভসকভ কিছুতেই ধরা পড়ে না কেন—এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?'

'সে সার্জারির মাধ্যমে কিছুদিন পরপরই চেহারা পাল্টায়, তাই চেনা যায় না।'

'বি প্র্যাকটিক্যাল, মি. রানা,' হেসে উঠল ফাউলার। 'একজন মানুষের মুখে কতবারই বা আর সার্জারি করা যায়!'

'কী বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে, একজন খুনী যত চালু হোক, তার পক্ষে কি একটানা এত বছর আইনের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব?'

'তা তো কঠিনই।'

'কারেক্ট। ভসকভ যতদিন পেরেছে, লুকোচুরি খেলেছে। তারপর মরে গিয়ে সে তো বাঁচল; কিন্তু তার প্রাণের বন্ধু, যে নিজেও একজন পেশাদার খুনী, তার বেলায় কী হবে?'

'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমার কথাই বলছি। সারাজীবন বেনামে কাজ করেছি আমি, কিন্তু এভাবে সবসময় নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ভসকভ মারা যাওয়ায় চমৎকার একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। আমি সত্যিকার একজন খুনীর পরিচয় চুরি করে কাজ করতে পারি; সবাই তাকেই খুঁজবে, আমাকে নয়। জলজ্যান্ত চলতে-ফিরতে থাকা খুনীর জায়গায় পঙ্গু একজন মানুষকে কে-ই বা সন্দেহ করবে? প্ল্যানটা পারফেক্ট নয়?'

'আপনি বলতে চাইছেন... আপনি বলতে চাইছেন...' রানা ভাষা হারিয়েছে।

'ইয়েস, মি. রানা। আমিই ভসকভ... অন্তত গত দশ বছর ধরে। আমিই আপনার ওপর কলাম্বিয়ায় হিট নিয়েছি। আমাকেই আপনি গত ছ'বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে শিকার করার জন্যই আপনি কঠোর সাধনা করে স্নাইপিং শিখেছেন। ইট উঅজ সাচ আ ফান! আমার খোঁজে আপনি দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলছেন, অথচ হুইলচেয়ারে বসে আমি কয়েকবার আপনার সামনে দিয়ে চলে গেছি। আপনি বুঝতেও পারেননি।'

রানার দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেছে ফাউলারের কথা শুনে। পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু।

ফাউলার বলল, 'আপনি আমার ক্যারিয়ারের একমাত্র ব্যর্থতা। তা ছাড়া এত কষ্ট করে স্নাইপিং শিখেছেন, সেটাই বা ব্যবহারের সুযোগ দেব না কেন? সেজন্যই ভাবলাম, আপনাকে আমাদের এই ছোট্ট ষড়যন্ত্রে টেনে আনলে দুজনার বোঝাপড়াটা হয়ে যায়। হয় আপনি মারা গিয়ে আমার ব্যর্থতা ঘুচিয়ে দেবেন, নয়তো আমি মরে আপনার জ্বালা জুড়াব। কী, ঠিক বলেছি না?'

'ঠিক,' ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা, জ্যাকেটের আড়াল থেকে পিস্তলটা হাতে চলে এসেছে। 'আপনাকেই মরে আমার

জ্বালা জুড়াতে হবে।'

বিশেষ একটা ভঙ্গিতে হুইলচেয়ারের হাতলের সামনে হাত নাড়ল ফাউলার, ফটোসেনসেটিভ সেলের মাধ্যমে সঙ্কেত চলে গেল কর্নেল অল্ডেনের কাছে। শান্ত গলায় সে বলল, 'আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। যতকিছুই করে থাকি, আমার মনে হয় না আপনি একজন নিরস্ত্র পঙ্গু মানুষকে গুলি করে মারতে পারেন।'

'আপনি মানুষ নন,' রাগী গলায় বলল রানা। 'মানুষরূপী পিশাচ!'

'তবুও আপনি গুলি করবেন না, অন্তত আমার হাতে আরেকটা অস্ত্র না থাকা পর্যন্ত তো নয়ই,' ফাউলার বলল। 'আপনার রেপুটেশন আমার জানা আছে। অপ্রয়োজনীয় রকমের মানবতা দেখান আপনি।'

'সেটা কোনও সুখবর না,' রানা বলল। 'ইলেকট্রিক চেয়ার বা ফাঁসি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল বৃদ্ধ স্নাইপার। বলল, 'এখনও আপনার মাথায় কিছু ঢোকেনি, তাই না? যা ভাবছেন তার কিছুই ঘটবে না। কেন আপনার সব জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছি, বুঝতে পারেননি? মরার সময় যাতে আপনার কোনও অতৃপ্তি না থাকে, সেজন্য। যাতে এটা জেনে মরতে পারেন, কে আপনাকে শেষ করেছে।'

'মানে?'

'আপনার সময় শেষ, মি. রানা। ওরা আসছে আপনাকে খতম করতে। চাইলে আমাকে জিম্মি করতে পারেন, তবে লাভ হবে না কোন। ওরা কিচ্ছু মানবে না, আমাকে মেরে হলেও আপনাকে নিকেশ করবে।'

পিস্তলটা তাক করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, যেন ইতিকর্তব্য

নির্ধারণের চেষ্টা করছে।

বাইরে হেলিকপ্টারের রোটরের গর্জন শোনা গেল, প্রবল বাতাসে র‍্যাঞ্চহাউসের চারপাশের গাছপালা বেঁকে যাচ্ছে, ঘূর্ণির মত উড়তে শুরু করেছে মরা পাতা।

পিস্তলটা নামাল রানা। শীতল গলায় বলল, 'কিছুই শেষ হয়নি, ফাউলার। খেলার তো কেবল শুরু। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মরার আগে সর্বনাশটা তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল ও।

পনেরো

বাড়ির সামনে র‍্যাপলিং করে নামছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা, সেদিকে যাওয়া যাবে না। দরজা খুলে বাড়ির পিছনে বেরিয়ে এল রানা, লাফ দিয়ে বারান্দার রেলিং টপকে নামল শুটিং রেঞ্জের ঘাসে। আড় চোখে বাড়ির একপাশ দিয়ে তিনজন সৈনিককে বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

টার্গেটকে দেখতে পেয়ে অটোমেটিক রাইফেল তুলতে শুরু করল সৈনিকেরা, কিন্তু তাদের সে সুযোগ দিল না রানা। ছুটন্ত অবস্থাতেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তিনটে গুলি ছুঁড়ল ও, হঠাৎ দেখায় সেটাকে লক্ষ্যহীন একটা রিফ্লেক্স মনে হলেও ফলাফল ভিন্ন সংজ্ঞা দিল।

বুকে সেন্টারশট হজম করে পড়ে গেল দুজন সৈনিক, মাটিতে দেহ স্পর্শ করার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে তাদের।

তৃতীয়জনের গলায় লাগল বুলেট, বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে হাঁটু গেড়ে জমিনে বসে পড়ল সে, ক্ষত দিয়ে ছিটকে ছিটকে রক্ত বেরুচ্ছে, মারা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পিছন পিছন আরও সৈনিক আসছে, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে ক্লিপটা খালি করল রানা, তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করল। ফায়ারিং রেঞ্জের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা-ঢাকা দিল ও, ক্রল করে ডেথ হিলের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে ওটাই ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়ার মত একমাত্র জায়গা, পরে সুযোগ বুঝে পালাবারও চেষ্টা করা যাবে।

ধাওয়ারত সৈনিকেরা রানার অবস্থান আন্দাজ করে নিষ্ফলভাবে উল্টোপাটা গুলি ছুঁড়ছিল, রেডিওতে ফায়ার থামানোর অর্ডার এল—কেউ যেন নিশ্চিত না হলে একটা গুলিও না ছোঁড়ে।

আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ক্রল করে পাহাড়ের ঢালের কাছে পৌঁছুল রানা। কয়েক সেকেন্ডের বিরতিতে পিস্তল রিলোড করল, তারপর ঢাল বেয়ে চড়তে শুরু করল। আঁকাবাঁকা পথে উঠছে, শার্পশুটারদের সহজ শিকারে পরিণত হতে চায় না। যতটা সম্ভব গাছগাছালির আড়াল ব্যবহার করছে, দুশো ফুট পর্যন্ত এই কাভারটা পাওয়া যাবে। তারপর বাকিটা নগ্ন পাথর হলেও অন্তত সাধারণ সৈনিকরা লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না। এ ছাড়া নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে শার্পশুটাররা... এমনকী ফাউলারের পক্ষেও সম্ভব হবে না ওর গায়ে গুলি লাগানো।

তারপরও এটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ কোর্স অভ অ্যাকশন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আর দেয়ালে পিঠ ঠেকানোতে তেমন কোনও পার্থক্য নেই—পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসে অনেক যোদ্ধাই শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে।

কী আছে ওর ভাগ্যে সেটা সময়ই বলে দেবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে

ভাবল রানা।

পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টমাস ফাউলার বলল, 'যাচ্ছে ও, পাহাড়ের চূড়াতেই যাচ্ছে।' বয়স হলেও লোকটার দৃষ্টিশক্তি এখনও আগের মতই তীক্ষ্ণ।

'যাবেই তো!' বলল পাশে দাঁড়ানো কর্নেল অল্ডেন, এইমাত্র পৌঁছেছে সে, বিনকিউলার চোখে তুলে তাকিয়ে আছে ঢালের দিকে। 'অন্য সবদিকে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।'

পরপর কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল, রানাকে এক ঝলকের জন্য দেখতে পেয়ে ফায়ার করেছে কয়েকজন সৈনিক। পলায়নপর মানুষটার চারপাশে ধুলো ছিটাতে দেখা গেল, পাল্টা গুলি ছুঁড়ে আবার গাছগাছালির আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

'এত খাটাখাটনির দরকার ছিল না,' ফাউলার বলল। 'আমাকে একটা পিস্তল রাখতে দিলে স্টাডিরুমেই ওকে খতম করে দিতে পারতাম।'

'পিস্তল ছিল না বলেই বেঁচে গেছেন, মি. ফাউলার। রানা টের পেলে আপনাকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলত। অলরেডি আমাদের তিনজনকে মেরে রেখে গেছে সে, রাইফেল কাঁধ পর্যন্ত তোলারও সময় পায়নি গর্দভগুলো।'

'শুনেছিলাম এরা সেরা ট্রেনিং পাওয়া লোক,' ফোড়ন কাটল ফাউলার।

গরম চোখে তার দিকে তাকাল অল্ডেন। বলল, 'যা খুশি করুক রানা, কিচ্ছু যায় আসে না। হি ইজ ফিনিশড্।'

এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জেনারেল রামিরেজ, সঙ্গে তিনজন অফিসার।

'কেমন দেখছেন, কর্নেল?' খুশি খুশি গলা জেনারেলের।

'প্ল্যানমতই এগোচ্ছে সব,' অল্ডেন বলল। 'কিন্তু এখনও

ডেপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট পাইনি আমি।'

'আমাদের পুরো একশো বিশজন সোলজারই গ্রাউন্ডে এসে গেছে,' বলল জেনারেলের পাশে এসে দাঁড়ানো ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুটেন্ট। 'এই মুহূর্তে সেকেন্ড প্লাটুনের রিপোর্টের অপেক্ষা করছি, অবজেকটিভের উল্টোপাশে পজিশন নেবার পর যোগাযোগ করার কথা। ওরা পৌঁছুলেই আমাদের সেটআপ কমপ্লিট হবে।'

'অ্যাসল্ট প্ল্যানটা কেমন?' জানতে চাইল ফাউলার।

'প্লাটুন অনুসারে ট্রুপস্‌দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে,' বলল অ্যাডজুটেন্ট। 'পজিশন নেয়া হলে ফার্স্ট টিম বৃত্তাকারে এনফিলেডিং ফায়ার, মানে, একসারিতে একসঙ্গে অনেকগুলো অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করে নির্দিষ্ট একটি এলাকাকে ঝাঁঝরা করতে করতে উপরে উঠবে, দ্বিতীয় দলটা ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে নীচে—টার্গেট যদি মাথা বের করে প্রথম টিমের দিকে রিটার্ন ফায়ার করার চেষ্টা করে, তা হলে ওরা তাকে ঘায়েল করবে। চিন্তা করবেন না, টার্গেটের কোনও সুযোগই নেই আত্মরক্ষা করার, খুব শীঘ্রি শেষ হবে অপারেশনটা।'

'আমি শুধু ওর লাশ চাই,' বলল অল্ডেন।

'রানাকে এখনই মৃত ধরতে পারেন,' হেসে বলল জেনারেল রামিরেজ।

'ভাবছি ওর মনে এখন কী খেলছে!' আনমনে বলল ফাউলার। 'রানার মত একজন মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কী ভাবে, জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'আমি নিজে একবার শত্রুদের ঘেরাও করা পাহাড়ে আটকা পড়েছিলাম। কখন মরব—তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বরং ভাবছিলাম, আরেকদিন আয়ু পেলে কী করব।'

'রানাও তাই ভাবছে?'

'মোটেই না,' রাগী গলায় বলল অল্ডেন। 'ওই হারামজাদা

অঙ্ক কষছে, মরার আগে আমাদের ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।'

ওয়াকি-টকিতে আওয়াজ শুনে কানের কাছে তুলল রামিরেজ, অপরপক্ষের সঙ্গে আলাপ করল কিছুক্ষণ। তারপর অল্ডেনের দিকে ফিরল।

'আমাদের রিং কমপ্লিট। অপারেশন কমেন্স করব?'

'জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড,' বলল অল্ডেন। 'মরার আগে বেজন্মাটাকে আমি সমস্ত দুঃসংবাদ শোনাতে চাই।'

একজন সৈনিককে ডেকে বুলহর্ন আনতে বলল সে।

'ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না?' জানতে চাইল রামিরেজ। 'ওর বান্ধবীর প্রসঙ্গটা লাস্ট রিসোর্ট হিসেবে রাখার কথা ছিল।'

'রাখুন আপনার লাস্ট রিসোর্ট!' মুখ ঝামটা দিল অল্ডেন। 'আমাদের বোঝাপড়াটা ব্যক্তিগতই। আমি চাই দুশ্চিন্তায় রানার মাথা খারাপ হয়ে যাক। সে যেন একটার পর একটা ভুল করতে থাকে।'

চূড়ায় পৌঁছে গেছে রানা। জায়গাটা সমতল, একটা পাথরের আড়ালে মাটিতে বুক মিশিয়ে শুয়ে আছে ও, লক্ষ রাখছে নীচে। সৈনিকেরা পজিশন নিচ্ছে উপরে ওঠার জন্য, দূরে র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল অল্ডেন আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা, টমাস ফাউলারও আছে—আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তাদের।

হঠাৎ বাতাসে বুলহর্নের আওয়াজ ভেসে এল।

'মাসুদ রানা! মাসুদ রানা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? গলা শুনেই আশা করি বুঝতে পারছ আমি কে। তোমার খেল খতম, রানা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আর হ্যাঁ, তোমার মরণ দেখার জন্য

বিশেষ একজন দর্শককে এনেছি আমরা—অ্যারিজোনার এসপেজো থেকে। মিস এমা হেসকে নিশ্চয়ই চেনো তুমি?'

স্থির হয়ে গেল রানা... এমাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে এরা? রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো, আরও আগে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি বলে। অন্তত একটা সেফহাউসে উঠিয়ে দিয়ে আসতে পারত! আসলে এত তাড়াতাড়ি ওর ট্রেস বের করে ফেলবে অল্ডেন, ভাবতেই পারেনি। ভুলটা সেজন্যই হয়েছে।

দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল রানা, যা হবার হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ হবে না কোন। নিজের জান বাঁচাতে হবে প্রথমে; যদি মরেই যায়, তা হলে এমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে কর্নেলের কাছে, তাকে মেরে ফেলা হবে।

পিছনে খসখস শব্দ শুনে ঝট করে মাথা ফেরাল ও, পিস্তলটাও একইসঙ্গে তাক করে ধরেছে।

হঠাৎ দেখায় ঝোপঝাড়ের একটা সারি বলে মনে হবে জিনিসটাকে, তবে সেটা একটা নিখুঁত ক্যামোফ্লাজ। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল একটা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। বলল, 'ভাবিনি আপনি এপর্যন্ত উঠে আসতে পারবেন।'

'হ্যালো এরিক!' রানাও হাসল। 'চেহারা দেখাতে দেরি কেন?'

ক্রল করে ওর পাশে চলে এল প্রাক্তন স্পেশাল এজেন্ট। বলল, 'দেরি দেখলেন কোথায়? কাল রাত থেকে বসে আছি এখানে। অপেক্ষা করছিলাম আপনিই কিনা শিওর হবার জন্য।'

'ট্রিপটা কেমন ছিল?'

'অবিশ্বাস্য রকমের সাকসেসফুল।'

'র‍্যামডাইনের ফেউদের সহজেই খসাতে পেরেছ?'

'শুধু তাই নয়,' এরিক বলল। 'ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া প্রমাণও খুঁজে বের করেছি!'

'বলো কী? ওটা তো তোমার মিশন ছিল না।' রানা অবাক।

'কী করব বলুন! ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। একটু ছোটাছুটি আর সময় ব্যয় হয়েছে, তবে আপনার বন্ধুদের ফাঁসিতে লটকানোর সমস্ত মালমশলা এসে গেছে আমার হাতে।'

'কী রকম?'

'স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিও, র‍্যামডাইন আর প্যান্থার ব্যাটালিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির কপি, আর সবশেষে হলো আর্চবিশপ ভ্যালেরিয়াসকে মারার জন্য অন্ডেনের তৈরি করা প্ল্যানের ব্রীফ—যেটা জেনারেল রামিরেজকে পাঠানো হয়েছিল।'

'চমৎকার! কিন্তু এসব করতে গিয়ে এদিককার কাজের কোনও গাফিলতি করোনি তো?'

'কী যে বলেন! প্রশ্নই ওঠে না। যা যা চেয়েছেন, সব এনেছি। বাপ রে, উইনস্টন-সালেমে আপনার ওই সেফহাউসে তো রীতিমত অস্ত্রভাণ্ডার বানিয়ে রেখেছেন! কী নেই ওখানে!'

'আগেই তো বলেছি, আমার মত লোকের কিছু অস্ত্র সবসময়ই লুকানো থাকে।'

'ঈশ্বর কৃপা করুন, আমাকে যেন কখনও আপনার বিরুদ্ধে নামতে না হয়।'

'আমেন!' রানা হেসে প্রত্যুত্তর দিল।

'কেমন বুঝছেন অবস্থা?' পাথরের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকাল এরিক। 'আপনার বান্ধবীকে আটকেছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ। ওকে মুক্ত করতে হবে আমাদের, কাজ বাড়ল আরকী।'

'বাড়ুক। এমনিতেই যা দেখলাম, মনে তো হলো পুরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এসে গেছে। আপনাকে উপরে উঠতে বাধা দিল না কেন?'

'ভেবেছে আমার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র নেই। পাহাড়ের মাথায়

তুলতে পারলে ফাঁদে ফেলতে পারবে।'

'গাধার দল!' গাল দিল এরিক। 'একজন স্নাইপারকে কখনও হাই গ্রাউন্ডে পজিশন নেয়ার সুযোগ দিতে হয় না—এটা জানে না?'

'এবার শিখবে। আমার আসল জিনিসটা এনেছ?'

ক্যানভাসের একটা বড় ব্যাগ রানার দিকে ঠেলে দিল এরিক। সেটার বাঁধন খুলে একটা গানকেস নিল ও। কেসটার ঢাকনা খুলতেই ধুলোর আস্তর পড়া একটা রেমিংটন ৭০০ভি রাইফেল বেরুল, সঙ্গে টুয়েলভ এক্স ম্যাগনিফিকেশনের একটা লিওপোল্ড টেলিস্কোপও রয়েছে। স্যাচেলের ভিতর থেকে কার্ট্রিজের বাক্স বের করে ম্যাগাজিনে পাঁচটা হলোপয়েন্ট বুলেট ভরল।

'আমিও একটা এনেছি,' হাতে ধরা আরেকটা রাইফেল দেখাল এরিক।

'তা হলে আর দেরি কেন?' নিষ্ঠুর একটা হাসি হাসল রানা। 'এসো, শিকারীদের শিকার করি!'

ষোলো

জেনারেল রামিরেজ জানাল, 'আমার সব সৈনিক নিজ নিজ পজিশনে পৌঁছে গেছে। আমি এখন মুভ অর্ডার দেব।'

একমত হয়ে অল্ডেন বলল, 'ভেরি গুড। গো অ্যাহেড।'

পাশ ফিরে কমিউনিকেটরের কাছ থেকে টেলিফোন মাইকটা

নিল রামিরেজ, উঁচু গলায় স্প্যানিশে আদেশ দিতে শুরু করল। পুরোদস্তুর সামরিক সাজে আছে জেনারেল—জাঙ্গল ফেটিগ পরেছে, মাথার বেরেট ক্যাপটা সামান্য নিচু করে বসানো, চোখে সানগ্লাস আর আড়াআড়িভাবে শরীরের সঙ্গে ঝুলছে উজি সাবমেশিনগান। ওটাই তার জীবনের শেষ পোশাক।

এরপর যা ঘটল তা কর্নেল অল্ডেন পরিষ্কার দেখতে পেল। মাইক হাতে অর্ডার দিতে থাকা রামিরেজকে আঘাত করল একটা নির্দয় বুলেট। খুলির গোড়া আর মেরুদণ্ডের সংযোগস্থল বরাবর ঢুকল সেটা, পথে উড়িয়ে নিয়ে গেল চোয়ালের হাড্ডি।

একরাশ রক্ত ছিটকাল চারপাশে, অল্ডেনের মুখমণ্ডলে এসে পড়ল তার অনেকটা, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল সে। চোখের সামনে চোয়ালবিহীন জেনারেলকে মূর্তিমান প্রেতাত্মার মত লাগল, তিন ফুট সামনে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল মৃতদেহটা।

পোড় খাওয়া যোদ্ধা কর্নেল, পরের বুলেটটা যে তার দিকেই আসবে বুঝতে পারল। নিখুঁত রিফ্লেক্স তার, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই মাটিতে ডাইভ দিল সে, পতনের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে কবজিটা মচকে গেল বিশ্রীভাবে, পরোয়া না করে হামাগুড়ি দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে যেতে শুরু করল।

কর্নেলকে না পেয়ে দ্বিতীয় বুলেটটার শিকার হলো রামিরেজের অ্যাডজুটেন্ট, বুক বরাবর গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সে, তারপর সজোরে বারান্দার মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ। ততক্ষণে দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে অন্য দুই অফিসার আর কমিউনিকেটর, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের দ্রুততায় ছোঁড়া রানার পরবর্তী তিনটে গুলি তাদেরও পরকালে পাঠিয়ে দিতে দেরি করল না।

প্রথম গুলিটা হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হয়ে গেছে টমাস ফাউলার... যোদ্ধা নয় সে, সারাজীবন বন্দুকের পিছনে থেকেছে, বন্দুকের সামনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় নেই। শেষ তিনজনকে ঘায়েল হতে দেখে সংবিৎ ফিরল তার। বুঝল, পালাতে হবে তাকেও। পাগলের মত হুইলচেয়ারের টগলে চাপ দিল সে উল্টো ঘোরার জন্য।

বেগটা খুব বেশি হয়ে গেল, বন বন করে ঘুরতে গিয়ে এক চাকার উপর উঠে গেল হুইলচেয়ারটা, ভারসাম্য হারাল। নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মত পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ফাউলার আর তার বাহন। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল পঙ্গু স্নাইপার, নড়াচড়ার কোনও শক্তি অবশিষ্ট রইল না তার মধ্যে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় তীব্র আতঙ্কে একের পর এক গুলির শব্দ শুনতে থাকল সে। আক্ষরিক অর্থেই নরক ভেঙে পড়ছে তার চারপাশে।

ক্লাসিক পজিশনে শুয়ে গুলি করছে রানা আর এরিক, তাদের অ্যাকশনের গতি অবিশ্বাস্য। ম্যাগাজিন খালি করতে যেমন সময় নিচ্ছে না, একইভাবে রিলোডও করছে চোখের পলকে।

গোলাগুলির শব্দে বোকা বনে গেছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা, এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ওরা। পাখি শিকারের মত ফেলে দিচ্ছে একজনের পর একজনকে। চেষ্টা করছে প্রথমে অফিসার আর সার্জেন্টদের খতম করতে, নেতৃত্ব না পেলে বাকিরা এমনিতেই রণে ভঙ্গ দেবে।

স্কোপের বৃত্তটাই এখন রানার সারা দুনিয়া। বারো গুণ বড় হয়ে টার্গেটরা ধরা পড়ছে সেখানে... বারো গুণ হতবিহ্বল, নেতার অভাবে বারো গুণ অসহায়। দিব্যচোখে স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের শিকার অসহায় মানুষগুলোর চেহারা দেখতে পাচ্ছে

ও, সেই নৃশংসতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এদের সবাই। কোনও করুণা অনুভব করছে না তাই, ট্রিগারের প্রতিটা চাপের সঙ্গে মানুষরূপী এসব পিশাচকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যাচ্ছে।

অমোঘ নিয়তির মত ছুটে যাচ্ছে রানার একেকটা বুলেট, ছিটকে পড়া দেহ বা বিস্ফোরিত খুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যর্থ হচ্ছে না কোনটাই। এরিকের হিটরেটও রীতিমত প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক আক্রমণের ধাক্কাটা সামলে গুছিয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্যস্ত অবশিষ্ট সৈনিকেরা। তাদের সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে ওরা, শত্রুদের সংগঠিত হতে দেয়া যাবে না। এই একটাই উপায় আছে প্যান্থার ব্যাটালিয়নের হাতে, নিজেদের সংঘবদ্ধ করে পুরানো প্ল্যান অনুসারে সাপ্রেসিভ ফায়ার করতে করতে উপরে উঠতে পারে তারা। রানা আর এরিকের পাল্টা আঘাতে ডজনে ডজনে অকাতরে প্রাণ দিতে হবে বটে, কিন্তু জনসংখ্যার জোরে সফল হবে আক্রমণটা। যত গুলিই করুক ওরা, চূড়ায় কিছু লোক পৌঁছুবেই। ক্লোজ অ্যাসল্টে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। তাই এদের ছত্রভঙ্গ করে রাখতে হবে।

নীচে একজন দুঃসাহসী কর্পোরালকে দেখা গেল ক্রল করে মৃত এক কমিউনিকেটরের দিকে এগোচ্ছে, ওয়্যারলেস সেটটা উদ্ধার করে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পুনঃস্থাপনের ইচ্ছে তার। এক গুলিতে লোকটার শিরদাঁড়া দু'টুকরো করে খায়েশটাকে মাটিচাপা দিল রানা। হেভি ওয়েপন নিয়ে দুজনকে দেখা গেল একপাশে সেটআপের চেষ্টা করছে, গানারের কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল রানা, লোডারকে সাহায্য করল হাঁ করা মুখের ফুটো মাথার পিছন পর্যন্ত বর্ধিত করতে।

দুঃসাহস দেখাতে গেল অল্পবয়েসী এক সৈনিক, অটোমেটিক মেশিনগানে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে আসার

চেষ্টা করল। সেকেন্ডে আড়াই হাজার ফুট বেগে ছুটে যাওয়া একটা একশো আটষট্টি গ্রেইনের হলোপয়েন্ট বুলেট দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করল এরিক।

বাতাস হঠাৎ দুরন্ত গতিতে বইতে শুরু করল। রোটরের বিকট শব্দে মাথা তুলে রানা দেখল, হুয়ি কপ্টারগুলো ছুটে আসছে ওদের দিকে, প্রত্যেকটার দরজায় একজন করে মেশিনগানার অস্ত্র তাক করে বসে আছে, এরা সবাই র‍্যামডাইনের অপারেটর।

'এরিক!' চেঁচিয়ে ডাকল ও। 'এরিয়াল অ্যাসল্টের জন্য আসছে ওরা। সামাল দিতে পারবে?'

'একেবারে সঠিক জিনিসটা আছে!' হাসল এরিক। 'আমাকে শুধু কাভার দিন।'

'ওকে।'

বোল্ডারের আড়াল থেকে লোড করা একটা চার সিলিন্ডারের রকেট-লঞ্চার বের করল এরিক। কাঁধে বসিয়ে প্রথম হুয়িকে তাক করল ও, ছুঁড়ে দিল একটা রকেট।

প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না পাইলট, ক্ষেপণাস্ত্রটা ডাইরেক্ট হিট করল কপ্টারের সামনে। জ্বলন্ত একটা আগুনের গোলায় পরিণত হলো যান্ত্রিক ফড়িং, খসে পড়ল নীচে জঙ্গলের উপর।

রেডিওতে উন্মাদ হয়ে উঠল বাকি হুয়ির আরোহীরা।

'ব্রেক অফ! ব্রেক অফ! ওদের কাছে রকেট আছে!'

রণে ক্ষান্ত দিয়ে ডান-বাম দুপাশে আচমকা একশো আশি ডিগ্রীতে টার্ন করতে শুরু করল কপ্টারগুলো, কাত হয়ে গেল বিপজ্জনকভাবে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল একজন মেশিনগানার, লোকটা ল্যান্স—মেজর রাইসের প্রিয় অনুচর। আর্তচিৎকার করতে করতে ভূমিতে আছড়ে পড়ল সে, হাড়গোড়

ছাতু হয়ে অক্কা পেল তৎক্ষণাৎ।

তাড়াহুড়ো করল না এরিক, পলায়নপর হুয়িগুলোকে নিশানা করে একে একে ফায়ার করল বাকি তিনটে রকেট, পিছনে ধোঁয়ার রেখা এঁকে ছুটে গেল সেগুলো।

'ইভেসিভ ম্যানুভার! ইভেসিভ ম্যানুভার!' রেডিওতে চেঁচিয়ে উঠল লিড হুয়ির পাইলট।

যাত্রাপথ পাল্টে রকেটগুলোকে ফাঁকি দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল কপ্টারগুলো, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নিশ্চিত মৃত্যুর মত ছুটে আসা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হিট-সিকিং। প্রায় একই সময় টার্গেটে আঘাত হানল সেগুলো, বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা যুদ্ধ-ময়দান। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কপ্টারগুলোকে কমলা আগুনে গ্রাস হতে দেখল সৈনিকেরা, তাদের চোখের সামনে মাটিতে ভূপাতিত হলো জ্বলন্ত তিনটে অগ্নিপিণ্ড।

'নাইস শুটিং!' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

'থ্যাঙ্কস,' বলল এরিক। 'জীবনে এই প্রথম রকেট ফায়ার করলাম।'

'নট ব্যাড ফর আ বিগিনার,' হাসল রানা। 'চল, এবার নীচে যারা আছে, তাদের মনটা আরেকটু বিষিয়ে দিই।'

এইমাত্র দেখা চমকটার পর লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরিই লোপ পেয়েছে অবশিষ্ট জীবিত সৈন্যদের মধ্যে। পিছু হটতে শুরু করল তারা, কিন্তু এত সহজে পার পেল না। বেচারাদের জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। ডেথহিলের ডগা থেকে বৃষ্টির মত গ্রেনেড উড়ে এল তাদের দিকে, গ্রেনেড-লঞ্চার ব্যবহার করছে রানারা।

মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে উঠল পাহাড়ের চারপাশ। ছিটকে উঠতে থাকল মাটি আর ঝোপঝাড়, সেইসঙ্গে ছিন্নভিন্ন হতে থাকা একের পর এক সৈনিকের লাশ। কাভারের চিন্তা বাদ দিয়ে

উল্টো ঘুরে পিঠটান দিল প্যান্থার ব্যাটালিয়নের অকুতোভয় রত্নরা। গ্রেনেড বর্ষণ জারি রাখল এরিক, অন্যদিকে গুলি করে পলায়নপরদের একে একে ফেলে দিতে লাগল রানা।

গগনবিদারী আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠল ডেথহিল। মৃত্যু আজ করাল থাবা বসিয়েছে এখানে।

সিমেন্টের ওপর মুখ দিয়ে পড়ে আছে টমাস ফাউলার, কোনও রকম চলৎশক্তি নেই তার। স্থবির অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দূরে গর্জে ওঠা রাইফেলের অবিরাম শব্দ আর সৈনিকদের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছে সে। এই কঠিন সময়েও মনে মনে রানার ফায়ারিঙের গতির প্রশংসা করতে বাধ্য হলো। জাত-শুটার সে, আরেকজন জাত-শুটারকে চিনতে কোনও ভুল হচ্ছে না।

এখনও তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়নি, তবুও আতঙ্ক বোধ করছে ফাউলার। শেষ মুহূর্তের জন্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে রানা। সৈনিকদের নিয়ে খেলা শেষ হলে তার দিকে নজর দেয়া হবে। শক্তিশালী হাতদুটো দিয়ে ছেঁচড়ে নিজের দেহটাকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, লাভ হয়নি কোন। কোমরের পর থেকে দেহের নিম্নাংশ যেন জগদ্দল পাথর, নড়তেই চায় না। হতাশায় শাপ-শাপান্ত করেছে স্বর্গীয় পিতাকে, তার আজকের এই অবস্থার জন্য ওই লোকটাই দায়ী।

এতকাল ভেবেছিল, মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই নিজের মধ্যে; কিন্তু জীবন-মরণের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আজ বুঝতে পারছে, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। এতকাল যা ভেবেছে তার সবই মিথ্যে প্রবোধ।

'আমাকে বাঁচান!' চেঁচিয়ে উঠল ফাউলার। 'সাহায্য করুন আমাকে!'

তার আকুতির জবাবেই যেন খুলে গেল বারান্দা থেকে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার দরজাটা। হামাগুড়ি দিয়ে কেউ একজন কাছে এল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বিকলাঙ্গ দেহটা কাঁধে তুলে একছুটে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ফাউলারকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল উদ্ধারকর্তা, এতক্ষণে তার চেহারা দেখতে পেল সে, লোকটা মেজর রাইস।

'ধন্যবাদ, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু নেই,' রাইস বলল। 'ঠেকায় পড়ে ঝুঁকিটা নিয়েছি।'

'মানে!'

'মানেটা হচ্ছে, আপনার ওপর নির্ভর করছে এখন সবকিছু,' ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে বলে উঠল কর্নেল অল্ডেন, মচকে যাওয়া কবজি কাপড় পেঁচিয়ে বেঁধে রেখেছে সে। রুমের ভেতর কয়েকজন সৈনিক সতর্ক প্রহরা দিচ্ছে তাকে।

'আপনারা এখনও এখানে কী করছেন?' জানতে চাইল ফাউলার। 'আপনার এত সাধের অ্যাসল্ট প্ল্যান মাঠে মারা পড়েছে। এখনও সময় আছে, চলুন পালিয়ে যাই।'

'না! এখনও কিছুই শেষ হয়নি,' গোঁয়ারের মত বলল অল্ডেন, হার মানতে রাজি নয় সে। 'আজ ওই বাঙালিটার ব্যাপারে ফয়সালা করেই ছাড়ব!'

'লোকটা এতসব অস্ত্র পেল কোথায়, সেটাই এখনও বুঝতে পারছি না আমি।'

'আই ডোন্ট কেয়ার! আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই।'

'কীভাবে? পাহাড়ের মাথায় বসে আপনার সৈন্যদের কচুকাটা করছে সে। ওর ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারছে না কেউ।'

'আপনি পারবেন, মি. মাস্টার স্নাইপার!' বলল অল্ডেন। 'আমরা প্রয়োজনীয় ডাইভারশন সৃষ্টি করে দেব, সেই সুযোগে

ওর ওপর একটা শট নিতে হবে আপনাকে।'

একটু ভাবল ফাউলার। বলল, 'সেটা সম্ভব হতে পারে। তবে শুটিং বেঞ্চ আর ব্ল্যাক কিং-টা লাগবে আমার।'

'কোথায় সেগুলো?'

'বেজমেন্টে।'

'এখুনি এনে দিচ্ছি,' উত্তেজিত গলায় বলল রাইস। 'আপনি পজিশন সিলেক্ট করুন।'

গোলাগুলির ফাঁকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে ফাউলারকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'এরিক! বুড়োকে ভিতরে নিয়ে গেছে ওরা!'

'নিশ্চয়ই লেজ তুলে পালাচ্ছে এতক্ষণে,' বলল এরিক।

'পালাতে হলে আরও আগেই পালাত,' মাথা নাড়ল রানা। 'কষ্ট করে ল্যাংড়াটাকে তুলে নিয়ে যেত না, সে তো স্রেফ একটা বোঝা। অন্য কোনও প্ল্যান আছে ওদের।'

'কী করতে চান তা হলে?'

'চোখ-কান খোলা রাখো। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই জানাবে আমাকে।'

আবার শত্রু নিধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

বাড়ির পিছনদিকের একটা জানালার পাশে সেট করা হলো শুটিং বেঞ্চটা। জানালার পাল্লাটা বন্ধ করা হয়েছে আগেই, ছুরি দিয়ে সেটার গায়ে একটা ফুটো তৈরি করে দিল রাইস, ফাউলার যাতে পাহাড়ের চূড়াটা দেখে তার ফায়ারিং ক্যালকুলেশন করতে পারে।

'ব্যবস্থাটা বিশেষ ভাল হলো না,' বলল বৃদ্ধ স্নাইপার। 'বাতাসের গতি বোঝার কোনও উপায় থাকছে না আমার

হাতে।'

'সেক্ষেত্রে জানালার পাল্লা খুলতে হবে,' অল্ডেন জানাল। 'আর আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, পাল্লা খুলতে দেখলে রানা আপনাকে আর হিসেবনিকেশ করতে দেবে না। সোজা পরকালের টিকেট ধরিয়ে দেবে।'

'বুঝতে পারছি,' ফাউলার মাথা ঝাঁকাল। 'দেখি কতদূর কী করতে পারি।'

'বোঝাবুঝি না, লক্ষ্যভেদ করতেই হবে আপনাকে... এবং সেটা করতে হবে এক শটে। দ্বিতীয় কোনও সুযোগ পাবেন না কিন্তু। পারবেন তো?'

'অবশ্যই!' গরম গলায় বলল ফাউলার, আঁতে ঘা লেগেছে। 'দুনিয়ার সেরা স্নাইপারের সঙ্গে কথা বলছেন আপনি। এটা আমার আলটিমেট টেস্ট।'

ব্ল্যাক কিঙের গা থেকে ডিজিটাল স্কোপটা খুলে নিল সে, জানালার ফুটোয় ঠেকিয়ে চোখ রেখে হিসেবনিকাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতে একটা নোটবুক রয়েছে তার, সেটাতে একটার পর একটা ডাটা টুকে রাখতে থাকল।

অল্ডেন আর রাইস বসল ডাইভারশন প্ল্যান করতে। আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, বাড়ির ভিতরে থাকা চার সৈনিক সৃষ্টি করবে সেটা। সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা খুলে বারান্দা হয়ে মাঠে নামবে তারা, হাতে থাকবে অটোমেটিক ওয়েপন। গুলি ছুঁড়ে পাহাড়ে চড়ার একটা অভিনয় করবে তারা। এতক্ষণ যেভাবে করেছে, ঠিক সেভাবেই রানা ওদেরকে মারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাবে বাকিরা। ঝট করে দুপাশ থেকে জানালার দুই পাল্লা খুলে ফেলবে অল্ডেন আর রাইস; ক্যালকুলেশন তো করাই থাকবে, লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার পেয়ে শুট করবে ফাউলার। আশা

করা যায় এতেই কেল্লা ফতে হবে।

সৈনিকদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিল রাইস। একজন আপত্তি করে উঠল, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

'কাপুরুষের বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠল অল্ডেন। 'যাবি না মানে?'

'যাব না মানে যাব না,' সমান তেজে বলল সৈনিক। 'এতই যদি সাহস হয়, তা হলে নিজেই যান না কেন!'

আর সহ্য হলো না, পিস্তল তুলে তাকে গুলি করল অল্ডেন। ডান চোখ দিয়ে বুলেট ঢুকে মাথার পিছনটা উড়ে গেল সৈনিকের, মাটিতে আছড়ে পড়ল সে।

'আর কে কে এখানে থাকতে চায়?' হিংস্র গলায় জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

সভয়ে মাথা নাড়ল বাকি তিন সৈনিক, কর্নেলের আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজি।

'গুড!'

'কর্নেল অল্ডেন!' ডাকল ফাউলার। 'আমার হিসেব শেষ। আপনি রেডি থাকলে আমিও রেডি আছি।'

'বাইরে কী অবস্থা?' জানতে চাইল অল্ডেন।

দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল রাইস। তারপর বলল, 'এপাশটায় সব শেষ, কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই। পাহাড়ের অন্যপাশেও আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'গুড, রানার মনোযোগ শুধু আমাদের ডাইভারশনের দিকেই থাকবে।'

কর্নেলের ইশারায় সবাই পজিশন নিল। শুটিং বেঞ্চে শুয়ে ফাউলার ব্ল্যাক কিং রাইফেলটা ঠিকঠাক করে নিল।

ভালমত তাকিয়ে সেটআপে সন্তুষ্ট হয়ে নিল অল্ডেন, তারপর আদেশ দিল।

'রেডি, গেট সেট, গো!'

দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গেল তিন সৈনিক, এক লাফে নামল ঘাসে, গুলি ছুঁড়ে ছুটতে লাগল ডেথহিলের দিকে।

সতেরো

'আসছে ওরা,' বলল এরিক।

পাহাড়ের মাথায় বসে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করছে ওরা দুজন।

কথাটা শুনে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না রানার মধ্যে, ও ব্যস্ত লিওপোল্ড স্কোপটা অ্যাডজাস্ট করতে। সংক্ষেপে শুধু বলল, 'ওদের সামলাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পালের গোদাকে সই করল এরিক, তারপর ট্রিগার চাপল।

গুলির শব্দ শুনে রাইসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল অল্ডেন।

'এইবার!'

ঝট করে জানালার পাল্লা খুলল তারা। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে রানাকে খুঁজে বের করল ফাউলারের স্কোপ, কিন্তু বেচারা আতঙ্কে জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

রানার মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে, তবে সেটা অন্যদিকে ফেরানো বা ব্যস্ত নয়। রাইফেলটা ঠিক তারই দিকে তাক করে তাকিয়ে আছে কঠিন মুখটা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়ে ফেলছে ভিতরের সবকিছু।

একসঙ্গে অনেকগুলো ভুল ধরতে পারল ফাউলার। পাহাড়ের মাথায় প্রতিপক্ষ একা নয়। দ্বিতীয় জন অল্ডেনের ডাইভারশনের জন্য পাকা ব্যবস্থা করছে। আর রানা... ফাউলার কী করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আগে থেকেই সম্ভাব্য লোকেশন হিসেবে জানালাটার দিকে অস্ত্র তাক করে বসে আছে।

কঠিন বাস্তবতাটা উপলব্ধি করল সে, হাতে অস্ত্র তুলে রানাকে গুলি করার একটা অজুহাত এনে দিয়েছে। দুজনেই এখন সমানে সমান। পঙ্গু একটা মানুষকে গুলি করতে আর বিবেকের দংশন অনুভব করবে না প্রতিপক্ষ।

স্কোপে রানার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠতে দেখল ফাউলার, কথাটা শুনতে না পেলেও পরিষ্কার বুঝতে পারল কী বলা হয়েছে।

'এটা ইকরামের জন্য।'

ইহকালে ফাউলারের দেখা শেষ দৃশ্যটা হলো রানার মাজলে একটা আলোর ঝলকানি। হলোপয়েন্ট বুলেটের আঘাতে আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হলো তার মাথা। রক্ত মেশানো মগজ আর খুলির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে... র‍্যামডাইনের দুই কর্তার গায়েও। মরতে মরতে রিফ্লেক্সের বশে ট্রিগার চেপেছে বটে ফাউলার, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা চলে গেল খোলা আকাশের দিকে।

'হোয়াট দ্য...' বিড়বিড় করল অল্ডেন, ঘটনার আকস্মিকতায় বাক্যহারা হয়ে গেছে। নেহায়েত অভ্যাসের বশে মেঝেতে ডাইভ দিয়েছে সে আর রাইস। কিন্তু দুজনেই হতভম্ব।

'কীভাবে... কীভাবে সম্ভব এটা?' রাইস দিশেহারার মত প্রশ্ন করল।

'ওরা দুজনই ওখানে আছে,' বলল অল্ডেন। 'আমি জানি না, এজেন্ট স্টার্ন কখন-কীভাবে পৌঁছেছে। কিন্তু তাকে ছাড়া রানার একার পক্ষে এতকিছু করা সম্ভব নয়।'

'গুলির শব্দ থেমে গেছে,' বলল রাইস। 'তারমানে আমাদের ডাইভারশনরাও খতম, সার!'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' নিষ্ফল আক্রোশে মেঝেতে ঘুসি বসাল অল্ডেন।

'আমার মনে হয় এবার কেটে পড়াটাই উত্তম,' রাইস ভয়ে ভয়ে বলল। 'কাউন্টারইনসার্জেন্সি ইউনিটের সবাই শেষ, কোনও ব্যাকআপও নেই। ওদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা দুজন, সিনারিয়োটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়েছে কর্নেল, তার মাথায় খুন চেপে গেছে। রাগী গলায় বলল, 'না, পালাব না আমি। বেজন্মা রানা আমাকে ধাওয়া করবে—এ হতেই পারে না।'

'কী করতে চান তা হলে?'

'পাল্লা এখনও আমাদের দিকে। মেয়েটাকে আনো!'

ক্লজিট খুলে ভিতর থেকে এমাকে বের করে আনল রাইস, হাত বাঁধা বেচারির, মুখেও টেপ লাগানো। কর্নেলের সামনে এনে টেপটা খুলে নেয়া হলো হ্যাঁচকা টানে।

'সময় হয়েছে, সুন্দরী। ভেবেছিলাম তোমাকে ব্যবহার করতে হবে না,' বলল অল্ডেন। 'কিন্তু তোমার বয়ফ্রেন্ড দেখছি নাছোড়বান্দা, খেলার সব চাল দেখতে চায় সে।'

'এখনও বড়াই করছেন যে?' বাঁকা সুরে বলল এমা। 'ভিতর থেকে শব্দ শুনে যতটুকু বুঝলাম, আপনার তো পেচ্ছাপ করে দেয়ার কথা।'

ঠাস করে একটা চড় বসাল অল্ডেন। বলল, 'মেয়েলোকের বেশি কথা বলা আমি একদমই পছন্দ করি না।'

আঘাতের জায়গাটা রক্ত জমে লাল হয়ে গেছে। তারপরও চোখে আগুন জ্বেলে এমা বলল, 'আপনাদের সময় শেষ। রানা

আপনাদের দুজনকেই কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

'কে কাকে মারে, দেখতে পাবে এখুনি,' অল্ডেন বলল। 'রাইস, একটা বুলহর্ন নিয়ে এসো।'

'কী চান আপনি?' প্রশ্ন করল এমা।

'আমি চাই,' ফিসফিস করে বলল কর্নেল। 'তোমার প্রেমিককে নীচে ডেকে আনবে তুমি।'

'কোনও মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে সামান্য,' জানাল এরিক। 'কিছু আহত সৈনিক নড়াচড়া করছে। তবে আমাদের মোকাবেলা করার মত কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার এদিকটাও ক্লিয়ার। চল নীচে নামি।'

'আরও লোক বাড়ির ভিতর ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।'

'মনে হয় না। থাকলে নজর ফেরাতে মাত্র তিনজন পাঠাত না।'

'তা হলে চলুন।'

সাবধানে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা, বিপদের তেমন আশঙ্কা না থাকলেও ঝুঁকি নিচ্ছে না। কিছুদূর পর পর থেমে শিওর হয়ে নিচ্ছে শত্রুপক্ষের কেউ অ্যামবুশ পেতে বসে রয়েছে কিনা দেখার জন্য।

তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই ডেথহিলের গোড়ায় নেমে এল দুই সহযোদ্ধা, একটা গাছের আড়ালে কাভার নিল। ঝুঁকে পাশে পড়ে থাকা একজন অফিসারের লাশের কোমর থেকে ওয়াকি-টকি খুলে নিল রানা।

কথা বলার সময় হয়েছে।

বলহর্নটা এমার মুখের সামনে ধরে রাইস বলল, 'ডাকো

ওকে!'

'না!'

কোমর থেকে পিস্তল বের করে তার মাথায় ধরল মেজর। ধমক দিয়ে বলল, 'কথা না শুনলে মরবে!'

জবাবে কড়া গলায় কিছু বলতে চাইছিল এমা, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই খড়খড় করে উঠল কর্নেলের ওয়াকি-টকি।

'কর্নেল অল্ডেন, মাসুদ রানা বলছি। জবাব দিন।'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অল্ডেন আর রাইস।

'সাড়া দিন, কর্নেল!' আবার ডাকল রানা।

যন্ত্রটা মুখের কাছে ধরল অল্ডেন। হাসি হাসি গলায় বলল, 'হ্যাল্লো, মি. রানা! অনেকদিন পর আপনার কণ্ঠ শুনলাম।'

'সরি, আপনার বাড়া ভাতে ছাই দিতে হয়েছে।'

'ছি ছি, এভাবে বলছেন কেন? আফটার অল, লিজেন্ডারি মাসুদ রানাকে অ্যাকশনে দেখলাম—এটাই বা কম কীসে?'

'আপনার অশেষ বিনয়!'

'শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছি না, আপনি এত অস্ত্র-শস্ত্র পেলেন কোথায়?'

'ফাঁদ পাততেই ভুলটা করেছেন আপনারা,' রানা বলল। 'কথা নেই-বার্তা নেই, ফাউলার হঠাৎ নিজের বাপকে নিয়ে জীবনী লিখতে যাবে, বিজ্ঞাপনে নিজের ঠিকানাও দেবে—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?'

'তারমানে আপনি জানতেন, এনরাইটই ফাউলার?'

'জী, জনাব।'

'আমরা ব্যাপারটা জানতাম না বলেই ভুল হয়েছে। সেটার সুযোগ নিয়েছেন আপনি, সাইরাকিউজ থেকে এজেন্ট স্টার্নকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আগেভাগে আপনার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে

র‍্যাঞ্চে এসে লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই না?'

'একেবারে ঠিক ধরেছেন।'

'লোকেশনটা বাছাই করলেন কীভাবে?'

'স্যাটেলাইট ফটোর নাম শুনেছেন? এনরাইটকে ফোন করার একদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করি র‍্যাঞ্চটার ছবি। পাহাড়টা ইউনিক—কী বলেন? অস্ত্র থাকলে অফেন্সিভ পজিশনের জন্য, আর না থাকলে ফাঁদের জন্য। আমরা দুজন দু'ভাবে দেখেছি—এই আর কী!'

'দেখা যাচ্ছে আপনার বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখেছি আমরা।'

'তা তো বটেই।'

'সেক্ষেত্রে সৌভাগ্যই বলব যে আপনার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে। নইলে কত বড় বিপদ হত, বলুন দেখি?'

'ইয়ে... কর্নেল, একটা তথ্য এখনও জানেন না আপনি।'

'কী তথ্য?' অল্ডেনের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'ভ্যালেন্টিন মোলিনার রেখে যাওয়া প্রমাণগুলো এসে গেছে আমার হাতে। ওগুলো দিয়ে কমপক্ষে তিনবার ফাঁসিতে ঝোলানো যাবে র‍্যামডাইনের সবাইকে।'

মাথায় বাজ পড়ল অল্ডেনের। কোনমতে বলল, 'আপনি... আপনি ধাপ্পা দিচ্ছেন।'

'ধাপ্পা?' রানা হাসল। 'তা হলে আপনার আর রাইসের ছবিঅলা স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিওটা বোধহয় চোখের ভুলই হবে।'

'হারামজাদা নিশ্চয়ই জিনিসগুলো পেয়েছে,' বলে উঠল রাইস। 'নইলে ভিডিওটার কথা জানল কী করে?'

'এমাকে মেরে পার পাবেন না, কর্নেল,' ওয়াকি-টকিতে রানা হুমকি দিল। 'ক্যাসেট আর ডকুমেন্টগুলো তা হলে চলে যাবে

জায়গামত।'

'কী চান আপনি?' জানতে চাইল অন্ডেন।

'অদলবদল করতে... এমার বিনিময়ে সমস্ত প্রমাণ।'

'কপি যে রেখে দেননি, তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

'প্রমাণের সঙ্গে বোনাস হিসেবে আমাকেও পাবেন। তাতে চলবে?'

'আপনার দোস্ত স্টার্নকেও আসতে হবে।'

'তা হয় না,' রানা যুক্তি দেখাল। 'আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার একটা ব্যাকআপের প্রয়োজন আছে না! তা ছাড়া এমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেও তাকে লাগবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি...'

'আপনার কথার এক পয়সাও মূল্য নেই আমার কাছে।' চাঁছাছোলা গলায় রানা জানাল। 'আমার প্রস্তাব ফাইনাল। প্রমাণ আর আমার বিনিময়ে এমা এবং এরিককে যেতে দিতে হবে। রাজি কিনা বলুন।'

একটু চিন্তা করল কর্নেল। রানা যখন ওদের কাছে আসবে, পাহাড়ের গোড়ায় এরিক স্টার্ন নিশ্চয়ই তাকে রাইফেল হাতে কাভার দেবে। এফবিআই এজেন্টের ফাইলটা পড়া আছে তার, ঠিক প্রথম শ্রেণীর শার্পশুটার বলা চলে না তাকে। দূরত্ব, সেইসঙ্গে জিম্মি থাকায় শটটা কঠিন, তার ওপর টার্গেট দুজন। স্টার্নের মত লোকের জন্য লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, রানা নিজে হলে হয়তো পারত। নাহ্, খুব একটা ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছে না।

রাইসের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্তটা জানাল কর্নেল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'গুড। তা হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন। আমরা পাহাড়ের গোড়াতেই আছি।'

www.facebook.com/groups/boiloverbanglabook

'আসছি, তবে গুলি করার চেষ্টা করবেন না। আপনার বান্ধবীই মরবে আগে।'

'তেমন কিছুই করব না। আপনারা নিশ্চিন্তে বেরোন।'

এমাকে ঢালের মত সামনে রাখল রাইস, পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে, তাদের অনুসরণ করল অল্ডেন। বারান্দার পিলারের পিছনে কাভার নিয়ে দাঁড়াল তারা, বন্দিকে ফাঁকায় রাখল যাতে অন্যপক্ষ দেখতে পায়।

'চেহারা দেখান, মি. রানা,' ওয়াকি-টকিতে বলল অল্ডেন।

গাছের আড়াল থেকে একজনকে বেরুতে দেখা গেল, এতদূর থেকে চেহারাটা অস্পষ্ট, শুধু মাথার জকি ক্যাপ আর এক হাতে একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে।

'অস্ত্র ফেলে দিয়ে উল্টো ঘুরে দাঁড়ান,' আদেশ দিল কর্নেল। 'তারপর পিছন ফিরে আসতে থাকুন এদিকে, প্যাকেটটা উপরে ধরে থাকবেন। খবরদার, কোনও চালাকি করবেন না! আপনার বান্ধবীর লাশ পড়ে যাবে তা হলে।'

আদেশ মেনে নিল প্রতিপক্ষ। হাতের রাইফেল আর কোমরের পিস্তল ফেলে দিল। তারপর দুহাতে প্রমাণের প্যাকেট মাথার উপর ধরে পিছন ফিরে আসতে থাকল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে।

মানসচোখে নিজেদের বিজয় দেখতে পাচ্ছে অল্ডেন আর রাইস। অবশেষে কায়দামত পাওয়া গেছে মাসুদ রানাকে, ঠিক যেভাবে এতদিন ধরে চাইছিল—নিরস্ত্র, একা এবং ওদের দিকে পিছন ফেরা অবস্থায়।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে। কাছাকাছি এসে পড়েছে প্রাণের শত্রু, এমাকে নিয়ে বারান্দা থেকে জমিনে নামল তারা।

মাত্র দশগজ দূরে আছে প্রতিপক্ষ। ধাক্কা দিয়ে বন্দিকে

সরিয়ে দিল রাইস, মাটিতে পড়ে গেল এমা। পিস্তলটা এবার রানার দিকে তাক করল সে, অন্ডেনও একই কাজ করেছে।

'ঘুরুন,' বলল কর্নেল। 'আপনার চাঁদমুখটা দেখি।'

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা, তার চেহারা দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল দুই পালের গোদা। ক্যাপের চওড়া কার্নিশের নীচে যে মুখটা হাসছে সেটা আশা করেনি তারা। কোথাও মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, সঠিক লোকটা রয়ে গেছে ফায়ারিং পজিশনে।

'হাই, বেকুবের দল!' বলল এরিক স্টার্ন, তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে, লাইন অভ ফায়ার ক্লিয়ার করে দিয়েছে।

বজ্রপাতের মত দুটো শব্দ হলো, পাহাড়ের গোড়া থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পরপর রানা দুটো গুলি চালিয়েছে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই মহাপরাক্রমশালী কর্নেল অন্ডেনের মুখমণ্ডল অদৃশ্য হলো, রাইস হারাল তার খুলির উপরিভাগ। পড়ে যেতে থাকল দেহদুটো, পতন শেষ হবার আগেই আজরাইল তাদের জান কবচ করেছে।

ফুলঝুরির মত রক্ত আর মগজ ছিটকে গেছে চারপাশে, বীভৎস দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে উঠল এমা। দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল এরিক।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে আসতে থাকল ওদের দিকে, যেন ধ্বংসস্তূপ থেকে উদয় হয়েছে এক মূর্তিমান দেবদূত। দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল এরিক। পুজো করতে ইচ্ছে হচ্ছে লোকটাকে।

'এমা, তুমি ঠিক আছ?' কাছে পৌঁছে জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমা, জড়িয়ে ধরল।

'ইটস ওভার,' শান্ত গলায় বলল রানা, এরিককে জিজ্ঞেস

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

করল, 'তোমার কী অবস্থা?'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' এরিক মাথা চুলকাল। 'সত্যি বলতে কী, মরার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত টিকব, এটা আশা করিনি।'

'তা হলে এলে কেন?'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, কীভাবে মৃত্যুর মুখে আপনাকে একা ঠেলে দিই, বলুন?'

'তুমি এই "আপনি" সম্বোধন আর মিস্টার বলাটা ছাড়বে?' বলল রানা। 'নিজেকে বুড়ো বুড়ো মনে হয়।'

'মাফ করবেন, গুরু,' এরিক হাত জোড় করল। 'ওটা আমাকে দিয়ে হবে না।'

হেসে ফেলল এমা তার কথা শুনে। রানাকে বলল, 'তোমার এই শিষ্যকে তো চিনলাম না!'

'ওটা এক লম্বা গল্প,' বলল রানা। 'যেতে যেতে শোনাব তোমাকে।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা।

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

আঠারো

ওভাল অফিসে বসে ব্যস্তভাবে কাজ করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোমার কার্লটন, কপালে ভ্রূকুটি। জটিল কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তাঁকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড

মেরিন এজেন্সির চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আসুন অ্যাডমিরাল,' বললেন কার্লটন। 'টেলিফোনে আপনার গলা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা খুব জরুরি। কী হয়েছে?'

বড় একটা খাম ডেস্কের উপর রেখে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'এটা দেখুন, সার।'

খামটার গায়ে বড় বড় করে লেখা:

'মি. প্রেসিডেন্টের জন্য

মাসুদ রানার তরফ থেকে।'

'কোথায় পেয়েছেন এটা?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'কে দিয়েছে?'

'রানা নিজেই।'

'মানে! আমি তো জানি সে মারা গেছে!'

'দয়া করে ভিতরে কী আছে, দেখুন। আমার ধারণা, আরও বেশি অবাক হবেন আপনি।'

খাম খুলে বেরুল স্যামপাল হত্যাকাণ্ডের ভিডিও। দেখতে দেখতে হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এখানে আমাদের লোকের হাত আছে?'

'জী সার,' জানালেন অ্যাডমিরাল। 'র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা আউটফিটের কাণ্ড এটা। ওরাই আপনার উপর হামলা চালিয়ে মাসুদ রানাকে ফাঁসিয়েছে, একই সঙ্গে খুন করেছে আর্চবিশপ জর্জেস ভ্যালেরিয়াসকে। এখানে সব প্রমাণ আছে।'

'লোকগুলো এখন কোথায়?'

'সবাই মারা গেছে, মি. প্রেসিডেন্ট। একটা রিপোর্ট দেখেছেন বোধহয়, নর্থ ক্যারোলাইনার একটা র‍্যাঞ্চে একশোর বেশি সালভাদরীয় সৈনিকের লাশ পাওয়া গেছে, সঙ্গে কিছু অ্যামেরিকানও ছিল।'

www.facebook.com/groups/boiloversbanglam

'হ্যাঁ, ঘটনাটার তদন্ত করতে আমি একটা ফেডারেল এনকোয়্যারি করতে নির্দেশ দিয়েছি।'

'কী ঘটেছে আমিই বলতে পারব। রানাকে কোণঠাসা করে মারতে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু মরেছে নিজেরাই।'

'আপনি বলছেন একাই একশোর বেশি লোককে ঠেকিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা?'

'ঠিক একা নয়, একজন সঙ্গী ছিল তার। বীরত্বের জন্য কিছু প্রতিদান প্রাপ্য হয়েছে ছেলেটার।'

'আমি বিস্তারিত শুনব সবকিছু,' উত্তেজিত গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট।

'নিশ্চয়ই বলব, সার,' অ্যাডমিরাল হাসলেন। 'তবে তার আগে যদি আপনি দয়া করে রানার নামে ইস্যু করা হুলিয়াটা ফিরিয়ে নেন, খুব ভাল হয়। রানা চাইছে তার এজেন্সির লাইসেন্সও ফিরিয়ে দেয়া হোক।'

'অবশ্যই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করব তার কাছে।' বললেন কার্লটন। 'সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস করতে চাই আমি। সিআইএ-র যে লোকটা প্রেসিডেন্টের উপর হামলা করার মত অপারেশন অথরাইজ করেছে, তাকে একটা উচিত সাজা দিতে!'

ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া। সিআইএ হেডকোয়ার্টার।

নিজের অফিসে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছে ডেপুটি ডিরেক্টর অভ প্ল্যানিং অ্যালান বেনেট। নর্থ ক্যারোলাইনায় ঘটে যাওয়া একটা ছোট-খাট যুদ্ধ তার জীবন তছনছ করে দিয়েছে।

সমস্ত দুঃসংবাদ এসেছে একসঙ্গে। র‍্যামডাইন সিকিউরিটিজের কার্যক্রমের উপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট। টমাস ফাউলার, কর্নেল অল্ডেন আর

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

মেজর রাইসের মত দীর্ঘদিনের পুরানো সঙ্গীরা মারা গেছে, নেই জেনারেল রামিরেজও। একটা তদন্ত কমিশন বসেছে তার বিরুদ্ধে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে।

ইন্টারকম বেজে উঠল, কানে রিসিভার ঠেকাল সে।

'মি. বেনেট, আমি এজেন্ট রবার্ট, রিসেপশন থেকে বলছি। ওয়াশিংটন থেকে সিক্রেট সার্ভিসের কয়েকজন এজেন্ট এসেছেন আপনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে।'

'পাঠিয়ে দাও,' ভাঙা ভাঙা গলায় বলল বেনেট।

আর কোনও আশা নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হতে পারবে না সে, কী করবে ঠিক করে ফেলেছে আগেই।

ড্রয়ার খুলে পিস্তল বের করল অ্যালান বেনেট। সেফটি ক্যাচ অফ করে মুখে ভরল নলটা, টিপে দিল ট্রিগার।

(শেষ)

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Groups :www.facebook.com/groups/boiliverspolapan

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan